BOIGHAR.COM

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

# দেশান্তর

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

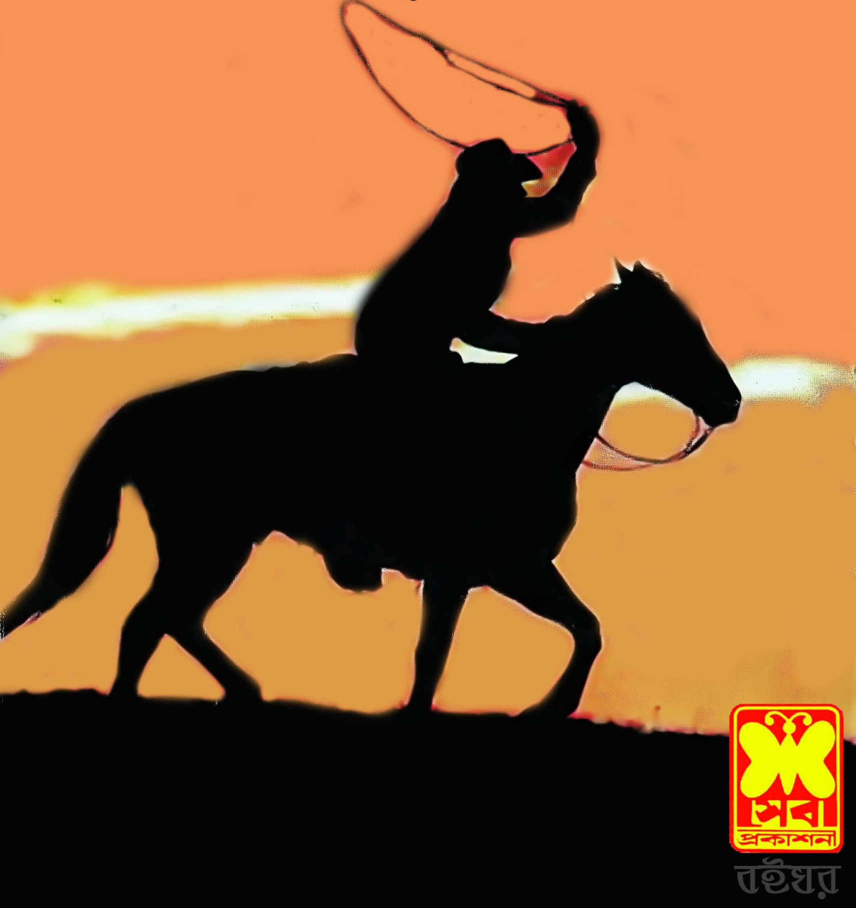

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

## বইঘর নিবেদন

### ওয়েস্টার্ন

# দেশান্তর

### সম্পাদনাঃ ইসমাইল আরমান

প্রিয় পাঠক, বুনো পশ্চিমের আরও কিছু খণ্ডচিত্র
এবার তুলে ধরা হলো আপনাদের সামনে।
আর সেজন্যে এ-বইয়ে একত্র হয়েছেন
সেবার নামি-দামি সব লেখকেরা।
সেবা ওয়েস্টার্নের তিন দিকপাল—
প্রয়াত কাজি মাহবুব হোসেন, রওশন জামিল ও
শওকত হোসেনের লেখা তো পাচ্ছেনই,
এ-বইয়ে আরও আছে সাম্প্রতিক সময়ের
আলোচিত দুই ওয়েস্টার্ন লেখক
গোলাম মাওলা নঈম ও মাসুদ আনোয়ারের লেখা।
এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন
রকিব হাসান, ইসমাইল আরমান-সহ আরও ক'জন।
দুর্জয় প্রেম, নিঃস্বার্থ ত্যাগ আর অসমসাহসের দৃষ্টান্ত
পাবেন আপনি প্রতিটি কাহিনিতে।
কখনও হাসবেন, কখনও কাঁদবেন,
আবার কখনও বা লাফিয়ে উঠবেন উত্তেজনায়।
তা হলে আর দেরি কেন, চলুন...
ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে চলে যাই সোয়া শ' বছর অতীতে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

---

**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

# দেশান্তর

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8316-4

তিরানব্বই টাকা


প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০১১

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

DESHANTOR
Western Stories
Edited by: Ismail Arman

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

## উৎসর্গ

সুপ্রিয় শেখ মহিউদ্দিন, মমিনুল ইসলাম, কাজী ইসা,
বন্দে আলী, শাহজাহান আলী, নুরুল আমিন,
নুরুল হক, বি. এম. আসাদ, মুকুল, এমদাদ,
বাবলু, সালাম, প্লাবন, টোকন, প্রমুখ...

*সেবার প্রতিটি বইয়ের সফল প্রকাশনার পিছনে*
*রয়েছেন এইসব নেপথ্যকর্মীরা, যাঁদের অবদানকে*
*অগ্রাহ্য করবার কোনও উপায় নেই।*
*এই উৎসর্গপত্র তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষুদ্র স্বীকৃতি।*

# ওয়েস্টার্ন

## দেশান্তর

### সম্পাদনাঃ ইসমাইল আরমান


SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সূচি


**কাজি মাহবুব হোসেন**

| | |
|---|---|
| বিচার | ৫ |
| পায়োনীয়ার | ৪১ |
| দেশান্তর | ৫৮ |

**রওশন জামিল**

| | |
|---|---|
| যশ | ৭৭ |

**শওকত হোসেন**

| | |
|---|---|
| ভুতুড়ে উপত্যকা | ১৩৯ |

**রকিব হাসান**

| | |
|---|---|
| মৃত্যুর মুখোমুখি | ১৯১ |

**গোলাম মাওলা নঈম**

| | |
|---|---|
| লড়াকু | ২১২ |

**মাসুদ আনোয়ার**

| | |
|---|---|
| ভুল মানুষ | ২৪৫ |

**ইসমাইল আরমান**

| | |
|---|---|
| সিংহপুরুষ | ৩১৩ |

**মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ**

| | |
|---|---|
| রাসলার | ৩৪২ |
| সেলুনে শো-ডাউন | ৩৫২ |
| আউট-লর পিছে | ৩৬২ |

**তন্ময় আচার্য**

| | |
|---|---|
| খুনে শয়তান | ৩৭৭ |

# বিচার

ছোট্ট মাইনিং শহর অ্যালেনভেল। ওয়ালি ব্রেডি বিরাট পেইণ্ট স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার পিঠে সহজ ভঙ্গিতে বসে ওদিকেই এগোচ্ছে। শিস দিয়ে একটা কাউবয় সুর তুলে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে সে।

তরুণ রেঞ্জার যে কাজে যাচ্ছে তাতে ওর উৎসাহ বা আগ্রহ কোনোটাই নেই। এমন একটা কাজ এড়িয়ে যেতে পারলেই খুশি হতো। নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করলে ঠিক তা-ই করত সে।

কয়েক সপ্তাহ আগে তার সুযোগ্য পার্টনার হিউবার্ট ফিঞ্চের সাথে সে একটা প্রাইভেট স্টেজ কোচকে ডাকাতির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। কোচটা অ্যালেনভেল শহরের কাছেই একটা মাইন থেকে সোনা নিয়ে যাচ্ছিল। ওদের জন্য এটা সামান্য একটা রুটিন কাজ। ডাকাত দলের দুজন মারা পড়েছিল, একজন আহত, আর বাকি দুজন এখন ইউমায় জেল খাটছে। তারপর মাইনের মালিক, ডিক অ্যালেনভেল চিঠিতে অনুরোধ জানাল, যারা তার টাকা বাঁচিয়েছে, তাদের যেন অ্যালেনভেলে পাঠানো হয়—সে নিজের হাতে তাদের পুরস্কৃত করবে।

অন্য সময় হলে এমন অনুরোধ উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু স্বয়ং গভর্নরের চিঠি এল অন্তত ওদের একজনকে যেন পাঠানো হয়। ওয়ালি নিশ্চিত যে হিউ তাকে চুরি করে হারিয়েছে। কথা ছিল প্যাকেট থেকে দুজনেই একটা করে তাস কেটে নেবে—যে হারবে তাকেই যেতে হবে। ওয়ালির জ্যাকের বিরুদ্ধে সাহেব তুলেছিল হিউ। তাই বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকেই আসতে

হলো।

এখন সে অ্যালেনভেলের প্রধান রাস্তা ধরে ধীর গতিতে এগোচ্ছে। গন্তব্যে জলদি পৌঁছানোর কোনও তাগিদ ওর মধ্যে নেই। কাজটা করার জন্যে কোনও পুরস্কার ওয়ালি চায়নি, হিউবার্টও চায় না। ওদের কর্তব্য ওরা করেছে।

পাশ দিয়ে যাবার সময়ে একটা দোকানের সাইনবোর্ড ওর চোখে ধরল, ঘোড়া ঘুরিয়ে দোকানটার সামনে এসে নামল সে। মাথার ওপরে ঝোলানো সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: 'হেনরি ডুভাল। কিছু চাও? নিয়ে যাও।'

স্ট্যালিয়নটাকে হিচিং রেইলে বেঁধে স্টোরে ঢুকল ওয়ালি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখল দোকানের মালিক এমন কিছু অত্যুক্তি করেনি, মানুষের যা যা দরকার তার প্রায় সবই বিক্রির জন্যে সাজানো হয়েছে ওখানে। দেয়ালের সঙ্গে একটা র‍্যাকে রাইফেল, কামরার একপাশে বাক্সে পিস্তল, কাপড়-জামা, রান্নার সরঞ্জাম, টিনজাত খাবার, মাইনিঙের যন্ত্রপাতি। এবং আরও সব রকমারি জিনিস পরিপাটি করে সাজানো।

স্টোবের মালিক একজন বেঁটে আর মোটা, মাঝবয়সী হাসিখুশি মানুষ। কাউন্টারের ওপর একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে আছে সে। পরনে কলারবিহীন সাদা শার্ট আর কালো ট্রাউজার্স। ওকে ঘিরে দশ-বারোজন বাচ্চা ছেলে আগ্রহের সঙ্গে ওর কথা শুনছে। আগে বেড়ে পিস্তলের শো-কেসটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওয়ালি। ছেলেপেলেদের রূপকথার গল্প শোনাচ্ছে দোকানি। ওয়ালিও শুনছে। ওই বয়সেই ঘরছাড়া হয়ে বুনো টেক্সাসে ঘুরে বেড়িয়েছে সে—জিন-পরীর গল্প তাকে কেউ শোনায়নি।

'তারপর কী হলো জানো?' বলে চলল হাসিখুশি লোকটা। 'যুবরাজের চুমোয় জেগে উঠল রাজকুমারী। মুখ তুলে সুদর্শন যুবরাজের দিকে চেয়ে সে বলল...'

দরজা খুলে দুজন লোক ভিতরে ঢুকল। দুজনেরই পরনে

boighar.com

রেঞ্জের পোশাক, কিন্তু ওরা কাউহ্যাণ্ড নয়। ওয়ালির অভিজ্ঞ চোখে সেটা ধরা পড়ল। কঠিন আর রুক্ষ চেহারা ওদের—পিস্তলগুলো একটু নিচুতে ঝুলিয়ে উরুর সঙ্গে বাঁধা। একজন আকারে ওয়ালির সমানই হবে, অন্যজন একটু খাটো, নিষ্ঠুর চেহারা। দুজনেরই ঠাণ্ডা, কঠিন চোখ আর চলাফেরায় একটা উদ্ধত, নাক উঁচু ভাব।

লম্বা লোকটা ওয়ালির দিকে একবার আড়চোখে দেখে দোকানিকে বলল, 'অনেক হয়েছে, হেনরি! গালগপ্পো ছেড়ে এদিকে এসো।'

'হ্যাঁ, জলদি করো,' অন্যজন বলে উঠল। 'সারাদিন বসে থাকার সময় আমাদের নেই। মিস্টার অ্যালেনভেল আমাদের জন্যে সেলুনে অপেক্ষা করছে।'

একটু সরে ওয়ালি ওদের পথ আটকে দাঁড়াল। ওর স্বরটা শান্ত হলেও ওতে রয়েছে ঝড়ের পূর্বাভাস।

'তোমরা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, গল্পটা আমিও শুনছি।'

বিশাল পিস্তলবাজ বাম হাতে খামচে ওয়ালির শার্ট ধরে ঘুসি মারার জন্য ডান হাত তুলল। কিন্তু পরক্ষণেই শার্ট ছেড়ে আর্তনাদ করে এক পায়ে লাফাতে শুরু করল—দু'হাতে অন্য পা চেপে ধরেছে। ওর শিন বোনের ওপর বুটের লাথি পড়েছে। প্রায় একই সঙ্গে ওয়ালির ডান হাতের মুঠি প্রচণ্ড আঘাত হানল লোকটার মুখে। ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে দরজার সঙ্গে বাড়ি খেল পিস্তলবাজ।

অন্য লোকটা লাফিয়ে আগে বাড়ল—কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁট ধরার জন্য হাত বাড়াচ্ছে সে।

'জাহান্নামের পথ খোলা!' ওয়ালির দু'হাতে দুটো কোল্ট শোভা পাচ্ছে। এমন ফাস্ট ড্র খুব কম লোকই রপ্ত করতে পারে।

লোকটা স্থির হয়ে জমে গেল। ওর সঙ্গী দরজায় ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে বসে রইল। ঘোরের মধ্যেও সে বুঝল ওই লোকের থেকে দূরে থাকাই তার উচিত ছিল। হাত তুলে চিবুক ঘষতে ঘষতে সে বাঁকা সুরে বল্‌ল, 'কাউবয়ের তুলনায় পিস্তলে তোমার

হাত খারাপ না।'

'রেঞ্জার হিসেবেও খারাপ না, আমি ওয়ালি ব্রেডি।'

'টেক্সাস রেঞ্জার ওয়ালি ব্রেডি!' চিৎকার করে উঠল একটা লাল চুলের ছেলে। 'সৌভাগ্য আমার।'

পিস্তল দুটো খাপে ভরল ওয়ালি। লম্বা লোকটাও এখন উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু টেক্সাস রেঞ্জার ওয়ালির মত লোকের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার সাহস ওদের নেই। কিছু লোক চেষ্টা করেছে, তারা বেশিরভাগই এখন কবরে—যারা মরেনি তারা আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেনি।

'তোমাদের বস সেলুনে আছে?' প্রশ্ন করল ওয়ালি।

'তুমি ওকে অ্যারেস্ট করবে, ওয়ালি?' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল লাল চুলের ছেলেটা।

লম্বা লোকটা বিচ্ছিরি একটা গাল দিল। ওয়ালি ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে চেয়ে সাবধান করল, 'ছোট ছেলেদের সামনে মুখ সামলে কথা বলো।'

'ওই ছেলেটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়,' জবাব দিল সে।

'আমার বিশ্বাস তুমি ওর সমানই হবে।' ছেলেটার দিকে চেয়ে ওয়ালি হাসল। 'ওকে কি আমার গ্রেফতার করা উচিত, বাছা?'

হেনরির চেহারায় নার্ভাস ভাব ফুটে উঠল। সামনে এগিয়ে ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে সে বলল, 'তুমি বাড়ি যাও, শর্টি। ওদেরও সঙ্গে নিয়ে যাও! আমার এখন কাজ আছে।'

অনিচ্ছার সঙ্গে বাকি ছেলেদের জড় করে নিয়ে শর্টি বেরিয়ে যাচ্ছে। লম্বা লোকটা এগিয়ে ওয়ালির দিকে তাকাল।

'আমি মিস্টার অ্যালেনভেলের ফোরম্যান,' পরিচয় দিল সে।

'হ্যাঁ, বসের ভাড়াটে গুণ্ডা,' চিৎকার করে কথাটা বলে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল শর্টি।

'একদিন ওই বখাটে ছেলেটাকে ধরে আমি আচ্ছামত আদব-


boighar.com

কায়দা শেখাব।'

ঘেন্নার সঙ্গে লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে ওয়ালি বলল, 'আমি থাকতে থাকতে চেষ্টা করে দেখতে পার—তোমার সবক'টা দাঁত খসিয়ে ফেলব আমি। তোমাদের যা কেনার কিনে নাও, তারপর আমরা তোমার বসের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'নিশ্চয়, রেঞ্জার। আমি মিশেল, আর ও বাস্টার।'

বাড়িয়ে দেয়া হাত উপেক্ষা করে কাউন্টারের দিকে ফিরল ব্রেডি। 'আমি এক বাক্স ফোরটি-ফাইভ নেব। নতুন উইনচেস্টারের গুলি তোমার স্টকে আছে?'

'এদিকে ওগুলোর চাহিদা নেই,' জবাব দিল হেনরি ডুভাল। 'তুমি কিছু মনে না করলে আমি এদের দুজনকে সার্ভ করে নিই, কারণ কার্তুজ আমি তালাচাবি দিয়ে রাখি।'

'নিশ্চয়, ওরা কী চায় দেখো।' আড়চোখে লোকটার হাতের দিকে তাকাল। প্রথম পরিচয়ের সময়ে লোকের হাতের দিকে তাকানো ওর একটা অভ্যাস। যা দেখল তাতে অবাক হয়ে হাসিখুশি চেহারার গল্প-দাদুর দিকে আবার চাইল।

'আমি এক থলে বুল ডারাম তামাক চাই,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল মিশেল। 'সামনের শুক্রবার বেতন পেয়ে তোমার টাকা দেব।'

হতাশার শ্বাস ফেলে তামাক বাড়িয়ে দিল হেনরি। তারপর বাস্টারকে সার্ভ করল—সেও একই দিন টাকা শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিল। এবার ভিতরের কামরা থেকে গুলি আনতে গেল ডুভাল। ঘুরে মুখ খুলল মিশেল।

কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ওয়ালি বলে উঠল, 'আমার জন্যে অপেক্ষা করো না। তোমাদের মত লোকের সঙ্গে রাস্তায় আমার না চলাই ভাল।'

রেগে উঠে কী যেন বলার জন্যে আবার মুখ খুলেছিল মিশেল, কিন্তু কী ভেবে পাল্টা জবাব না দিয়েই মুখ বন্ধ করল। তার বস এই রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে—এই লোকের কিছু

হলে সে হয়তো তা পছন্দ করবে না। তা ছাড়া কিছু করতে গেলে ওয়ালিও যে ছেড়ে কথা বলবে না এটা সে প্রথমবার মার খেয়েই বুঝেছে। নীরবে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিশেল; বাস্টার ওকে অনুসরণ করল।

কার্তুজের বাক্স হাতে বেরিয়ে এল ডুভাল। ওটা ওয়ালির হাতে দিয়ে টাকা নেয়ার সময়ে যুবকের দিকে তাকাল সে।

'শর্টির কথা কানে না তোলাই ভাল।'

'মনে হয় অ্যালেনভেলকে সে পছন্দ করে না।'

'পছন্দ যে করে না এটা সত্যি।'

'ওর ক্ষোভটা কোথায়?'

'এখানে মানুষের অ্যালেনভেলের বিরুদ্ধে কথা বলতে নেই। শর্টির বাবা, ফিঞ্চের ভাগ্যে কী ঘটেছিল সে ব্যাপারেও না। ওই ছেলে কিছু সন্দেহ করে, কিন্তু কোনও প্রমাণ নেই।'

'কীসের প্রমাণ?' সর্বক্ষণ লোকটাকে লক্ষ করছে ওয়ালি।

'আগেই বলেছি, এই শহরে বেশি কথা বলতে মানা।' ওয়ালির সঙ্গে চোখ মেলাল না হেনরি। 'মিশেল আর বাস্টারের মত লোককে সেটা নিশ্চিত করার জন্যেই রাখা হয়েছে।'

'ভাবিনি ওরা তোমাকে বিরক্ত করবে।' দোকানির ডান হাতের দিকে চেয়ে কথাটা বলল ওয়ালি। 'যাক, এসব আমার মাথাব্যথা নয়। কাতুর্জের জন্যে ধন্যবাদ; আসি।'

সূর্যটা পড়ে এসেছে। বাইরে বেরিয়ে রাস্তার দুপাশ ভাল করে দেখে নিল ব্রেডি। অন্যান্য ছোট শহরের মত এখানেও বড় রাস্তার ওপরই সব ব্যবসা আর দোকানপাট। হেনরি ডুভালের দোকান থেকে কিছুটা আগেই মার্শালের অফিস আর জেল। আরও সামনে রাস্তার উল্টোপাশে সেলুন। ঘোড়ার পিঠে উঠে প্রথমে লিভারি স্টেবলে গিয়ে ঘোড়া আর মালপত্র রাখল। ওখানে একটা বাড়তি কামরায় নিজের থাকার ব্যবস্থাও করল, কারণ হোটেলে থাকতে চায় না সে।

boighar.com

সেলুনে ঢুকে দেখল বেশি ভিড় নেই। অ্যালেনভেল লোকটা যে কে সেটা এক নজরেই বুঝতে পারল ওয়ালি। লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হবে, প্রকাণ্ড না হলেও ওর কাঁধ শক্তিশালী আর চওড়া। পুবের স্টাইলে তৈরি দামি সুটের নীচে শক্ত গোছের লোক। ওর রোদে পোড়া লালচে মুখটা কঠিন আর উদ্ধত। বোঝা যায় লোকটা বন্ধুত্ব নয়, কেবল ক্ষমতা চেনে, এবং দাপট দেখিয়েই লোকজনকে চালায়।

বারে দাঁড়িয়ে বেশিরভাগ কথা সে-ই বলছে, আর ঘিরে দাঁড়ানো নিচু স্তরের লোকজনের কিছু কথা, তার মতের বিরোধী না হলে, শুনছে।

বার্স্টার আর মিশেল ছাড়া আর যারা ওখানে রয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের লোক। কিছু শহরের লোক, জনাদুয়েক পূব থেকে আসা মাইনের লোক, একজন মদ ব্যবসায়ী আর একজন প্রসপেক্টর।

বিরাট সেলুনে আর যারা রয়েছে তারা শহরের নেশাখোর টাউট। কিন্তু ডিক অ্যালেনভেল যখন কথা বলছে, সবাই মনোযোগী ছাত্রের মত শুনছে।

ওয়ালিকে দেখতে পেয়ে মিশেল তার বসকে জানাল, 'রেঞ্জার এসেছে, মিস্টার অ্যালেনভেল।'

মুখ তুলে লম্বা তরুণ টেক্সানকে এগিয়ে আসতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল ডিক। 'হাউডি, বাছা,' বলল সে। 'তুমিই সেই রেঞ্জার? তোমার পার্টনার কোথায়? আমি টার্নারকে চিঠিতে দু'জনকেই পাঠাতে বলেছিলাম।'

'ক্যাপ্টেন টার্নারের মতে একজনই যথেষ্ট,' ক্যাপ্টেন কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিল ওয়ালি।

মুহূর্তের জন্য অ্যালেনভেলের হাসিটা ম্লান হলো। সেলুনে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। ডিকের সামনে দাঁড়িয়ে মুখের ওপর এমন সুরে কথা বলায় সবাই ওই লম্বা, চওড়া কাঁধের

তরুণ টেক্সানের দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে।

কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতেই ডিকের কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল। সে ঠিক বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে হাত নেড়ে বারের দিকে দেখাল।

'এসো, কিছু খাও। ভাল কাজের জন্য এনাম দিতে আমি কখনও কার্পণ্য করি না। এই নাও,' পকেট থেকে চামড়ার ব্যাগ বের করে পাঁচটা একশো ডলারের নোট বের করে বাড়িয়ে দিল সে। পাঁচটা নোট বের করার পরেও বাকি যা রইল তাতে ব্যাগটা আগের মতই ফোলা দেখাচ্ছে। 'আমার বিশ্বাস তুমি আর তোমার বন্ধু এই টাকায় অনেক আমোদ-ফুর্তি করতে পারবে।'

'সম্ভবত,' টাকা নিয়ে পকেটে ভরল ওয়ালি। আসলে পুরস্কারের টাকা ওরা প্রাক্তন সহকর্মী রেঞ্জারের বিধবা স্ত্রীকে দেবে বলে আগেই ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু কথাটা সে অ্যালেনভেলকে জানাল না। 'ধন্যবাদ, এবার আসি।'

'সে কী! এখনই যাচ্ছ কোথায়?' আপত্তি জানাল ডিক। 'এই, জন! রেঞ্জারকে একটা ড্রিঙ্ক দাও। কী যে বল, মাত্র তো পৌঁছালে!'

ওয়ালির মনে পড়ল টার্নার তাকে ভদ্র ব্যবহার করতে অনুরোধ করেছে। অ্যালেনভেল ধীরে ধীরে এই এলাকায় একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা হয়ে উঠছে। বারম্যানের দিকে ফিরে সে বলল, 'তা হলে আমাকে একটা বিয়ার দাও।'

'বিয়ার,' নাক সিটকাল ডিক। 'ওই পর্যন্তই তোমার দৌড়? রেঞ্জারকে উইস্কি দাও।'

'না, বিয়ার,' ওয়ালির কথায় বন্ধুত্বের কোনও আভাস নেই। 'আমি ছোট থাকতেই শিখেছি উইস্কি কখনও ক্ষতি ছাড়া ভাল করে না।'

তরুণের দিকে চেয়ে নিজের ছেলেবেলা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিল ডিক, কিন্তু ওয়ালির চোখ দেখে চুপ রইল। জীবনে

boighar.com

এই প্রথম সে একটু আড়ষ্ট বোধ করছে। বুঝতে পারছে এই লোক তার ক্ষমতা বা টাকার কোনও তোয়াক্কা করে না।

'তুমি একা এলে কেন?' প্রশ্ন করল অ্যালেনভেল। 'টার্নার কি তোমাদের দুজনকে ছাড়তে পারত না?'

'একজনকে ছাড়াই তার পক্ষে মুশকিল ছিল। কিন্তু গভর্নর এমন বিনীতভাবে অনুরোধ জানাল যে, শেষে কে আসবে ঠিক করার জন্যে আমরা দুজন তাস কাটলাম।'

'তুমি জিতলে?'

'হারলাম।'

আবার কামরায় নীরবতা নেমে এল। ওয়ালির পাশ থেকে লোকজন কিছুটা সরে দাঁড়াল, যেন বোঝাতে চাইছে ওরা মোটেও রেঞ্জারের পক্ষে নেই। রেগেছে ডিক। হঠাৎ এই লোকটাকে তার দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে যে সে-ই এই শহরের সর্বেসর্বা। সে যা খুশি করলেও কেউ একটা কথা বলবে না।

'শহরটা তোমার কেমন লাগল?' প্রশ্ন করল সে।

'এখনও বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি।'

'আমি শহরটাকে এখানেই তৈরি করেছি যেন আমার জন্যে সবদিক থেকে সুবিধা হয়। জানো, এই শহরটা ইণ্ডিয়ান রিজারভেশনের ওপর তৈরি?' সমর্থনের জন্যে অন্যান্য সবার দিকে তাকাল সে। ওরা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। 'নিশ্চয়, আমি এখানে শহর গড়ে তুলেছি কারণ বহু মাইলের মধ্যে এমন সুবিধাজনক জায়গা আর নেই। যা হোক, ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স বিউরো অনুমতি দেয়নি, কিন্তু আমাকে কে ঠেকাবে? আমি ওদের নিষেধে কান না দিয়ে এখানেই শহর করেছি। হ্যাঁ, এটা পুরোপুরি আমার শহর।'

ওয়ালি কিছু বলার আগেই একজন মোটাসোটা লম্বা লোক ভিতরে ঢুকল। লোকটার পরনে কেতাদুরস্ত পোশাক। বারে পৌঁছলে ওকে স্থানীয় কোর্টের কর্মকর্তা জাজ হ্যানলন বলে পরিচয়

করিয়ে দেয়া হলো। এও যে আর সবার মত অ্যালেনভেলের লোক তাতে সন্দেহ নেই। জাজ ঠাণ্ডাভাবে দূরত্ব বজায় রাখল। সে ধরেই নিয়েছে ওয়ালিকে গুরুত্ব দেয়ার কোনও দরকার নেই, মৌখিক ভদ্রতাটুকু রাখাই যথেষ্ট। ব্রেডির বিচারে জাজ একজন অহঙ্কারী আর ঝামেলা তৈরি করায় ওস্তাদ লোক এবং যতক্ষণ আইন অ্যালেনভেলের পক্ষে আছে, কেবল ততক্ষণই সে আইনমত চলবে।

আরও মানুষ আসছে, এখন সাধারণ আলাপ চলছে। একটা ব্যাপার ওয়ালি লক্ষ করল, সবকিছু অ্যালেনভেলকে ঘিরে চলছে এটা ঠিক, কিন্তু কারও মুখেই আন্তরিক হাসি নেই। টাউন মার্শাল কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিল। লম্বা, পাতলা গড়নের মাঝবয়সী লোক।

'রেঞ্জার,' বলল অ্যালেনভেল, 'এসো, তোমার সঙ্গে মার্শাল ভ্যান থর্পের পরিচয় করিয়ে দিই।'

'হাউডি, ভ্যান।' হাত বাড়িয়ে দিল ওয়ালি। 'হণ্ডো ফগের মুখে তোমার কথা আমি শুনেছি।'

একথায় থর্পের মুখ একটু লাল হলো। এক সময়ে সে একজন ফাস্টগান মার্শাল ছিল। সৎ আর সাহসী। অনেক খারাপ শহরকে সে শান্ত করেছে। আর এখন টেক্সাসের নগণ্য শহরে কাজ নিয়েছে, যে কাজ কয়েক বছর আগে হলে সে তার নতুন ডেপুটির ওপরই ছেড়ে দিত।

'মিনি ক্লাইড গতকাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল,' ডিককে জানাল সে।

মাইন মালিকের চেহারা কুঁচকে কালো হলো। থর্পের দিকে পিছন ফিরে আর এক রাউণ্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল সে। কয়েক মুহূর্ত অ্যালেনভেলের পিঠের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘুরে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল মার্শাল। ওয়ালি তাকিয়ে রইল, বুঝল অ্যালেনভেল শহর ছাড়াও আরও অনেক কিছুর মালিক।


boighar.com

'শোন, রেঞ্জার,' বার থেকে চেঁচিয়ে বলল ডিক। 'যে-কোনও সময়ে দু'একজন ভাল লোক কাজে নিতে আমার আপত্তি নেই। তুমি আর তোমার পার্টনার আমার হয়ে কাজ করো না কেন? আমি চড়া বেতন দেব।'

'অলরেডি একটা চাকরি করছি আমরা, এবং বসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও ভাল,' জবাব দিল ওয়ালি।

'হাঃ! যা বললাম, ভাল লোকের দাম আমার কাছে সব সময়েই থাকবে। পিস্তলে কি তুমিই সবথেকে ফাস্ট?'

মাথা নাড়ল ওয়ালি। যতই দেখছে অ্যালেনভেল তার চোখে ততই খারাপ হয়ে উঠছে। 'আমি তিনজনকে জানি যারা আমার চেয়ে চুল পরিমাণ ভাল।'

'ওরা কে?'

'আমার পার্টনার হিউবার্ট সাটন এক পিস্তলে সবথেকে ফাস্ট। ওল মার্ক কাউন্টার আমাকে যে-কোনও হাতেই হারাতে পারবে।'

'আর তৃতীয়জন?'

'হণ্ডো ফগ। জীবিত এমন কেউ নেই, যে ওকে দুই পিস্তলে হারাতে পারে।'

উপস্থিত সবার মাঝে একটা সম্মতির গুঞ্জন উঠল, কারণ যাদের নাম বলা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই নামকরা ফাইটার। মদের ব্যবসায়ী এবার মুখ খুলল। 'হণ্ডো ফগ যখন রকিং এইচ-এর গরু নিয়ে আসে তখন আমি ডজেই ছিলাম। আর্প আর মাস্টারসনের মত লোকও পালিয়ে পথ পায়নি।'

'ডজে এমন ঘটেনি,' প্রতিবাদ করল বারম্যান। 'রকিং এইচ যখন আসে, তখন আর্প বা মাস্টারসন কেউ ডজে ছিল না। ওরা বাইরে কাজে গেছিল।'

এতে কিছুটা মতভেদ দেখা দিল। আর্প আর মাস্টারসনের অনেকবারই এমন জরুরি কাজ পড়েছিল—বিশেষ করে নামজাদা কেউ ওদের খোঁজে এলে। বারম্যান ক্যানসাসের লোক, তাই

ওদিককার লম্যানের প্রতি ওর দারুণ শ্রদ্ধা।

'ওয়ায়েট আর্প ফেলনা নয়,' বলল সে।

'মাস্টারসন ওর থেকেও ভাল,' আর একজন বলে উঠল।

বারে হেলান দিয়ে ওয়ালি ওদের কথা শুনছে। তার মন্তব্যের ফলেই এতসব কথা উঠেছে। এসব আলোচনা সে আগেও বহুবার শুনেছে। অ্যারিজোনা, ক্যানসাস, টেক্সাস—সবখানেই বারের আলাপ শেষ পর্যন্ত গানফাইটারে গিয়ে পৌঁছে। কে ভাল, কে ফাস্ট আর কার তাক কত নিখুঁত, এনিয়ে তুমুল তর্ক চলে। প্রত্যেক মানুষেরই একটা করে হিরো থাকে—কেউ নিজের হিরোকে অন্যের চেয়ে খাটো করে দেখতে রাজি নয়। অর্থহীন তর্ক—কিছুই প্রমাণ হবার উপায় নেই, তবু তর্ক চলে।

শেষে বুড়ো প্রসপেক্টর কথা বলল। 'সব থেকে ভাল যে লোক, তার কথাই তোমরা ভুলে যাচ্ছ। ওই লোক এসব নতুন গজানো পিস্তলবাজদের যে-কোনও সময়ে হারাতে পারত। যুদ্ধের পরপরই এক সময়ে সে নিউটন আর সেডালিয়ার আইন রক্ষক ছিল। লোকটার নাম ড্র্যাঙ্গো ডুন।'

সবাই অবাক হয়ে বুড়োর দিকে চেয়ে আছে। অ্যালেনভেল হেসে বলল, 'তুমি অনেকদিন আগের কথা বলছ, জ্যাক। মনে হয় না আমরা কেউ ওকে দেখেছি।'

'আমি দেখেছি। ওকে বেশ ভালভাবেই চিনতাম। ওকে আমি কোনোদিন ভুলব না—লোকটা ছিল বিভীষিকা। দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু দারুণ টাফ্। ওকে একবার আমি ওর ডবল সাইজের রেইলরোড কর্মচারীকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে দেখেছি। ফাস্ট; খুবই ফাস্ট। হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা 'ড্রাগন' পিস্তল সে এমন দ্রুত ব্যবহার করত যে তার কোনও তুলনা হয় না।'

'ড্রাগন পিস্তল,' নাক দিয়ে শব্দ করল মিশেল। 'ওই পিস্তল দিয়ে আমি আজ পর্যন্ত কাউকে ভাল শুট করতে দেখিনি। ওগুলো বেশি ভারি।'

boighar.com

ওয়ালি ভাবছে বেশি ঝাঁকি দিলেও ড্রাগন কোল্ট যোগ্য হাতে সত্যি ভয় পাওয়ার মত অস্ত্র। কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না সে। এতক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল ব্রেডি। হেনরি ডুভালকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। বারে ঢুকতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু প্রসপেক্টর কথা বলা শুরু করতেই থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে চলে গেল।

'শেষ পর্যন্ত ড্র্যাঙ্গো ডুনের কী হলো?' জানতে চাইল একজন।

'এক রাতে সে একদল আউট-লর সঙ্গে লড়াই করছিল। মাথার ওপরে ছাদে একটা শব্দ শুনে ঘুরেই গুলি করল। লোকটা নীচে পড়লে দেখা গেল ও তারই একজন ডেপুটি; ডুনের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সে ওখানে উঠেছিল। ওই আউট-ল দলকে সে খতম করল, কিন্তু তারপরেই স্টার-টা খুলে জমা দিয়ে দিল। নিজের লোককে হত্যা করার পর কিছুতেই ওকে আর ব্যাজ পরানো গেল না। জানি না এরপর সে কোথায় গেল, কিন্তু ওকে আমি কোনোদিন ভুলব না। আমার বিশ্বাস এখনও দেখলে চিনব।'

কথা চলতে থাকল, কিছুক্ষণ পর বার ছেড়ে বেরিয়ে এল ওয়ালি। কেউ ওর অনুপস্থিতি লক্ষ করল না। সোজা মার্শালের অফিসে গিয়ে ঢুকল সে। থর্প নিজের দুহাতে মাথা রেখে ডেস্কের পিছনে বসে আছে। দরজা খোলার শব্দে সে মুখ তুলে চাইল।'

'হাউডি, রেঞ্জার।'

'হাউডি। সম্ভব হলে রাতটা আমি এখানে কাটাতে চাই।'

'নিশ্চয়, নিজের ঘর বলেই মনে করো। খেয়েছ?'

'না, বেশ কয়েকঘণ্টা পেটে কিছু পড়েনি।'

'চল, ফিঞ্চের ওখানে যাই, ওটা এখনও খোলা আছে।'

'ফিঞ্চ, নামটা আমি আগেও শুনেছি।'

'শহরে কোথাও শুনবে না। ওর বিধবা স্ত্রী দোকানটা চালায়। স্বামী নিজের মাইনে কাজ করার সময়ে একটা দুর্ঘটনায় মারা

যায়।' সোজা ওয়ালির দিকে তাকাল মার্শাল। 'একটা দুর্ঘটনা।'

'অবশ্যই,—তবে কথা হচ্ছে অ্যালেনভেল এখন ওই মাইনের মালিক।'

ওয়ালির দিকে তাকাল থর্প। মুখ বিকৃত করে ভাবছে। শেষে বলল, 'আমি নিজে দুর্ঘটনার তদন্ত করেছিলাম। যা দেখেছি তাতে সব কিছু অ্যাক্সিডেন্ট বলেই মনে হয়। তোমাকে এসব কে বলল?'

'ছেলেটার কথায় বুঝলাম সে অ্যালেনভেলকে পছন্দ করে না। যাক, এনিয়ে আমার দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, সকাল হলেই আমি চলে যাব।'

প্রকাণ্ড পেইন্ট স্ট্যালিয়নটাকে লিভারি স্টেবল থেকে রাস্তায় বের করে যাওয়ার আগে ওয়ালি শেষবারের মত একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখল। অ্যালেনভেল শহরটা তার ভাল লাগেনি। অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশ—ভয়ের মধ্যে বাস করছে সবাই। লোকজন অ্যালেনভেলকে ঘৃণা আর ভয় করে, তবু ওরা তাকে কর্তা বলে মেনে নিয়েছে।

দুজন রাইডার শহরে ঢুকল। নির্লিপ্ত চোখে ওদের লক্ষ করছে ওয়ালি। ওরা যে-ই হোক তাতে ওর কিছু আসে যায় না। দামি পোশাক পরা লম্বা সুদর্শন তরুণ লোকটা যে কে তা আন্দাজ করা যায়। চমৎকার পালোমিনো গেল্ডিং ঘোড়া চাকচিক্যের পোশাক, রূপার কারুকাজ করা জিন আর উদ্ধত চাহনি দেখে ওয়ালি বুঝেছে এই যুবকই ডিক অ্যালেনভেলের ছেলে ডন। গতরাতে ও সেলুনে ছিল না, তবে ওর নাম উচ্চারিত হয়েছিল।

ওটা ডন অ্যালেনভেলই বটে—এবং খুব বাজে মুডে আছে সে। দিনের শুরুতেই আধ-মাতাল হয়ে পড়েছে। ওর সঙ্গী ভাড়াটে পিস্তলবাজ লোকটাও ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। ওরা দুজন শহরে ঢোকার পথে বেশ আগে থেকেই মদ খাওয়া ধরেছে।

ঘোড়া থামিয়ে সামনে একটা গাঢ় রঙের মেয়ের দিকে দেখাল

boighar.com

ডন অ্যালেনভেল। ইণ্ডিয়ান মেয়েটা সেলুনের দিকে এগোচ্ছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে হেনরি আর ফিঞ্চকে সুপ্রভাত জানিয়ে সে ফুটপাত ধরে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে জিনের সঙ্গে বাঁধা ল্যাসোটা খুলে নিয়ে দ্রুত মেয়েটার দিকে চলল ডন। ওর ছুঁড়ে দেয়া ল্যাসোর ফাঁস তরুণীর মাথা গলে গলায় এঁটে বসল। ঘোড়াটা লাফিয়ে এগিয়ে গেলে ঝাঁকি খেয়ে মেয়েটার দেহ শূন্যে উঠে সজোরে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল। একবার খিঁচুনি দিয়ে দেহটা স্থির হয়ে গেল।

ওদিকে ছুটে গেল ওয়ালি। ডন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝুঁকে মেয়েটাকে দেখছে। মাথাটা যেভাবে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেঁকে রয়েছে তাতে ওয়ালি বুঝল সে মারা গেছে। ঘাড় ভেঙে গেছে ওর। বুনো নিষ্ঠুর চোখ তুলে তাকাল ডন। ছুটতে ছুটতেই ওয়ালি লক্ষ করল, বিভিন্ন জানালা থেকে লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এবং ডুভাল ধাক্কা দিয়ে শর্টিকে দোকানের ভিতর ঠেলে দিয়ে এগিয়ে আসছে।

'মেয়েটা মরে গেছে,' শান্ত সুরে বলল ওয়ালি।

'তাতে তোমার কী?' ছ্যাঁৎ করে উঠল ডন। 'তুমি কোথাকার...'

'আমি একজন রেঞ্জার। তোমার পিস্তল আমার কাছে জমা দাও। তোমাকে আমি খুনের দায়ে অ্যারেস্ট করছি।'

'শোন, ফিল, ওর কথা শোন,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল সে। 'চমৎকার কথা বলেছে...!'

বিদ্যুৎবেগে ওয়ালির কঠিন মুঠি এসে পড়ল ডনের মুখে। মাটিতে পড়ে গেল সে। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে—ওর ঠোঁট দুটোও থেঁতলে গেছে। এই সময়ে খাপ থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে পিস্তলবাজ ফিল। ঘুরে ওকে দেখামাত্র ওয়ালির ডান হাতের পিস্তলটা কোমরের কাছ থেকেই গর্জে উঠল। কখন যে সে পিস্তল বের করল তা কেউ দেখতে

পায়নি। জিনের ওপর বসা লোকটার দেহ ঝাঁকি খেয়ে একটু লাফিয়ে উঠল, হাত থেকে পিস্তলটা খসে রাস্তায় ধুলোর ওপর পড়ল। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে পিছনে দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল। ফিলের অসাড় দেহটা জিন থেকে পিছলে আছাড় খেল মাটির ওপর।

ধূমায়িত পিস্তল খাপে ভরে ডন অ্যালেনভেলকে হিঁচড়ে টেনে তুলে দাঁড় করাল ওয়ালি, তারপর ঠেলতে ঠেলতে ওকে নিয়ে মার্শালের অফিসে ঢুকল। শেষ ধাক্কায় ডন ডেস্কের সামনে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল। ওদের দেখে চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল থর্প।

'ব্যাপার কী, রেঞ্জার? এ তুমি কী করেছ?'

'রাস্তায় একটা মেয়েকে খুন করার দায়ে আমি ওকে অ্যারেস্ট করেছি,' জবাব দিল ওয়ালি। 'হাজতের দরজা খোলো।'

'কিন্তু এটা তো ডন অ্যালেনভেল!'

'তাতে কী?'

'ও ডিক অ্যালেনভেলের ছেলে!'

'মিস্টার, ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেও কিছু আসে যায় না—একজন মহিলাকে খুন করেছে ও, আমি খুনের অভিযোগে ওকে আটক করছি।'

'মেয়েটা কে?' প্রশ্ন করল মার্শাল। দ্বন্দ্ব আর আশঙ্কায় ওর চেহারাটা বিকৃত হয়ে উঠেছে।

'কালো চুলের মেয়ে,' জবাব দিল ওয়ালি। 'তুমি কি সেলের দরজা খুলবে, নাকি আমি নিজেই খুলব?'

'ওকে থামাও, থর্প। ভাল চাও তো ওকে থামাও!' চিৎকার করে বলল ডন। 'ওকে বলো আমাকে ছেড়ে দিক।'

'ওকে আমি জেলে ঢোকাতে দিতে পারি না, রেঞ্জার,' বলল থর্প।

'চাবি দরজার সাথেই আছে,' জবাব দিল ওয়ালি। 'আমাকে


boighar.com

না মেরে তুমি এটা ঠেকাতে পারবে না, মার্শাল।'

থর্প দাঁড়িয়েই থাকল, দেখল ডনকে মেঝে থেকে তুলে জেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে চাবিটা পকেটে রাখল ওয়ালি। তারপর অফিস ঘরে ফিরে আসতেই সে বলল, 'তোমার জায়গায় থাকলে কথাটা অ্যালেনভেলের কানে পৌঁছবার আগেই আমি শহর ছেড়ে পালাতাম। ছেলে জেলে আছে শুনলে সে বসে থাকবে না।'

'তাকে বসেই থাকতে হবে। মেয়েটা কে?'

'তুমি বলছ ওর চুল কালো?'

'নিশ্চয়, মনে হয় ওর মধ্যে কিছু ইণ্ডিয়ান রক্তও ছিল।'

'মিনি ক্লাইড। মেয়েটা আধা অ্যাপাচি। মারা গেছে ও?'

'ঘাড় ভেঙে গেছে ওর,' বলল ওয়ালি। 'ডন অ্যালেনভেলের সঙ্গের লোকটাকে হত্যা করে ওকে আমি ধরে এনেছি।'

'ভেবেছ ওর বিচার হবে?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল ওয়ালি। 'খুনির বিচার নিশ্চয় হবে। কিন্তু আমি কখনও ভাবিনি ভ্যান থর্প এমন কথা বলবে।'

'ভাবোনি, না?' ওয়ালির দিকে তাকাল ভ্যান। 'হগো ফগ তোমাকে বলেছে কীভাবে আমি খারাপ শহরগুলোকে ঠাণ্ডা করেছি। তা করেছি, কিন্তু একদিন ক্লে অ্যালিসন আমার খোঁজে শহরে আসছে শুনে সারারাত দুশ্চিন্তায় থেকে পরদিন সকালেই আমি শহর ছাড়লাম। এক সপ্তাহের মধ্যে আর ফিরলাম না। পরে জেনেছি ওটা ঠাট্টা—অ্যালিসন ধারে কাছেও নেই। আইনের লোক হিসেবে আমার দাপট ওখানেই শেষ হলো। অন্য শহরগুলোও আমার কথা শুনল—আমি পথে নামলাম। শেষে অ্যালেনভেল আমাকে কাজে নিল। জানতাম আমাকে ওর হয়েই কাজ করতে হবে, তবু কাজটা নিলাম। বাছা, সেদিন আমি সত্যিই সাহস হারিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত সেই সাহস আমি আর ফিরে পাইনি। এই জন্যেই এসবের মধ্যে আমি জড়াতে চাই না।'

'এতে তোমার কোনও অংশ নেই। ওকে আমি ধরে এনেছি,

আমিই ওকে এখানে আটক রেখেছি। এখানে করার কিছুই নেই তোমার।'

'তুমি কি মনে করো বিচারের জন্যে ওকে এখানে ধরে রাখতে পারবে, কিংবা এই শহরে কোনও লোক পাবে যে অ্যালেনভেলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে?'

'হয়তো।'

'যাও, রাস্তায় বেরিয়ে চেষ্টা করে দেখো।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওয়ালি। মেয়েটার লাশ ঘিরে ভিড় জমেছে। একটু সরে ওরা ওয়ালিকে জায়গা ছেড়ে দিল। এই লোকগুলোই জানালা আর দরজা থেকে পুরো ঘটনা দেখেছে।

'ঘটনাটা কে দেখেছে?' প্রশ্ন করল সে।

সবাই নীরব। ওয়ালি যার দিকে তাকাচ্ছে সে-ই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে জটলা ভেঙে গেল। ওয়ালির কঠিন ঠাণ্ডা স্বর শুনে ওরা থেমে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ ওর চোখের দিকে চাইছে না। 'তোমাদের কেউ কেউ দেখেছ কী ঘটেছে। অ্যালেনভেলকে আমি বিচারের জন্যে আটক করেছি—কিন্তু সে যদি সাক্ষীর অভাবে খালাস পায় তা হলে তোমরা কেউ আর এই শহর ছেড়ে বেরিয়ো না; কারণ এই এলাকার প্রত্যেকটা আইনের লোককে আমি জানাব কী ঘটেছে। এবং তোমরা যদি ফুটপাতে থুতুও ফেলো তোমাদের হাজতে ভরা হবে।'

'আমাদের সঙ্গে ওই সুরে কথা বলার কোনও অধিকার তোমার নেই,' প্রতিবাদ করল একজন।

'কিন্তু আমি তা-ই বলছি। তোমরা হচ্ছ একদল পোষা কুকুর। সবাই ভয় করছ যে ডন অ্যালেনভেলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলে তোমাদের এই শহরে থাকতে দেয়া হবে না। এটা জেনো, আমাকে যদি একাও লড়তে হয় লড়ব, কিন্তু ওই ছোকরার যেন বিচার হয় এটা আমি দেখব।'

ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কেবল ডুভাল আর একজন রোদে

boighar.com

পোড়া ঝানু বুড়ো মৃতদেহের পাশে রইল। দুজনের একজনও রেঞ্জারের দিকে তাকাল না বা ওর সঙ্গে কথা বলল না। ঘুরে মার্শালের অফিস ঘরে ফিরে এল ওয়ালি।

'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম,' ওয়ালিকে ঢুকতে দেখে বলল থর্প। 'এই শহরের একটা লোকও অ্যালেনভেলের বিপক্ষে যাবে না। জাজ এর জন্যে বিচারে বসতেই রাজি হবে না। সে বলবে মেয়েটা ছিল সস্তা দরের সামান্য একজন দোআঁশলা...'

'নিশ্চয়, সে একজন ইণ্ডিয়ান,' স্বীকার করল ওয়ালি। পরক্ষণেই গতরাতে অ্যালেনভেল কী বলেছিল তা মনে পড়ে গেল ওর। 'এই শহরটা কি ইণ্ডিয়ান রিজারভেশনের ওপর তৈরি?'

'সীমান্তের দু'মাইল ভিতরে। আমার মনে আছে এ নিয়ে প্রথম দিকে কি যেন গোলমাল...'

'আমার একটা খবর পাঠাতে হবে,' গোড়ালির ওপর ঘুরল ওয়ালি। 'আমার আটক করা বন্দিকে ধরে রাখার দায়িত্ব তোমার ওপরেই ছেড়ে যাচ্ছি আমি। ফিরে এসে যদি ওকে না পাই, তা হলে তোমাকেই আমি বিচারের জন্যে আটক করব।'

রাস্তা দিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে যাওয়ার সময়ে সবাই গোটাগোটা চোখে ওয়ালির দিকে চেয়ে থাকল। ওদের উপেক্ষা করল সে—ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে কখনোই সে মাথা ঘামায় না। টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকে একটা ফর্ম নিয়ে ওটার ওপর লিখল।

'এই খবর আমি পাঠাতে পারব না, রেঞ্জার।' ফর্মের ওপর যা লেখা আছে সেটা পড়ে অফিসের লোকটার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। 'পাঠালে মিস্টার অ্যালেনভেল আমার চাকরি খেয়ে ফেলবে।'

'আর এটা না পাঠালে আমি তোমার চাকরি খাব,' জবাব দিল ওয়ালি। 'আরেক শহরে রেঞ্জারের টেলিগ্রাম পাঠাতে অস্বীকার করেছিল এক পোস্টমাস্টার। ওর পেনসন পাওয়ার মাত্র দু'হপ্তা বাকি ছিল। জানো, লোকটাকে একটা পয়সাও না দিয়ে বরখাস্ত

করা হয়েছিল। তোমার সামনের মাত্র দুটো পথ খোলা আছে; মেসেজটা কি তুমি পাঠাবে, না আমি?'

'তুমি মোর্স কোড জানো?' প্রশ্ন করল সে। ওয়ালি মাথা ঝাঁকাল। 'তা হলে এটা আমার পাঠিয়ে দেয়াই ভাল। তবে, আমি প্রোটেকশন চাই।'

'সেটা তুমি পাবে,' কথা দিল ওয়ালি। কিন্তু খবরটা ঠিক মত পাঠানো হচ্ছে কি না দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল সে।

জেলে ফেরার পথে ডুভালের দোকানে ঢুকল ব্রেডি। মোটা লোকটা কাউন্টারের পিছনে আছে। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'ডাক্তার আর আমি মেয়েটাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে নিয়ে গেছিলাম,' বলল ডুভাল।

'ঘটনাটা তুমি দেখেছ?'

'দেখেছি। আমার সঙ্গে শহরের অর্ধেক লোকও দেখেছে। আমি জানতাম এই রকমই কিছু ঘটবে। মিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। তরুণ অ্যালেনভেল ছিল বাচ্চাটার বাবা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ওয়ালি, তারপর প্রশ্ন করল, 'আমার সাক্ষী দরকার। তোমার কী মত?'

'এই শহরে তুমি একজন সাক্ষীও পাবে না।'

'আমি একজনকে জানি যে সাক্ষী দেবে। কিন্তু বাচ্চা ছেলে শর্টিকে আমি এর মধ্যে টানতে চাই না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওয়ালির দিকে চোখ তুলে তাকাল ডুভাল। 'এই শহরেই আমাকে বাস করতে হবে। অ্যালেনভেলের বিরুদ্ধে গেলে সেটা যে আর সম্ভব হবে না এ তুমি ভাল করেই জানো।'

'আমি ভাবিনি এতে *তুমি* পিছিয়ে যাবে।'

ঘুরে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ব্রেডি। ডুভাল তাকিয়ে রেঞ্জারের যাওয়া দেখল। মনে মনে *তুমি* শব্দটার ওপর ওর জোর দেয়ার কথাটাই ভাবছে সে। হয় ওই যুবক কিছু জানে, কিংবা ওর

boighar.com

আন্দাজ খুব ভাল।

দুপুরের অল্প পরেই অ্যালেনভেল জনাআষ্টেক লোক নিয়ে সদর রাস্তা ধরে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে জেলের কাছে এসে থামল। 'থর্প!' গর্জে উঠল অ্যালেনভেল। 'বেরিয়ে এসো!'

ভ্যান থর্প অফিস থেকে বাইরে পা দিল। র‍্যাক থেকে শটগানটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করে দুটো গুলি ভরল ওয়ালি। তারপর 'খটাস' শব্দে ব্রিচটা বন্ধ করে থর্পের পিছু নিল। বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়াল ওয়ালি। অ্যালেনভেল কী বলে শোনার অপেক্ষায় আছে সে।

'তুমি আমার ছেলেকে জেলে আটকে রেখেছ, থর্প। এই মুহূর্তে ওকে ছেড়ে দাও।'

'এর সঙ্গে মার্শালের কোনও সম্পর্ক নেই,' বলে উঠল ওয়ালি, 'সে আমার কয়েদি। আমি তোমার ছেলেকে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করেছি।'

'খুন?' মুখ বিকৃত করল অ্যালেনভেল। 'ও তো ছিল একটা সঙ্কর নিচু জাতের মেয়ে। তা ছাড়া এটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমার ছেলে কোনও অন্যায় করেনি—মেয়েটা নিছক একটা ইণ্ডিয়ান। আমি জাজ হ্যানলনকে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে পাঠিয়ে দেব।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না, তোমার ছেলেকে সে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। তুমি নিজেই বলেছ মেয়েটা ইণ্ডিয়ান, আর এটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের জন্যে বরাদ্দ করা জায়গা।'

উক্তিটার যথার্থ মর্ম বোঝেনি অ্যালেনভেল। মুখ বাঁকাল সে। 'তুমি মনে করছ এসব তুমি করতে পারবে?'

'নিশ্চয়।'

'পুরো শহরের বিরুদ্ধে তুমি একা। কে তোমাকে সাহায্য করবে?'

'আমার পার্টনার, আর প্রত্যেকটা রেঞ্জার এগিয়ে আসবে।' ওয়ালি অ্যালেনভেলের লোকজনের ওপর নজর রেখেছে।

'তুমি ওদের কাছে কীভাবে খবর পাঠাবে?'

'খবর এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে। আমি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। কিন্তু সাবধান! তোমার লোকজন পোস্টমাস্টারের গায়ে হাত তুলতে গেলে ওদের আমি খুন করব।'

'আটজনের বিরুদ্ধে একজন?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ডিক।

'নিশ্চয়। তুমি যদি তাই চাও, তোমার কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দাও, ওদের "ঘেউ ঘেউ" শুনি।'

গান-ফাইটাররা আড়ষ্ট হলো। ওয়ালির হাতে শটগানটা ওরা দেখতে পাচ্ছে; জানে, ওকে মারার আগে বন্দুকের দুটো ব্যারেলই খালি করবে সে। বুঝতে পারছে কিছু করতে গেলে ওরা বেশ কয়েকজন মারা পড়বে—ছিন্নভিন্ন হয়ে খারাপভাবে মারা পড়বে। অ্যালেনভেল নিজেও ব্যাপারটা টের পাচ্ছে। তার লোকজন জানে না গোলমাল বাধলে ওদের কে কে মারা পড়বে, কিন্তু ডিক জানে ওয়ালির প্রথম গুলিটা তার বুকেই বিঁধবে। অর্থাৎ তার বাঁচোয়া নেই।

'কেউ গুলি কোরো না,' নিজের লোকজনকে সাবধান করল ডিক। 'চলো, আমরা সেলুনে ফিরে হ্যানলনের সঙ্গে কথা বলি। ও নিশ্চয়ই চট করে এর সমাধান বের করে ফেলবে।'

পকেট থেকে অ্যালেনভেলের দেয়া নোটগুলো বের করে মুড়িয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে মারল ওয়ালি। 'আমি এক বিধবা রেঞ্জারকে এটা দেব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু সে তোমার নোংরা টাকা ছোঁবে না।'

রাগে অ্যালেনভেলের চোখ থেকে আগুন ঝরছে। মোড়ানো টাকা ওর গায়ে বাড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়ল। কুৎসিত চোখে একবার ওয়ালির দিকে তাকিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেলুনের দিকে রওনা হলো সে। বাকি সঙ্গীরাও ওর পিছু নিল।

boighar.com

ওয়ালি আবার অফিসে ঢোকার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। পরক্ষণেই থর্প চিৎকার করে উঠে ধাক্কা দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে দিল। একই সঙ্গে একটা গুলির শব্দ হলো। ঘুরে দাঁড়াল ওয়ালি।

অ্যালেনভেল দলের পিছন দিকের একটা লোক ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গুলি করেছে। থর্প ঠেলে সরিয়ে দেয়ায় ওয়ালি বেঁচে গেছে। দু'হাতে পা চেপে ধরে পড়ে আছে মার্শাল। ঘোড়ার পিঠে লোকটা আবার তাক করছে।

ফুটপাত থেকে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়ালি। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাল। জিন থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ল অ্যালেনভেলের পিস্তলবাজ। অন্য লোকগুলো জিনের ওপর ঘুরে পিছনে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু কেউ লড়তে এগোল না। নির্বিকারভাবে ওরা সেলুনের দিকে চলে গেল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে থর্পকে তুলে অফিসের ভিতর চলে এল রেঞ্জার। মার্শালের পায়ে গুলি লেগেছে। ওয়ালি ওর ক্ষতটা বেঁধে দিল ব্যস্ত হাতে।

'তোমাকে ওভাবে গুলি খেয়ে মরতে দিতে পারলাম না,' বলল থর্প। 'হয়তো এটা এতদিন ব্যাজ পরার ফল।'

'আমার কপালটা ভালই বলতে হবে,' জবাব দিল ওয়ালি। তারপর দরজা খোলার শব্দে ঝট করে খাপ থেকে পিস্তল বের করল।

'বোস, বাবা, একটু বোস।' সেই রোদে পোড়া বুড়ো লোকটা ভিতরে ঢুকল। এই লোকই ডুভালকে মেয়েটার লাশ সরাতে সাহায্য করেছিল। 'পিস্তলের ব্যবহারে তুমি এত ফাস্ট যে আমার ভয়ই করে। ওই মাইন দুর্ঘটনার পর আমার এ-পর্যন্ত আর এত কাজ করতে হয়নি। দেখি, থর্প তোমার পায়ের কী অবস্থা।'

চেয়ারে আধশোয়া হয়ে সেলে যাওয়ার দরজার দিকে তাকাল মার্শাল। 'ওই হতচ্ছাড়া বখাটে ছেলেটা খুনের দায় থেকে রেহাই পেলেও তোমার ঘুসিটার কথা কোনোদিন ভুলবে না।'

'ছাড়া সে পাবে না,' জোর দিয়ে বলল ওয়ালি। 'ওদিকে রাজধানীতে সরকারি মহলে বিরাট ওলট-পালট হয়েছে। গভর্নর সব অসৎ লোককে সরিয়ে তাদের জায়গায় ভাল লোক নিয়েছে। এখন সে এসব অন্যায়-অবিচার কিছুতেই সহ্য করবে না। ডাক্তার, মেয়েটা কীভাবে মারা পড়ল দেখেছ তুমি?'

'না, দেখিনি। কিন্তু দেখলেও আমি মুখ খুলতাম কি না সন্দেহ। যারা দেখেছে তারাও কেউ সাক্ষী দেবে না। অ্যালেনভেলের কাছে সবারই হাত-পা বাঁধা।'

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে থর্পের আহত পায়ের দিকে তাকিয়ে ওয়ালি হাসল। 'না, সবাই নয়—দেখো কে আসছে।'

দরজা খুলে জাজ হ্যানলন ভিতরে ঢুকল। ওর সঙ্গে রয়েছে শহরের তিনজন পয়সাওয়ালা ক্ষমতাশালী লোক।

'কয়েদিকে মুক্তি দেয়ার আদেশ জারি করতে এসেছি আমি,' আড়ম্বরের সঙ্গে জানাল হ্যানলন। 'ওকে মুক্তি দাও, রেঞ্জার।'

'না।'

'এই শহরের জাজ হিসাবে...' শুরু করল সে।

'এই শহরের আইনের আওতায় এটা পড়ে না, জাজ। ডন অ্যালেনভেলকে আমি রিজারভেশনে ইণ্ডিয়ান হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করেছি।'

মুহূর্তে হ্যানলন বুঝে নিল ওয়ালি কী বলছে। ওর মুখটা আরও লাল হয়ে উঠল। 'বলতে চাও ওকে তুমি...'

'হ্যাঁ, ফেডারেল চার্জে আটক করেছি। তোমার কিছুই করার নেই। তোমার বসকেও আমি একই কথা জানিয়েছি।'

'তোমার কথা বলার ধরনটা আমার ভাল ঠেকছে না, রেঞ্জার,' ছ্যাঁকা খাওয়া বেড়ালের মত ফোঁশ করে উঠল হ্যানলন। 'রাজধানীতে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে—ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।'

হাসল ওয়ালি। 'তুমি সিনেটর হুইটওয়ার্থের কথা বলছ? সে

boighar.com

নেই। তোমার সৎ বন্ধুটি লম্বা ছুটি নিয়ে মন-মানসিকতা ভাল করার জন্যে ইওরোপে চলে গেছে। মনে হয় না সে আর ফিরবে।'

হ্যানলনের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওয়ালির আন্দাজে ছোঁড়া গুলিটা ঠিক জায়গাতেই বিঁধেছে। 'তার মানে?'

'কতগুলো মাইনের ইজারা নিয়ে কথা উঠেছিল—তদন্ত হচ্ছে। শোনা যায় সিনেটর নাকি ওতে জড়িত ছিল,' ব্যাখ্যা দিল ওয়ালি। 'হ্যাঁ, তুমি কী যেন হুমকি দিচ্ছিলে?'

দ্রুত ঘুরে জুতোর খটখট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল হ্যানলন। ওর সঙ্গীরা পিছু নিল। থর্প আর ডাক্তার নতুন করে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তরুণ রেঞ্জারের দিকে তাকাল। বুঝল, সাহস, পিস্তলের জোর আর গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আরও অনেক গুণই আছে ওর। এমন সাহসী আর বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষের মোকাবিলা অ্যালেনভেলকে এর আগে আর করতে হয়নি।

'তুমি যা বললে এসবের অর্থ কী?' প্রশ্ন করল থর্প।

'রিজারভেশনে ইণ্ডিয়ান হত্যা একটা ফেডারেল ক্রাইম। স্থানীয় নয়। তাই আমি টেলিগ্রাম করে জাজ বেল্টনকে এই বিচার করার জন্যে আসতে বলেছি। লোকটা ভাল। আইনরক্ষার খাতিরে দরকার হলে সে-ও কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে আমার সাথে দাঁড়িয়ে লড়বে।'

থর্পের ক্ষতটা ডাক্তার ঠিক মত ব্যাণ্ডেজ করে ওঠার আগেই ডিক অ্যালেনভেলের পক্ষ থেকে আর একটা চাল দেয়া হলো। শহরের বেশ কিছু মানুষ এসে হাজির হলো অফিসে। সবার মুখই গম্ভীর। ওদের লিডার কথা বলল।

'ডন অ্যালেনভেলকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে আমরা এসেছি। তোমার কোনও সাক্ষী নেই।'

'একজন আছে,' ওর উক্তিটাকে শুধরে দিল ওয়ালি। 'আমি সবটা দেখেছি, এবং সাক্ষীও দেব। তোমাদের মত

অ্যালেনভেলের ভয়ে পিছিয়ে যাব না।'

'তোমাদের দেখে আমার ঘেন্নায় বমি এসে যাচ্ছে,' থর্প বলে উঠল। লোকটার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। চেহারাটা কঠিন আর সঙ্কল্পে দৃঢ় দেখাচ্ছে। 'নিজেদের দিকেই চেয়ে দেখো; একটা মেয়ে খুন হলো, অথচ তোমাদের একজনেরও আইনের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই। অ্যালেনভেলের লোকজন তোমাদের ভেড়া বানিয়ে ছেড়েছে। ডিকের প্রতি আনুগত্যের কারণে তোমরা এটা করছ না, কারণ তোমরা প্রত্যেকেই ওই লোক আর তার ভাড়াটে গুণ্ডাদের ঘৃণা কর। বেকার, তোমার কথাই ধর,' একজনের দিকে আঙুল তুলে দেখাল সে, 'ওর লোকজনের কাছে চামড়ার কাজের জন্যে তুমি অনেক টাকা পাও; তোমার পাশে দাঁড়ানো ওয়েলিংটনও কাপড়ের টাকা পায় ওদের কাছে। ওদের সব অত্যাচারই তোমরা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছ, প্রতিবাদে একটা কথাও কখনও বলনি। তোমরা সবাই ভীরু আর কাপুরুষ।'

'তোমাকেও তো কখনও অ্যালেনভেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না,' জবাব দিল একজন। ওর চেহারার মধ্যে একটা বিষণ্ন রাগের ভাব সুস্পষ্ট।

'ঠিকই বলেছ, আমি রুখে দাঁড়াইনি। আমি যদি ঠিকমত আমার কর্তব্য পালন করতাম তবে আজ পরিস্থিতি অন্যরকম থাকত।'

নাকের ভিতর থেকে রাগের একটা শব্দ বের করল ডাক্তার। লোকগুলোকে ঠাণ্ডা, কঠিন চোখে দেখল সে। 'ভ্যানের করার কী ছিল? সে জানত তোমরা কেউ ওর পাশে দাঁড়াবে না। রেঞ্জারের জীবন বাঁচিয়েছে ও। তবে তোমাদের সম্পর্কে ঠিক কথাই বলেছে সে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যিকার পুরুষ হয়ে থাক, তা হলে দু'ঘণ্টা পর আমার বাসায় এসো। এখন জলদি বিদেয় হও।'

boighar.com

ডুভাল আর শর্টি দোকানের পিছনে ঘোড়ার নাল ছুঁড়ে খুঁটিতে লাগানোর খেলা খেলছিল। বাস্টার আর মিশেল ওখানে হাজির হলো। চারপাশে চেয়ে কাউকে না দেখে ওরা এগোল।

কাছে এসে মিশেল বলল, 'ডুভাল, তুমি তো দেখেছ ডনের সঙ্গী ফিলই মেয়েটাকে মেরেছে, তাই না?'

'ফিল নয়, ডনই মেরেছে,' বলে উঠল শর্টি।

মিশেল ঘুরেই সজোরে একটা চড় কষাল শর্টির গালে। প্রচণ্ড আঘাতে পড়ে গেল কিশোর।

'হারামজাদা অপদার্থ ঘেয়ো কুকুর!'

স্বরে জমাট বাঁধা রাগ আর ঘৃণার আতিশয্যে অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়াল মিশেল—স্বরটা দোকানির বলে চেনাই যায় না। মোটা লোকটার কঠিন মুখ আর জ্বলন্ত চোখও ওর কাছে অপরিচিত ঠেকছে। রাগে মুখ বিকৃত করে ডুভালের মাথা লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল সে।

ধীর চালচলনের মোটা লোকটার দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝট করে মাথা একপাশে সরাল, কাঁধের ওপর দিয়ে মিশেলের ঘুসিটা শাঁ করে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই ডুভালের ডান হাতের মুঠি খচ্চরের লাথির মতই প্রচণ্ড আঘাত হানল মিশেলের পেটে। ব্যথায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল বিশাল পিস্তলবাজের দেহ—অন্য হাতের মুঠিটা ঠিক সময় মত এসে ওর চোয়ালের ওপর পড়ল। ঘুসিটা খেয়ে মিশেলের দেহ আবার সোজা হলো, মাতালের মত একটু টলে ধপাস করে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল সে।

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে দর্শকের মত দাঁড়িয়ে ছিল বাস্টার। এবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল—কিন্তু দেরি করে ফেলেছে সে। এক লাফে এগিয়ে এসে ওর পেটে লাথি মাড়ল ডুভাল। ভাঁজ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বাস্টার—কাশছে। কাছে গিয়ে মুখের ওপর হাঁটু দিয়ে মেরে ওকে শুইয়ে ফেলল দোকানি।

এতক্ষণে কোনোমতে হাঁটুর ওপর উঠে বসে আনাড়ির মত পিস্তল বের করার চেষ্টা করছে মিশেল। বিশাল লোকটার দিকে এগিয়ে ওর হাত মুচড়ে পিঠের হাড়ের কাছে তুলে আনল ডুভাল—হ্যামার লক। অবশ করা ব্যথায় ককিয়ে উঠল লোকটা। এবার ওকে ঘুরিয়ে দেহের সমস্ত ওজন আর শক্তি দিয়ে ডুভাল ঘুসি মারল ওর মুখে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল মিশেল।

'আঙ্কেল হেনরি!' অবাক বিস্ময়ে শর্টি মার খাওয়া লোকদুটোর দিকে চাইল। 'এমন ফাইটিং তুমি কোথায় শিখেছ?'

ছেলেটার দিকে ফিরল ডুভাল। ধীরে মাথা নাড়াল সে—যেন মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। ওর চেহারা এখন হঠাৎ বয়স্ক দেখাচ্ছে। আদর করে শর্টির কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'তুমি এখন বাসায় যাও, বাছা। বাসায় যাও।'

এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত বাড়ির পথ ধরল শর্টি। ঘুরে ধীর পায়ে হেঁটে দোকানে ঢুকে চারপাশে চাইল ডুভাল। এই ছোট শহরটাই ছিল তার বাড়ি। কিন্তু বুঝতে পারছে অতীত জীবনে ফিরে গিয়ে সে যা করতে চায়নি সেটাই করতে হবে—নইলে এটা আর তার বাড়ি থাকবে না।

পিছনের কামরায় তার ছোট গুছানো ঘরে ঢুকে বিছানার তলা থেকে ট্রাঙ্কটা বের করল ডুভাল।

সেলুনে অ্যালেনভেল তার লোকজনের দিকে তাকাল। জাজও রয়েছে ওখানে—ওকে ফ্যাকাসে আর চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। রেগে বোম হয়ে আছে অ্যালেনভেল। ডনকে ছাড়িয়ে আনতে পারেনি বলে জাজের ওপরই বেশি রাগ হচ্ছে। তার ওপর আবার হ্যানলন সোজা জানিয়ে দিয়েছে এই ব্যাপারে কোনও অংশ নিতে সে রাজি নয়।

'তোমাদের দুজন গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও আমার ছেলেকে ছাড়া না হলে শহরের প্রত্যেকটা বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া

boighar.com

হবে,' আদেশ দিল অ্যালেনভেল।

'আমার মনে হয় চট করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না,' বলে উঠল হ্যানলন। 'অ্যাবিলিন থেকে জাজ না আসা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত।'

'একজন ফেডারেল জাজ?' নাক টানল ডিক। 'ওর সাথে শুকনো কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।'

বাস্টার আর মিশেল বিধ্বস্ত অবস্থায় সেলুনে ঢুকল। অবাক হয়ে সবাই চোখ তুলে তাকাল। 'কী হয়েছে?' প্রশ্ন করল একজন। ওরা জানে ওই দুজনকে হেনরি ডুভালের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

'রেঞ্জার ওখানে ছিল। ডুভাল আমাদের দিকে পিস্তল ধরে কাভার করে রাখল, এই সুযোগে ব্রেডি আমাদের পিটিয়েছে।' নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যে মিথ্যা বলল মিশেল। ওই মোটা গোবেচারা লোকটা একাই দুজন শক্ত পেশাদার গুণ্ডাকে পিটিয়ে দিয়েছে এটা কীভাবে বলা যায়? 'ওরা একসঙ্গে কাজ করছে।'

'ডনকে বের করে আনার পর ডুভালকে আমরা শায়েস্তা করব,' জানাল অ্যালেনভেল। 'তোমাদের থেকে দুজন যাও; সবাইকে জানিয়ে এসো আমি কী করব বলে ঠিক করেছি।'

খবর ছড়িয়ে পড়ার পর আর একদল লোক এসে জেলের সামনে হাজির হলো। লোকগুলোর চেহারায় ভয়ের চিহ্ন। কিন্তু দাঙ্গার মাধ্যমে কেউ ডনকে মুক্ত করার চেষ্টা করল না। ওরা অ্যালেনভেলের হুমকির কথা ওয়ালিকে জানিয়ে ওর জবাবের অপেক্ষায় রইল।

'জেলেই থাকছে ও,' ওদের জানাল ওয়ালি। 'তোমাদের একজন গিয়ে ডিক অ্যালেনভেলকে জানাও যে একঘণ্টার মধ্যে সে শহর ছেড়ে না গেলে আমি তাকে সাক্ষীর কাজে বাধা দেয়ার জন্যে অ্যারেস্ট করব।'

এতেই সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিনিধি দলকে ফিরতে হলো। তবে

রেঞ্জার তার হুমকি মত কাজ করতে পারবে কি না এতে ওদের সন্দেহ রয়ে গেল। আসলে ওরা ভাবছে সন্ধ্যা পর্যন্তও টিকবে না ওয়ালি—আগেই মারা পড়বে। ওদের একজন অ্যালেনভেলকে খবরটা দিতে সেলুনে গেল; বাকি সবাই ডাক্তারের বাড়ির দিকে গেল—ওখানে মিটিং হচ্ছে।

মিসেস ফিঞ্চ দোকানে ঢুকে দেখল ওখানে কেউ নেই। পিছনের দরজায় গিয়ে নক করে ভিতরে ঢুকল সে। ডুভালের হাতে কী রয়েছে দেখে থমকে দাঁড়াল। আর কেউ না জানলেও হেনরি ডুভালের আসল পরিচয় সে জানে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। 'তুমি কী করতে চলেছ, হেনরি?' প্রশ্ন করল সে।

'ওই রেঞ্জারকে সাহায্য করব।'

'তুমি জানো এর অর্থ কী দাঁড়াবে?' মহিলার চেহারায় উদ্বেগ। লোকটাকে সে পছন্দ করে, শ্রদ্ধাও করে।

'জানি। মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমা থাকে, আমার পক্ষে আর সহ্য করা অসম্ভব। সাহায্য না করে ওই তরুণ রেঞ্জারকে যদি আমি মরতে দিই তবে নিজের কাছে আমি চিরকাল দোষী থেকে যাব। তুমি ডাক্তারের বাড়িতে যাও, দেখো মিটিঙে শহরের ওই লোকগুলোকে নাড়া দিয়ে ওদের মধ্যে কিছু সাড়া জাগানো যায় কি না।'

কামরার দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। ওখানে একজন ভীত-সন্ত্রস্ত মহিলা দাঁড়িয়ে। 'ফ্রিডা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'আমি শর্টিকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে—ওর হাতে তোমার ব্যালার্ড রাইফেল। আমার মেয়েকে বলে গেছে সে রেঞ্জারকে অ্যালেনভেলের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করতে যাচ্ছে!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ডুভাল। ওর চোখ দুদটো আক্রোশে জ্বলছে। রুক্ষভাবে সে বলল, 'যাও, ওদের গিয়ে সব জানাও—তবু যদি ওদের পৌরুষ জাগে।'


boighar.com

'তুমি কী করবে?'

'রেঞ্জারের সাহায্য এখন আরও বেশি করে দরকার।'

অফিসের দেয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়ালি। কোমরে ঝোলানো পিস্তল দুটো চেক করে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। হাতের ওপর ভর দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল থর্প—দেহের ওজন ভাল পায়ের ওপর রেখেছে।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' ডেস্ক থেকে শটগানটা তুলে নিতে দেখে, মার্শালকে প্রশ্ন করল ওয়ালি।

'তোমার সঙ্গে। এটা আমার শহর; এখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আমারই দায়িত্ব।'

'তুমি পারবে না,' জবাব দিল ওয়ালি।

'তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো, নাকি সঙ্গে নিতে চাও না?' থর্পের কথায় ব্যথা পাওয়া সুর।

'সাথী হিসেবে তোমার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই, কিন্তু তোমার পায়ে সেটা সহ্য হবে?'

'আমার ক্লে অ্যালিসন ক্রাচ রয়েছে,' শর্টগানের ওপরে দেহের ভর রেখে জবাব দিল থর্প। ব্যারেলের মাথায় ধরে ওটাকে ওয়াকিং স্টিকের মত ব্যবহার করছে সে। 'চলো, যাই।'

'নিশ্চয়, মারা পড়ার জন্যে আজকের দিনটা চমৎকার,' বলল ওয়ালি।

'আমার মত তোমারও বুক দুরুদুরু করছে?'

'হ্যাঁ।'

সেলুনে অ্যালেনভেল তার ড্রিঙ্কটা গলায় ঢেলে ঘড়ির দিকে তাকাল। 'এক ঘণ্টা পার হলো, হেসে সবার দিকে চেয়ে সে বলল, 'রেঞ্জার কোথায়?'

'আসছে, সে আর থর্প,' জানালার কাছ থেকে একজন

জানাল। 'এখান থেকেই ওদের মারতে বলব?'

'না, ওদের আসতে দাও।'

জাজ হ্যানলন নার্ভাসভাবে অ্যালেনভেলের দিকে তাকাল। গুলি করে একজন টাউন মার্শালকে মারা আর একজন রেঞ্জারকে মারায় অনেক তফাত। এতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হবে তা ঘুষ বা রাজনৈতিক প্রভাবে চাপা দেয়া যাবে না।

'চেম্বারে আমার কাজ আছে,' বলে হ্যাটের দিকে হাত বাড়াল জাজ।

'চুপ করে বসে থাক, হ্যানলন,' ধমকে উঠল ডিক। 'আমার কাছ থেকে খেয়ে-পরে তুমি এতকাল চমৎকার দিন কাটিয়েছ। এখন খারাপ সময় দেখে সরে পড়তে চাও? বয়েজ, তোমরা ছড়িয়ে পড়ো। ওদেরকে আগে ঢুকতে দাও—ঢোকার পর শেষ করবে।'

পিস্তলবাজরা ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাটউইং দরজার দিকে চেয়ে বারে দাঁড়িয়ে আছে অ্যালেনভেল। ফুটপাতে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে আসার শব্দ সবাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

হঠাৎ কামরার একপাশের জানালা ভেঙে যাওয়ার সাথে রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। বুলেটটা অ্যালেনভেলের পাশে বারে লেগে কাঠের কুচি ছড়াল। সবাই জানালার দিকে তাকাল, কিন্তু ওরা কিছুই দেখতে পেল না। রাইফেলের পিছু-ধাক্কায় শর্টি পড়ে যাওয়ায় ওকে দেখা যাচ্ছে না।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ওয়ালি ভিতরে ঢুকল। ভ্যান একটু ডানদিকে সরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। শটগানটা ওর হাতের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা।

'অ্যালেনভেল,' স্বাভাবিক গলায় ওয়ালি ঘোষণা করল, 'সাক্ষীদের ভয় দেখানোর অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি। তোমার পিস্তল আমার কাছে জমা দাও।'

দাঁত বের করে হাসল ডিক। 'তা হলে তোমাকেই এসে ওটা

boighar.com

নিতে হবে, তাই না, বয়েজ?'

'আমি তাই করব,' বলল ওয়ালি। 'কেউ পিস্তল বের করার চেষ্টা করলে পেট ফুঁড়ে দেব আমি। তুমি জানো তোমার ভাড়াটে পিস্তলবাজদের মধ্যে আমাকে ঠেকাবার মত ফাস্ট কেউ নেই।'

'হয়তো, হয়তো না। আমি সেই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। এই সাতজনে তোমাকে ঠিকই শেষ করবে। তৈরি থাক, বয়েজ, শহরটা কে চালায় সেটা ওকে ভালমত বুঝিয়ে দেয়ার সময় এসেছে।'

'ভীরু কয়োটের দল!'

সেলুনের পাশের দরজা থেকে স্বরটা শোনা গেল। সবাই ওদিকে ফিরে তাকাল। হেনরি ডুভাল দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। কিন্তু এখন ওকে সেই অমায়িক মিষ্টভাষী ডুভাল বলে চেনাই যায় না। এখন ওর চেহারাটা কঠিন; ডানপাশে ঝুলছে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা একটা কোল্ট ড্রাগন পিস্তল। খাপের যত্ন দেখে সবাই বুঝতে পারছে ওটার মালিক কেমন লোক। গানফাইটার।

'কী বললে তুমি?' বেঁটে দোকানির দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠল অ্যালেনভেল।

'বললাম তুমি একটা কাপুরুষ। ভাড়াটে পিস্তলবাজদের আড়ালে থেকেই তোমার যত লাফ-ঝাঁপ—ওদের সরিয়ে নিলে তুমি একটা ভেজা বেড়াল। তোমার ছেলের চেয়েও নীচ তুমি। মেয়েটাকে সে খুন করেছে কারণ তারই সন্তান পেটে ধরেছিল ও।'

'মিথ্যে কথা!'

কথার মাঝেই ঝট করে কোটের তলায় হাত দিল অ্যালেনভেল। ডুভালের ডান হাতের কবজি সামান্য নড়ে ওঠার সঙ্গে ভারি ড্রাগন পিস্তলটা উঠে এল ওর হাতে। ড্রাগনের গর্জনে বাতাস কেঁপে উঠল। বুলেটের ধাক্কায় অ্যালেনভেল উল্টে পড়ার পথে ওর পিস্তলটা সশব্দে মেঝের ওপর পড়ল।

'মারো ওদের!' চিৎকার করে উঠল মিশেল।

তিনটে পিস্তল গর্জন করে উঠল। পিস্তলবাজদের দিকে ছুটে যাচ্ছে বুলেট। ওয়ালির বাম হাতের পিস্তলটা এত দ্রুত গুলি ছুঁড়ছে যে মনে হচ্ছে একটানা ড্রাম বাজছে। তিনজন পিস্তলবাজের লাশ মিশেলের সঙ্গে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই জানালা আর দরজায় ডজনখানেক রাইফেল আর পিস্তলের নল দেখা দিল। শহরবাসীরা ভিড় জমিয়েছে ওখানে।

পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে ওয়ালি আদেশ দিল, 'গান ফেলে দাও।'

বাকি তিনজন পিস্তল ফেলে দিল। শহরের লোক ঘিরে ফেলল ওদেরকে। 'এদের কী করব, রেঞ্জার?' প্রশ্ন করল একজন।

থর্প জবাব দিল, 'তোমাদের পাওনা টাকা আদায় করে নিয়ে ওদের ছেড়ে দাও। ডন অ্যালেনভেলকে অ্যারেস্ট করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, রেঞ্জার। এখন থেকে আমি শক্ত হাতে সামলাব।'

'এমনই হওয়া উচিত,' সমর্থন করল ওয়ালি।

আরও লোকজন জড়ো হয়ে অ্যালেনভেলের লাশটা দেখছে। ক্ষতচিহ্ন দেখে ওরা বুঝল কার গুলিতে লোকটা মারা পড়েছে।

'গুড ওল্ড হেনরি,' চিৎকার করে উঠল একজন। 'সে-ই অ্যালেনভেলকে শেষ করেছে। ওকে গুলি করতে দেখেছ তুমি?'

প্রশ্নটা ওয়ালিকেই করা হয়েছিল, কিন্তু সে জবাব দেয়ার আগেই হেনরি বলে উঠল, 'ও কিছু না, কপালের জোর। আমি গান ব্যবহার করিনি কখনও। আমার স্টোরে একজন এসেছিল, তার থেকেই আমি এটা কিনেছি।'

শহরের সবাই ওর কথা মেনে নিলেও ওয়ালি অন্যরকম জানে। ওটা অন্য কারও থেকে কিনে থাকলেও বেল্টটা কিছুতেই এমন নিখুঁতভাবে ফিট হতো না।

'নিশ্চয়, তোমার কপাল ভাল যে অ্যালেনভেল তেমন ফাস্ট

boighar.com

ছিল না, বেচারা কোটের তলা থেকে পিস্তলটা বের করতেও পারেনি,' মন্তব্য করল ওয়ালি। 'আর কখনও এমন বোকার মত ঝুঁকি নিয়ো না—বুঝেছ?'

লোকজন রেঞ্জারের দিকে তাকাল, কিন্তু ভ্যান থর্প ওদের সেলুন থেকে লাশ সরানোর কাজে লাগিয়ে দিল। সবাই চলে গেলে ওয়ালির দিকে ফিরল হেনরি।

'তুমি জান, তাই না?'

'আন্দাজ করতে পারি। সেই তেরো বছর বয়স থেকেই আমি কোমরে পিস্তল ঝোলানো শুরু করেছি। লক্ষণগুলো আমি চিনি। তুমি ডান হাতে জীবনে কখনও গ্লাভস পরনি, এবং পিস্তলের প্র্যাকটিসটা বজায় রেখেছিলে—বেল্টটাও যত্নে রেখেছ। গতরাতে তুমি যখন সেলুনে ঢুকলে না, তখনই আমি বুঝেছিলাম। চলো, আমরা শর্টিকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিই।'

তিনদিন পর ওয়ালি তার পেইন্ট স্ট্যালিয়নে চড়ে স্টোরের কাছে থামল। সামনে ওর পার্টনার হিউবার্ট সাটন, জাজ বেল্টন আর একজন ফেডারেল মার্শাল ডন অ্যালেনভেলকে পাহারা দিয়ে বিচারের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। স্টোর থেকে হেনরি ডুভাল বেরিয়ে এল।

'ধন্যবাদ, ওয়ালি,' বলল ডুভাল।

'কীসের জন্য?'

'আমার পরিচয় ঢাকতে সাহায্য করার জন্যে। ড্র্যাঙ্গো ডুনের অনেক শত্রু জুটে গেছিল, এবং আমি আর পিস্তল পরতে চাই না।'

একটা ছোট্ট মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'আঙ্কেল হেনরি, তুমি ওই গল্পের শেষটা আমাদের শোনাওনি।'

হাসল হেনরি। আবার সেই হাসিখুশি নম্র দোকানিতে পরিণত হয়েছে সে। 'না, ওটা আর শেষ করা হয়নি। তুমি ভিতরে গিয়ে

অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুণি আসছি।' মেয়েটা ভিতরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে আবার বলল, 'ড্র্যাঙ্গো ডুন যেদিন তার বন্ধুকে হত্যা করল, সেদিনই তার মৃত্যু ঘটল। পিস্তল আর বেল্টটা আমি রেখেছিলাম, প্র্যাকটিসও করেছি, কারণ আমি জানতাম একদিন আমাকে অ্যালেনভেলের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু ড্র্যাঙ্গো ডুন মারা গেছে, সে আর নেই।'

'ওর আত্মা শান্তিতে থাকুক,' দোয়া করল ওয়ালি। 'জানো, ওই গল্পটা আমারও ভাল লাগছিল, শেষটা শুনতে পেলে খুশি হতাম, কিন্তু সময় নেই। আডিওস।'

চেয়ে চেয়ে তরুণ রেঞ্জারকে যেতে দেখল হেনরি, মুহূর্তের জন্য ওর চেহারাটা গম্ভীর হলো, তারপর ঘুরে দরজা ঠেলে দোকানে ঢুকল সে। ড্র্যাঙ্গো ডুন মারা গেছে, সে আর নেই; কিন্তু হেনরি ডুভালের রূপকথার গল্পটা এখনও শেষ হয়নি।

**—কাজি মাহবুব হোসেন**


boighar.com

# পায়োনীয়ার

মাথার ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা। হাতুড়ির মত খুলির ভিতরে অনবরত হার্টবিটের সাথে পিটছে। এর আগে এমন দুঃসহ ব্যথা পেয়েছে কি না সে মনে করতে পারছে না। ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে রেহাই পেতে চাইছে, কিন্তু রেহাই নেই। চোখ ওকে খুলতেই হলো। কয়েকটা বাদামি মাথা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

বুনো জন্তুর মত আঁচড়ে-খামচে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করল সে। কিন্তু শক্তিশালী বাদামি হাত কারও কোনও ক্ষতি করার আগেই জোর করে নিরস্ত করল ওকে। তারপর ধীরে ওর ভিতরের মানুষটা ভয় আর ব্যথা ভেদ করে জেগে উঠল। সে জানে সে কে, এবং কোথায় আছে। সে জেমস হার্ট। আর বাদামি রঙের লোকগুলো ইণ্ডিয়ান নয়, ওরা মেক্সিকান মেষপালক।

ওদের জমকালো সোনালি আর লাল রঙের পোশাক পরা লিডার হার্টের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একটা রুমাল দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিল। স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করে লোকটা যেন কী বলল। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঝট করে উঠে বসল জেমস। হঠাৎ সব মনে পড়েছে ওর।

ধোঁয়ার ঝাঁঝাল গন্ধটা এখনও ওর ফুসফুসে রয়ে গেছে, ওটা বিদায় হয়নি। ঘোড়া দুটো যেখানে পড়েছিল সেখানেই আছে। একটা একেবারে স্থির, অন্যটা পেটে গুলি খেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

হাত আর হাঁটুর ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চার ফুট দূরে ওয়্যাগনটার চাকা ধরে নিজেকে টেনে তুলল সে। পড়ে যাচ্ছিল,

মরিয়া হয়ে চাকার লোহার বিমটা খামচে ধরল। জমকালো পোশাক পরা লোকটার প্রশ্নের জবাবে মুখ খুলল হার্ট, কিন্তু কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে।

'ইণ্ডিয়ানরা দাঙ্গায় মেতেছে খবর পেয়ে বউ আর ছেলেকে নিয়ে ওয়াটসনের ওখানে যাচ্ছিলাম,' বলল সে। 'ওদের বড় কেবিনটা শক্ত আর নিরাপদ। চারটে সমর্থ ছেলেও আছে। ওয়্যাগনে চেপে রওনা হয়ে...' হঠাৎ চিন্তাটা ওকে বুলেটের মতই আঘাত করল। চিৎকার করে উঠল সে। 'ওরা রুথ আর আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে! হায় খোদা, ওরা কোথায়? ওদের কপালে কী ঘটেছে?' চাকা ছেড়ে সামনের লোকটাকে ধরে ওকে ঝাঁকিয়ে জবাব আদায় করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল সে।

মেক্সিকান লোকটা ঝুঁকে ওকে তুলে দাঁড় করাল। ওর গায়ের চামড়া মসৃণ—সহানুভূতিতে ভরা চোখ। 'বন্ধু,' বলল সে, 'শান্ত হও।'

হার্টকে একহাতে জড়িয়ে ধরে ধৈর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা খচ্চরগুলোর পাশে নিয়ে গেল সে। একটা কাপড় পানিতে ভিজিয়ে ওর মাথার পিছনটা যত্ন করে মুছে দিল। ব্যথায় হার্টের মনে হলো মাথাটা বুঝি ছিঁড়ে গেল।

মেক্সিকান লোকটা হাসল। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ তুমি। ক্ষতটা আর একটু গভীর হলেই... পুফ্... মারা পড়তে।'

সব ব্যথা সহ্য করল হার্ট। ক্ষতটা পরিষ্কার করে বেঁধে দিল মেক্সিকান লোকটা। 'এবার তুমি যদি একটা মিউলে ওঠো, আমরা রওনা হতে পারি।'

ইঙ্গিত বুঝে ঝট করে ঘুরল হার্ট। 'কিন্তু আমার বউ? আমার ছেলে?'

অস্বস্তিভরে কাঁধ উঁচাল মেক্সিকান। শুকনো ঝর্ণাটার দিকে তাকাল সে। 'লস ইণ্ডিয়ানোস,' বলল সে। 'ওরা কোথায়?

boighar.com

কয়োটি। ডিয়াব্লোস। নেকড়ের মত... পুফ্... অদৃশ্য! এসো, ম্যানিয়্যানা (আগামীকাল) বন্ধুর সঙ্গে... অনেক সোলজার... হয়তো...'

'না,' বলল হার্ট। একটা অসম্ভব পরিস্থিতি। ওরা যদি ওকে ছেড়ে যায়, বাঁচবে না সে। কিন্তু না জেনে তার পক্ষে যাওয়াও সম্ভব নয়। ওদের কী হলো সেটা ওকে জানতে হবে।

ওকে নরম চোখে বিচারকের দৃষ্টিতে দেখল মেক্সিকান লোকটা। 'লা মুজের,' (La mujer) বলল সে। 'মেয়েটা।' একটা বড় শ্বাস ফেলে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল। 'এবং কোনও অস্ত্র না, কিছুই না।' ঘুরে নিজের কালো মেয়ারটার কাছে গেল সে। একটা লম্বা ব্যারেলের পিস্তল হাতে ফিরে এল। 'পিস্তল বোঝো তুমি, সেনিয়র? লোড করতে হয় এইভাবে। চেম্বারের ভিতর। পাঁচটা ঘরে কার্তুজ থাকবে, আর একটা থাকবে খালি। ওখানে ট্রিগারটা বসবে, এইভাবে।'

অবশ হাতে পিস্তল আর কার্তুজের বাক্সটা গ্রহণ করল হার্ট। ধন্যবাদও জানাল না। ওরা তাকে ছেড়ে চলে যাবে। অনিশ্চয়তায় ওর ভিতরটা কাঁপছে। হঠাৎ অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল মেক্সিকান লোকটা। 'ভিয়া কন ডিয়োস, কমপেদ্রে।' তারপর চলে গেল ওরা। কেবল ওদের উড়িয়ে যাওয়া ধুলোর আভাসটা বাতাসে ঝুলছে। ওদের শেষ আরোহী বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হওয়ার আগে পিছন ফিরে চেয়ে হ্যাট ছুঁয়ে নীরবে শেষ বিদায় জানিয়ে গেল।

বনের নির্জনতা ওকে ঘিরে ফেলেছে। মনে হলো দূর থেকে ইণ্ডিয়ানদের নির্দয় স্থির দৃষ্টি ওকে লক্ষ করছে। ওয়্যাগনটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেমস। পিস্তলটা হাতেই ধরা আছে। হাত ঘেমে উঠেছে।

সে জানে তার সাহসের অভাব আছে। তার সামনে যে কাজ রয়েছে সেটা সে পারবে না। জঙ্গলে অভ্যস্ত নয় ও। ওই বাদামি শয়তানগুলো ওখানে রাজা। এই মুহূর্তেও ওরা তাকে লক্ষ

করছে। ওদের নীরবতা আর ধৈর্য ওকে অস্থির করে তুলছে। সে যদি দৌড়ে ছুটে পালায় তবে ওরা তাকে পিছন থেকে গুলি করে মারবে। কিন্তু ওদের পিছু নিয়ে সে যদি জঙ্গলে ঢোকে তবে পাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ওরা তাকে ছুরি মারবে। কিংবা টোমাহকের কোপে মাথা দু'ফাঁক করে দেবে। ওর পিছনে ক্রিকটা খরস্রোতা। নাচতে নাচতে খিলখিলিয়ে হেসে ওটা যেন ওকে ব্যঙ্গ করেই বয়ে চলেছে।

বনের ভিতর একটা পাখি জোর গলায় ডেকে উঠল। হার্টের মনে হলো ওটা একটা নারীর চিৎকার। পাগলের মত ছুটল সে। কিছু ভাবছে না, কেবল ছুটছে। মনের গভীর থেকে কিছু একটা ওকে ডাকছে। পায়ের তলায় শুকনো কাঠি ভাঙছে। ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে সে। পাগল? হ্যাঁ, হয়তো সে তাই হয়ে গেছে। তার বউ আর ছেলেকে নিয়ে গেছে ওরা।

একটা চূড়ান্ত কিছু তাকে ঘটাতেই হবে। সে এর শেষ না দেখে ছাড়বে না। একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল সে। কোথাও কেউ নেই। মাঠ পেরিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকল। পিস্তলের লম্বা নল দিয়ে ঝোপ সরিয়ে ভিতরে খুঁজল। কিছুই নেই।

সে এদিকে খুঁজতে এসেছে কারণ ইণ্ডিয়ানরা এদিকেই গেছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিল মেক্সিকান লোকটা। একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল হার্ট। ঝাঁকিতে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। অসহায় বোধ করছে সে। ব্যথায় অন্ধ, হাত থেকে পিস্তলটা ছুটে গেল। কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা এল না—ওরা আসবে না। মেক্সিকান দলটাকে আসতে দেখে ওরা ভয় পেয়েছে।

ধীরে ক্ষণিকের অন্ধ ভাবটা কেটে গেল। মাটি থেকে পিস্তলটা তুলে নিল সে। ধুলো ঝেড়ে নতুন করে পিস্তলটার দিকে তাকাল, যেন প্রথম দেখছে। পিস্তলবাজ সে নয়। ওয়াটসন এবং উপত্যকার অন্যান্য সবাই স্বভাবতই কোমরে পিস্তল ঝোলায়। পিস্তল সম্পর্কে কী শুনেছিল মনে করার চেষ্টা করল।

boighar.com

'ওটা ভীষণ জোরে লাথি দেয়,' বলেছিল ওয়াটসন। 'তোমার লোকটার কাছে ঘেঁষে পিস্তলটা নিচু করে ধরে ওর কোলের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দাও। হাতের কবজিটা শক্ত রেখো। কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় লাগানো নিয়ে চিন্তা কোরো না। .৪৪ গুলি যদি ওর পেট থেকে ভুরু পর্যন্ত যে-কোনও জায়গায় লাগে তা হলে সে আর কোনও ঝামেলা করবে না।'

পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে সামনের দিকে তাক করল হার্ট। অস্ত্রটা ওর অপটু হাতে বেমানানভাবে এপাশ-ওপাশ দুলল। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

বনে বাস করার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ওর নেই। বিশাল পাইন গাছগুলোর ভিতর দিয়ে অনির্দিষ্টভাবেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নরম পাইনের কাঁটাগুলো নীচে বিছিয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখল পাইনের কাঁটা ওখানে কোনও কারণে ওলটপালট হয়ে আছে। ওটা যে পথে এগিয়েছে সে-ও ওই পথে এগোল।

একটা ছোট ম্যানযানিটা ঝোপের ছোট ডাল ভেঙে উল্টে রয়েছে। জোর করে ঠেলে পথ করে নিয়ে ওদিক দিয়ে কেউ এগিয়েছে।

এসব ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা কম বলে নিজের ভাগ্যকে গালি দিল সে। জেমস হার্ট একজন চাষী। ভুট্টা বা আলু চাষের জমিতে কড়া পড়া হাতে এক দলা মাটি তুলে ওটা ভেঙে সে বলে দিতে পারে কবে কখন ওই জমিতে লাঙল চষা উচিত। কিন্তু বন-জঙ্গল ওর এলাকা নয়। মাইলের পর মাইল জুড়ে এই জঙ্গল। এর মধ্যে ছোট্ট খানিকটা রোউগ রিভার ভ্যালির জমি নিয়ে ওর র‍্যাঞ্চ।

আসলেই সে বোকা। এখন তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কিন্তু জমির ক্ষুধা মানুষকে বোকা করে তোলে। কেণ্টাকিতে জমি ইজারা নিয়ে চাষবাস করে তার দিন ভালই কাটছিল। কিন্তু না, ওরা বলল অরিগনে ফ্রি জমি পাওয়া যাচ্ছে, গিয়ে দখল করে বসলেই হলো। কিন্তু ফ্রি ছিল না তা—কেউ কখনও ফ্রি কিছু পায়

না। ভাল নিচু জমি আগেই দখল হয়ে গেছিল। ক্রিকের ধারের জমিগুলো মাইনাররা সোনার লোভে ক্লেইম করে ওগুলোর দাম সোনার মতই চড়া করে তুলল। গরীব মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে গেল সব।

এটাই ওর জীবনের ইতিহাস, বিষণ্ন মনে ভাবল সে। যা হজম করতে পারবে না তাও সে মুখে পুরেছে। চোখ বুজে ষাঁড়ের মত এগিয়েছে। বুদ্ধির ঘাটতিটা মাজার জোরে পুষিয়ে গেছে।

ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল। ওদের সঙ্গে শিকারেও গেছে। কিন্তু রুথ ওদের ভয়ে আতঙ্কিত। শুকনো গড়নের বাদামি লোকগুলো পশুর মত শক্তিশালী, আর পশুর মতই নিষ্ঠুর। ঝোপের ভিতর থেকে হরিণ তাড়িয়ে হার্টের রাইফেলের মুখে নিয়ে আসত ওরা। শিকার শেষে নির্বিকার মুখে নিজেদের অংশ বুঝে নিয়ে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যেত। ওদের ভাল করে বোঝে না সে, কিন্তু বনে-জঙ্গলে টিকে থাকার দক্ষতায় অবাক হয়—সম্মান করে। রুথের মত সে ওদের ভয় পেত না বটে, তবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল যখন টায়ি জন তার দলবল নিয়ে ক্রিকের ধারে সব কেবিন পুড়িয়ে দিল।

কেন যেন ওরা তার কেবিনের কোনও ক্ষতি করল না, এড়িয়ে গেল। মাইনারদের দলটা যখন জ্যাকসনভিল যাওয়ার পথে ওকে সাবধান করার জন্যে থামল তখন কথাটা প্রথমে ওর বিশ্বাসই হয়নি।

কিন্তু রুথ এতে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠল। আগের থেকেও বেশি। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওয়াগনে চড়ে সে ওদের নিয়ে ওয়াটসনের কেবিনের উদ্দেশে রওনা হলো। দুটো পোড়া কেবিন ওরা পথে পার হয়েছিল, হিগিন্স আর ম্যাকাপির কেবিন তখনও জ্বলছিল। ওদিকে তাকাতে পারেনি রুথ।

রিজটা পার হয়ে ওপাশ দিয়ে নীচে নামতে শুরু করল হার্ট।

boighar.com

একটা ঝোঁকের বশেই এগোচ্ছে। ট্রেইলের ওপর ট্র্যাক এত অস্পষ্ট আর ছড়ানো যে, নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। তবু এগিয়ে যাচ্ছে। রিজ পার হয়ে পরের ক্রিকে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে এল। অনিশ্চয়তার মধ্যেই এলোপাতাড়ি চলছে। ক্রিকে উপুড় হয়ে শুয়ে পেট ভরে পানি খেলো যুবক। এত খেলো, প্রায় বমি হওয়ার অবস্থা। ঠোঁটদুটো শুকিয়ে ফেটে গেছে। ওর পক্ষে আর এগোনো সম্ভব নয়। স্বভাবতই একটু পিছিয়ে একটা উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়ির সাথে হেলান দিয়ে বসল সে। বামদিকে কাত হয়ে নরম টুপিটা শক্ত গুঁড়ির ওপর বিছিয়ে জখম মাথাটাকে একটু আরাম দেয়ার জন্যে নামাল। পিস্তলটা শার্টের তলায় বুকের ওপর। ওটার হাতল ধরে আছে সে।

হঠাৎ আতঙ্কিত অবস্থায় জেগে উঠল হার্ট। কিন্তু কেবল ওর চোখ দুটোই খুলল। নড়েনি। ইণ্ডিয়ানটাকে দেখতে পেল যুবক। আড়ষ্ট হলো। পিস্তলের বাঁটটা আঁকড়ে ধরল।

ইণ্ডিয়ানটা ক্রিকের ওপাশে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে ভাল করে একবার চেয়ে দেখে পানি খাওয়ার জন্যে ক্রিকের ওপর উপুড় হলো।

নড়ে উঠল হার্ট। লোকটাকে সে বাগে পেয়েছে। পিস্তলের হ্যামার তুলে রেখেছে, ছাড়লেই গুলি ছুটবে—ট্রিগার টানতে হবে না। হাত দিয়েই একটা ঘর ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভেবেছিল কোনও শব্দই সে করেনি, কিন্তু পিস্তলের ঘোড়া পুরো কক হতেই 'ক্লিক' করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। পানি থেকে ঝট করে মুখ তুলে সোজা ওর দিকেই তাকাল ইণ্ডিয়ান ছেলেটা। ওর নীচের ঠোঁট থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পানি ঝরছে। তাক করা পিস্তলের নলের মুখে একেবারে স্থির হয়ে আছে। কেবল শ্বাস নেয়ার সাথে নাকটা একটু ফুলে উঠে আবার নামছে।

কতক্ষণ এভাবে ছিল জানে না জেমস। পলকহীন চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পিস্তলের উপর দিয়ে। ইণ্ডিয়ানটা পরিণত

পুরুষ নয়। হয়তো চোদ্দ বা ষোলো বছর বয়স হবে। ওদের বয়স বোঝা মুশকিল। কিন্তু ও যে ইণ্ডিয়ানটাকে পুরোপুরি বাগে পেয়েছে এটা সেও জানে, ইণ্ডিয়ান ছেলটাও জানে। ওকে দিয়েই তার কাজ উদ্ধার করতে হবে। ওদের ভাষার বেশি শব্দ সে জানে না। ভাবছে কী কী জানে।

'টিলিকাম,' বলল সে। মানে বন্ধু। ইণ্ডিয়ানটা ওর দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে। আরও শব্দ ভাবার চেষ্টা করছে। বস্টন। হ্যাঁ, ওটাই ইণ্ডিয়ানদের কাছে সাদা মানুষের স্বীকৃত নাম। ক্লুচ—ক্লুচম্যান—মানে মহিলা।

'বস্টন ক্লুচম্যান?' বলল সে। ওর স্বরে প্রশ্নের টান। ইণ্ডিয়ানটা চেয়ে থাকল, কিছু বলল না।

'তোমার নিকুচি করেছি,' রাগের সাথে বলল সে। 'ক্লুচম্যান। বস্টন ক্লুচম্যান—ওকে দেখেছ তুমি?' সীমাহীন কালো চোখে এবার একটা পলক পড়ল। তুমির শব্দটা কী? কিপা? কমা? না, মিকা। 'মিকা—বস্টন ক্লুচম্যান?' পিস্তল হাতে ওর দিকে এগিয়ে গেল হার্ট। একটু পিছিয়ে গেল ইণ্ডিয়ান ছেলেটা। পেটের দিকে পিস্তল তাক করল জেমস। 'ড্যাম ইউ,' বলল সে। 'আমি তোমাকে খুন করব। বুঝেছ? মাসুক মামালুস। মুখ খোলো, ড্যাম ইউ!'

ভয় পেয়েছে ইণ্ডিয়ান। বিপদের গন্ধ স্পষ্ট টের পেয়েছে। হঠাৎ মুখ খুলে অবোধ্য ভাষায় দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। 'ক্লাটাওয়া ইয়াহ-ওয়া বস্টন ক্লুচম্যান।' আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করল সে। 'টায়ি জন ম্যান ইসকুম ক্লুচম্যান কো'পা স্কুকুম চাক।'

ভাষাটা আরও ভাল করে জানা নেই বলে নিজেকেই গালি দিল হার্ট। কথায় মনে হচ্ছে রুথ কোথায় আছে তা সে জানে। হঠাৎ রক্ত হিম করা চিন্তা হার্টের মাথায় এল। 'ক্লুচম্যান মামালুস?' জানার দাবি জানাল সে। 'মেয়েটা মারা গেছে?'

ছেলেটা বলল, 'ওয়েইক।' এবং মাথা নাড়াল।

boighar.com

‘ঠিক আছে,’ হার্ট বলল। ‘তুমি আমাকে নিয়ে চলো। মিকা ক্লাটাওয়া ইয়াহ-ওয়া। বস্টন ক্লুচমান। হাইআক!’

উঠে দাঁড়াল ইণ্ডিয়ান বাক। ওর পরনে একটা মোটা কাপড়ের শার্ট। ঢোলা শার্টের তলায় যদি একটা মুগুর না থাকে তা হলে ওর কাছে কোনও মারাত্মক অস্ত্র নেই। একটা পাকানো চামড়ার দড়ি দু'বার প্যাঁচ দিয়ে ওর কোমরে বাঁধা। ওটার সঙ্গে খাপে ভরা বড় ছুরি ঝুলছে।

‘ঠিক আছে,’ পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল সে। ‘ক্লাটাওয়া। হাইআক!’ পিছিয়ে গেল বাক, তারপর ঘুরে বনের ভিতর দিয়ে এগোল।

ছেলেটার চলার ভঙ্গি থেকে ঠিক বোঝা না গেলেও বেশ দ্রুত এগোচ্ছে সে। জেমস বুঝতে পারছে না ছেলেটা কী দেখে ট্রেইলটা অনুসরণ করছে। দু'বার ওর মনে হয়েছে ট্রেইল ছেড়ে সরে এসেছে, কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর সেও চিনতে পারে এমন স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেয়েছে। একবার তা ছিল কাপড়ের একটা ছোট টুকরো। আকারে ওটা নখের চেয়ে বড় হবে না। ম্যানযানিটা ঝোপের ডাল থেকে ছেলেটা ওটা তুলে নিল। নাকের কাছে নিয়ে পশুর মতই একটু শুঁকে দেখে একপাশে ফেলে দিল।

ওরা আরও দুটো রিজ আর দুটো ক্রিক পার হলো। ইণ্ডিয়ান ছেলেটা একটুও ক্লান্ত হয়নি। ক্রিকের নরম পাড়ে জুতো পরা একটা পায়ের ছাপ দেখিয়ে সে বলল, ‘ক্লুচম্যান।’ ওর স্বরটা একটু উদ্ধত, যেন বলতে চাইছে কোনও বোকাও এত স্পষ্ট ছাপ রাখবে না। ওকে পিস্তল দিয়ে খোঁচা দিল হার্ট।

এত দ্রুত হেঁটে চলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে জেমস, কিন্তু ছেলেটার কোনও বিকার নেই। হার্ট ভাবল সামনের লোকগুলোও যদি এই তালে হাঁটে, তার ছেলে এটা কীভাবে সইছে? সূর্য যখন মাথার উপরে উঠেছে জবাবটা সে পেল। বাকটা ট্রেইল থেকে চোখ সরিয়ে কী যেন সতর্ক চোখে দেখল, তারপর আবার আগে

বাড়ল। চামড়ার দড়িটা টেনে ধরে জেমস ওকে থামাল। 'কী হয়েছে?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

বিড়বিড় করে কিছু বলে ছেলেটা আবার আগে বাড়ল। ওর কাঁধের আড়ষ্ট হওয়া দেখে হার্ট বুঝতে পারছে কোনও অঘটন ঘটেছে। আবার ওকে থামাল হার্ট—আশপাশের এলাকা খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সে। পাইনের কাঁটা একটা জায়গায় বিশৃঙ্খল হয়ে আছে। পিস্তলের খোঁচায় ইণ্ডিয়ান ছেলেটা অনিচ্ছার সঙ্গে ওদিকে এগোল। ট্রেইল থেকে বিশ ফুট দূরেই তার ছেলের লাশ দেখতে পেল সে। দেহটাকে তাড়াহুড়ায় অযত্নে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

এর কোনও অর্থই হয় না। ছোট্ট মুখটা এত ফ্যাকাসে আর বিকারহীন দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওটা মোমের পুতুলের মুখ। ঘুমানোর ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সে—গালটা ঝরা পাতার ওপর। কেবল ওর মাথাটা এমন একটা অস্বাভাবিক কোণ করে দেহের পাশে কাত হয়ে রয়েছে যে বোঝা যাচ্ছে শক্তিশালী মোচড়ে কেউ ওর ঘাড়টা মটকে দিয়েছে।

জেমস ওকে ছোঁয়নি। ওখানে বসে অবিশ্বাস নিয়ে কেবল চেয়ে আছে। ওর মন এটা মেনে নিতে পারছে না—প্রত্যাখ্যান করছে।

একটা পিঁপড়ে ওর ঘোরটা কাটাল। সাধারণ একটা কালো পিঁপড়ে ছেলেটার গাল বেয়ে উঠে এল। জেমস অপেক্ষা করছে তার ছেলে এখনই ওটাকে হাত তুলে ঝেড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু সে তা করল না। একটা বোমা যেন ফাটল ওর মাথার ভিতর—বিকট চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তলের নল দিয়ে ইণ্ডিয়ান ছেলেটার মাথায় আঘাত করতে গেল হার্ট।

কিন্তু বুঝল দেরি করে ফেলেছে। ছেলেটা তিন ফুট লম্বা গাছের একটা ভাঙা ডাল আগেই তুলে নিয়েছে। ওটা দিয়ে সে হার্টের পিস্তল ধরা হাতের ওপর পাল্টা বাড়ি মারল। ওর হাত

boighar.com

থেকে পিস্তলটা ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে পড়ল।

ছেলেটা ভীত। চোখ দুটো বিস্ফারিত। ঝটকা দিয়ে হার্টের বাম হাতে ধরা ওর চামড়ার দড়িটা ছাড়িয়ে নিল। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে লাঠিটা বাগিয়ে ধরে পিছিয়ে গেল সে। কিন্তু হার্ট ওটাকে উপেক্ষা করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটা ভীত স্বরে একটা চিৎকার করে লাঠিটা ছুঁড়ে মারল। তারপর ঘুরে ছুটল। নিষ্ফলভাবে ওর পিছনে কতক্ষণ ছুটল হার্ট, কিন্তু বুঝতে পারল দৌড়ে ছুটে ওই ইণ্ডিয়ানকে ধরা তার পক্ষে অসম্ভব। পিস্তলটার কথা মনে করে ফিরল সে। পিস্তলটা ওখানেই রয়েছে—ছেলের লাশটাও।

Boighar

এখনও ছেলের শোকে সে কাঁপছে। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল জেমস। ঝরা পাতা আর পাইন কাঁটা জড়ো করে একটা বিছানা তৈরি করল। ওকে ওখানে শুইয়ে আরও লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে দিল।

এগিয়ে যাচ্ছে সে। একটা ভীষণ ক্রোধ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওর ভিতরে হন্যে হয়ে উঠেছে। এখন সে কিছুই মানে না, কিছুই ভয় পায় না। কেয়ারও করে না।

বিকেলের দিকে তার মনে হলো কেউ যেন ওর সঙ্গে রয়েছে। পিস্তল বাগাল সে, কিন্তু ওখানে কিছুই নেই। শূন্য।

সে এখন ক্ষিপ্ত, দেহ পরিশ্রান্ত, তবু মৃত ছেলের প্রতিশোধ নেয়ার জিদেই এগোচ্ছে। হ্যাঁ, ওদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে সে। নয়তো ওই চেষ্টায় মরবে। ছুটতে শুরু করল সে। অনেকক্ষণ ছুটল, তারপর হাঁটা শুরু করল। আবার অস্থিরতায় ছুটে এগোল। স্বস্তি নেই ওর।

সন্ধ্যার আগেই আরও একটা রিজ পেরোল সে। হঠাৎ সে বুঝল এটাই শেষ। সামনেই সংঘর্ষ। ধোঁয়ার গন্ধ এল ওর নাকে। স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া—উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল হার্ট। সতর্ক চোখে

চারপাশে দেখল। পিস্তলটা ওর হাতে তৈরি। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। আরও নীচে নামল সে। তবু কিছু না। আবার ধোঁয়ার গন্ধ এল ওর নাকে।

সতর্ক হয়ে এগোচ্ছে। চারদিকে লক্ষ রেখেছে। ঝোপের একটা ডালের আঁচড়ে পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত ছিলে গেল। কিন্তু কোনও আওয়াজ করল না সে। সহ্য করল। জমে স্থির হলো। কোনও শব্দ নেই, কেবল ভয়।

জঙ্গল একটু পাতলা হলো। বড় বড় গাছের তলায় যথেষ্ট রোদ পাচ্ছে না বলে ঝোপগুলো ছোট আর বেঁটেই রয়ে গেছে। আগুনের সুন্দর রঙটা এক ঝলক দেখতে পেল। ওর হাতের নাগালের মধ্যেই কী যেন নড়ে উঠল। চমকে তাকিয়ে দেখল একটা খরগোশ ওর দিকেই চেয়ে আছে। ওকে ক্রল করে ওভাবে চলতে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছে। কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে আর দাঁড়াল না, ছুটে অদৃশ্য হলো আবার এগোল সে।

আশ্চর্য রকম শান্ত। পিস্তলটা ডান হাতে আঁকড়ে ধরেছে। ওটা কক করা আছে। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু-একটু করে আগে বাড়ছে।

ওরা মোট পাঁচজন। আর রুথ। খোঁয়াড়ে শুয়োর গোনার মতই ওদের এক এক করে গুনল। দেখল, রুথের অবস্থা খুব কাহিল। একটা বেণী খোলা। বিশৃঙ্খল। অন্যটা এখনও পরিপাটি করে বাঁধা।

ওর জামা আর পেটিকোট ছিন্ন। ভাবল, ওটা কি ইণ্ডিয়ানদের কাজ, নাকি ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলতে ছিঁড়েছে? এখন আর কোনও অনুভূতি নেই ওর—সব অবশ হয়ে গেছে। মেয়েটার হাত দুটো পিছনে। আড়ষ্ট অবস্থায় একটু নড়ে বসল সে। বোঝা গেল ওর হাত দুটো বাঁধা রয়েছে। একজন দুটো খরগোশ কাঠিতে গেঁথে আগুনে ঝলসাচ্ছে। আরেকজন একটা ন্যাকড়া দিয়ে তার ভারি রাইফেলটা মুছছে—হয়তো ওটা রুথেরই জামার একটা

boighar.com

অংশ। একজন ঝোপের ভিতর ঢুকেছিল, আবার বেরিয়ে এল। আগুনের ওপাশে একশো গজ দূরে নদীটা দেখতে পাচ্ছে জেমস।

যে লোকটা খরগোশ ঝলসাচ্ছিল সে আগুনের ওপর থেকে কাঠিটা সরিয়ে আঙুল দিয়ে টিপে পরীক্ষা করে দেখল। হাতে গরম ছ্যাঁকা খেয়ে অস্থিরভাবে হাত ঝাড়ল। বোঝা গেল একটা বুদ্ধি ওর মাথায় এসেছে, লাফিয়ে উঠে আগুন ঘুরে রুথের দিকে এগোল সে। কাঠিটা মেয়েটার মুখের খুব কাছে বাড়িয়ে ধরল। পৈশাচিক আনন্দে পশুর মতই দাঁত বের করে হাসছে।

সভয়ে মাথা পিছিয়ে নিল রুথ। কিন্তু লোকটা ওর বেণী ধরে টেনে মাথাটা সামনে এনে গালে গরম ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। একটা বড় শ্বাস নিয়ে ডান হাতের কবজি বাম হাত দিয়ে ধরে লক্ষ্য স্থির করে লোকটার পেট ফুটো করে দিল হার্ট।

বিকট শব্দের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো যুবক। মনে হলো যেন পিস্তলটা ওকেও উড়িয়ে দিয়েছে। ইণ্ডিয়ান লোকটা গুলি খেয়ে টলতে-টলতে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ল।

রাইফেল হাতে ইণ্ডিয়ান লোকটা উঠে দাঁড়াল। হার্টের দ্বিতীয় গুলি লাগল ওর ডান কাঁধে। গুলির ধাক্কায় সে আধ-পাক ঘুরে গেল। প্রচণ্ড শব্দে ফ্লিন্টলক রাইফেল থেকে গুলি ছুটল। নলের মাথায় ছয় ফুট লম্বা আগুনের শিখা দেখা গেল।

হাঁটুর ওপর উঁচু হয়ে ছোট ঝোপটার উপর দিয়ে মাথা তুলে তৃতীয় লোকটাকে গুলি করল সে। পিঠের শিরদাঁড়া চুর হয়ে গেল ওর। চতুর্থ গুলিটা মিস হলো। পঞ্চমটা বুক সমান উঁচুতে গাছে লেগে বাকল উড়াল। ওখানে যে ছিল সে কোনোমতে কাটাল।

তৃতীয় গুলির সঙ্গেই ছুটে সামনে বাড়তে শুরু করেছিল জেমস। পঞ্চম ইণ্ডিয়ানটা সঙ্গীদের মত এত চটপটে না। আগুনের পাশে বসে ছিল সে। হার্ট ঝোপের ভিতর থেকে ঝাঁপিয়ে এগোনোয় নড়ারই সুযোগ পায়নি। ভারি পিস্তলটা ওর মাথার ওপর প্রচণ্ড জোরে নামিয়ে আনল।

রাগে উন্মাদের মত খেপে উঠেছে জেমস। সবাইকে খুন করে ফেলতে চাইছে। আগুনের ধারে একটা ছোট কুঠার পড়ে ছিল। ওটা তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতেই দেখল ঝোপের ভিতর কিছু নড়ছে। কুঠারটা ওদিকে ছুঁড়ে মারল সে। মিস হয়নি। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল লোকটা। কিন্তু থামল না, ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটতেই থাকল।

পকেট থেকে মেক্সিকান লোকটার দেয়া কার্তুজের বাক্স বের করে পিস্তলে গুলি ভরে নিল হার্ট।

প্রথম যে লোকটা পেটে গুলি খেয়েছিল, সে এখনও মরেনি। মাটিতে শুয়ে আহত সাপের মতই কিলবিল করছে। ওর কাছে এগিয়ে গেল জেমস।

'এটা আমার ছেলেটার জন্যে,' সহজ সুরে বলল সে। 'ওটা করার কোনও যুক্তি নেই।' তিন ফুট দূর থেকে ওর মাথায় গুলি করল হার্ট।

পিছন ফিরে দেখল না। রুথের কাছে এগিয়ে গেল। মেয়েটা নীরবেই ওর দিকে চেয়ে আছে। মুখটা ফ্যাকাসে, কিন্তু কোনও বিকার নেই। ওর হাতের বাঁধন খুলে দিল জেমস। হাতদুটো কোলের ওপর রেখে একটু ঘষে নিল সে। ওর দেহটা কাঁপছে—যেন কাঁদছে, কিন্তু চোখ থেকে পানি বেরোল না। মুখ থেকেও কোনও শব্দ আসছে না।

'রুথ,' ডাকল সে। স্বরটা বেমানান শোনাল। মেয়েটা ওর দিকে তাকাল। মুখটা কান্না চাপার চেষ্টায় বিকৃত। ওকে তুলে দাঁড় করাল জেমস। অ্যাসপেন পাতার মতই থরথর করে কাঁপছে ওর দেহ।

রুদ্ধ কণ্ঠে রুথ বলল, 'ওহ, জেমস!' প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে ঘষছে মেয়েটা। 'ওরা ওকে মেরে ফেলেছে। ছোট্ট জিমিকে মেরে ফেলেছে।'

'আমি জানি,' বলল সে। আমি জানি।'

boighar.com

হঠাৎ রুথের দেহ শিথিল হলো। জেমসের বুকের ওপরই ঢলে পড়ল সে।

ওয়াটসনের র‍্যাঞ্চে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক আগেই আর্মি প্যাট্রোলের সঙ্গে ওদের দেখা হলো। ছেলের লাশ কোলে নিয়ে হাঁটছে জেমস। পিস্তলটা কোমরে গোঁজা। পিছনে ওর রাইফেল নিয়ে চলছে রুথ। ছেঁড়া পেটিকোটের ওপর ইণ্ডিয়ানদের একজনের শার্ট পেঁচানো। মেয়েটা যেভাবে হাঁটছে তাতে সোলজারদের মনে প্রশ্ন জাগছে, কিন্তু কেউ প্রশ্ন তুলল না। নিচু স্বরে কথা বলছে।

ওয়াটসনের ওখানে পৌঁছেও জেমসের ওপর থেকে রুথের চোখ সরছে না। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে। মিসেস ওয়াটসন ছুটে বেরিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কাঁধের ওপর দিয়ে জেমসের দিকেই চেয়ে আছে রুথ।

'যাও রুথ।' কথাটা হার্টের মুখে শোনার আগে সে ভিতরে ঢুকল না।

ঘোড়ার পিঠে সৈনিক, আর ওয়াটসন পরিবারের সবাই জেমসকে ঘিরে দেখছে। যে-কোনও ইণ্ডিয়ানের থেকে ওকে আরও বুনো দেখাচ্ছে।

দু'দিনের পুরনো খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মাথার পট্টিটা একটা রক্তাক্ত ময়লা হেডব্যাণ্ডের মত দেখাচ্ছে। দেহটা কোমর পর্যন্ত খালি—মাটি আর রক্তমাখা।

'ওয়াটসন,' বলল সে, 'তুমি আমার একটা উপকার করবে? আমাকে একটা ওয়্যাগন আর ঘোড়া, কিংবা শুধু একটা ঘোড়া ধার দেবে?'

'কেন—অবশ্যই,' বলল ওয়াটসন। 'কিন্তু...'

'ধন্যবাদ। আমি আমার ওখানে ফিরে ছেলেটাকে তার নিজের জমিতে কবর দিতে চাই। আমার ফসলেরও দেখাশোনা করা

দরকার।'

'তোমার মাথায় দোষ আছে,' মন্তব্য করল ওয়াটসন। 'ওই ইণ্ডিয়ানরা...'

ওর চোখে দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ পেল। 'ওরা আমার আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এমনিতেই যথেষ্ট করেছে। এরপরে ওরা এলে আমি থাকব। আমার দেয়ালের পিছনে। ওদের এখন আর আমি ভয় পাই না। কিন্তু ছেলেটার প্রতি অবিচার করতে চাই না।'

ওরা তাকিয়ে আছে—যেন জেমস একটা অস্বাভাবিক কিছু। কিন্তু ওর জন্যে ওয়্যাগনে ঘোড়া জুড়ে দেয়া হলো। ওয়্যাগনে চড়ে যত্নের সাথে ছেলের লাশটাকে পাশে শোয়াল।

'তোমরা কয়েকদিন যদি আমার বউয়ের দেখাশোনা করো, একটু সামলে উঠলে ওকে আমি ওর লোকজনের কাছে পৌঁছে দেব।'

মিসেস ওয়াটসনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'থামো, রুথ। কোথায় যাচ্ছ?'

ছুটে বেরিয়ে এল রুথ। লোকজনকে ঠেলে বেরোল। 'জেমস, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

ওয়াগনের ড্রাইভিং সিটে বসে ওর দিকে তাকাল জেমস। 'কিন্তু আমি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি, রুথ।'

'একা নয়,' বলল সে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

একদৃষ্টে রুথের দিকে চেয়ে আছে জেমস। চোখের ভাব কঠিন। মুখটা গম্ভীর-দৃঢ়। ধীরে চেহারা থেকে আড়ষ্টতা কেটে ওটা কোমল হলো।

'হ্যাঁ, রুথ,' নরম নিচু স্বরে বলল সে। 'আমার পাশেই তুমি থাকবে।' নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ওকে তুলে নিয়ে নিজের পাশেই ওয়্যাগনে বসাল। রাইফেলটা পাশে সরিয়ে রেখে ছেলের লাশটাকে কোলে তুলে নিল রুথ।

ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়া দুটোর পিঠে লাগাম ছোঁয়াল হার্ট। ককিয়ে

boighar.com

উঠে ওয়্যাগনের চাকা ঘুরতে শুরু করল। ক্যাভেলরির আরোহীরা নীরবে ওদের পিছু নিল। সসম্মানে এসকর্ট করছে।

উঠান থেকে বেরিয়ে ওয়্যাগনটা বাইরের সরু ট্রেইলটা ধরল।

ওয়াটসনের বড় ছেলে বাবার দিকে ফিরে বলল, 'মাই গড, প্যাপ্‌স। সাহস আছে বলতে হবে!'

ওয়াটসন নিচু স্বরে জবাব দিল, 'ওটা শুধু সাহস নয়, বাছা, আরও কিছু। ভাল করে চেয়ে দেখো। সারা জীবনেও এমন মানুষের দেখা খুব কমই পাবে। ওরা পায়োনীয়ার।'

ওয়্যাগনটা গড়িয়ে চলল নির্দিষ্ট পথে।

**—কাজি মাহবুব হোসেন**

আরোহীরা সবাই একযোগে এগোল। ‘একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালাও, জাইলস!’ ফিজ মুরের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপছে। ‘শেষ পর্যন্ত একটাকে ঘায়েল করা গেছে, ওর নীচে পড়ার শব্দ আমি পেয়েছি।’

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল জাইলস। ‘দেখতে পেয়েছি! এই যে এখানে!’ ম্যাচের কাঠি ওর জিনের প্যান্টে ঘষা খেয়ে ফিসফিসিয়ে জ্বলে উঠল। কিছুটা আলো হলো।

সবাই গলা বাড়াল। মাটিতে শোয়া লোকটার মাথায় গুলি লেগেছে। কিন্তু চেহারাটা বিকৃত হয়নি। বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রমের ছাপ পড়েছে মুখে। মানুষটা জাইলস বেস্টনের বাবা।

আতঙ্কে অবশ হয়ে, নিজের হাতে যাকে হত্যা করেছে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল জাইলস। এই লোকটাই তাকে কিছু শিক্ষা দিতে, সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে, সারাটা জীবন সংগ্রাম করেছে। লড়াই করে হেরে গেছে—আজ সে মৃত—যে ছেলেকে এত ভালবাসত সে-ই তাকে মেরেছে।

‘এ কী!’ নিচু স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল বর্ডার। ‘লেন বেস্টন! অসম্ভব কথা!’

ফিজ মুরের প্রথম শকটা কেটে গেল। প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল সে। ‘তা হলে এ-ই ব্যাপার? এই কারণেই তুমি কোনও গরু-চোরকে খুঁজে পাওনি, জাইলস? হয়তো এইজন্যেই ওরা প্রতিবারই আগে থেকে জানত কোথায় আঘাত হানতে হবে। এই জন্যেই ওরা সব সময়ে আমাদের এক ধাপ আগে ছিল।’


দেশান্তর
boighar.com

অবিশ্বাসভরা চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে জাইলস। এখানে তার বাবার উপস্থিতি, আর নিজের হাতে গুলি করে হত্যা করা; দুটোই ওকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত দিয়ে একেবারে অসাড় করে ফেলেছে। মুরের কথা একটাও ওর কানে ঢুকল না। বর্ডারের প্রতিবাদও শুনতে পেল না সে।

'তুমি তাই বিশ্বাস করো, ফিজ!' বর্ডারের স্বর তীক্ষ্ণ আর চড়া। 'অসম্ভব! ওদের ঠেকাতে আমাদের যে-কোনও লোকের চেয়ে বেশি লড়েছে জাইলস। তোমার হয়ে রাসলারদের বিরুদ্ধে লড়ে সে গরুর দুটো দলকে ফিরিয়েও এনেছে।'

'তা-ই বটে!' মুরের স্বরে ঠাণ্ডা নিশ্চয়তা। 'আর কেউ যখন পেল না ও কী করে খুঁজে বের করল? নিশ্চয় আগে থেকেই জানত গরুগুলো কোথায় পাওয়া যাবে। চুরি কবে থেকে শুরু হয়েছে? ওকে ফোরম্যান করার পর থেকেই, তাই না?'

জাইলস মুখ তুলে তাকাল। 'কী? কী বলছ তুমি, ফিজ?'

ফিজ মুর ন্যায্য লোক। কিন্তু কঠিন আর দয়াহীনও বটে। চাঁদটা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখন জাইলসের মুখ দেখতে পাচ্ছে ফিজ।

'ইউ আর ফায়ার্ড, জাইলস! ফায়ার্ড! এই মুহূর্ত থেকে তোমার চাকরি শেষ! জিনিসপত্র নিয়ে তুমি বিদেয় হও। তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছু প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে না গেলে তোমাকে ধরে আমরা ফাঁসিতে ঝোলাব।'

বিস্ময়ে পুরো এক মিনিট জাইলসের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সবাই ফিরে যেতে শুরু করলে স্বর ফিরে পেল সে। 'ফিজ! তুমি কি বলতে চাও আমি রাসলার ? গরু চোর?' জাইলসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'এই মিথ্যা অপবাদ আমি সহ্য করব না। আমাকে রাসলার নামে ডাকলে পিস্তল ড্র করার জন্যে তৈরি হও।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি হলো ফিজ। 'হ্যাঁ,' উদ্ধতভাবে

সে বলল, 'তুমি তো সেই চেষ্টাই করবে। আমাকে গানফাইটে নামিয়ে মেরে ফেলার মতলব। আমরা সবাই জানি তুমি একজন গানফাইটার, জাইলস, কিন্তু নিজের বাবাকে গুলি করে হত্যা করার পর তোমার কিছুটা হুঁশ হওয়া উচিত।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জাইলস। যা শুনছে তা বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। দ্রুত ধাবমান খুরের শব্দ শুনে ফিজ নিজেই ওকে গুলি করার আদেশ দিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে বসা আকৃতি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল সে।

'তুমি ভেবেছিলে তোমার বাবা নিরাপদে অন্য কোথাও আছে, অথবা মনে করেছিলে অন্ধকারে গুলি মিস হবে—কেউ কিছুই টের পাবে না। যাই হোক, এখানে আর তোমার জন্যে কিছু নেই। তুমি কেবল চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাবে!'

জাইলসের ভিতরকার তিক্ততা বেড়ে উঠছে। 'বলতে চাও ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখার সুযোগ আমি পাব না? বাবাকে আর আমাকে কোনও বিচার ছাড়াই তুমি অভিযুক্ত করবে?'

'বিচার?' রাগে ফুঁসে উঠল ফিজ। 'গরু তাড়িয়ে নেয়ার সময়ে রাসলারদের আমরা ধাওয়া করলাম—তুমি গুলি করে একজনকে ফেললে, সে তোমার বাবা—আর কী প্রমাণ চাই? তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোই উচিত, কিন্তু আমার মেয়ের কথা ভেবে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। যাও, কিন্তু আমার বাড়ির আশপাশে বা এই এলাকায় তোমাকে যেন আর না দেখি!'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দলের সবাইকে নিয়ে রওনা হলো মুর। কেবল বর্ডার দেরি করল। 'আমি দুঃখিত, জাইলস,' নরম সুরে বলল সে। 'সত্যিই দুঃখিত।'

অন্ধকারে একা বাবার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রইল জাইলস। ওদের খুরের শব্দ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

ঘুমের মধ্যে হাঁটা মানুষের মত এগিয়ে প্রথমে নিজের, পরে বাবার ঘোড়াটাকে নিয়ে এল সে। লাশটাকে আড়াআড়িভাবে

boighar.com

জিনের ওপর ফেলে ধীর গতিতে বাড়ির পথ ধরল। মাথাটা হেঁট, ভাবনাশূন্য। তার জন্য সবই শেষ হয়ে গেল—র‍্যাঞ্চের চাকরি, ললি...সব।

পুরনো কেবিনটা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। জাইলসের ছেলেবেলা এখানেই কেটেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ভিতরে ঢুকে বাতি জ্বালল সে। সকালের জন্যে অপেক্ষা না করে কতগুলো তক্তা দিয়ে একটা কফিন তৈরি করে ফেলল। তলায় একটা চাদর বিছাল। দুঃখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গাছের তলায় সবুজ ঘাসে ঢাকা জায়গায় মায়ের কবরের পাশে কবর দিল সে বাবাকে।

সকাল থেকে কিছু না খেলেও খাবার কথা ওর একবারও মনে এল না। ধীরে চারপাশে তাকিয়ে কেবিনটাকে দেখল জাইলস। এটাই ছিল তার এতদিনের বাসস্থান। এখান থেকে কী কী সঙ্গে নেবে ও? মানুষ মরে, কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের এর পরেও টিকে থাকতে হয়—তাই খাবার, বিছানা, গোলা-বারুদ আর বন্দুক সম্পর্কে তাকে ভাবতে হবে।

গান... বাবার চমৎকার শার্পস .৫০, নতুন উইনচেস্টার .৪৪...

উইনচেস্টারটা নেই!

উত্তেজনার একটা ঢেউ বয়ে গেল ওর দেহে। শার্পসটা র‍্যাকের ওপর নিজের জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু নতুন উইনচেস্টারটা নেই! অথচ তার বাবার ঘোড়ার জিনের সঙ্গে কোনও রাইফেলের খাপ ছিল না। রাতের বেলা বাইরে বেরোলে তার বাবা কখনও রাইফেল ছাড়া যাবে না, এটা ভাল করেই জানে জাইলস। বাবাকে নতুন উইনচেস্টারটা সে উপহার দেয়া সত্ত্বেও বাইরে যাওয়ার সময়ে লেন বেস্টন তার প্রিয় শার্পস বাফেলো গানটাই সঙ্গে নিত—উইনচেস্টারটা র‍্যাকে থাকত।

কিছু একটা গোলমাল আছে বুঝতে পেরে ঘরের মাঝখানে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে। বাবার যত্ন করে লুকিয়ে

রাখা টাকার কথা হঠাৎ ওর মনে পড়ল। মাত্র কয়েকশো ডলার—অসুখে বা বার্ধক্যে খরচ করার জন্য ওটা তুলে রাখা হয়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসে খাঁজ থেকে মেজের তক্তাটা টেনে খুলে ফেলল। টাকাগুলো নেই!

ধীরে উঠে দাঁড়াল জাইলস। বাবার পকেটে কোনও টাকা-পয়সা ছিল না। আর তার কোমরে ছিল পিস্তল। এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ লেন বেস্টন বহুকাল আগেই পিস্তল কোমরে ঝোলানো বাদ দিয়েছিল। তিনটে জিনিস মিলছে না—উইনচেস্টার হারানো, টাকা খোয়া যাওয়া, আর বাবার কোমরে পিস্তল। কিন্তু এতে কী বোঝায়?

আবার কেবিনের চারপাশে তাকিয়ে লক্ষ করল বাকি কফিপটটা স্টোভের ওপর বসানো রয়েছে। এগিয়ে ওটার ঢাকনা খুলল সে। ভিতরে কফির গুঁড়ো দেখা যাচ্ছে। হয় আর কেউ কফি তৈরি করে পটটা সরায়নি, অথবা কফি তৈরি করার সময়ে আগুনের পাশ থেকে কোনও কারণে সরতে বাধ্য হয়েছিল লেন। অভ্যাসবশেই সে কখনও স্টোভের ওপর কফিপট ফেলে রাখত না।

সবদিক বিচার করে জাইলসের মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠছে। হয় তার বাবাকে কোনও কারণে তাড়াহুড়া করে কেবিন ছাড়তে হয়েছে, অথবা তাকে এখান থেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কিন্তু পিস্তলের বেল্টটা কেন? লেনের ডান কবজি অনেকদিন থেকেই দুর্বল; ওর ভারি কোল্টটা ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। যদি...সে যদি পিস্তলের বেল্টটা নিজে না পরে থাকে? যদি আর কেউ ওকে ওটা পরিয়ে থাকে? কিন্তু কে? এবং কী কারণে?

শেষ পর্যন্ত যখন সে কেবিন ছেড়ে বেরোল তখন সকাল হয়ে আসছে। নিজের ঘোড়া ছাড়াও চারটে বাড়তি ঘোড়া আর দুটো প্যাকহর্স সঙ্গে নিয়েছে। 'বি' ব্র্যাণ্ডের কিছু গরু রয়েছে—ওর

boighar.com

নিজের। কিন্তু আপাতত ওগুলো এখানেই থাকবে।

ইণ্ডিয়ান ক্রিকের উপরে পাহাড়গুলোর উদ্দেশে রওনা হলো জাইলস। একটা ব্যাপারে সে মনস্থির করে ফেলেছে। ঠিক কী ঘটেছে তা না জানা পর্যন্ত এই এলাকা ছাড়বে না। ও জানে তার বাবা জীবনে কখনও কোনও অসৎ কাজ করেনি। অনেক সুযোগই পেয়েছে, কিন্তু নিজের নয় এমন কোনও কিছুই ছোঁয়নি।

সরু ক্যানিয়ন ধরে উপরে উঠতে উঠতে ভাবছে জাইলস। তার বাবার কোনও শত্রু ছিল না। কারও সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়াও করেনি—সে ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষ। সুতরাং কেবিন লুট হওয়াটা কোনও সুযোগসন্ধানী চোরের কাজ। কিংবা... হঠাৎ কথাটা ওর মনে জাগল... এটা তার কোনও শত্রুর কাজ নয়তো?

কিন্তু কারা তার শত্রু? নাচের আসরে কয়েকবার ঘুসাঘুসি করেছে সে, তবে এতে শত্রুতার সৃষ্টি হয়নি। ওরও শত্রু নেই।

তবে হ্যাঁ, ওই রাসলার লোকগুলো হয়তো ওকে শত্রু হিসেবেই গণ্য করবে। দুবার সে ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করে গরু ফিরিয়ে এনেছে, আর কয়েকবার ট্র্যাক করে বহুদূর পর্যন্ত ওদের ধাওয়া করেছে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে গরুচোরদের একমাত্র জাইলসকেই ভয় পাওয়ার কারণ আছে। ওরা যদি এই পথেই ওকে ঘায়েল করার প্ল্যান করে থাকে?

সাউথ পিক-এর পাশ দিয়ে ঘুরে একটা আরও সরু ক্যানিয়নে ঢুকল জাইলস। ওখানে একটা জায়গায় কয়েক বছর আগে ছোট কোরাল তৈরি করেছিল সে। কোরালে পৌঁছে ঘোড়াগুলোকে ভিতরে ঢুকাল। তারপর ক্লান্ত ঘোড়াটার পিঠ থেকে জিন খুলে একটা লম্বা পা-ওয়ালা জেবরা ডানের পিঠে চাপাল। কোরালে প্রচুর সবুজ ঘাস রয়েছে। ওটার কোনা দিয়ে একটা ঝর্ণাও বয়ে যাচ্ছে।

কোনও কেবিন নেই বটে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত আর মাথার ওপর পাথরের ছাদ থাকায় চমৎকার একটা প্রাকৃতিক

আশ্রয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ওটার মাথায় কিছু ফার গাছ জন্মেছে বলে রাতে আগুনের আলো প্রতিফলিত হবে না, আর দিনে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে বলে দূর থেকে দেখা যাবে না। আপাতত জাইলসের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও প্ল্যান নেই।

ডানটা শক্ত ঘোড়া। ছুটতে পারে, আবার দমও আছে। ওটার পিঠে করেই শহরের দিকে রওনা হলো জাইলস। প্রথমেই ললি মুরের সঙ্গে দেখা করতে হবে ওর।

পালো সিকোতে পৌঁছল সে—শহরটা বিশ্রাম নিচ্ছে। দুটো সেলুনে আলো দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা বাসাতেও আলো জ্বলছে। ওগুলোর একটা ফিজ মুরের শহরের বাড়ি। নিজের প্রাক্তন বসের স্বভাব তার ভাল মতই জানা আছে। তাই বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে কটনউড গাছগুলোর ভিতর ঘোড়া থামিয়ে নামল জাইলস। বাড়ির দিকে এগিয়ে গেট দিয়ে না ঢুকে বেড়া টপকে বাগানে নেমে জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

ললি একাই রয়েছে পিয়ানোর কাছে। দ্রুত বারান্দায় উঠে দরজায় আস্তে করে টোকা দিল সে। দ্বিতীয়বার টোকা দিতেই বাজনা থামল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল।

'জাইলস!' বিস্ময়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল ললি। ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'বাবা যদি তোমাকে এখানে দেখে, মেরেই ফেলবে!'

'হয়তো। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত প্রয়োজন ছিল। এখন আমার প্রতি তোমার কী মনোভাব? তুমি কি বিশ্বাস করো আমি চোর?'

'না।' জবাবে একটু যেন ইতস্তত করার আভাস। 'না, আমি তা মনে করি না। কিন্তু তোমার বাবা...'

'তা হলে আমার বাবা রাসলার ছিল বলে তোমার বিশ্বাস? তার মত একদম সহজ-সরল মানুষ? অসৎ উপায়ে একটা কানা-

boighar.com

কড়িও সে আয় করেনি!'

'কিন্তু জাইলস, তুমি... তুমি গুলি করেছিলে আর সে... তুমি ওকে হত্যা করেছ! সে ওদের সঙ্গেই ছিল!' প্রতিবাদ করল ললি।

'না,' শান্ত স্বরে জাইলস বলল, 'হয়তো আর কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি জানি ওখানে পৌঁছাবার আগেই সে মারা গেছিল বা মৃতপ্রায় ছিল।'

একটু পিছাল ললি। 'আমি দুঃখিত, জাইলস। কিন্তু এখন তোমার যাওয়া উচিত।'

'ললি!' বাধা দিল সে। 'আমার কথা শোন!' মেয়েটা দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল কিন্তু হাত দিয়ে দরজা ঠেলে রাখল জাইলস। 'আমি তোমাকে যা বললাম সেটাই সত্যি! আমি বাবার লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম তার নতুন উইনচেস্টারটা নেই। কেউ ওটা চুরি করেছে! বাবা ওটা কখনোই ব্যবহার করত না। এবং কেউ তার কোমরে গানবেল্ট পরিয়েছে। বাবার ডান কবজি দুর্বল ছিল বলে অনেক বছর আগেই পিস্তল ব্যবহার করা ছেড়েছিল সে!'

'আমি দুঃখিত, জাইলস।' ললির চেহারা আড়ষ্ট আর কঠিন হয়ে উঠেছে। 'এতে কোনও লাভ হবে না। তোমাকে চোর বলে ভাবা কঠিন, কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর কী ভাবা যায়? এবার ছাড়ো। তুমি যদি দরজার থেকে হাত না সরাও, আমি...'

'ললি?' ফিজ মুরের গলা শোনা গেল। 'ওখানে কে? কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি?'

হাত সরিয়ে নিল জাইলস। 'ঠিক আছে,' নিচু স্বরে সে বলল, 'কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমি প্রমাণ...'

দড়াম করে ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল ললি। দরজার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ওর সব স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

ললিও! স্তম্ভিত হয়ে ঘুরে ডানের কাছে ফিরে এল সে।

পমেলে একটা হাত রেখে ভাবছে জাইলস। ঠিক আছে, কোথাও না কোথাও তাকে শুরু করতে হবে। সে জানে তার বাবা রাসলার ছিল না, এবং এও জানে যে বাবা স্বেচ্ছায় ওখানে যায়নি। এটা যখন জানে, তখন নিজেকে সঠিক প্রমাণ করারও একটা উপায় নিশ্চয় থাকবে।

অন্তত একজন, বা কয়েকজনই হয়তো সত্য ঘটনাটা জানে। ওই রাসলাররা জানে তাকে ফাঁসানো হয়েছে।

কিন্তু কে গরু চুরি করছে? লোকটা ট্যাঙ্ক মেসার অ্যাডামস হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। সে আগেও গরু চুরি করেছে, কিন্তু হাতেনাতে কখনও ধরা পড়েনি। কিন্তু জাইলসের বিশ্বাস হচ্ছে না যে অ্যাডামস তার বাবাকে খুন করতে পারে। দুজনে বেড়ার দুপাশে থাকলেও ওদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব ছিল। যাহোক, শুরু করার একটা জায়গা পাওয়া গেল।

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে মাঝরাতের দিকে অ্যাডামসের বাসায় পৌঁছল সে। সব অন্ধকার আর স্তব্ধ। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দ্রুত পায়ে পাহাড় ঘেঁষে কেবিনের দিকে এগোল জাইলস। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ওকে বিচলিত করে তুলছে।

বাসার কোনায় পৌঁছল জাইলস। দরজাটা খোলা। মোটামুটি ঠাণ্ডা রাতে দরজা খোলা রাখাটা একটু অস্বাভাবিক। কিছুক্ষণ কান পেতে থেকেও ভারি শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ ওর কানে এল না।

'অ্যাডামস!' নিচু স্বরে জানাল সে।

কোনও জবাব নেই। ভিতরে ঢুকে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে আবার কান পাতল। সেই একই শব্দ। একটু জোরে বুড়োর নাম ধরে ডাকল—এবারেও কোনও সাড়া এল না। ঝুঁকি নিয়ে ম্যাচ জ্বালাল সে।

মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে অ্যাডামস, বিহ্বল অবস্থা। ওর শার্টে রক্তের দাগ!

boighar.com

চট করে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে পরীক্ষা করল জাইলস। এবার দ্রুত কাজে ব্যস্ত হলো। আগুন জ্বেলে পানি চাপাল। তারপর বিছানা থেকে বালিশ নিয়ে বুড়োর মাথার নীচে দিল। গুলিটা বামপাশের উপরের দিকে লেগেছে। পানি গরম হলে ভাল করে ক্ষতটা ধুয়ে বেঁধে দিল। এতক্ষণে চারপাশে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল সে।

অ্যাডামসের পিস্তলটা মেঝেতে পড়ে আছে। ওটা তুলে নিয়ে দেখল তিনটে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। রাইফেলটা আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ওটা ঘোড়ার পিঠেই রয়েছে। বাইরে বেরিয়ে ঘোড়াটাকে খুঁজে বের করল সে। জিনের ওপর রক্তের দাগ রয়েছে। জিন খুলে ঘোড়াটাকে কোরালে ঢুকিয়ে আবার কেবিনে ফিরল।

অ্যাডামসের চোখদুটো খোলা। 'জাইলস!' হাঁপাচ্ছে সে। 'তুমি ওদের দেখেছ? রাসলারদের?'

'ওরা কারা ছিল? ওরাই তোমাকে গুলি করেছে?'

'হ্যাঁ।' তরুণ ছেলেটার দিকে তাকাল বুড়ো। ওর চেহারায় বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট। 'দোষটা আমারই। আমি জানতাম ডিক মিলার একজন বাজে...'

'ডিক কী?' ঝুঁকে পড়ল জাইলস। 'কী বললে? ডিক মিলার ?'

'হ্যাঁ। সপ্তাহ তিনেক আগে লোকটা এখানে এসে লুকোবার একটা জায়গা চেয়েছিল। আমি জানতাম লোকটা খারাপ, তবু ওকে থাকতে দিলাম। আসল কথা, চাইলেও আমি ওকে তাড়াতে পারতাম না। তারপরে সে গেল, কিন্তু কয়েকজন কঠিন চেহারার লোক নিয়ে আবার ফিরে এল। গরু চুরি করতে যাওয়ার সময়ে আমি ওকে বাধা দিলাম—ডিক ঘুরেই আমাকে গুলি করল। আমি পড়ে গেলে আমাকে ফেলেই সে চলে গেল।

'কেমন করে যে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়লাম তা আমি নিজেই জানি না।' বুড়োর স্বরটা দুর্বল। 'তোমাদের বাসার দিকে রওনা

হলাম, কিন্তু পৌঁছতে পারলাম না। তোমার বাবা আমাকে দেখতে পেয়ে আবার আমাকে জিনের ওপর তুলে দিল। কিন্তু আমি যখন বললাম কী ঘটতে যাচ্ছে তখন সে একাই ওদের ঠেকাতে ছুটল।'

'ওরা বাবাকে মেরে ফেলেছে, অ্যাডামস।' সংক্ষেপে কী ঘটেছে জানাল জাইলস। বুড়ো শুনতে শুনতে রেগে উঠল।

'ফিজ মুর চিরকালই একটা বোকার হদ্দ!' বলল সে। জাইলসের হাত খামচে ধরল বুড়ো। 'তুমি কিছু লোক জোগাড় কর, বাছা। আমি জানি ওরা কোথায় যাবে। সে সোজা "বারো স্প্রিংস"-এর পুরনো ডেরায় যাবে। ওখানে পৌঁছতে হলে তোমাকে ডার্ক ক্যানিয়ন ধরে যেতে হবে। ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে পাথরের ফাঁক গলে তোমাকে ওপাশে পৌঁছতে হবে। গরুগুলোকে সীমান্ত পেরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে ওখানেই রাখবে। মাইনিং ক্যাম্পে সহজেই সব গরু বিক্রি করতে পারবে ও।'

ইতস্তত করছে জাইলস, কিন্তু হাতের ইশারায় ওকে যেতে বলল। 'আমার কথা ভেবো না। আমি সামলে উঠব।'

ঘুরে দরজার দিকে ছুটল জাইলস। সাহায্যের জন্যে যাওয়ার সময় নেই। তা ছাড়া ফিরে গেলে ওর গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মাত্র সকাল হচ্ছে, এই সময়ে ডার্ক ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছে মেসার মাথা থেকে ক্যানিয়নের তলায় নামল সে। এদিকে রাসলারদের একটা গোপন আস্তানা আছে বলেই লোকজন সন্দেহ করে—কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওটার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রতিবারই অগম্য টুকরো পাথরের দেয়ালে এসে বাধা পেয়েছে ওরা। ওটা পার হতে পারেনি। পাথরগুলো এতই ঘনভাবে পাশাপাশি রয়েছে যে ওর ভিতর দিয়ে পথ করে এগোনো প্রায় অসম্ভব—বিপজ্জনকও বটে। ভারি বৃষ্টির সময়ে কোনও মানুষ যদি ওখানে আটকা পড়ে, তার বাঁচার কোনোই

boighar.com

সম্ভাবনা থাকবে না। দশ পনেরো ফুট পানির তোড় তাকে খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর আছাড় মারবে।

জাইলস এখন জানে যে ওইসব পাথরের ভিতর দিয়ে ওপাশে যাওয়ার একটা পথ আছে। অত্যন্ত সাবধানে ক্যানিয়নের সামনের অংশটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এগোচ্ছে। যেসব ভারি পাথরের চাঁই ক্যানিয়নের পথ আটকেছে সেই দেয়ালটার কাছে এসে থামল সে। পাথরের ভিতর দিয়ে ওপাশে যাওয়ার একটা পথ খুঁজতে শুরু করল। কিন্তু ঘোড়া বা গরু যেতে পারবে এমন কোনও পথই দেখা যাচ্ছে না। তবু হাল না ছেড়ে বুড়োর কথায় ভরসা রেখে খুঁজে চলল। শেষ পর্যন্ত পাথরের গায়ে একটা দাগ ওকে পথের সন্ধান দিল। সম্ভবত কোনও ঘোড়সওয়ারের পাদানির ঘষায় দাগটার সৃষ্টি হয়েছে। মাথা নিচু করে পাথর ঘেঁষে কিছুটা এগিয়ে পথের মুখটা দেখতে পেল। অত্যন্ত সরু পথ—ঘোড়া নিয়ে একজনের বেশি পাশাপাশি যাওয়া অসম্ভব। কিছুটা এগিয়ে গভীর ছায়ায় দাঁড়াল সে।

ক্যানিয়নটাকে একটা পাথরের জঙ্গলের মত দেখাচ্ছে। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত ওই একই দৃশ্য। ভাল করে পাথরের চাঁই আর ক্যানিয়নের দেয়াল দুটো দেখে নিয়ে আবার রওনা হলো সে। বাম দিকের একটা ট্রেইল ধরে ক্যানিয়নের ভেঙে পড়া দেয়ালের ওপর উঠে এল। ওখান থেকে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা মেসার মাথায় পৌঁছল। ওটা পার হয়ে কতগুলো গাছের তলায় থেমে নীচের দিকে তাকাল। ওর নীচে ক্যানিয়নটা চওড়া হয়ে একটা উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। প্রায় পাঁচশো একর ঘিরে রয়েছে সবুজের সমারোহ। বোঝা যায় যথেষ্ট পানিও আছে ওখানে। দুটো ছাপরা আর একটা লম্বা বাঙ্ক-হাউস রয়েছে ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষে—ঠিক ওর নীচেই। একটা আস্তাবল আর কয়েকটা কোরালও দেখা যাচ্ছে। পুরো এলাকা জুড়ে কয়েকশো গরু ঘাস খাচ্ছে।

ওর চোখের সামনেই দুজন লোক বেরিয়ে এল লম্বা দালান থেকে। কোরালের দিকে এগোল ওরা। মনে হচ্ছে ভরপেট খেয়েছে বলেই আয়েশ করে হাঁটছে—কাজে নামার তেমন তাড়া নেই। ওদের একজন ডিক মিলার।

মিলার এই এলাকায় আগে কখনও হামলা চালায়নি। ওই লোক গরু চুরি করছে এমন কথা শুনলে ফিজ মুরই প্রথম অবিশ্বাস প্রকাশ করে অবজ্ঞার হাসি হাসবে। কিন্তু লোকটাকে চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। লোকটা বিশাল, কিন্তু পাশে যত মোটা সেই অনুপাতে লম্বা নয়। এত দূর থেকেও লোকটাকে চিনতে জাইলসের অসুবিধা হলো না। লোকদুজন ঘুরে দাঁড়াতে অন্য লোকটাকে চিনল। ওর নাম নেভিল স্নো—ছিঁচকে আউট-ল। মাঝে মাঝে কাউহ্যাণ্ড হিসেবেও কাজ করে। একবার ফিজ মুরের জন্যেও সে কাজ করেছে।

দু'ঘণ্টা ধৈর্য ধরে ওখানে বসে নজর রাখল জাইলস। ওর ঘোড়াটা সন্তুষ্ট মনে ঘাস খাচ্ছে। বুঝতে পারছে নীচে মিলার আর স্নো-সহ ওখানে কমপক্ষে চারজন লোক রয়েছে। রাঁধুনিকে দরজার কাছে পানি ফেলার জন্য আসতে দেখেছে। একজন চিকন গড়নের লোক, মাথায় লাল চুল। খুঁড়িয়ে হেঁটে কোরালে গিয়ে চারটে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। হাঁটা দেখে মনে হয় পায়ে ইদানীং কোনও চোট পেয়েছে—এক পায়ে খুব বেশি ভর দিয়ে চলছে।

ফিরে গিয়ে সাহায্য আনতে অনেক দেরি হবে। যদি তার কথা কেউ বিশ্বাসও করে, লোক নিয়ে ফিরে আসার আগেই ওরা গরু নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে যাবে। ওই ক্যানিয়ন থেকে বেরোবার যে আরও একটা রাস্তা আছে তাতে সন্দেহ নেই।

ঘোড়ার লাগাম ধরে খুব ধীর পায়ে হেঁটে নীচে নামতে শুরু করল জাইলস। পিছনের ওই ট্রেইলটা ক্যানিয়নের দেয়ালের ফাঁকে একটা গভীর খাঁজে গিয়ে নেমেছে—খাঁজের মুখটা

boighar.com

উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। ঘোড়াটাকে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রেখে ক্যানিয়ন ধরে এগোল জাইলস। হাতে রাইফেল। মুখের কাছে পৌঁছে উপত্যকায় উঁকি দিল। সবচেয়ে কাছের কোরালটা মাত্র বিশ গজ দূরে। কাছের ছাপরাটাও প্রায় একই দূরত্বে। আস্তাবল আর অন্যান্য কোরালগুলো কাছের কোরালটার ওপাশে একটা কোণ সৃষ্টি করেছে। উত্তর দিকে মুখ করে আছে জাইলস। বাড়িগুলোরও মুখ উত্তরে আর আস্তাবলের মুখ পশ্চিমে। লাল চুলের লোকটা আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পেটি শক্ত করে বাঁধছে।

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে কোরালের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল জাইলস। আস্তাবলের সামনে খোঁড়া লোকটার দিকে মুখ করে দাঁড়াল ও। আশপাশে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'সাবধান, রেড!' জাইলসের গলার স্বর নিচু কিন্তু জোরাল। 'তোমার গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলে ঘুরে দাঁড়াও! কোনও চালাকি করতে গেলেই মরবে!'

হাতদুটো দেহ থেকে দুপাশে সরিয়ে রেখে খুব ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রেড। ওর মুখটা বিস্ময়ে আড়ষ্ট। 'তুমি কোত্থেকে এলে?' প্রশ্ন করল সে।

'বেল্ট খোল, রেড। জলদি!'

বকলসের দিকে হাত বাড়াল রেড, কিন্তু পরক্ষণেই বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তল আঁকড়ে ধরল। জাইলসের উইনচেস্টার গর্জে উঠল। ওঠার চেষ্টা করে বারবার পড়ে যাচ্ছে রেড। পিস্তলটা ওর হাত থেকে ছুটে গেছে। হাতের নাগাল থেকে এক ফুট দূরে রয়েছে ওটা।

বাড়ির ভিতর একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হলো। নেভিল স্নো লাফিয়ে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। জাইলস অপেক্ষা করছিল, এবার গুলি করল। ব্যথায় ককিয়ে উঠে দরজার বাইরে পড়ল স্নো।

জানালা থেকে একটা গুলি জাইলসের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাথা নিচু করে ছুটল সে। স্লোর কাঁধে গুলি লেগেছিল, এবার পিস্তল বের করে উপুড় হলো লোকটা। দৌড়ের মধ্যেই ট্রিগার টিপল জাইলস। গুলিটা স্লোর সামনে মাটিতে পড়ে ওর চোখে ধুলো ছিটাল। একটা গাল দিয়ে চোখ কচলাচ্ছে নেভিল। রাইফেল ফেলে পিস্তল বের করে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল জাইলস। ডিক মিলার এটা মোটেও আশা করবে না মনে করেই এতবড় ঝুঁকিটা নিয়েছে। ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে ঘুরল মিলার। একই সঙ্গে গুলি করে দুজনেই মিস করল। কাছে হলেও ওরা কেউ স্থির ছিল না। টেবিল ধরে থেমে আবার গুলি করল জাইলস। কেঁপে উঠল মিলার—ওর গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। লাফিয়ে ওর দিকে এগিয়ে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে মাথায় আঘাত করল জাইলস। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝের ওপর পড়ল মিলার। ওঠার চেষ্টা করতেই ওর মাথায় দ্বিতীয়বার বাড়ি পড়ল।

ঘুরে এক লাফে দরজার কাছে চলে এল জাইলস। ওর ফেলে আসা রাইফেলটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে স্লো। ওর ঠিক সামনে মাটিতে গুলি করল বেস্টন। থেমে রোষের সাথে দরজার দিকে তাকাল স্লো। 'এর ফল তুমি ভোগ করবে। হাজার বছরেও এর কথা ভুলব না আমি!'

কাঠের তক্তা একটু ককিয়ে উঠল। চোখ ফিরিয়ে বেস্টন দেখল রাঁধুনি একটা শটগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'ফেলে দাও পিস্তল!' বলল সে। ওর চোখ তুষ্টিতে উজ্জ্বল। 'ফেলে দাও, নইলে তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলব!'

জাইলস বেস্টনের পিস্তলটা ওকে কাভার করে আছে। একটুও ইতস্তত না করে সে বলল, 'গুলি করো, কিন্তু তুমি বাঁচবে না। আমি মরার আগে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। নাও, গুলি করো, এই রেঞ্জ থেকে আমি মিস করব না!'

তাকিয়ে রয়েছে রাঁধুনি। একটা ঢোক গিলল—এদিক ওদিক

boighar.com

দেখছে। পরিস্থিতিটা ওর কাছে মোটেও সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না। শটগানের মুখে দাঁড়িয়েও একজন আত্মসমর্পণ করবে না, এটা সে ভাবতেই পারেনি। বোঝা যাচ্ছে ওই লোকটাকে মারলে তাকেও মরতে হবে। কিন্তু এই বয়সে সে মরতে চায় না।

'গুলি করো!' গর্জে উঠল জাইলস, 'নইলে ওটা ফেলে দাও!'

'গুলি করো!' চেঁচিয়ে উঠল স্নো। 'হাঁদারাম গুলি করো।'

রাঁধুনির চোখ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 'হ্যাঁ,' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল সে। 'তারপর আমার কী ঘটে তাতে তোমার কী?' আবার জাইলসের দিকে চোখ ফেরাল সে। 'এখানে মরে পড়ে থাকার চেয়ে জেলে থাকা অনেক ভাল।' শটগান ফেলে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল সে। 'আশা করি বিচারের সময়ে এটা তুমি ভুলবে না।'

দ্রুত সবক'টা অস্ত্র সংগ্রহ করে রাঁধুনি আর স্নোকে বেঁধে ফেলে মিলারের ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে দিল জাইলস। লাল চুলের লোকটা মারা গেছে।

পরদিন দুপুরে জাইলস বেস্টন পালো সিকো শহরে পৌঁছল। লোকজন দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে মিছিল দেখছে। ডিক মিলার, রাঁধুনি, আর নেভিল স্নোর পিছনেই রয়েছে ঘোড়ার পিঠে রেডের লাশ; আর সবার পিছনে রাইফেল হাতে জাইলস।

সেলুন থেকে বাইরে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল ফিজ মুর। ললি পোস্ট অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে—ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেছে ওর মুখটা।

'মুর,' জাইলসের জোরাল কণ্ঠ শোনা গেল রাস্তায়, 'এই যে তোমার রাসলার। তোমার গরুগুলো ডার্ক ক্যানিয়নে চরে মোটা-তাজা হচ্ছে। তুমি যদি না চেনো তাই বলছি, এই লোকের নাম ডিক মিলার। আমার বাবা ওদের ঠেকাবার চেষ্টা করে ওদের হাতে খুন হয়েছে। ওরা বুঝেছিল তোমার মত মোটা বুদ্ধি লোকের

চেয়ে আমিই ওদের জন্য অনেক বড় হুমকি, তাই বাবার লাশ ওখানে নিয়ে গিয়ে আমি গুলি করার পর ফেলে পালিয়েছিল। আমাকে ফাঁসানোই ছিল ওদের মতলব। আমি ভাবব আমিই বাবাকে হত্যা করেছি, আর তুমি ভাববে আমিই রাসলার। তাই না, মিলার?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিক। 'সবই যখন বুঝে ফেলেছ তখন আর মিছে কথা বলে কী লাভ? সবটাই সত্যি। মুর আমাদের জন্যে কোনও সমস্যাই ছিল না। খোঁজ নিয়ে জেনেছি তোমাকে ছাড়া গামলার পানিতে ছাড়া একটা ব্যাঙও ধরতে পারবে না ও!'

ফিজ মুরের মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'মনে হচ্ছে তোমার কাছে আমার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত,' আড়ষ্টভাবে বলল সে। 'কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতে হবে আমার ওরকম ব্যবহার করার কারণ...'

'কারণ?' সরাসরি মুরের দিকে চাইল জাইলস। 'যে লোক তোমার জন্যে বছরের পর বছর জান দিয়ে খেটেছে, তাকে অবিশ্বাস? যে বুড়ো লোকটা কোনোদিন কারও ক্ষতি করেনি... তার নামে অপবাদ? সন্দেহ? মুর, আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আশা করব পরবর্তীতে মাথা গরম করে এমন ভুল আর তুমি করবে না।'

এগিয়ে গেল জাইলস, তারপর থেমে দাঁড়াল। বর্ডার দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতের ওপর।

'বর্ডার, একমাত্র তুমিই আমাকে সান্ত্বনার কথা শুনিয়েছিলে। শুনলাম তুমি কিছু গরু কিনতে চাচ্ছ। বাবার আর আমার মিলিয়ে হয়তো চারশো গরু আছে আমার।'

'আমার ধারণা আরও বেশি হবে,' বলল বর্ডার। 'কেন, তুমি বিক্রি করবে?'

'তোমার জন্য দাম এক হাজার ডলার। আর যতদিন বাঁচো বাবা-মার কবরগুলোর যত্ন নিয়ো।'

boighar.com

'এক হাজার?' বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। 'ওগুলোর দাম অন্তত ডবল হবে!'

'আমার দাম আমি বলেছি। তুমি কী বলো?'

'নিশ্চয়, কোনও বোকাও এমন অফার ফিরিয়ে দেবে না।'

'ঠিক আছে। জেল থেকে ফেরার পথে আমাকে দামটা দিয়ো।'

পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ললি—মুখটা ফ্যাকাসে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। মেয়েটার জন্যে জাইলসের দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু এখন সে জানে ললি তাকে কোনোদিনই ভালবাসেনি। ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে আঙুল দিয়ে হ্যাট ছুঁয়ে গম্ভীরভাবে অভিবাদন জানাল।

'জাইলস!' ওকে থামাবার জন্যে একটা হাত বাড়াল ললি।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সে। 'আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ললি। তোমাকে বা আর কাউকে দোষ দিচ্ছি না। আমাকে ভাল করে চিনতেই পারনি তুমি। নইলে এমন চট করে তোমার মনে সন্দেহ জাগত না। পশ্চিমে বিশাল দেশ পড়ে আছে যার কিছুই আমার দেখা হয়নি—ওদিকেই চললাম।'

ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বর্ডার, এই সময়ে ওর সামনে এসে ঘোড়া থামাল জাইলস। ক্যানিয়নের ভিতর কোরালে রাখা ঘোড়াগুলোর কথা ওকে জানাল বেস্টন। 'ওগুলো তুমি নিয়ে এসো, বর্ডার—ওগুলো তোমার।'

'নিশ্চয়। কিন্তু এই ব্যাপারে আমারও কিছু কথা আছে। তোমার সব কথাই বিনা তর্কে মেনে নিয়েছি, এখন তোমাকেও আমার একটা কথা মানতে হবে। লিভারি স্টেবলে আমার একটা ফুটিওয়ালা ঘোড়া আছে, তুমি দেখলেই চিনবে, কারণ আমি জানি তুমি ওটাকে খুব পছন্দ কর—আজ থেকে ওই অ্যাপ্পালুজ স্ট্যালিয়নটা তোমার। ওটার পিঠে জিন চাপিয়ে এটাকে প্যাক-হর্স হিসেবে ব্যবহার করো।'

সামনে দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। বারান্দার ধারে খুঁটিতে হেলান দিয়ে এক বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা অ্যাডামস।

'হ্যাঁ, আমিই। এখনও ততটা সবল হতে পারিনি, বাছা, কিন্তু শিগ্‌গিরই হব। প্রথম কয়েকদিন আমার একটু ধীরে ঘোড়া চালাতে হবে, কারণ অনেক রক্ত হারিয়েছি—কিন্তু তবু তুমি যদি আমাকে সঙ্গে নিতে রাজি থাক, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।'

হাত নেড়ে শহরটাকে দেখাল অ্যাডামস। 'এখানকার লোকজন আমাকে তেমন পছন্দ করে না। নতুন দেশে যেতে চাই আমি।'

জাইলস বেস্টনের হৃদয় প্রাক্তন রাসলারের কথায় সিক্ত হলো। 'তোমার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসো, অ্যাডামস। আমরা পশ্চিমে ব্লু রিভারের দেশে অ্যারিজোনার দিকে যাব।'

ব্যথায় মুখ কুঁচকে ঘোড়ার জিনে উঠে বসল অ্যাডামস। ওর মুখটা রক্তশূন্য দেখাচ্ছে, কিন্তু ঠোঁটে হাসি, চোখে কৌতুক। 'চল, বাছা। ব্লু-ই সই!'

মাথার উপরে সূর্য, পশ্চিমের পাহাড়গুলো দূর থেকে গাঢ় লাল দেখাচ্ছে। বাতাসটা টাটকা, সেজব্রাশের একটা ঝাঁঝাল গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

অ্যাপ্পালুজ স্ট্যালিয়নটা পা বাড়াল; আরও জোরে ছোটার জন্যে ঘোড়াটা লাগামে টান দিচ্ছে।

—কাজি মাহবুব হোসেন


boighar.com

# যশ

## এক

সোরেলের পেছনের ডান পায়ের দিকে বিষণ্ন চোখে তাকাল অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান, অসীম হতাশায় মাথা নাড়াল।

'ভেবে কোনও লাভ নেই, সুসান,' বাগ্‌দত্তা প্রেমিকাকে সখেদে বলল সে, 'এবারের স্টকম্যান-স্ শো-তে কাব খেলা দেখাতে পারবে না। ওই পা নিয়ে অসম্ভব!'

মাথা ঝাঁকাল সুসান ওয়াইজম্যান, ঈষৎ বিরক্ত। একটা কিছু গোলমাল লেগেই আছে সর্বদা। 'ঠিক,' একমত হলো সে। 'ওটা কোনও কাজে আসবে না। ভাল ঘোড়া না হলে টাকা পাচ্ছ না তুমি, আর পাঁচ হাজার ডলার না হলে...'

'আমি জানি! আমরা বিয়ে করতে পারছি না!' অ্যাণ্ডি তার কালো কোঁকড়ানো চুলে আঙুল চালায়। 'আচ্ছা, সুসান, ওই টাকাটা কি খুব জরুরি? আমি এমন অনেককে জানি যারা ছোট অবস্থা থেকে জীবন শুরু করেছে, আর তা ছাড়া এ-বছর যদি অর্ধেক ফসলও পাই, সুন্দর চলে যাবে আমাদের।'

'এ-ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে আমাদের,' সুসান শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল। 'আমাকে যদি বিয়ে করতে চাও, বাড়ির ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। আমার মা যেভাবে করেছিলেন আমি সেভাবে জীবন শুরু করব না।'

'কিন্তু কই, তাঁকে তো কখনও অসুখী মনে হয়নি,' অ্যাণ্ডি জেদি গলায় বলে, 'অত্যন্ত ভাল মহিলা ছিলেন তোমার মা।'

'ছিলেন, তবে আমার ওই এক কথা, আমি আরাম চাই! মায়ের মত হাঁড়ি ঠেলে জীবন শেষ করতে পারব না।' অকস্মাৎ, উত্তেজিতভাবে, অ্যাণ্ডির হাত চেপে ধরে ও। 'অ্যাণ্ডি! হঠাৎই মনে পড়ল, তুমি স্টিফেন সোলার্জের সাথে দেখা কর না কেন?'

'সোলার্জ?' শক্ত হয়ে গেল ও'ব্রায়ানের মুখ। 'তার কাছে আমার কী দরকার?'

'হয়তো তোমাকে একটা ঘোড়া ধার দেবে সে! ও চড়বে রয়বয়ের পিঠে, আমি জানি, সুতরাং তুমি গিয়ে বলেই দেখো না।'

'স্টিফেন সোলার্জের দয়া চাইব?' অ্যাণ্ডির চোখ ধকধক করে। 'কক্ষনো না। রোডিয়ো জাহান্নামে যায় যাক, আমার বাথানও, তবু ওর কাছে হাত পাতব না! আর এমনিতেও আমার কথা সে রাখবে না। সোলার্জ ভালই জানে আমি আর কাব না গেলে, প্রতিযোগিতায় তারই জেতার সম্ভাবনা বেশি।'

'তবু বলতে দোষ কী?' সুসানা বিরক্ত, জেদ ধরল। 'কেন তুমি ওকে শত্রু ভাব আমি বুঝি না? এই সাউথ রিম অঞ্চলে সোলার্জই সবচেয়ে ধনী লোক, সব থেকে বড় বাথানটাও তার, সে কোন্ দুঃখে ভয় পেতে যাবে তোমার মত মানুষকে!'

সুসানের কণ্ঠের ঝাঁঝ যেন অ্যাণ্ডির গায়ে বিছুটি ডলে দিল। চোখ তুলে সুসানকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে ও। এই মেয়েটিকে সে ভালবাসে, প্রায় বছর হতে চলল তাদের প্রেমের বয়স, তবু ইদানীং কেন-যেন তার একটু সংশয় হচ্ছে। স্পষ্ট কোনও প্রমাণ পায়নি, কিন্তু ছোটখাট ঘটনা থেকে ওর বিশ্বাস জন্মাচ্ছে সুসান ওয়াইজম্যানের কাছে টাকাই সব—সেটা কীভাবে এল, তা নয়।

'তুমি যদি চাও,' সুসান বলে, ওর চোখ উজ্জ্বল, 'আমি তোমার হয়ে ওকালতি করতে পারি।'

'না।' ও'ব্রায়ান অনমনীয়—মাথা নাড়াল। 'আমি তো বলব না-ই, তুমিও না। সোলার্জ জানে তার সম্পর্কে আমার কী ধারণা, জানে *বার* ও বিক্রির ব্যাপারে আমার মনে খটকা আছে।'

'আহ্, অ্যাণ্ডি!' প্রতিবাদ করল মেয়েটি, প্রায় রাগত স্বরে। 'এত বোকা তুমি হও কীভাবে? সামান্য একটা বাথানের ভাগ পাওনি বলে এই তিন বছর পরেও রাগ পুষে রেখেছ? অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ভুলে গেছ তুমি।'

'না, ভুলিনি!' অ্যাণ্ডি ওকে বলল দৃঢ় সুরে। 'বুড়ো টম স্লেটারকে জানতাম আমি, স্টিফেন সম্পর্কে তার মনোভাবও আমার অজানা ছিল না। একটা সময় গেছে যখন সে ভেবেছিল বাথানটা আমাদের দুজনকে দান করে দেবে, কিন্তু স্টিফেন সোলার্জ গরু ব্যবসায় নামার পর ওর ব্যাপারে স্লেটারের মনোভাব বদলে যায়। কিছু একটা ঘটেছিল সে-সময়ে... বুড়ো টমের যেটা পছন্দ হয়নি। না হলেও তিনবার আমাকে বলেছে সোলার্জের মুখ আর দেখতে চায় না সে, বাথানটা আমাকেই দিয়ে যাচ্ছে। এমন কোনও কারণ ঘটেনি এরপর যে, শেষ মুহূর্তে তাকে মত বদলাতে হবে।'

'শেষ মুহূর্তে না!' সুসান প্রতিবাদ করে। 'দানপত্র করে বাথানটা স্টিফেনকে দিয়ে গেছে টম—তার মৃত্যুর অন্তত বছরখানেক আগে। ওই দানপত্রের পর আর কোনও উইলের দরকার ছিল না, তবু, উইলেও ওকেই সব দিয়ে গেছে সে। তুমি নিজেও পড়েছ সেটা।'

সুসানের চিবুক উঁচু হলো, আর ওর চোখে ঝড়ের নিশান উড়তে দেখল অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান। এই তামাদি বিতর্ক বরাবর উত্তপ্ত করে তোলে সুসানকে। সাউথ রিমের প্রায় অন্য সকলের মতই মেয়েটা: সোলার্জের টাকা প্রতিপত্তি আর ব্যবসা-বুদ্ধির স্তাবক। আর এটাও ঠিক, টাকাও লোকটা বানিয়েছে।

বাইরের মানুষটাকে গ্রহণ করলে, স্টিফেন সোলার্জকে প্রশংসা করা সহজ। চলাফেরায় বেপরোয়া ভাব আছে, বলিষ্ঠ গড়ন, গুছিয়ে কথা বলতে পারে। র‍্যাঞ্চারদের এই মেলার আয়োজন ও-ই-করেছে, গেল তিন বছরের প্রতিটা অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ

সে, রাইডিং-ও রোপিংসহ প্রথমসারির সবকটা ইভেন্টেই জয়ী হয়েছে।

কিন্তু উইল—ওটার মধ্যে অবশ্যই কোনও গোলমাল আছে।

অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান বিবেচক মানুষ, কিন্তু এই উইল প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত। টম স্লেটার ছিল ওর পিতৃসম, সে এমনটা করবে ভাবা যায় না।

তা ছাড়া কারও সঙ্গে কাজ করলে তার স্বভাব-চরিত্র অন্যের অজানা থাকে না, বিশেষ করে অ্যাণ্ডি যে-রকম ঘনিষ্ঠ ছিল স্টিফেন সোলার্জের সঙ্গে। অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও স্টিফেন বরাবর বাঁকা পথ ধরত। পেশাদার রোডিয়ো রাইডার আর গরু ব্যবসায়ী হবার জন্যে *বার* ও ত্যাগ করে সে। বাজারে গুজব আছে, যদিও সুষ্ঠু তদন্তের অভাবে প্রমাণিত হয়নি এখনও, ব্যবসায়ে সোলার্জের সাফল্যের চাবিকাঠি জ্যাক রোলিং-এর সঙ্গে তার গোপন দহরম-মহরম।

রোলিং একজন কুখ্যাত রাসলার, সাউথ রিমের ওপাশে ভাঙাচোরা দুর্গম যে ক্যানিয়ন আছে, সেখানে তার রাজত্ব; রিমের দক্ষিণ অঞ্চলের চারণভূমি থেকে গরু চুরি করে। তার কুকীর্তির প্রমাণ জোগাড় করা কঠিন, আজতক পায়ওনি কেউ—কারণ সে কখনোই একসঙ্গে অনেক গরু তাড়িয়ে নিয়ে যায়নি অথবা এমন কিছু চুরি করেনি যার গায়ে বেখাপ্পা মার্কা আছে। পালের একটা-দুটো চুরি করে, কিংবা ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোনটা ঢুকে পড়লে সেটাকে ধরে নিয়ে যায়। সবার মোটামুটি ধারণা, গহীন কোনও উপত্যকায় এসব গরু নিয়ে গিয়ে রাখে সে, তারপর পাল যখন বড় হয় বাজারে নিয়ে যায়। যা হয়, রাউণ্ড-আপের আগে এ-ধরনের ছিঁচকে চুরি নজরে পড়ে না কারও, ফলে কেউ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিতে পারে না।

'বেশ, আমি তা হলে আরাগঁ-তেই ফিরে যাচ্ছি,' স্যাডলে চেপে সুসান বলল। 'তবে আমি কিন্তু তোমার ভালর জন্যেই

boighar.com

বলেছিলাম।'

ওর দিকে সহাস্যে তাকিয়ে মাথা নাড়ে অ্যাণ্ডি। আর ওকে দেখতে দেখতে আরও একবার কথাটা মনে হয় সুসানের, সাউথ রিম এলাকায় অ্যাণ্ডিই সেরা কাউবয়—এবং সুদর্শন। কিন্তু জেদ আর নির্বুদ্ধিতাই ওকে খাচ্ছে।

'কিচ্ছু ভেবো না,' মৃদু হেসে বলল অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান। 'রোডিয়োতে যে-ভাবেই হোক আমি যাচ্ছি, এবং পুরস্কারটাও আমারই হচ্ছে। তখন আমরা বিয়ে করতে পারব।'

অ্যাণ্ডির সঙ্গে করমর্দন করল সুসান। 'আমি জানি। তুমি জয়ী হও।'

হাত নেড়ে বিদায় জানাল ও, ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে মাঝারি কদমে চলে গেল। অ্যাণ্ডি, এখন আবার দ্বিধান্বিত, ওর যাওয়া দেখল। লেজ ঝাপটে নালিশ জানাচ্ছে কাব, যেন জানে না কী দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে ওর কপালে।

সোরেলের কেশরে বিলি কাটল অ্যাণ্ডি, ওর ঘাড় নেড়ে দিল। 'আমাদের কপালটাই খারাপ, বেটা। এত কষ্ট করলাম দুজনা, সব বৃথা গেল। কীভাবে যে গর্তটা এল ওখানে।'

গম্ভীর সে পরিস্থিতি বিচার করে, কিন্তু কোনও পথ দেখতে পায় না। তার স্ল্যাশবার ছোট র‍্যাঞ্চ, একদা এখানেই জীবন শুরু করেছিল টম স্লেটার। নিজের সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল আর এক ব্যাঙ্ক ডাকাতকে ধরে যে-পুরস্কার পেয়েছিল, তা দিয়ে নগদে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বাথানটা অ্যাণ্ডি কিনে নিয়েছে। র‍্যাঞ্চটা নিজের হবার পর মাস কয়েক ভালই ছিল সে, তারপর রাউণ্ড-আপের সময়ে দেখে তার দুইশ' গরু খোয়া গেছে। আশপাশের যেসব বড় র‍্যাঞ্চ আছে, চুরি তাদেরও হয়েছিল, তবে সংখ্যায় ওর তুলনায় অনেক কম।

এরপর বেড়া নিয়ে সোলার্জের লোকজনের সঙ্গে গোলমাল বাধে। বারকয়েক প্রায় গোলাগুলির পর্যায়ে গড়িয়েছিল ব্যাপারটা।

যদিও সোলার্জ কখনোই সরাসরি জড়ায়নি বিবাদে, এবং প্রতিবারই দুঃখ প্রকাশ করেছে, তবু অ্যাণ্ডি আঁচ করে নিয়েছে সবকিছুর মূলে আছে গরু ব্যবসায়ীর গোপন ইন্ধন। অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেছে পানির অভাব দেখা দেয়ার পর থেকে। ব্যাঙ্কে প্রচুর দেনা জমে গেছে ওর। ফলে আসন্ন স্টকম্যান-স্ শো-ই এখন অ্যাণ্ডির শেষ ভরসা, যেখানে রোডিয়ো প্রতিযোগিতায় জিততে পারলে পুরস্কার বাবদ যে-অর্থ সে পাবে, তা দিয়ে দেনা শোধ করেও সুসানের খাই মেটানো সম্ভব হবে। কাব খোঁড়া হবার আগে সে এক রকম নিশ্চিত ছিল স্টিফেনস সোলার্জের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, আর স্টিফেনও জানত সেটা।

এদিকে আরেক নতুন বিপদ উপস্থিত হয়েছে। ওর এক কর্মচারী, মাইক ম্যাকনাল্ট, দিন দুই আগে জানিয়েছে পয়েণ্ট অভ রকসের ওঅটর হোল শুকিয়ে যাচ্ছে। তার রেঞ্জের কয়েক মাইলের মধ্যে ওটাই পানির একমাত্র উৎস। এতদিন ওদের সবার ধারণা ছিল ওই পানি কোনোকালে ফুরাবে না। এ-সমস্যাটা অ্যাণ্ডির নিজেকেই সামলাতে হবে—এবং এখুনি।

দুর্গম এলাকায় যাতায়াতের জন্যে ব্যবহার করে যেটা, সেই ধূসর-রঙা ঘোড়ায় চাপল সে, রিমের আকাশছোঁয়া দেয়ালের ছায়ায় শুয়ে-থাকা নিঃসঙ্গ রেঞ্জের উদ্দেশে রওনা হলো। ওখানে, একসারি পাথরের শেষ মাথায় ওঅটর হোলটার অবস্থান। বাসা থেকে এক ঘণ্টার পথ। সে যখন ওঅটর হোলের অদূরে রাশ টানল বেলা ডুবতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি আছে। প্রথমেই যা দেখল তাতে অ্যাণ্ডির পেটের ভিতরটা শিরশির করে উঠল। জলাশয়টা সবসময় টলটল করত স্বচ্ছ কালো পানিতে, অথচ এখন সেখানে থিকথিকে কাদা।

পাথরে আঘাত করল একটা ঘোড়ার খুর। সচকিত সে ওপর পানে তাকাল। খুব নির্জন জায়গা এটা, সে আর তার দুই কর্মচারী

boighar.com

ছাড়া বিশেষ কেউ আসে না। কিন্তু এখন আছে একজন। একটি মেয়ে।

দীর্ঘাঙ্গিনী একহারা তবে সুগঠিত। কে এই মেয়ে অ্যাণ্ডি ভাবে। আগে কখনও একে দেখেনি সে। ওর কালো চুল ঘাড়ের কাছে ঢিলে করে গিঁট দেয়া, কাকচক্ষুদ্বয় ডাগর। বাদামি ডোরাকাটা চমৎকার একটা মেয়ারে চড়েছে, স্প্যানিশ ধাঁচের স্যাডলটা সাবেকী ঢঙের।

টুপি খুলে ঘাড় ঈষৎ ঝোঁকাল অ্যাণ্ডি। মেয়েটি ফিক করে হাসল।

'তুমিই অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, ম্যাম। তবে তুমি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছ। আমার বিশ্বাস ছিল এখানকার সব মেয়েকে আমি চিনি, বিশেষ করে সুন্দরীদের, কিন্তু এখন দেখছি সেটা ভুল।'

মেয়েটির কণ্ঠে ঝর্ণার ঝঙ্কার শোনা গেল। 'না চেনাই স্বাভাবিক,' বলল সে। 'আমি ভাহো রেইনি।'

অ্যাণ্ডির ঔৎসুক্য বাড়ে। সাউথ রিমের সবাই এ-মেয়ের কথা শুনেছে, কিন্তু ওকে কখনও আরাগাঁর কাছেপিঠে দেখা যায়নি। ফ্রেঞ্চ-আইরিশ বাবা-মায়ের সন্তান, একেবারে শৈশবে এতিম হয়েছে। বুড়ো ক্লিটাস, এক ধনাঢ্য নাভাহো সর্দার, মানুষ করেছে ওকে। চোদ্দ বছর বয়সে নিউ অরলিন্সের কনভেন্টে পড়তে গিয়েছিল ও, এবং তারপর ক্লিটাসের প্রাসাদোপম স্টোন-হাউসে ফেরার আগে নিউ ইয়র্ক আর বস্টনে কাটিয়ে এসেছে কিছুদিন।

'স্ল্যাশবারে স্বাগতম,' সহাস্যে বলল অ্যাণ্ডি। 'বুড়ো ক্লিটাসের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার। একখানা চরিত্র বটে!' সখেদে হাসল সে। 'আমাকে নিরেট বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে!'

## দুই

বুড়ো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে ওর সেই স্মরণীয় সাক্ষাতের কথা মেয়েটিকে শোনায় অ্যাণ্ডি। কনকনে শীতের এক রাতে ভাঙা কবজি নিয়ে ওর কেবিনে এসেছিল ক্লিটাস। বরফে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল ওর ঘোড়া। তখন সর্দারের পরিচয় জানত না অ্যাণ্ডি—ভেবেছিল ভবঘুরে কেউ হবে—তবু নিজের বিছানাটা ক্লিটাসকে সে ছেড়ে দেয়, এবং পুরো দুর্যোগের সময়টা তার শুশ্রূষা করে। ঝড় থামার পর একদিন কেবিনে ফিরে ও দেখে বুড়ো নেই, আর সেই সঙ্গে একটা বাকস্কিন ঘোড়া। বাইরে যাবার সময়ে অসুস্থ বুড়োর জন্যে কম্বল আর খাবার রেখে গিয়েছিল সে। ক্লিটাস সেগুলোও নিয়ে গিয়েছিল।

বছরখানেক বাদে, একদিন ঘটনাচক্রে, অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান আর আশ্রয়প্রার্থী সেই বুড়োর পরিচয় আবিষ্কার করে। সে জানতে পায়, ক্লিটাস নাভাহোদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ভেড়া ব্যবসায়ী, এবং যেখানে তার বাস, সেই মরুভূমিতে সে-ই প্রথম অ্যাঙ্গোরা জাতের ভেড়ার প্রজনন শুরু করেছে।

কাহিনিটা শুনে ভাহো খিলখিল হাসল।

'ওর স্বভাবই ওরকম। তা... ঘোড়াটা পরে ফেরত দিয়েছিল?'

'নাহ্,' অ্যাণ্ডি বলল বিরস গলায়, 'দেয়নি। ঘোড়াটা ভাল জাতের ছিল।'

'ক্লিটাস ভারি অদ্ভুত মানুষ, অ্যাণ্ডি,' মেয়েটি বলল। ও'ব্রায়ান



boighar.com

খুশি হয় ভাহো আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে যায়নি বলে। মেয়েটির মুখে নিজের ডাকনাম শুনতে ওর ভাল লাগে।

'হয়তো একজন সৎ লোককে চাকরি দিতে পারবে সে,' অ্যাণ্ডি মন্তব্য করল, ঈষৎ তেতো সুরে। 'আমার বোধহয় শিগ্‌গিরই দরকার হবে একটা।'

ভাহো ঝট করে পলক তুলল। 'কেন, তোমার তো র‍্যাঞ্চ আছে? এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

অ্যাণ্ডি জানে না কেন হঠাৎ অচেনা এ-মেয়েটিকে নিজের সমস্যায় কথা বলবার তাগিদ অনুভব করল সে—তবে তাগিদটা ঠিকই টের পেল।

আনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, অ্যাণ্ডি ব্যাখ্যা করে, আর ভাহো রেইনি মনোযোগ সহকারে শোনে, ডাগর কালো চোখে ওকে দেখতে দেখতে। মজে-আসা জলাশয়ের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করে সে।

'নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে,' বলল ভাহো। 'সবসময় পানি থাকে এখানে। অন্তত কোনও নাভাহো মনে করতে পারবে না এই ওঅটর হোলের অবস্থা কবে এত খারাপ ছিল।'

'কারণ একটা অবশ্যই আছে,' অ্যাণ্ডি অন্ধকার গলায় একমত হলো, 'কিন্তু সেটা কী? হয়তো এখানে পৌঁছাবার আগেই পানি তুলে নিচ্ছে কেউ। আমার প্রশ্ন নিচ্ছেটা কে এবং কোথা থেকে? আমি জানতাম রিমের ওপরের কোথাও থেকে আসছে এই পানি।'

'অথবা এর তলা দিয়ে,' ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে বলল ভাহো।

মন্তব্যটা সেই মুহূর্তে একটুও আলোড়িত করেনি অ্যাণ্ডিকে, যদিও পরে যথারীতি মনে পড়েছে এবং ভেবেছে এ-কথায় ভাহো কী বোঝাতে চেয়েছিল। ঠিক এ-মুহূর্তে, ওই ছিপছিপে শ্যামাঙ্গিনীর প্রতি তার আগ্রহ বাড়ছিল। ওর কথাবার্তায় দরদ আছে, আছে তার সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা—যা সে সুসানের মধ্যে পায়নি।

চকিতে আকাশ পানে তাকাল অ্যাণ্ডি। সূর্য পাহাড়ের পেছনে ঢলে পড়েছে, অন্ধকার ঘনাচ্ছে।

'তুমি বরং বাসায় ফিরে যাও!' ভাহোকে সাবধান করল সে, 'রাতে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করা ভাল নয়।'

'আমার অসুবিধে হবে না, পথঘাট চিনি,' মৃদু হেসে ওকে আশ্বস্ত করল ভাহো। 'আর তা ছাড়া, আমি খুব বেশি দূরেও যাচ্ছি না। এখান থেকে মাইলকয়েক তফাতে আমাদের কিছু লোক ক্যাম্প করেছে। আমি ওদের কাছে যাব।'

ভাহো যখন হারিয়ে গেল পাইন বনের অন্ধকারে, স্যাডলে চেপে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল অ্যাণ্ডি, বাড়ির পথ ধরল। তবে নিজের রক্তে সে অদ্ভুত এক শিহরণ বোধ করে, লম্বা... শ্যামলা মেয়ের স্মৃতি তার ভাবনায় প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। মেয়েটির বঙ্কিম ওষ্ঠ, চলাফেরা, হাসির ঝঙ্কার মনে পড়ে ওর। অ্যাণ্ডি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে সুসানের প্রতি সে পুরোপুরি বিশ্বস্ত নয়। এক ধরনের অপরাধবোধ জাগ্রত হয় তার মাঝে; আবার পাশাপাশি এ-ও বোঝে, ওই মেয়েকে সে ভুলতে পারবে না।

বাড়ি ফিরে সবে ঘোড়ার জিন খসিয়েছে এই সময়ে আস্তাবলের ভিতরে মানুষের গলা শুনতে পেল অ্যাণ্ডি। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ও। ভিতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিছু দেখা যাচ্ছে না। তারপর মিটমিটে একটা আলো চোখে পড়ল এবং সে একলাফে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

'কে ওখানে?' জানতে চাইল অ্যাণ্ডি।

সোরেলের পা পরীক্ষা করছিল এক লোক। এবার সে সোজা হলো। আগন্তুক দরজার বাইরে আসতে অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান পরিষ্কার দেখতে পেল তাকে। লম্বা হ্যাংলা গড়ন, মাথার তোবড়ানো টুপিটা পশ্চিমা ধাঁচের নয়, পরনে মলিন বেশ।

'হাউডি?' বলল আগন্তুক। 'নিশ্চয় মনে করনি আমি কোনও বদ মতলবে এসেছি। এখানে থেমেছিলাম অল্পকিছু খাবার আর

boighar.com

ঘুমাবার জায়গা চাইব বলে। বাসায় কাউকে না পেয়ে এদিক-ওদিক ঘুরলাম একটু। তারপর দেখলাম তোমার ঘোড়াটা পা মচকে পড়ে আছে। কী হয়েছিল?'

'ঘাস ফড়িঙের গর্তে পা পড়েছিল। আমার রোপিং হর্স। ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে রোডিয়ো-তে নামব।'

'দুঃসংবাদ।' ইতস্তত করল লোকটা। 'খাবার হবে?'

'নিশ্চয়। ভিতরে চল। আমি নিজেও খাইনি। তুমি এ-পথেই যাচ্ছ কোথাও?

'হ্যাঁ। আমি ভবঘুরে মানুষ, নাম নেইল রাইস, ছাপাখানার কাজ এক-আধটু জানি, সিলমোহর তৈরি করতে পারি। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন যদি বাঁচার ইচ্ছে থাকে আমাকে পশ্চিমে যেতে হবে। ঠিক অসুস্থ নই, তবে ডাক্তার বললেন আর কিছুদিন শহরের বাতাসে থাকলে হয়ে যাব। তাই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পশ্চিমে রওনা দিয়েছি।'

'পকেটের অবস্থা খারাপ?'

'হুঁ। ডজে পোকার খেলতে বসে খুইয়েছি।'

অ্যাণ্ডি মুখ টিপে হাসল। 'বুঝেছি, রাইস। এ-রকম অবস্থায় কেমন লাগে আমি জানি। ভাল কথা, আমার নাম অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান। তা... কোনও চাকরি লাগবে?'

'পেলে মন্দ হয় না। ঘোড়া দেখাশোনার কাজ মোটামুটি পারি। আর জানি রাঁধতে।'

'ওটাই করবে তুমি,' অ্যাণ্ডি উৎফুল্ল। 'দেখা যাক কেমন পারো। আমি একদম আনাড়ি। কাউকে খেতে বলতে লজ্জা লাগে।'

দুঘণ্টা বাদে। খাওয়া সেরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে ওরা, একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে পাইপ টানছে। ইতিমধ্যে রাইসের হাঁড়ির খবর মোটামুটি জেনে গেছে অ্যাণ্ডি, আর রাইস জেনেছে

স্ল্যাশবার কী রকম নাজুক অবস্থায় আছে।

'আচ্ছা, এই সোলার্জ লোকটা কী,' অর্থপূর্ণ সুরে বলল রাইস, 'সবসময় এখানেই থাকে?'

'বাইরেও যায়। টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো আর ক্যালিফোর্নিয়ায়, আমি যতটুকু জানি। তবে কথাবার্তায় মনে হয় বেশ জানে-শোনে।'

'অবাক হবার কিছু নেই।' রাইস দোনোমনো করল। 'ওই দানপত্রটা একবার আমাকে দেখানো যায় না? আর উইলটাও। এসব ব্যাপার আমি কিছু কিছু বুঝি।'

ও'ব্রায়ান একটা কাঁধ উঁচু-নিচু করল। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। কেন? তুমি উকিল?'

রাইস মুচকি হাসল। 'স্রেফ প্রিন্টার। আবার দলিল-দস্তাবেজও বুঝি অল্প-স্বল্প। কথা দিচ্ছি না, তবে জালিয়াতি হয়ে থাকলে বোধহয় ধরতে পারব। কীভাবে সম্ভব হবে তা জানতে চেয়ো না। দলিলগুলো আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আর সবচেয়ে ভাল হয় কিছুদিন যদি ওগুলো কাছে রাখতে পারি।'

'শেষেরটা কঠিন হবে। সোলার্জ কাগজ হাতছাড়া করবে না। তবু চেষ্টা চালাব আমরা। বুদ্ধিটা ভাল।' ভুরু কোঁচকাল অ্যাণ্ডি। 'দলিল তো বোধহয় জাল করা যায় না? সিলমোহর লাগানো আছে।'

'জাল বলেই,' রাইস বলল, 'হয়তো আছে সিলটা। তুমি ভাল কোনও উকিলকে দেখিয়েছ?'

'উকিল?' ও'ব্রায়ান আঁতকে ওঠে। 'আরাগঁ-য়ে বুড়ো হেমিংওয়ে ছাড়া অন্য কোনও উকিল নেই। আর ওই লোক বেশির ভাগ সময়ে মদে বেহুঁশ থাকে। আমার তো মনে হয় না ব্যাটা আইন তেমন একটা বোঝে।'

পরদিন সকালে ল্যাসো ছুঁড়ে বেশকিছু গরুবাছুর আর ঘোড়া ধরল

boighar.com

অ্যাণ্ডি। ওর এই স্যাডল হর্সটা কাবের সমান তেজি নয়, তবু রোপিঙে নিজের দক্ষতা আর গতি বাড়াবার প্রয়াস পেল সে। নেইল রাইস দিনের শুরুতেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথমে ঘরদোর সাফ করে, রান্নার জোগাড়-যন্ত্র করল। তারপর রসদের একটা ফর্দ ধরিয়ে দিল ও'ব্রায়ানের হাতে। ফর্দটা দেখে হাসল অ্যাণ্ডি।

'বুঝেছি, রাইস,' বলল সে, 'এবার থেকে খাওয়াদাওয়াটা ভালই জমবে। ঠিক আছে, আমি আরাগঁ থেকে নিয়ে আসছি।'

সঙ্গে প্যাকহর্স নিয়ে আরাগঁর উদ্দেশে রওনা হলো অ্যাণ্ডি। দলিলগুলো আর একটিবার কীভাবে হাতানো যায় সেটাই ভাবল সারাটা পথ। উপায় একটা নিশ্চয় আছে। নাস্তার সময় রাইস ওকে বলেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক দলিলের মোহর আরেকটায় চালান করা যায়, এবং তার নজির অজস্র আছে।

আরাগঁ-তে রাস্তা মোট তিনটে। প্রধান সড়ক ধরে অ্যাণ্ডি যখন শহরে ঢুকল, লোকজনের কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার এখানে-সেখানে ব্যানার টাঙানো হয়েছে। গরু ব্যবসায়ীদের মেলা আর রোডিয়োর পোস্টার পড়েছে দেয়ালে-দেয়ালে। কাবের খোঁড়া হয়ে যাবার খবর ছড়িয়ে পড়েছে এরই মধ্যে, অ্যাণ্ডি যেখানেই গেল, দেখল বাজির দরে তার ভাও কমে গেছে।

সুসানকে বাসায় পাওয়া গেল না। ওর মা ওকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা গেল।

'সরি, অ্যাণ্ডি,' মিসেস ওয়াইজম্যান বললেন। 'সুসান বেরিয়ে গেছে। অফিস পাড়ায় খোঁজ করে দেখো।'

আবার রাস্তায় নামল ও'ব্রায়ান, নিজেকে বোঝাল তার রাগ করা উচিত নয়। সুসানের জানবার কথা না সে আসছে, আর তা ছাড়া ওকে বাসায় থাকতেই হবে এ-রকম কোনও দিব্যিও নেই। আপন মনে হাসল অ্যাণ্ডি, বাজারে ফিরে এসে এম্পোরিয়ামে গিয়ে

ঢুকল, কেনাকাটা সারল। প্যাকহর্সের পিঠে মালপত্র চাপাচ্ছে এমন সময়ে একটা চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল তার কানে, চোখ তুলতে স্টিফেন সোলার্জকে দেখল। তার সঙ্গে আঠার মত লেপটে আছে সুসান ওয়াইজম্যান।

অ্যাণ্ডির মুখ লাল হয়ে গেল, দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে, তবে সোলার্জ ওকে দেখে ফেলবার আগে নয়।

'কেমন আছ, ও'ব্রায়ান?' নির্লজ্জ হাসল স্টিফেন, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন উল্লাস। 'কাবের খবর শুনে খুবই কষ্ট পেলাম। ওকে হারাবার ভীষণ ইচ্ছে ছিল আমার।'

অ্যাণ্ডির দিকে তাকাল সুসান, ঈষৎ ফ্যাকাসে মুখে। পরস্পর মিলিত হলো ওদের চোখ, পরক্ষণে অ্যাণ্ডি দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'এতে খুশি হবার কিছু নেই, সোলার্জ,' বলল সে। 'রোডিয়োতে আমি অংশ নিচ্ছি।'

'সাধারণ ঘোড়া দিয়ে ভাল ফল আশা করা যায় না,' বলল সোলার্জ। 'তবু এসো। তোমাকে হারাতে আমার আনন্দই লাগবে।'

সুসান কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমি জানতাম না তুমি শহরে আসছ।'

'সেটা দেখতেই পাচ্ছি,' ও'ব্রায়ানের কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

সুসান ওয়াইজম্যানের চিবুক উঁচু হলো, চোখ ভক করে উঠল। 'আমার কাছে কী আশা করো তুমি? সারাক্ষণ বাসায় থাকব? যাই হোক,' তড়িঘড়ি যোগ করল ও, 'আমি এমনিতেও তোমার কাছে যেতাম। আমার মনে হয় না—আ...আমরা বরং ব্যাপারটা ভুলে যাই। মানে আমি আমাদের বিয়ের কথা বলছি।'

অকস্মাৎ অ্যাণ্ডির মনে হয় সে পাতালে প্রবেশ করছে। কিন্তু যখন চোখ তুলল, অনুভূতির কিছুই প্রকাশ করল না। 'বেশ তো,' সংক্ষেপে জবাব দিল ও, শান্ত কণ্ঠে।

সুসানের নীল চোখ দুটো ঈষৎ কঠোর হলো। 'মনে হচ্ছে

boighar.com

তুমি খুব দুঃখ পাওনি!' ঝামটা মারল ও।

'তা কি পাওয়া উচিত?' জিজ্ঞেস করল অ্যাণ্ডি। 'বিপদের দিনে কোনও মেয়ে যখন তার প্রেমিককে ফেলে পালায়, তখন ধরে নিতে হয় লোকসানটা অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।'

'আচ্ছা!' মুখিয়ে ওঠে সুসান।

'চলে এসো, সুসান,' স্টিফেন তাড়া দেয়। 'তুমি বলেছ আমার বাসায় যাবে, গেল্ডিংটাকে দেখতে।' ও'ব্রায়ানকে ভেংচি কাটল সে। '*বার* ও-তে যাচ্ছি।'

অ্যাণ্ডির গায়ে জ্বালা ধরে গেল। কঠিন সুরে সে বলল, 'এই বেলা যত পারো র‍্যাঞ্চটা ভোগ করে নাও, স্টিভ।'

মাঝপথে জমে গেল স্টিফেন সোলার্জ, এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মত। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল সে, মুখ কালো। 'এ-কথার মানে?' খেঁকিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'কিছু না,' অ্যাণ্ডি আকর্ণ হাসল। 'সত্যিই কিছু না। স্রেফ...' একটু দ্বিধা করল সে, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তুমি সব জানতে পাবে... সময়ে।'

'আহ!' স্টিভের হাত টানল সুসান। 'ওর কথায় তুমি কান দিয়ো না। ওই র‍্যাঞ্চটার ব্যাপারে ওর নালিশের শেষ নেই।'

মন্তব্যটা করা হয়েছিল স্টিফেনকে শান্ত করে সরিয়ে নিয়ে যেতে। বাস্তবে সেটা, ও'ব্রায়ানের কথার পরিপ্রেক্ষিতে, গরু ব্যবসায়ীর সংশয়কে আরও ঘনীভূত করে তুলল। র‍্যাঞ্চার নিষ্পলক তাকাল অ্যাণ্ডির দিকে, চোখের কোণ কুঁচকে ওর আপাদমস্তক জরিপ করল।

'যদি বুদ্ধিমান হও, তুমি একা থাকবে!' সোলার্জ বলল, সতর্ক ও শীতল কণ্ঠে।

স্মিত হাসল অ্যাণ্ডি, চাপা উল্লাস অনুভব করল। সোলার্জ ভয় পেয়েছে। দলিল যদি সাচ্চাই হবে, কেন ভয় পাবে সে? যা ভেবেছিল, ওর আকস্মিক মন্তব্যে তারচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া

হয়েছে। তবে এই সঙ্গে আরেকটি ব্যাপার উপলব্ধি করল সে। কথাটা এভাবে বলে ফেলা তার মারাত্মক বোকামি হয়েছে। এখন সোলার্জ জানে র‍্যাঞ্চ হাতছাড়া হওয়াটা অ্যাণ্ডি আজও মেনে নিতে পারেনি।

স্ন্যাশবারে ফেরার পথে ও'ব্রায়ান হতাশা বোধ করতে শুরু করে। সুসান এরকম হুট করে ওদের বিয়ে ভেঙে দেয়ায় প্রথমে যা-ই মনে হয়ে থাক, এখন নিজের ভিতরটা ওর ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। ঘোড়ায় চড়তে সে ভালবাসে, কিন্তু তার মনের বর্তমান অবস্থা যা, এসব স্পর্শ করতে পারে না তাকে। রিমের বিশাল দেয়াল, কিংবা এর মাথার ওপর সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী বা দূর-আকাশের পটভূমিতে পাইনের প্রাচীর কিছুই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না।

অ্যাণ্ডি যখন বাসায় পৌঁছুল তখনও তার সমস্যা আগের মতই আছে। কাবের জখমি পায়ের উন্নতি হয়েছে খানিকটা, কিন্তু রোডিয়োর আগে সম্পূর্ণ সেরে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। অথচ এখন ওই প্রথম পুরস্কারটার জন্যে তার জেদ আরও বেড়ে গেছে।

নানা ভাবে পরিস্থিতি বিচার করে সে। প্রধান প্রতিযোগী সোলার্জ আর ওর নিজের ক্ষমতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে। প্রতিবারই, রোপিং ইভেন্টে এসে আটকে গেল সব। সত্যি, বাকিং ইভেন্টে কোন্ ধরনের ঘোড়া ব্যবহার করছে ওরা, তার ওপর নির্ভর করবে অনেক কিছু, কিন্তু যোগ্যতার ক্ষেত্রে ওদের দুজনার মধ্যে কোনও তুলনা চলে না। স্টিফেন সোলার্জ যে দক্ষ রাইডার এটা সত্যি ঘটনা।



boighar.com

## তিন

ভোরে সোরেলের জখম পরীক্ষা করতে বেরোল অ্যাণ্ডি। যখন সারা হলো সেটা, পয়েন্ট অভ রকসে যাবে বলে কালো রঙের তেজি একটা ঘোড়ায় জিন চাপাল। আজ তাকে জানতেই হবে, কেন তার পানি সরবরাহ কমে যাচ্ছে। আর দেরি করা চলবে না। স্যাডলের পেটি শক্ত করে বাঁধছে সে, এই সময়ে তার কানে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এল। পলক তুলল অ্যাণ্ডি, দেখল ভাহো রেইনি উঠানে ঢুকছে।

অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে। আজ সকালে সুন্দর একটা লাল খয়েরি ঘোড়ায় চড়েছে মেয়েটা। রাশ টানল ভাহো, মাটিতে নেমে সাবলীল পায়ে এগিয়ে এল অ্যাণ্ডির দিকে।

'অ্যাণ্ডি,' উত্তেজিত সুরে প্রশ্ন করল ও, 'তুমি সিলভারসাইডের নাম শুনেছ?'

'সিলভারসাইড?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল ও'ব্রায়ান। 'কে শোনেনি তাই বল? ওর চেয়ে ভাল রোপিং হর্স এ-তল্লাটে আর একটিও ছিল না। বাক গর্ডনের প্রিয় ঘোড়া ছিল সিলভারসাইড। বাক নিজেও রোপার ছিল। ওরকম ঘোড়া আর হবে কি না সন্দেহ।'

'ওটা পেলে রোডিয়ো জিততে পারবে তুমি?'

অ্যাণ্ডি হাসল। 'পারব মানে? ওই ঘোড়া পেলে? ভাহো, ওকে পেলে আমি সবকিছুতেই জিততে পারব। হরিণের গতি ছিল ওর।

একবার ওকে দেখেছি, বছর কয়েক আগে। এর অল্প কিছুদিন পর ঘোড়াটা নিহত হয়।'

'ও মরেনি, অ্যাণ্ডি। বেঁচে আছে, আর কোথায় আছে তাও আমি জানি।'

অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ানের বুক ধড়াস করে উঠল। 'তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ না?' মাথা নাড়াল সে। 'ওটা সিলভারসাইড হতেই পারে না,' প্রতিবাদ করল অ্যাণ্ডি, 'আর যদি শুনে থাক কারও কাছে সে নিশ্চয় ভুল করেছে। অ্যাপাচি হামলায়' বাক গর্ডন যখন অ্যানিমাসের কাছে নিহত হয় তখন সিলভারসাইডে চড়েই যাচ্ছিল সে। ঘোড়াটাকেও হত্যা করে ওরা। ওই ঘটনার বহু পরে এক লোক সিলভারসাইডের কঙ্কাল, চামড়ার কিছু অংশ আর বাকের স্যাডল কুড়িয়ে পেয়েছিল ট্রেইলের ধারে।'

'ও বেঁচে আছে, অ্যাণ্ডি।' ভাহোর গলা আবেগে বুজে আসে। 'আমি জানি কোথায় আছে। বলছি তোমাকে। সিলভারসাইডকে অ্যাপাচিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এবং এখনও ওদের কাছেই আছে।'

ও'ব্রায়ান মাথা নাড়াল। 'এ হতে পারে না, ভাহো। অ্যাপাচিদের অনেকে এখন বন্ধুত্বের ভান করছে, বেশ অনেক দিন হলো নতুন কোনও ঝামেলা পাকায়নি। ঘোড়াটা যদি ওদের কাছে থাকতই, কেউ না কেউ ঠিকই দেখতে পেত।' ওর চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে। 'সত্যি, যদি থাকত! ওই ঘোড়া পেলে স্টিফেন সোলার্জকে আমি নির্ঘাত হারাতে পারতাম।'

'তুমি বলেছ অ্যাপাচিরা অনেকেই এখন বন্ধুত্বের ভান করছে,' বলল ভাহো। 'তারমানে সবাই নয়।'

'ওঃ? তুমি বুড়ো কোচিনোর কথা বলছ? না, ও এখনও একরোখা। কোচিনোর কাছে যদি ঘোড়াটা থাকে, আমার ওকে পাবার কোনও আশাই নেই। প্রথমত, কেউ জানে না কোচিনো আর তার দলবলের আস্তানা কোথায়। আর যদি খোঁজ পাওয়াও

boighar.com

যায়, সেখানে যাওয়া হবে আত্মহত্যার শামিল।'

'তাই বলে তুমি চেষ্টা করবে না?' ভাহোর কণ্ঠে আবেদন। 'সিলভারসাইডকে পাবার জন্যেও না?'

'আলবৎ করব!' প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল অ্যাণ্ডি। 'ওই ঘোড়ার জন্যে প্রয়োজনে আমি নরকেও যেতে রাজি।'

ভাহো হাসে, চোখ উজ্জ্বল। 'বেশ, তা হলে চলো? আমি চিনি কোচিনোর ডেরা, আর সিলভারসাইড যে ওর কাছেই আছে তাও জানি।'

'তারমানে তুমি...'

অ্যাণ্ডি থমকাল, দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়। ভাহোকে নিশ্চিত মনে হচ্ছে এ-ব্যাপারে। বহুদিন হলো বাজারে গুজব আছে কোচিনো আর ক্লিটাস একে অন্যের বন্ধু। নাভাহো আর অ্যাপাচিদের মধ্যে কখনোই সদ্ভাব ছিল না, কিন্তু এ দুই বুড়ো সর্দার পরস্পরের চরিত্রে মিল খুঁজে পেয়েছে। একসময় সবার ধারণা ছিল ক্লিটাস ইচ্ছে করলেই যে-কোনও সময়ে কোচিনোকে ধরিয়ে দিতে পারে। তবে পরে আর এসব উড়ো কথায় কান দেয়নি কেউ, আর তা ছাড়া এখন আর ওই ধূর্ত অ্যাপাচিকে সেভাবে খোঁজাও হচ্ছে না।

'হ্যাঁ,' অবশেষে বলল অ্যাণ্ডি, 'তুমি যদি নিশ্চিত হও, ভাহো, আমি একটা ঝুঁকি নেব। বলো ওর আস্তানাটা কোথায়।'

'তা বলতে পারব না,' মৃদু স্বরে জবাব দিল ভাহো, 'কিন্তু তোমাকে আমি নিয়ে যাব। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, পথ খুব খারাপ।'

'তুমি নিয়ে যাবে?' ওব্রায়ান থ। 'অসম্ভব! যেতে হলে আমি একাই যাব!'

'আমার সাহায্য ছাড়া তুমি পারবে না, অ্যাণ্ডি। আমি সঙ্গে থাকলে হয়তো সফল হতে পারো। এটা একটা বিরাট জুয়া খেলার মত, কারণ কোচিনোর মেজাজ-মর্জি বোঝা শক্ত। ওর

ধারণা আর্মি এখনও ওকে খুঁজছে। ওর সঙ্গে সবসময় জনাকুড়ি অ্যাপাচি যোদ্ধা থাকে। ওরা প্রত্যেকেই ভয়ঙ্কর। তবে কিনা আমাকে সে চেনে, বুড়ো ক্লিটাসকে পছন্দ করে। এখন বলো, এর ওপর ভরসা করে তুমি যাবে কি না?'

'তুমি ঠিক জান তোমার বিপদ হবে না?' আপত্তি জানাল অ্যাণ্ডি।

হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল ভাহো। 'আমার তাই বিশ্বাস, অ্যাণ্ডি। কোচিনোকে কেউ চেনে না, ও একটা বাঘ, বলতে পারো আংশিক পোষ মানা। ভাল ব্যবহার করতে পারে, আবার না-ও পারে। তবু আমি ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। আমি চাই রোডিয়োতে তুমি জেতো, এবং বাথানটাও তোমারই থাক!'

বিস্মিত অ্যাণ্ডি তাকায় ওর দিকে, ভাহোর গভীর কালো কোমল চোখজোড়া দেখতে দেখতে সুসানের নীল চোখের শীতলতার কথা তার মনে পড়ে। হঠাৎ করেই সে উপলব্ধি করে সুসান কিছুতেই তার সঙ্গে অ্যাপাচিদের ডেরা দুর্গম মরুভূমিতে যেত না। বিপদের কথা বাদ দিলেও, পথের ধকলের কথা ভেবেই রাজি হতো না।

ভাহোর সঙ্গে ট্রেইল ধরার পরপরই সংশয় পীড়া দিতে লাগল অ্যাণ্ডিকে। কোচিনোর কাছে যে-ঘোড়াটা আছে সেটা সিলভারসাইড হতে পারে না—আর হলেও, বহুকাল হয় রোপিঙের অভ্যাস নেই ওটার। তা ছাড়া, ঘোড়াটার বয়স এখন দশ-এগারো বছর হবে। বেশিও হতে পারে। ভ্রূকুটি করে অ্যাণ্ডি, কপালের ঘাম মুছে তাকায় সঙ্গিনীর দিকে। ভাহোর চোখ দিগন্তে।

জাহান্নামে যাক সব। সে যদি সর্বস্বান্ত হয় সেও ভাল, তবু স্বীকার করতেই হবে এই মেয়ের সঙ্গে পথ চলতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার।


boighar.com

ওদিকে র‍্যাঞ্চে, নেইল রাইস, একাকী, নাস্তার বাসন ধোয়ামোছার কাজ শেষ করল। বাইরেও কাজ পড়ে আছে কিছু, কিন্তু সেসব করতে মন ওঠে না ওর। অলস সে বাসায় পাঠযোগ্য কিছু খোঁজে। যে দু-চারটে বই মিলল সেগুলো ওকে টানতে পারল না। অবশেষে যখন হাল ছেড়ে দেবে ভাবছে তখন তার মনে পড়ল ভিতরের ঘরে পুরনো একটা ডেস্ক আর বুককেসে সে কিছু বই দেখেছিল।

একে একে ওগুলো বার করে উল্টে-পাল্টে দেখল রাইস। শেষ বইটা যথাস্থানে রাখতে গিয়ে হঠাৎ ডেস্কের এক কোণে সূক্ষ্ম একটা ফাটল ওর নজরে পড়ল। বইটা যেখান থেকে নিয়েছিল কৌতূহলী রাইস হাত দিয়ে সেই জায়গাটা পরীক্ষা করল। এবার সে বুঝতে পারল ডেস্কের ভিতরে বাড়তি কিছু জায়গা আছে।

রাইসের মনে পড়ল আগের দিনের সেক্রেটারিয়েট টেবিল বা কেবিনেটে চোরাকুঠুরি থাকত। ফাটলের গায়ে আঙুল বোলাল সে, তারপর নখ ঢুকিয়ে চাড় দিল কাঠে। মৃদু শব্দ করে ছোট্ট একটা প্যানেল সরে গেল।

ভিতরে ক্ষুদ্র পরিসরে বেশকিছু কাগজপত্র ঠেকল ওর হাতে। একটাকে পার্চমেন্ট বলে মনে হলো। সাবধানে কাগজগুলো বার করে আনল সে, জানালায় গিয়ে আলোয় মেলে ধরল।

প্রথমটা বহু পুরনো দলিল, একটা বাতিল মাইনিং কোম্পানির কর্পোরেট চার্টার। শুরুতেই যা ওর নজরে পড়ল, দলিলের সিলমোহরটা নেই। রাইসের চোখ দুটো অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে কুঁচকে গেল। এবার সে দ্বিতীয় কাগজখানা খুলে এর শিরোনাম পড়ল:

*টমাস বি স্লেটারের অন্তিম ইচ্ছা ও অছিয়তনামা*

তীক্ষ্ণ হলো নেইলের দৃষ্টি, সে পড়তে লাগল:

*আমি, টমাস বি স্লেটার, স্বেচ্ছায় ও সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এই অছিয়তনামা সম্পাদন করিতেছি। আমার ঋণ পরিশোধ ও সৎকারের ব্যয় নির্বাহের পর আমার অবশিষ্ট সমুদয় সম্পত্তির মালিক হইবে আমার পুত্রতুল্য অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান, যে তাহার সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, সে ইহার মালিকানা ভোগ করিবার উপযুক্ত।*

গঁৎ-বাঁধা আরও কিছু কথা শেষে বুড়ো র‍্যাঞ্চার এবং দুজন সাক্ষী দস্তখত করেছে। রাইস ওদের কারও নামই শোনেনি। দলিলটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে, তারপর চোরাকুঠুরি বন্ধ করে বইটা তুলে রাখল যথাস্থানে। উইল আর মোহরবিহীন কোম্পানির কাগজখানা সে নিজের কাছে রেখে দিল।

'স্টিফেন সোলার্জ এটার কথা জানলে নির্ঘাত চমকে উঠবে!' আপনমনে বিড়বিড় করল নেইল।

ভ্রূকুটি করে রাইস। সম্ভবত এটার কথা সোলার্জের মনে নেই। অ্যাণ্ডি বলেছিল না এই জায়গাটা একসময় *বার* ও-র লাইন কেবিন ছিল? এরপর কিছুদিন স্টিফেন সোলার্জের গরু ব্যবসার সদর দফতর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনও সন্দেহ নেই দলিলের সিল খুলে নিয়েছে সোলার্জ এবং তারপর, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে, উইলের সঙ্গে এটাও লুকিয়ে রেখেছে। হয়তো সে ভেবেছিল এই কেবিনের দখল তারই থাকবে, কিন্তু অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান রাতারাতি জায়গাটা ব্যাঙ্ক থেকে কিনে দখল নিতে চলে আসায় তার পক্ষে আর উইলটা সরানো সম্ভব হয়নি। হয়তো তার বিশ্বাস ছিল এটা নিরাপদেই থাকবে।

এই উইল সোলার্জের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। একবার হাতে পাবার পর, তার উচিত ছিল এটা নষ্ট করে ফেলা। এটাই, রাইস ভাবে, সাউথ রিমের সব সমস্যার চাবিকাঠি। এর সাহায্যে

boighar.com

একটিলে দুই পাখি মারতে পারবে অ্যাণ্ডি। *বার* ও-র মালিকানা যেমন ফিরে পাবে, তেমনি সোলার্জকে প্রতারক বলেও প্রমাণিত করতে পারবে। কিন্তু যদি সোলার্জ পায় এটা? কৌশলে ব্যবহার করতে পারলে এই কাগজ থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করা কঠিন হবে না।

নেইল রাইস জানে তার পকেট এখন একদম ফাঁকা। হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল সে। হ্যাঁ, সে আরাগঁয় যাবে...

# চার

অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভাহো রেইনি। সেজ ঝোপের প্রান্তর ভেঙে দূরের রক্তাভ পাহাড়পর্বতের দিকে এগোচ্ছে ওরা। মাইলখানেক যাবার পর এমন এক রাজ্যে এসে পড়ল যে মনে হয় এর কোনও আদি-অন্ত নেই। বিশেষ কথা বলছে না ওরা, এক নাগাড়ে এগিয়ে চলেছে সকালের রোদ মাথায় করে। তবে অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ানের মন স্থির হয়ে আছে তার ঋজু একহারা সঙ্গিনীর ওপর।

যোজনবিস্তৃত মরুভূমি পেরিয়ে ওরা যত কাছাকাছি হয় পাহাড়পর্বতের, অ্যাণ্ডি দেখতে পায় দূর থেকে যেটাকে রক্তাভ দেয়াল মনে হচ্ছিল আসলে সেটা রোদ ঝড় আর বৃষ্টির সৃষ্টি অজস্র ভাঙাচোরা বিচিত্র পাথুরে ভাস্কর্য আর গম্বুজের সমষ্টি। ওইসব গম্বুজের মাঝ দিয়ে চলে গেছে ট্রেইল, সেজ ঝোপ পেছনে পড়েছে, আর তার স্থান নিয়েছে মেসকিট। অ্যাণ্ডি বোঝে মেসকিট

যখন জন্মেছে তখন মাটির নীচে নিশ্চয় পানি আছে এখানে।

বেলে পাথর আর গ্রানিটের ছায়ায় বিকালটা কাটাল ওরা, তারপর সংকীর্ণ একটা পাহাড়ি পথ ধরে অ্যাণ্ডিকে নিয়ে এগোল ভাহো। মাইলটাক পরে চওড়া হয়ে গেল ট্রেইল, এবং ওরা স্যাগুয়েরো বনে প্রবেশ করল। এরপর ট্রেইল খাড়া বাঁক নিল ওপর পানে, স্যাগুয়েরো পেছনে পড়ল, দেখা দিল ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পিনিয়ন আর জুনিপার। ওগুলোর কোনও কোনোটার বিশাল গিঁট-পড়া কাণ্ড বয়স আর বাতাসের অত্যাচারে ধূসর, কিন্তু স্যাণ্ডস্টোনের পটভূমিতে লাল-গোলাপি কাইবাব ওদের উজ্জ্বল সবুজ-সমৃদ্ধ ডালপালা-সহ স্পষ্ট ফুটে আছে।

হলদেটে ঝোপের ঝাউ, স্মোকট্রি আর কমলা-রঙা র‍্যাবিট ঝোপ পথের শোভা বাড়ালেও এত ওপরে পাহাড় যেন আরও নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার মুখে ঘাস-বিছানো সুশীতল ক্ষুদ্র একটা বেসিনে পৌঁছুল ওরা, এবং ভাহো ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এখানে। প্রচণ্ড গরম আর পথের ধকল সত্ত্বেও ওকে যথেষ্ট তরতাজা দেখাচ্ছে। 'আমরা ক্যাম্প করব এখানে,' ওঅটর হোলটা দেখিয়ে বলল সে।

'সারা রাত?' প্রশ্ন করল অ্যাণ্ডি।

ওর দিকে তাকিয়ে ভাহো পরিহাস তরল হাসল। 'অবশ্যই। আমরা যেখানে যাচ্ছি খোদ শয়তানও সেখানে রাতের বেলায় যেতে পারবে না।'

'তোমার ভয় করছে না?' অ্যাণ্ডি কৌতূহলী। 'মানে, আমার সঙ্গে তোমার তেমন জানাশোনা নেই তো।'

'না, ভয় করছে না। কেন, করা উচিত?'

অ্যাণ্ডি কেবল কাঁধ ঝাঁকায়, বুঝে উঠতে পারে না ভাহোর কথায় তার খুশি হওয়া উচিত কি না।

'না, প্রয়োজন নেই,' বলল সে।

প্রচুর শুকনো কাঠ পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, বেশিরভাগই

boighar.com

নোংরা আর হাড়ের মত খটখটে। মিনিটকয়েকের ভিতর কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালল অ্যাণ্ডি। এরপর ঘোড়া বাঁধল সে, আর ভাহো রান্নার আয়োজন শুরু করল। গভীর চোখে ওকে দেখতে লাগল অ্যাণ্ডি।

'জানো, তোমার মধ্যে সত্যিই একজন রমণী বাস করে?' ফস করে বলল সে।

ভাহো মিষ্টি হাসল। 'সেটা তোমাকে দেখাতে চাই বলেই তো আমার এসব করা, নাকি?' টিপ্পনী কাটল ও। 'দেখো, অ্যাণ্ডি, আমি শহুরে মেয়ে নই। হতে পারবও না কোনোদিন। স্কুলে, বা পরে নিউ ইয়র্ক আর বস্টনে যখন গেছি—এই মরুভূমিকে আমি ভুলতে পারিনি।'

'শুনে ভাল লাগল,' বলল বটে, কিন্তু অ্যাণ্ডি বুঝতে পারে না এতে তার ভাল লাগবার কী আছে। 'তোমাকে যে পাবে, সে ভাগ্যবান পুরুষ।'

চকিতে পলক তোলে ভাহো, তারপর আগুন থেকে কফি নামায়।

'যদি সেই পুরুষ পাহাড় আর মরুভূমি ভালবাসে,' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল ও।

যখন খাওয়া সারা হলো ওদের, আগুনে আরও কাঠকুটো নিক্ষেপ করল ও'ব্রায়ান, মাটিতে টানটান শুয়ে আলোর ওপাশে বসা ভাহোর চোখের পানে তাকাল। চারদিক নিস্তব্ধ। মাথার ওপর তারাজ্বলা আকাশ। অ্যাণ্ডি অদ্ভুত এক প্রশান্তি বোধ করে। নিকষ কালো পাহাড়চূড়া, র‍্যাঞ্চ, রোডিয়ো, সুসান—সব তার বহু দূরের মনে হয়।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে ওরা। আর অদূরে, মাঝেমধ্যে, তারাদের কাছে নালিশ জানায় নিঃসঙ্গ একটা কয়োট। আপন মনে ঘেসো জমিতে চরে ঘোড়া দুটো, ওদের নড়াচড়ায় মৃদু মর্মরিত হয় সবুজ সতেজ ঘাসের শিষ।

ভোরে ফের রওনা হলো অ্যাণ্ডি আর ভাহো, সাদা বিস্তৃত অবতল মরুভূমির আরেকটা শাখায় নেমে গেল। প্রচণ্ড গরমে ঘাম ফুটল অ্যাণ্ডির কপালে। এতটুকু হাওয়া নেই কোথাও। ওরা ছাড়া আর কেউ নেই দৃষ্টিসীমার ভিতর। কেবল তাপতরঙ্গ নাচে সারাক্ষণ।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ঘোড়াসহ ছোটখাট একটা মালভূমিতে নেমে এল ভাহো রেইনি। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে জায়গাটা প্রায় হাজার গজ, রিম থেকে শ-দুয়েক ফুট নীচে। শেষ প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে পাথরে-ঘেরা ক্ষুদ্র জলাশয়, আর এর পাশেই অ্যাপাচি সর্দার কোচিনোর পল্লী।

অদূরে, ঘেসো জমিতে চরছে বেশ কয়েকটা ঘোড়া। ওগুলোর মাঝে উঁচু তাগড়া কালো একটা স্ট্যালিয়নকে দেখে অ্যাণ্ডি তার হার্টবিট গুনতে ভুল করল। ঘোড়াটার বাঁ-পাঁজরে সাদা একটা ছোপ আছে।

সিলভারসাইড!

ওর চোখ আবার পল্লীর দিকে ঘুরে গেল। কেউ নেই, তবু সে টের পায় আড়াল থেকে নজর রাখা হচ্ছে তাদের ওপর। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, বুড়ো সর্দার রিজার্ভেশনে থাকতে রাজি হয়নি, বরং পাহাড় আর মরুভূমির গহীনে ক্রমাগত সরে গেছে। কখনও কখনও মরণপণ লড়াই করছে সে, কিন্তু গত বছরকয়েক যাবৎ কোচিনো নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছে একাকিত্বের মাঝে, কেবল যখন কেউ ঘাঁটাতে এসেছে, সরোষে ফুঁসে উঠেছে। জনশ্রুতি, তার যোদ্ধারা উন্মাদ—আর সে খ্যাপা। মরুভূমির বিষাক্ত কোনও ফল ভক্ষণ করায় মাদকাসক্ত লোকদের মত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা হয়েছে ওঁদের সবার।

ভাহো লাগাম টানল। 'খুব সাবধান, অ্যাণ্ডি,' নিচু গলায় বলল সে। 'কোনও রকম তাড়াহুড়ো করবে না। আমাকে কথা বলতে দেবে।'


boighar.com

ছড়ানো-ছিটানো কুঁড়ে আর পাথরের আড়াল থেকে ইণ্ডিয়ানরা বেরিয়ে আসতে শুরু করল। ওদের পরনে মোষের ছাল জড়ানো, গা উদোম, কালো চোখ পাথরের মত কঠিন। একে একে বেরিয়ে এসে ঘোড়সওয়ার দুজনকে ঘিরে ফেলল ওরা।

অ্যাণ্ডি অনুভব করে তার বুক ধড়ফড় করছে, কোমরে ঝোলানো সিক্স শুটারটা ভীষণ ভারী মনে হয়। এখন কোনোকিছু শুরু হলে রক্তনদী বয়ে যাবে। ওদের কয়েকটাকে হয়তো খতম করতে পারবে সে, কিন্তু নিজে বাঁচতে পারবে না। এখানে আসায় মনে মনে নিজেকে সে ধিক্কার দিল।

ইণ্ডিয়ানদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে এল এক বুড়ো, কঠোর নিষ্কম্প চোখে তাকাল ওদের দিকে। হঠাৎ কথা বলতে শুরু করল ভাহো। অ্যাপাচি ভাষা এক-আধটু জানা থাকায়, ওর কথাবার্তা বুঝতে পারে অ্যাণ্ডি। ভাহো বলছে সে ক্লিট্রাসের পালিতা কন্যা, বুড়ো নাভাহো সর্দার মহান অ্যাপাচি বীর কোচিনোকে তাঁর হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বুড়ো কঠিন দৃষ্টিতে মাপল ওকে, তারপর অ্যাণ্ডির দিকে ফিরল। তার জবাব বোধগম্য হলো না ও'ব্রায়ানের, কিন্তু ভাহো তড়িঘড়ি বলল অ্যাণ্ডিকে, 'আমাদের নামতে বলছে। আলাপ করবে।'

ওরা নিরাপদ এ-কথায় তা বোঝায় না সত্যি, তবু মনে একটু ভরসা পেল অ্যাণ্ডি। ঘোড়া থেকে নামল ওরা, কোচিনোর পিছু পিছু আগুনের ধারে গিয়ে বসল। খানিক বাদে মেয়েটা ওর স্যাডলব্যাগ থেকে সর্দারের জন্যে কিছু উপহার বার করল। ইস্পাতের চমৎকার একটা হান্টিং নাইফ, তামাক, এক গাঁট লাল ক্যালিকো এবং টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস। রওনা হবার আগে অ্যাণ্ডির সহায়তায় জিনিসগুলো জোগাড় করেছে ভাহো।

কোচিনো দেখল ওগুলো, কিন্তু তার চেহারায় বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না। ভাহোর উদ্দেশে সপ্রশ্ন তাকাল সে। ধীরে

ধীরে, সব খুলে বলল মেয়েটি। তার এই বন্ধু—ইশারায় অ্যাণ্ডিকে দেখাল সে—ক্লিটাসেরও বন্ধু। ভাহো জানাল কীভাবে অ্যাণ্ডি একবার অসুস্থ ক্লিটাসের শুশ্রূষা করেছিল। বলল, অ্যাণ্ডি একজন বীর, কিন্তু ওর ঘোড়াটা আহত হওয়ায় স্বজাতির এক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছে না। এর ফলে এখন দারুণ অসুখী সে। এরপর মেয়েটি মূল প্রসঙ্গে চলে এল। মহান কোচিনোর কাছে চমৎকার একটা ঘোড়া আছে, নাম সিলভারসাইড, তিনি যদি অ্যাণ্ডিকে ওটা ধার দেন তা হলে ওর বন্ধু কৃতজ্ঞ হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা চলল ওদের। অধিকাংশ কথার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝতে পারল না ও'ব্রায়ান। বুড়ো কোচিনোর পোকার খেলোয়াড় হওয়া উচিত ছিল, ভাবে সে। মুখ দেখে কিছু বুঝবার উপায় নেই। তবে এক পর্যায়ে ওর মনে হলো সর্দারের মন খানিকটা গলেছে। হঠাৎ পালা করে অ্যাণ্ডি আর ভাহোর ওপর নজর বুলিয়ে কী একটা কথা জানতে চাইল সে। ভাহোর কান লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

অ্যাণ্ডি চট করে তাকাল মেয়েটির দিকে। 'কী জানতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

ওর চোখের দিকে তাকাল না ভাহো, আগের মতই আলাপ চালিয়ে গেল। অ্যাণ্ডি উৎকর্ণ প্রতিটি শব্দ বোঝার প্রয়াস পেল যথাসাধ্য।

হঠাৎ আমুদে হাসল বুড়ো অ্যাপাচি। জলদগম্ভীর আওয়াজ বেরোল তার কণ্ঠ থেকে, কিন্তু চোখের তারায় ঝিলিক মারল কৌতুক। আবার পালা করে উভয়কে দেখল সে। তারপর মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ,' বলল সর্দার, স্পাই ইংরেজিতে।

ভাহোর মুখ উদ্ভাসিত হলো খুশিতে, ঘুরে অ্যাণ্ডির হাতে হাত রাখল ও।

boighar.com

'উনি বলছেন ঘোড়াটা তুমি নিতে পারো! তুমি সফল হও এটাই তিনি চান।'

উঠে দাঁড়াল ইণ্ডিয়ান, সঙ্গে ওরাও।

'ওঁকে বলো,' অ্যাণ্ডির গলা ধরে এল আবেগে, 'যখন ইচ্ছে যে-কোনও প্রয়োজনে আমার সাহায্য চাইলেই তিনি পাবেন।'

ভাহো ব্যাখ্যা করল সংক্ষেপে, অ্যাপাচি বুড়ো রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা দোলাল।

'রোডিয়োতে আসতে বল ওঁকে,' যোগ করল অ্যাণ্ডি।

সর্দারকে কথাটা জানাল ভাহো, নির্লিপ্ত কোচিনো তাকাল ওদের পানে, মাথা নাড়াল।

'উনি বলছেন,' ভাহো ব্যাখ্যা করল, 'এ-বয়সে আর অভ্যাস বদলানো সম্ভব নয়। যেভাবে বেঁচেছেন এতদিন, মরতেও চান সেভাবেই।'

এর বহুক্ষণ পরে, ফিরতি পথে, অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান ঘন ঘন পেছন ফিরে তাকাল ওর ঘোড়াটার দিকে। সে-রাতে আবার যখন বেসিনে ক্যাম্প করল ওরা, অ্যাণ্ডি সিলভারসাইডের সঙ্গে কথা বলল। ওকে আদর করল। ঘোড়াটা কৃতজ্ঞতায় ওর হাত চেটে দিল।

ভাহো এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। ওর দিকে ফিরে অ্যাণ্ডি বলল, 'জানো, ঘোড়াটা না অবিকল মানুষের মত। ওর পাশে দাঁড়ালে মনেই হয় না কোনও জানোয়ারের পাশে আছি।'

মাথা দোলাল ভাহো। 'তাই! সিলভারও তোমাকে পছন্দ করেছে, অ্যাণ্ডি। এখনই সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।' একটুক্ষণ দ্বিধা করে ভাহো। 'কিন্তু, অ্যাণ্ডি, অনেকদিন হয় রোডিয়োতে অংশ নেয় না ও। এখনও কি আগের সেই ভেলকি দেখাতে পারবে?'

'জানি না,' স্বীকার করল অ্যাণ্ডি। 'তবে ও-ই আমার একমাত্র ভরসা। আর... তা ছাড়া কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা সফল হব।

আর এটাও তো ঠিক যে এ-ঘোড়ায় চড়তে পারাটাই ভাগ্যের ব্যাপার।'

ভাগ্যের প্রসঙ্গ ওঠায় এখন সহসা আর একটা কথা মনে হয় ওর। পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির কথা ভাবে সে। লম্বা, সুগঠিত, সুন্দর। মরুভূমিতে ভাহোর চলাফেরা, কোচিনোকে বোঝানো, ওর সঙ্গে তার চলতে পারার আনন্দ... একে একে সব ভিড় করে অ্যাণ্ডির ভাবনায়। এমনকী ঘুমের মধ্যেও ভাহোকে দেখে...

## পাঁচ

'অ্যাণ্ডি,' পরদিন সকালে হঠাৎ বলল ভাহো, 'আরেকটা ট্রেইল আছে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে তোমার বাসার পেছনে চলে গেছে। আমি চিনি ওটা। ছোটবেলায় ক্লিটাস দেখিয়েছিল। চল, ওই পথে যাই। আমার মনে হয় দূরত্ব অনেক কমে যাবে এতে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ওরা, পাইন বনের ভিতর দিয়ে দূরের নীল কুয়াশা অভিমুখে এগোল, দীর্ঘ এক ক্যানিয়নের মুখে এসে থামল। গিরিখাতের দেয়াল ঝপ করে খাড়া নেমে গেছে নীচে। তলদেশে বালু আর পাথরের মাঝ দিয়ে একটা ঝর্ণা তিরতির বইছে। পাহাড়ের কোনা ঘুরে খাড়া একটা ট্রেইলে উঠল ওরা, এঁকেবেঁকে নীচে নেমে এল। যখন ওদের ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম আর পানি খাওয়া সারা হলো ফের স্যাডলে চেপে ভাটিতে এগোল।

পাহাড়ের ছায়ায় সুশীতল পরিবেশ। ক্যানিয়ন ধরে ঘণ্টা

boighar.com

কয়েক চলার পর এক জায়গায় এসে আচমকা রাশ টানল অ্যাণ্ডি, মৃদু সুরে ভাহোকে ডাকল।

'দেখে যাও এখানে।' ইশারা করল সে।

ক্যানিয়নের মেঝেয় বেশ কয়েকটা নাল-পরানো ঘোড়ার ট্র্যাক ফুটে আছে।

'ইণ্ডিয়ান ঘোড়া না,' অ্যাণ্ডি গম্ভীর সুরে বলল। 'আমার জানামতে একজন শ্বেতাঙ্গই চেনে এই এলাকা।'

'রোলিং?' প্রশ্ন করল ভাহো।

'সে ছাড়া আর কে? দিনকাল বদলেছে, কিন্তু এখনও চোরাই গরুর বাজার আছে। বেশ কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে জ্যাক রোলিং আবার ফিরে এসেছে এ-তল্লাটে।'

'আমরা যেদিকে যাচ্ছি ট্র্যাকগুলো সেদিকেই গেছে,' বলল ভাহো। 'কিন্তু এই পথে ভাটিতে ছাড়া যাবার অন্য কোনও জায়গা নেই।'

'চল এগোই,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল অ্যাণ্ডি।

পেছনে হাত বাড়িয়ে হোলস্টারের ফিতে আলগা করে দিল ও। রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে এভাবে রাখল যেন সামান্য প্রয়াসেই ওটার কুঁদো চলে আসে মুঠোয়।

ভাটিতে দু'মাইলও যায়নি ওরা, এই সময় হঠাৎ চওড়া হয়ে গেল ক্যানিয়ন, পাহাড়ের দেয়াল পেছনে পড়ল। ট্রেইলের পার্শ্ববর্তী অ্যাসপেন আর উইলো ঝাড়ের আড়ালে লাগাম টানল ওরা। সামনে সবুজ সুপরিসর তৃণভূমি। মাঝখানে বইছে ঝর্ণা। প্রায় পঞ্চাশ একরমত ঘেসো জমি। ডানে একটা শাখা-ক্যানিয়ন দিগন্ত অভিমুখে চলে গেছে। অদূরে শ-খানেকের ওপর গরুবাছুর চরছে। প্রত্যেকটাই বেশ স্বাস্থ্যবান।

ওপাশে, তৃণভূমির শেষ প্রান্তের খাড়া পাহাড়ি দেয়াল ঘেঁষে, একটা স্টোন কেবিন আর কোরাল। অনেকগুলো ঘোড়া রয়েছে কোরালে। জিন-চাপানো কোনও ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না।

পাহাড়ি দেয়ালের পাশ দিয়ে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে, ডানে এগোল ওরা। কেবিনের কাছাকাছি এসে অ্যাণ্ডি দেখল বাঁধ তুলে ঝর্ণার পথ আটকানো হয়েছে, আর ঠিক এর মুখে একরখানেক জায়গা জুড়ে পুকুর কাটা হয়েছে একটা।

পুকুরটার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ভাহো। 'ওটাই বোধহয় তোমার সমস্যার কারণ,' চাপা সুরে বলল ও। 'সম্ভবত এ-ঝর্ণাটাই তোমার পানির উৎস।'

এ-কথা ভাবছিল অ্যাণ্ডিও। মাথা ঝাঁকিয়ে সে একমত হলো। যখন আরেকটু কাছে গেল ওরা, অ্যাণ্ডি দেখে বাঁধের গা চুইয়ে সামান্যই পানি আসছে এই পাশে। পুকুর থেকে নালা কেটে অদূরে আরেকটা তৃণভূমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শাখা-ক্যানিয়নে আরও গরুবাছুর চোখে পড়ল। অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান অনুমান করে শ-তিনেক হবে। ওগুলোর মার্কা পড়ার চেষ্টা করল সে, দেখল *বার* ও ছাড়া সাউথ রিমের অন্য সব র‍্যাঞ্চেরই গরু আছে। *বার* ও-র গরু চুরি হয়নি এটাই সোলার্জের বিপক্ষে একটা বিরাট প্রমাণ! তথ্যটা মাথায় গেঁথে নেয় সে।

'কেউ নেই কাছেপিঠে,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল অ্যাণ্ডি। 'আমি কেবিনটা তল্লাশি করতে যাচ্ছি।'

'আমি এখানে রইলাম,' ভাহো জানাল। 'তুমি সাবধানে থেকো।'

সিলভারসাইডকে ভাহোর জিম্মায় রেখে স্যাডলে চেপে মাঝারি কদমে সামনে এগোল অ্যাণ্ডি। যখন কাছাকাছি হলো কেবিনের, ঘোড়া থেকে নেমে সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বুঝল কেবিন ফাঁকা। ভিতরে ঢুকে, দ্রুত চারপাশে নজর বোলাল ও। ছ-সাতজন লোক থাকে, বেশ কিছুদিন টিকে থাকার উপযোগী রসদ আর গোলাবারুদের মজুত আছে। কেবিনটা দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন হলো মানুষ বাস করছে এখানে।

boighar.com

একটা বাক্সের নীচে চৌকোমত কালো বাক্স চোখে পড়তে সেটা টেনে বার করল অ্যাণ্ডি। তালা দেয়া ছিল, একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে বাড়ি মেরে ওটা ভেঙে ফেলল সে। বাক্সের ভিতরে বাঁটে নকশাখচিত একজোড়া সিক্স-শুটার, জ্যাক রোলিংকে লেখা কয়েকটা চিঠি আর একটা ছোট টালি খাতা পাওয়া গেল। খাতাখানা তুলে নিয়ে সবে পৃষ্ঠা উল্টেছে এই সময়ে চিৎকার শুনতে পেল সে।

তড়াক করে সিধে হলো অ্যাণ্ডি, দরজার দিকে ছুটল। লাফিয়ে বাইরে এল, ভাহোকে যেখানে রেখে এসেছে ওর চোখ সেই ঝোপঝাড়ের ওপর স্থির হলো। নড়ছে ওগুলো। এবার আরেকটা চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। মুহূর্তে লাফিয়ে স্যাডলে চাপল সে, জোর কদমে ঝোপঝাড়ের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। ছুটন্ত অবস্থায়ই মাটিতে নেমে পড়ল ও, ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোপের ভিতর।

ভাহো, ওর ব্লাউজ ছিঁড়ে গেছে, প্রাণপণে লড়ছে লাল শার্ট পরনে লম্বা তাগড়া এক লোকের সঙ্গে। অ্যাণ্ডি যখন লাফিয়ে পড়ল ঝোপের ভিতর, লোকটা ঘাড় ফেরাল। খিস্তি করে ভাহোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে, পিস্তলের উদ্দেশে হাত বাড়াল।

বিদ্যুৎগতিতে ড্র করল দুর্বৃত্ত, অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান অসহায়ের মত অনুভব করল ড্র-য়ে প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিতে পারবে না, তবু সে নিজের পিস্তল বার করল। গর্জে উঠল রাসলারের সিক্স-শুটার, তারপর অ্যাণ্ডি গুলি করল।

পায়ের পাতার ভরে উঁচু হলো লোকটা, ভুরুজোড়া তেরছা করল ওপর পানে, মুখ হাঁ করল আস্তে আস্তে, তারপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। সাবধানে, পিস্তল হাতে, সামনে এগোল অ্যাণ্ডি। আগে কখনও মানুষ খুন করেনি সে। ভেবেছিল তাড়াহুড়ো করায় রাসলারের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এখন দেখা গেল, ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিশ্চয় হোঁচট খেয়েছিল লোকটা, কারণ অ্যাণ্ডির বুলেট ওর পিঠে ঢুকেছে, বাঁ বাহুর ঠিক পেছনে,

এবং হৃৎপিণ্ডের নীচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

'সর্বনাশ, অ্যাণ্ডি!' আঁতকে উঠল ভাহো, ওর চোখ বিস্ফারিত। 'তুমি মেরে ফেলেছ ওকে!'

'আমারও তাই বিশ্বাস!' একমত হয় অ্যাণ্ডি। 'কেউ আসার আগেই আমাদের সরে পড়া উচিত। কাছেপিঠেই কোথাও আরও জনাছয়েক রাসলার আছে।'

তড়িঘড়ি ঘোড়ায় চেপে পালাল ওরা। আর ওদিকে অ্যাণ্ডির তখন ওর প্যান্টের পেছনের পকেটে-রাখা টালি খাতাটার কথা একদম মনে নেই।

ওরা স্ল্যাশবার রেঞ্জের পাশ দিয়ে যাচ্ছে যখন, ভাহো আচমকা মুখ খুলল। 'অ্যাণ্ডি, আরাগাঁয়ে গিয়ে ঘটনাটা তোমার শেরিফকে জানানো দরকার না? সেটাই কি উচিত নয়?'

'ঠিক বলেছ,' অ্যাণ্ডি উদ্বিগ্ন গলায় বলল। 'তুমি কী করবে?'

'সিলভারসাইডকে নিয়ে পয়েন্ট অভ রকসে অপেক্ষা করব। তুমি খবরটা শেরিফকে জানিয়েই চলে আসবে এখানে, তারপর আমরা তোমার বাসায় যাব।'

আত্মরক্ষা ও ভাহোর নিরাপত্তার জন্যে খুনটা সে করতে বাধ্য হয়েছে ঠিক, তবু অ্যাণ্ডি উদ্বিগ্ন বোধ করে। মানুষ খুন করা ছেলেখেলা নয়, সে চোর অথবা রাসলারকে হলেও। সোজা পথে দ্রুত আরাগাঁ অভিমুখে ছুটে চলল সে। শহরে পৌঁছে দেখে শেরিফের অফিস ফাঁকা। অন্যান্য জায়গায় খোঁজ করল, কিন্তু কোথাও তাকে পেল না।

ভাহোর মঙ্গলচিন্তায় উতলা হয়ে শেষ পর্যন্ত শেরিফকে খোঁজা বাদ দিল ও, পয়েন্ট অভ রকসে ফিরে গেল। তারপর সেখান থেকে স্ল্যাশবারে চলে এল ওরা।

উঠনে প্রবেশ করে হাঁক দিল অ্যাণ্ডি, কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না। বুঝল, নেইল রাইস বাড়ি নেই। ম্যাটিতে নামল সে, ক্লান্ত


boighar.com

ভঙ্গিতে মেয়েটিও। জিন আর লাগাম খসিয়ে তিনটে ঘোড়াকেই কোরালে তুলে রাখল অ্যাণ্ডি। তারপর ভাহোকে নিয়ে বাসার দিকে এগোল। কিন্তু ভাহো হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

'অ্যাণ্ডি,' বলল ও, 'আমি খুব ক্লান্ত, তবু ইণ্ডিয়ানদের কাছে আমার ফিরে যাওয়া দরকার। ক্লিটাস আজ আসছে, আমাকে না পেলে চিন্তা করবে ভীষণ।'

'ঠিক আছে।' আবার কোরালে ফিরে যায় অ্যাণ্ডি, ছাইরঙা একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে নিয়ে আসে। ভাহো স্যাডলে চাপতেই, ওর হাত ধরে সে। 'তুমি কিন্তু চমৎকার সামলেছ সব কিছু।'

নিরুত্তর থাকে ভাহো, ওর গাল ঈষৎ আরক্ত হয়।

'দেখো,' আবার বলে অ্যাণ্ডি, 'রোডিয়োর পর একটা নাচের অনুষ্ঠান আছে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

উজ্জ্বল হলো ভাহোর চোখ। 'ওহ্, অ্যাণ্ডি! আমার সত্যি খুব ভাল লাগবে। নিশ্চয় যাবো!'

ঘনায়মান অন্ধকারে মেয়েটি যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, কেবিনের দিকে এগোল অ্যাণ্ডি। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। গুমোট হয়ে ছিল পরিবেশ, তাই খোলাই রাখল দরজা। ম্যাচ জ্বেলে ল্যাম্প ধরাল সে, ল্যাম্পটা আবার ব্র্যাকেটে রাখতে গিয়েই থমকে গেল।

কেবিনের মেঝেয় লাশ পড়ে আছে একটা। এ-লোকটাকেই সে রাসলারদের হাইডআউটে হত্যা করেছে।

কিন্তু লাশটা এল কীভাবে এখানে? এতই হতবুদ্ধি হয়ে যায় অ্যাণ্ডি যে টের পায় না উঠানে একদল ঘোড়সওয়ার প্রবেশ করল, তারপর আচমকা পেছনে একটা কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সে।

'এই যে! কী হচ্ছে এখানে?'

ঘাড় ফিরিয়ে শেরিফ বেন ওয়েলসকে আবিষ্কার করল সে, পালা করে ওকে আর মেঝেয় পড়ে থাকা লাশটা দেখছে।

‘কী হয়েছে এখানে?’ বাজখাঁই কণ্ঠে জানতে চায় আইনরক্ষাকারী অফিসার। ‘ওই লোকটা কে?’

ওয়েলসের পেছনে স্টিফেন সোলার্জ আর মাইক ম্যাকনাল্টিকে দেখা গেল। ‘একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে, বেন্!’ সোলার্জের কণ্ঠে নগ্ন উল্লাস। ‘লোকটার পিঠে গুলি করেছে।’

‘করিনি!’ উত্তপ্ত স্বরে জানায় অ্যাণ্ডি। ‘আমার দিকে বাঁ পাশ ফিরে ছিল ও, তারপর যখন গুলি করে ঘুরতে নেয়... আমার বুলেট, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ওর হাতের পেছন দিয়ে ঢুকেছে।’

‘তারপরও ওটা পিঠই,’ ঘোষণা করল সোলার্জ। ‘তা ছাড়া,’ যোগ করল সে কঠোর সুরে, ‘আমরা শুধু তোমার কাহিনি শুনছি। তুমি দাবি করছ লোকটা আগে গুলি করেছিল। অথচ ওর পিস্তল এখনও হোলস্টারেই আছে!’

‘ও এখানে খুন হয়নি!’ অ্যাণ্ডি ক্রুদ্ধ স্বরে বলল। ‘আমরা রিমের পেছন দিয়ে আসছিলাম যখন লোকটা ভাহো রেইনিকে আক্রমণ করে। আমি সাহায্য করতে ছুটে গেলাম, ও ড্র করেই গুলি ছুঁড়ল এবং মিস্ করল। কিন্তু আমার বুলেট লক্ষ্যভেদ করেছে।’

লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল শেরিফ ওয়েলস। পিস্তলটা বার করে পরখ করে সে, তারপর গম্ভীর মুখে তাকায় ওপর পানে।

‘এটা পুরোপুরি লোডেড,’ বলল সে, ‘একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি।’

‘কী?’ অ্যাণ্ডি থ। ‘অসম্ভব। ও...’ কাঁধ ঝাঁকাল সে। ‘তারমানে যারা ওকে নিয়ে এসেছে এখানে, পিস্তলটা তারাই বদলে দিয়েছে।’

ধূসর গোঁফে পাক দিল ওয়েলস। মনে মনে অ্যাণ্ডি

boighar.com

ও'ব্রায়ানকে সে যতটা ভালবাসে, ঠিক ততখানি অপছন্দ করে সোলার্জকে। কিন্তু এ-কাহিনিতে যুক্তির লেশমাত্র নেই।

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ,' জিজ্ঞেস করে সে, 'এই লোকটাকে তুমি পাহাড়ের ওপাশে হত্যা করেছ? এবং লাশটা পরে কেউ এখানে ফেলে গেছে তোমাকে ফাঁসাবার জন্যে?'

'ঠিক তাই!' অ্যাণ্ডি জবাব দিল দ্বিধাহীন। 'এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এর।'

সোলার্জ হাসল। 'খাসা গপ্পো ফেঁদেছে, বেন। তবে কিনা তোমার বুদ্ধিকে বড্ড খাটো করে দেখেছে।'

'তোমাকে শহরে আসতে হবে, বাছা,' কঠিন শোনায় ওয়েলসের গলা। 'ঘটনাটার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

'কিন্তু তুমি আমাকে হাজতে ভরতে পারো না,' অ্যাণ্ডির কণ্ঠে অনুনয়। 'একবার ভেবে দেখো, সকালেই রোডিয়ো।'

'সেটা ভাবা উচিত ছিল,' ফোড়ন কাটে সোলার্জ, 'লোকটাকে খুন করার আগে। যাক গে, ওটা কোনও অজুহাত নয়। তোমার রোপিং হর্স খোঁড়া হয়ে গেছে, এমনিতেও তুমি প্রতিযোগিতায় নামতে পারছ না।'

সিলভারসাইডের কথা বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নেয় অ্যাণ্ডি। তাকে যদি হাজতে বাস করতেই হয়, এবং এদিকে পাহারায় কেউ না থাকে, ঘোড়াটা চুরি যাবার আশঙ্কা আছে।

'এই লোকটাকে আমি চিনি,' আচমকা বলল ম্যাকনাল্টি। 'ওর নাম জেক লিনার, রোলিং আউটফিটের সদস্য ছিল।'

'কিছু আসে যায় না,' দ্ব্যর্থহীন স্বরে জানাল ওয়েলস। 'লোকটাকে পিঠে গুলি করা হয়েছে। এবং ওর বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই, সেটা ও যে আউটফিটেরই লোক হয়ে থাক না কেন। প্রমাণ ছাড়া আইন কাউকে অপরাধী বলতে পারে না।'

'আমার কথাটা শোনো আগে,' প্রতিবাদ করে ওঠে অ্যাণ্ডি।

'আমার একজন সাক্ষী আছে। ভাহো রেইনি পুরো ঘটনাটাই দেখেছে। সে জানে কী ঘটেছিল।'

'ভাহো রেইনি?' ওয়েলস বিস্মিত। 'অ্যাণ্ডি, তুমি কী বলছ আবোলতাবোল? মেয়েটা যদি তোমার সঙ্গেই ছিল তা হলে এখন সে কোথায়? তুমি ভাল করেই জানো, এরকম কোনও মেয়ে নেই এ-তল্লাটে, আর যদি থাকেও তাকে কেউ দেখেনি আজতক। তুমি কেবল কথা বানাচ্ছ একের পর এক। সত্যিটা বলো আমাদের, চেষ্টা করে দেখব আমি কিছু করা যায় কি না তোমার জন্যে।'

'যা সত্যি তাই বলেছি!' অ্যাণ্ডি জেদি স্বরে বলল। 'ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করো, নইলে না করো।'

'তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, অ্যাণ্ডি,' ওয়েলস বলল। 'মাইক, ওর ঘোড়াটা নিয়ে এসো—জলদি।'

ভুরু কুঁচকে চকিতে শোবার ঘরের দরজার দিকে তাকাল স্টিফেন সোলার্জ। পুরনো কেবিনেটটার কথা ভাবে সে। এখন যেহেতু গ্রেফতার হয়েছে অ্যাণ্ডি, বাসাটা খালিই থাকবে। বার কয়েক এখানে ঢোকার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু একটিবারের জন্যেও অ্যাণ্ডিকে সরাবার উপায় বের করতে পারেনি। কিন্তু এবার খুনের দায়ে ফেঁসে যাওয়ায় বাছাধন আর ফিরতে পারছে না, রোডিয়োতেও তার যোগ দেয়া হচ্ছে না...

# ছয়

সবাই গম্ভীর, নীরবে ওরা আরাগঁ-র ট্রেইল ধরে যাচ্ছে। বিষণ্ন


boighar.com

অ্যাণ্ডি ভাবছে, এটাই তার একমাত্র ভরসা ছিল। এখন আর কোনও আশা নেই। রোডিয়োই ছিল শেষ অবলম্বন। ওই টাকাটা পেলে, যদিও সুসানকে হারিয়েছে, বাথানের দেনাটা সে শোধ করতে পারত।

সুসানের কথা মনে হতেই অ্যাণ্ডির খেয়াল হয়, গত ক'দিনে সে একবারও ওর কথা ভাবেনি। প্রথম যখন সুসানকে দেখে সে, বছর কয়েক আগে, তখন থেকে নিয়ত ওকে সে স্বপ্ন দেখেছে। সুসান আদর্শ নারী, এ-তল্লাটের সেরা রূপসী, ফলে স্বাভাবিকভাবেই ওর সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ওই মেয়ে। তারপর যখন ওদের বাগদান সম্পন্ন হলো, প্রথমে ব্যাপারটা ওর বিশ্বাসই হতে চায়নি।

তবু যতই ওদের দেখাসাক্ষাৎ বেড়েছে, ওকে জানবার সুযোগ ঘটেছে তার, ততই মেয়েটি সম্পর্কে সংশয় জেগেছে মনে। এটা তো ঠিক, সৌন্দর্য ছাড়াও আরও বহু বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন হয় রমণীর, তার এরকম ভাবা অন্যায় হচ্ছে এটা বোঝাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, অ্যাণ্ডির মনে হয়েছে সুসানের মধ্যে সেসব বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে। তবু সুসান বাগদান ভেঙে দেবার আগে পর্যন্ত তার আনুগত্যবোধ তাকে এসব ছোটখাট ব্যাপার বিশ্বাস করতে দেয়নি। তাই, বাগদান ভেঙে যাবার পর যেখানে আঘাত পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, সেখানে বিস্মিত সে মুক্তি আর স্বস্তির আস্বাদ পেয়েছে।

শহরে কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই অ্যাণ্ডিকে আটকে রাখা হলো হাজতে। ও যখন হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে গেল ঘুম থেকে, সকালের সূর্য তখন জানালা ভেদ করে কারাকক্ষের ওপাশের দেয়ালে জাফরি কাটছে। মুহূর্তখানেক নিঃসাড়ে অ্যাণ্ডি পড়ে রইল, তারপর মনে পড়ে গেল সব, এবং বুকে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল। এত পরিকল্পনা... এত কষ্টের পর, ঠিক রোডিয়ো অনুষ্ঠানের দিনেই সে কিনা হাজতবাস করছে!

ধীরে ধীরে উঠে বসে অ্যাণ্ডি, কাপড়চোপড় ঠিক করে নিয়ে বালতিতে রেখে যাওয়া ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে মুখ ধোয়। তারপর গরাদ-বসানো জানালা দিয়ে বিষণ্ন চোখে জনাকীর্ণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরই মধ্যে সারি সারি ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে হিচিং রেইলগুলোয়, বেশ কয়েকটা বাকবোর্ড আর স্প্রিং ওয়াগন দেখা যাচ্ছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাস্তাঘাট মানুষ আর যানবাহনে গিজগিজ করবে। এখন মনে হচ্ছে স্টকম্যান-স্ শো আর রোডিয়ো আয়োজনকারীরা ঠিকই অনুমান করেছিল: এবার অনুষ্ঠান দেখতে আড়াই থেকে তিন হাজার লোক সমাগম হবে।

অস্থির সে অবিরাম পায়চারি করে মেঝেয়, নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দেয় আর পালা করে জানালার বাইরে তাকায় আর বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে সেকেণ্ড গড়িয়ে মিনিট হয়, মিনিট থেকে ঘণ্টা। ব্যাণ্ডের আওয়াজ আর রোডিয়োর উদ্বোধনী আকর্ষণ প্যারেডের প্রস্তুতি নেয়ার হৃইচই শুনতে পায় অ্যাণ্ডি। তারপর অকস্মাৎ শেরিফ বেন ওয়েলস এসে দাঁড়ায় ওর কারাকক্ষের দরজায়।

'অ্যাণ্ডি, প্রতিযোগিতায় নামতে আমি যদি তোমাকে ছেড়ে দিই, তুমি পালাবে না তো?' গোঁফে তা দেয় ওয়েলস। 'বাছা, তোমাকে আমি জানি, তুমি কারও পিঠে গুলি করবে না এ-বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু তোমার কথা ধোপে টিকছে না। যাই হোক, এখন আমি একটা সূত্র পেয়েছি যেটায় হয়তো উপকার হবে তোমার। বোধহয় আমাদেরই ভুল হচ্ছিল, তাই আপাতত তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

আনন্দে চিৎকার করে ওঠে অ্যাণ্ডি, খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এসে শেরিফের হাত আঁকড়ে ধরে তাকে ধন্যবাদ জানাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু ওয়েলস মাথা নাড়াল।

'ধন্যবাদ যদি কারও পাওনা হয়—সে এই মহিলার।'

অ্যাণ্ডি দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাহো রেইনির মুখোমুখি হলো।

boighar.com

'তুমি? এখানে?'

'তুমি নাচের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ভুলে গেলে এরই মধ্যে?' উচ্ছল হাসল ভাহো। 'যখন শুনলাম তুমি হাজতে, স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে ছাড়ানো আমার দায়িত্ব হয়ে পড়ল। হাজতে আছে এমন কারও সঙ্গে তো আর একটা মেয়ে নাচতে যেতে পারে না। পারে, শেরিফ?'

মাথা নাড়াল বেন ওয়েলস, তার চোখে কৌতুক। 'বাছা,' গমগম করে উঠল বুড়োর গলা, 'আমি জানি না কোথায় তুমি ওকে পেয়েছ বা কী চোখে দেখছ এটা, কিন্তু এটা ঠিক এ-মেয়ের তুলনা হয় না। তোমার জায়গায় আমি থাকলে—ঝুলে পড়তাম।'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল ভাহো, তবে ওর চোখ উজ্জ্বল হলো। এখনও ডেনিম আর নীল শার্টখানাই পরে আছে, কিন্তু আজ সকালে ওকে আরও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। ভাহোর হাত মুঠোয় ধরে আলতো চাপ দিল অ্যাণ্ডি।

'আচ্ছা, তুমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করলে কীভাবে?' বিস্ময় প্রকাশ করল সে।

'পরে শুনবে। এখন ঝটপট মাঠে যেতে হবে আমাদের। সিলভারসাইডকে নিয়ে এসেছি, অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। আমরা ওর গা কম্বল দিয়ে ঢেকে রেখেছি যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

অ্যাণ্ডি দেখল ভাহো সবকিছুই ভেবে রেখেছে। রোডিয়োতে পরবে বলে ও যে-সমস্ত পোশাক-আশাক কিনেছিল, মাইক ম্যাকনাল্টি নিয়ে এসেছে সেগুলো। গোসল সেরে অল্পক্ষণের ভিতর জামা-কাপড় বদলে নিল ও। ঘুঘু-রঙা শার্ট আর ট্রাউজার পরে বেরিয়ে এল। মাথায় সাদা হ্যাট, গলায় কালো রুমাল। শার্ট আর প্যান্টের পকেটে কালো জরির বর্ডার। কোমরে জোড়া হোলস্টার, দুটোই নতুন, পিস্তলের বাঁট কালো এবং চকচকে।

পায়ে হাঁটু-সমান বুট।

ভাহোর চোখ বড় হয়ে গেল। 'অ্যাণ্ডি!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দারুণ লাগছে তোমাকে!'

অ্যাণ্ডির মুখে ছলকে উঠল রক্ত। 'আমাকে?' বিষম খেল সে। তারপর মাইক ম্যাকনাল্টি আর পিটার চেম্বারলেন যখন ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে, ওর চেহারা আরও লাল হয়ে গেল।

ঝটপট, সিলভারসাইডের কাছে গেল সে, ঘোড়ার পিঠ থেকে কম্বলটা সরিয়ে ফেলল। খানিকক্ষণ দলাইমলাই করল ওকে, তারপর ওর জন্যে নির্ধারিত যে স্টল সেখানে নিয়ে এল জানোয়ারটাকে।

'ওর কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না কাউকে,' বাথান কর্মীদের হুঁশিয়ার করল অ্যাণ্ডি। 'ভীষণ চালু ঘোড়া, এত যে আমারই ভয় হচ্ছে।'

ভাহোর পাশাপাশি, অ্যারেনা অভিমুখে এগোল অ্যাণ্ডি। গ্যালারিতে তিলধারণের জায়গা নেই। গেট পেরিয়ে শ্যুটের দিকে পা বাড়াতেই প্রথমে যার দেখা পেল ও—সে হচ্ছে স্টিফেন সোলার্জ। এবং তার সঙ্গে সুসান ওয়াইজম্যান।

স্টিফেন ভ্রূকুটি করল। 'তুমি বাইরে কী করছ?'

সুসান প্রথমেই দেখতে পেয়েছিল ভাহোকে, মুচকি হেসে ওর মলিন বেশভূষার ওপর দ্রুত নজর বোলাল সে।

'আমি প্রতিযোগিতায় নামছি, স্টিফেন,' অ্যাণ্ডি জানাল। 'জিততে হলে আমাকে তোমার হারাতেই হচ্ছে।'

'ঘোড়া পেলে কোথায়?' স্টিফেন সন্দিগ্ধ জানতে চাইল।

'জোগাড় করেছি একটা।' সুসানের দিকে সরে গেল অ্যাণ্ডির চোখ। অকস্মাৎ অনুভব করে সে, এখন আর মেয়েটির ওপর ওর কোনও রাগ বা বিরক্তি নেই। 'সুসান,' সকৌতুকে বলল অ্যাণ্ডি, 'এর নাম ভাহো রেইনি। আর মিস রেইনি, তোমার সামনে এরা দুজন হচ্ছে মিস ওয়াইজম্যান আর স্টিফেন সোলার্জ।'


boighar.com

'ওঃ!' চেঁচিয়ে উঠল সুসান। 'তুমিই তা হলে সেই ইণ্ডিয়ান মেয়ে? নাকি শ্বেতাঙ্গ কিন্তু থাক ইণ্ডিয়ান কুটিরে? কোন্‌টা ঠিক মনে পড়ছে না।'

'হ্যাঁ, আমিই সে,' ভাহো বলল সহজ ভাবে। আর ওর ঠোঁটে স্মিত হাসি দেখে অ্যাণ্ডির গালে চওড়া ভাঁজ পড়ল। ভাহোকে রক্ষা করবার প্রয়োজন নেই, বুঝল সে। সুসানের কণ্ঠে অবজ্ঞা আর অসূয়া স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল, কিন্তু ভাহো সবই ফিরিয়ে দিল। 'আর এখানে এসে ভালও লাগছে।'

'লাগতেই হবে,' পালটা বলল সুসান। 'আমি শুনেছি ইণ্ডিয়ানরা ভীষণ নোংরা থাকে, কিছু সময়ের জন্যে পরিবেশ বদলাতে পারলে কার না ভাল লাগে!'

'যে-কোনও পরিবেশ বদলই আনন্দের,' ভাহো শান্ত জবাব দেয়। 'তোমারও একবার পরখ করে দেখা উচিত, নাকি'—সহসা ধারালো হয়ে উঠে ওর কণ্ঠস্বর—'চিরদিন তুমি শহরের মেয়ে হয়েই জীবন কাটাতে চাও?'

সুসান, ওর মুখ তখন ক্রোধে সাদা, কোনও জবাব দিতে পারার আগেই, ভাহো অ্যাণ্ডির বাহু ধরল।

'আমরা কি এবার যাব, ডিয়ার?' মিষ্টি হেসে সে বলল।

ওরা যখন চলে গেল, সুসান তার ভাষা খুঁজে পায়। 'শহুরে মেয়ে!' ফুঁসে উঠল সে। 'ওই ইণ্ডিয়ান ছুকরির এত সাহস! আমি ওর...'

'ভুলে যাও!' স্টিফেন বলল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে। 'ও আসলে বুঝিয়েছে তুমি শহরের মেয়ে।'

'আমি জানি কী বুঝিয়েছে!' সুসান ঝামটা মারল।

স্টিফেন সোলার্জ শুনছে না কিছু। জুতোর ডগার দিকে তাকিয়ে আনমনে ভাবছে সে। তার এত কূটকৌশল সত্ত্বেও, অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান আজ রোডিয়োতে অংশ নিচ্ছে। ওয়েলস যখন ছেড়ে দিয়েছে, নিশ্চয়ই কাজটা করার মত যথেষ্ট প্রমাণ আছে

তার হাতে।

শুধু ভাহোর একার সাক্ষ্যেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে? সম্ভাবনাটা মনে মনে খতিয়ে বিচার করে সে। সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ানের চোখে সে উল্লাস দেখেছে। জাহান্নামে যাক, কিছু আসে যায় না অ্যাণ্ডির, কোনও রোপিং হর্স নেই—তার পরাজয়ের জন্যে এই একটা কারণই যথেষ্ট। ব্রঙ্ক রাইডিঙেও জিততে পারবে না সে। তবু, সোলার্জ স্বস্তি পায় না মনে। কোথাও একটা গোলমাল আছে, মারাত্মক গোলমাল—যা তার পতন ডেকে আনতে পারে।

শ্যুটে পৌঁছে, অ্যাণ্ডিকে বলে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হলো ভাহো রেইনি। ঘোড়সওয়ারেরা অ্যারেনার চারপাশে প্যারেডের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ম্যাকনাল্টি নিয়ে এল সিলভারসাইডকে, জিন চাপানো হয়েছে, তবে কম্বলটা পিঠের ওপরেই আছে এখনও। অপেক্ষা করে অ্যাণ্ডি। তার পাশেই ভাহোর পালোমিনোটা দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাণ্ডে সঙ্গীত শুরু হলো। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। মাথা উঁচু করল সিলভারসাইড, প্যারেড আর সাফল্যের স্মৃতি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীবা বাঁকাল ঘোড়াটা, জ্বলজ্বল করছে চোখ, নাকের পাটা স্ফীত। অ্যাণ্ডি দাঁড়াল ওর পাশে গিয়ে।

'হ্যাঁ, বেটা, ঠিক বুঝতে পেরেছিস! আমার হয়ে দেখিয়ে দে ওদের, যেমনটা দেখাতিস বাকের জন্যে।' মাথা ঝাঁকাল ঘোড়াটা, যেন সম্মতি জানাচ্ছে।

হঠাৎ সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল মাইক। 'বস!' ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলল সে। 'দেখো!'

ম্যাকনাল্টির কণ্ঠস্বরে সচকিত অ্যাণ্ডি ঘাড় ফেরাল এবং ওর চোয়াল ঝুলে পড়ল। ওর সামনে, গাঢ় সবুজ আর রুপালি আঁটসাঁট রাইডিং ড্রেসে ভাহো রেইনি দাঁড়িয়ে।

এত সুন্দর আর কখনও লাগেনি ওকে, তন্বী শ্যামলা মেয়েটা

boighar.com

সগর্বে তাকাল অ্যাণ্ডির চোখে—সগর্বে কিন্তু ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে—প্রেমিকের চোখে সে প্রশংসা খুঁজল। এবং তা দেখতেও পেল। সবার চোখেই আছে, যারা মাইকের চিৎকারে তাকিয়েছে এদিকে।

সুসান ওয়াইজম্যানকে অ্যাণ্ডির কখনোই ভাহোর মত এত অপরূপা মনে হয়নি। আজকে গর্বিত প্রাণোচ্ছল শ্যামলা এক সৌন্দর্যের সামনে সুসানের পাণ্ডুর সোনালি রূপকে ম্লান দেখাচ্ছে।

'আমাকে মানিয়েছে তো?' ভাহোর কণ্ঠে দুষ্টুমি। 'রোডিয়োর জন্যে আগেই বানিয়ে রেখেছিলাম কাপড়টা। আমি জানতাম, যেভাবেই হোক, প্রতিযোগিতায় তুমি নামবে। এবং চেয়েছিলাম আমাকে নিয়ে তুমি যেন গর্ব করতে পারো।'

'গর্ব?' অ্যাণ্ডি আত্মহারা। 'হানি, আমার মনে হচ্ছে বুঝি কোনও বনদেবী মায়ার কাঠি ছুঁয়ে তোমাকে রানি বানিয়ে দিয়েছে। দাঁড়াও, জনতাকে দেখতে দাও তোমায়।'

'তুমি চাও না,' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ভাহো, 'সুসান ওয়াইজম্যান দেখুক আমাকে?' ওর চোখ নাচছে কৌতুকে।

অ্যাণ্ডি আকর্ণ হাসে। 'আলবৎ চাই।'

সিলভারসাইডের গা থেকে ম্যাকনাল্টি এক ঝটকায় কম্বল সরিয়ে নিল, আর অ্যাণ্ডি পালোমিনোর স্যাডলে ভাহোকে তুলে দিয়ে নিজেও চড়ে বসল ঘোড়ায়।

রোডিয়ো বস্ ডিক ওয়েভারের সঙ্গে শেরিফ ওয়েলস হাজির হলো ওখানে। মাঝপথে থমকে দাঁড়াল ওয়েভার।

'অ্যাই!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওটা সিলভারসাইড না?'

দক্ষিণ-পশ্চিমের বিখ্যাত রোডিয়ো হর্সের জাদুকরী নাম শুনে ঝটিতে এদিকে নজর ফেরাল মানুষ। চিৎকার শোনা গেল, কেউ কেউ দৌড়ে এল। ঘোড়ার আশপাশে ভিড় জমাল ওরা, দেখতে লাগল অবাক চোখে।

'হ্যাঁ, সিলভারসাইডই,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল অ্যাণ্ডি।

তারপর আর একবার বেজে উঠল ব্যাণ্ড, প্যারেড শুরু হলো।

ভেলকির মত নামটা যেন ছড়িয়ে পড়ল অ্যারেনায়, ফলে প্রতিযোগীরা যখন ঢুকল মাঠে সব চোখ ঘুরে গেল কিংবদন্তির নায়ককে দেখতে। ওরা সিলভারসাইডের সওয়ারীকেও দেখল, স্যাডলে বসে আছে বুক চিতিয়ে, এবং তার পাশের পালোমিনোয় বসা সবুজ-সাদা রাইডিং ড্রেস পরনে মেয়েটিকে।

লোকজনের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে স্যাডলে ঘুরে বসল সুসান ওয়াইজম্যান—সোলার্জের পাশে রয়েছে ও—এবং তার মুখের হাসি বরফ হয়ে গেল। মনে মনে নিজের কাছেই হার মানল সে। অ্যাণ্ডির সঙ্গিনীর তুলানায় তাকেই এখন মলিন এবং তুচ্ছ দেখাচ্ছে।

স্টিফেন সোলার্জ ঠিকই শুনতে পেয়েছে সিলভারসাইডের নাম, কিন্তু সে ফিরে তাকায় না। ঢিবঢিব করে তার বুক... ঠোঁট শক্ত হয়ে যায়। যেভাবেই হোক এ-রোডিয়ো তাকে জিততে হবে। এখানে তার সম্মান জড়িত।

দর্শকদের সবাই বুঝতে পারছে সামনে কী নাটকীয়তা আর উত্তেজনা অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। ছোট্ট শহরে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল সরস আলোচনা। সুসান ওয়াইজম্যানের বাগদান ভেঙে দেয়ার কথা যেমন জানে, তেমনি স্টিফেন সোলার্জের সঙ্গে অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ানের বিবাদের কথাও কারও অজানা নয়।

পাহাড়ের রহস্যময় সেই মেয়েটি, যার কথা এতদিন ওরা শুনেইছে কেবল কিন্তু দেখেনি, আজ তাদের চোখের সামনে অ্যাণ্ডির সঙ্গে প্যারেড করছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, সবাই যখন ভেবেছে কাব খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় অ্যাণ্ডি রোডিয়োতে নামতে পারবে না, তখন শেষ মুহূর্তে সে যোগ দিয়েছে এসে,

boighar.com

হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে। এবং তার রোপিং হর্স যে-সে ঘোড়া নয়, এ-প্রজন্মের সেরা—সিলভারসাইড।

অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান সতর্কভাবে অপেক্ষা করে শ্যুটের পাশে। আজকের অনুষ্ঠানে দক্ষ কয়েকজন প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছে। তবু, সে জানে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে স্টিফেন সোলার্জ।

আগে কখনও এ-রকম বিশাল জনতার সামনে অ্যাণ্ডি আসেনি। কৈশোর থেকে ঘোড়ায় চড়ছে সে, বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাট দু-চারটে রোডিয়োতে অংশও নিয়েছে, বুনো ঘোড়া পোষ মানাবার অভিজ্ঞতা আছে। কিছুটা নিছক আনন্দে এবং টাকার জন্যেই এতদিন করেছে এসব। কিন্তু সোলার্জ যে-অর্থে পেশাদার কোনোভাবেই ওকে তেমন বলা যাবে না।

অন্যদিকে, স্টিফেন সোলার্জ এ-লাইনে অনেকদিন। বহু প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, পুরস্কারও পেয়েছে প্রচুর। রোডিয়োর সেরা চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিজ্ঞতা তার আছে।

আজকের প্রথম ইভেন্টে, কাফ রোপিং বাছাই পর্বে, অ্যাণ্ডি এমন এক ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছে যেটা তার সম্পূর্ণ অচেনা। তিক্ততা নিয়ে ধূলিধূসর অ্যারেনার পানে, যেখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে লড়াই শুরু হবে; তাকায় ও... এবং এই প্রথম উপলব্ধি কী অসম্ভবের খেলায় সে নেমেছে।

পাগলা ঘোড়ার দাপাদাপি কিংবা খ্যাপা ষাঁড়ের হিংস্রতা... এসব ওর অজানা নয়। জীবনে বহু লোককে মরতে দেখেছে অ্যারেনায়, দেখেছে কীভাবে বুনো ঘোড়ার খুরের আঘাতে পঙ্গু হয়ে যায় মানুষ। কিন্তু অ্যাণ্ডির জন্যে আজকের খেলাটা তার জীবনের চেয়েও বড় কিছু। সোলার্জের সঙ্গে তার পুরনো স্মৃতি ঘেঁটে এখন অ্যাণ্ডি বুঝতে পারে, লোকটা আসলেই ক্ষিপ্র ও দক্ষ। সন্দেহ নেই, তার সেই দক্ষতা ইতিমধ্যে আরও বেড়েছে।

'আমি একটা বোকা,' নিজেকে বলে ও'ব্রায়ান। 'অযথা জেদ

করছি। এসব লোকের সঙ্গে লড়বার যোগ্যতা আমার নেই।'

প্যারেড শেষে, উদাস অ্যাণ্ডি শ্যুট থেকে প্রথম কাউবয়কে ছিটকে বেরিয়ে আসতে দেখে। ওর নাম গাস পেট্রো, শেইয়েন থেকে আগত গ্রিক রাইডার। আকস্মিক ঔৎসুক্যে সন্দেহ মিলিয়ে গেল, ধুলো থিতিয়ে আসতে দেখল অ্যাণ্ডি, সময় শুনল। স্মিত হাসল ও। এর চেয়ে অল্প-সময়ে কাজ সারতে পারবে সে।

তবু, আনুষ্ঠানিকভাবে যখন ওর নাম ঘোষিত হলো, এবং গোটা অ্যারেনায় সেই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে শুনল, ধড়াস করে উঠল অ্যাণ্ডির বুক।

'সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, এবার আসছে স্ল্যাশবারের অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান, সর্বকালের সেরা রোপিং হর্স—সিলভারসাইডে চড়ে!'

আচমকা পিছলে সামনে ছুটল বাছুরটা, সিলভারসাইড লাফিয়ে আগে বাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাণ্ডি অনুধাবন করল, এই ঘোড়া সম্বন্ধে এতকাল যেসব কথা শুনে এসেছে তা আসলে অনেক কমিয়ে বলা। বিদ্যুৎগতিতে বাছুরটাকে তাড়া করল সিলভারসাইড। জ্যা মুক্ত তীরের মত হুস্ করে ছুটে গেল অ্যাণ্ডির দড়ি এবং, প্রায় একই নিঃশ্বাসে, মাটিতে নেমে পড়ল অ্যাণ্ডি, বাছুরটাকে আছড়ে ফেলে ওর পা বেঁধে, লাফিয়ে সরে দাঁড়াল।

'সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ!' ওয়েভারের ভরাট কণ্ঠস্বরে গমগম করে ওঠে অ্যারেনা। 'কাঁটায় কাঁটায় এগারো সেকেণ্ড!'

স্টিফেন সোলার্জের চোখ সরু হলো। কঠিন পাল্লা, তবে দু'বার সে এই সময়ের ভিতর রোপিং সম্পন্ন করেছে। শ্যুট থেকে বাছুর বেরিয়ে আসতেই সবেগে তাড়া করল ও। দড়ি ছুঁড়ে মাটিতে পেড়ে ফেলল বাছুরটাকে, বাঁধা শেষ করল।

'এগারো দশমিক পাঁচ-এক সেকেণ্ড!' ওয়েভার হাঁকল।

চাপা স্বরে খিস্তি করল সোলার্জ, ওর চোখে বিরক্তি। এক ঝটকায় ঘোড়ার মাথা ঘুরিয়ে নিল সে, নিজের জায়গায় ফিরে

boighar.com

গেল। এটা সবে বাছাই পর্ব, চূড়ান্ত পরীক্ষার এখনও বাকি আছে। কিন্তু সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান কখনও তাকে পরাস্ত করবে, পাঁচের এক সেকেণ্ড সময়ের ব্যবধানে হলেও। পরাজয়ের স্বাদ তার কাছে তিতকুটে ঠেকে।

খানিকক্ষণের জন্যে বিরতি হলো প্রতিযোগিতায়। ব্যাণ্ডের তালে তালে এবার একদল ক্লাউন প্রবেশ করল অ্যারেনায়, নেচে-কুঁদে নানাভাবে তারা প্রয়াস পেল দর্শকদের মনোরঞ্জনের। আর প্রতিযোগীরা এই ফাঁকে পা বাড়াল অফিসঘরের উদ্দেশে। পরের ইভেণ্ট ব্রঙ্ক রাইডিঙে কার ভাগে কোন্ ঘোড়া পড়বে লটারির মাধ্যমে স্থির হবে সেটা।

অ্যাণ্ডির জন্যে নির্ধারিত স্থান পাঁচ নম্বর শ্যুটের কাছে অপেক্ষা করছিল ভাহো। অ্যাণ্ডি দেখল ওর ভাগ্যে পড়েছে ডেভিল মে-কেয়ার নামের একটা বজ্জাত ঘোড়া। গত বছরে বাইশবারের চেষ্টায় মাত্র দুবার ওর পিঠে চড়তে পেরেছে কেউ। স্টিফেন সোলার্জের ঘোড়াটাও সমান বেয়াড়া। নাম ফায়ারফ্লাই।

'চমৎকার দেখিয়েছ তুমি!' অ্যাণ্ডি আসতেই উচ্ছ্বসিত বলল ভাহো। 'এত দ্রুত আর কাউকে আজ পর্যন্ত আমি ছুটতে দেখিনি।'

হাসল অ্যাণ্ডি। 'কিন্তু, হানি, আরও ভাল করতে হবে আমাকে,' আন্তরিক ভাবে সে বলল। 'স্টিফেন সোলার্জ অল্পের জন্যে হেরে গেছে—পরের বার নিশ্চয় মরণকামড় দেবে।'

'তুমি পারবে!' ভাহো আত্মবিশ্বাসী। 'আমি জানি।'

'কী জানি,' বলল অ্যাণ্ডি। 'তবে যদি পারি, সেটা ওই ঘোড়ার কৃপায়। পরেরবার ওকে আরেকটু ভাল বুঝব আমি। শুধু তখন আমার ভাগে চালু একটা বাছুর পড়লেই হয়।'

'এ-ইভেণ্টে কী করবে?' ভাহোর কণ্ঠে উদ্বেগ। 'তোমার ঘোড়াটা ভীষণ বজ্জাত।'

'ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম আমি। শান্ত ঘোড়া দিয়ে

রোডিয়ো জয় করা যায় না। যত বজ্জাতি করবে ততই পয়েন্ট, যদি টিকে থাকতে পারো পিঠে।'

ফায়ারফ্লাই-র পিঠে চেপে স্টিফেন সোলার্জ সবার আগে বেরিয়ে এল শ্যুট থেকে। ঘোড়া তো নয় যেন আস্ত শয়তান। আচমকা শ্যুট ত্যাগ করল ওটা এবং ঝড়ের বেগে ধেয়ে গেল সামনে, তারপর বিদ্যুৎগতিতে অ্যারেনার এমাথা-ওমাথা তিনবার ছোটাছুটি করে হঠাৎ সামনের দুই পা তুলে দিল আকাশ পানে। সোলার্জ, যা করে বরাবর, বিশাল ঘোড়াটার দুই পাঁজর ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল স্পারের অবিরাম গুঁতোয়। অবশেষে যখন হার মানল ফায়ারফ্লাই, তখনও সে স্যাডলেই রইল, রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে গেল নিজের জায়গায়, পথে হাত তুলে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিল।

ধুলোর ভিতর দিয়ে সামনে তাকায় অ্যাণ্ডি, জিভ নেড়ে শুকনো ঠোঁট ভেজায়। শ্যুটের বেড়ায় উঠে ভিতরে আটকানো পাগলা সোরেল, ডেভিল মে-কেয়ারের দিকে তাকাল ও। কাছেই দাঁড়িয়েছিল শেরিফ বেন ওয়েলস, ও'ব্রায়ানের উদ্দেশ্যে সে পলক তুলল।

'সাবধান, বাছা। ওই ঘোড়াটা পয়লা নম্বরের বদমাশ। যখন নামবে, ওর পিঠ থেকে, ভুলেও পেছন ফিরো না—তা হলে কিন্তু খতম হয়ে যাবে।'

ঘাড় কাত করল অ্যাণ্ডি, আড়ষ্ট মুখে সন্তর্পণে নেমে গেল স্যাডলে, রেকাবে পা রাখল। শক্ত হাতে লাগাম চেপে ধরল সে, তারপর হঠাৎ ওয়েভারের বাজখাঁই গলা শুনতে পেল আবার।

'বন্ধুগণ, আসছে! পাঁচ নম্বর শ্যুট থেকে! বিষাক্ত বোমা ডেভিল মে-কেয়ারের পিঠে চড়ে—অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান!'

ঘাড়ের পেছনে টুপিটাকে ঠেলে দিয়ে অ্যাণ্ডি চেঁচিয়ে উঠল, 'খুলে দাও!'

খুলে গেল দরজা, খুরের আওয়াজ তুলে চোখ-ধাঁধানো

boighar.com

গতিতে অ্যারেনায় বেরিয়ে এল ডেভিল মে কেয়ার। ঘোড়ার প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেঁকেচুরে যায় অ্যাণ্ডির একহারা শরীর, মুহূর্তের জন্যে দর্শকদের মুখ আবছা দেখতে পায় সে, তারপর গলদা ফড়িঙের মত অনবরত লাফাতে শুরু করে মে কেয়ার।

বেয়াড়া সোরেলটা জাত লড়াকু, জানে কেন এখানে তার আসা। স্যাডল থেকে উটকো ঝামেলাটাকে ঝেড়ে ফেলতে যাচ্ছে সে। ঘাড় গোঁজ করল ডেভিল, পেছনের দু'পায়ে মেঘ ওড়াল ধুলোর, তারপর চার পায়ে তিড়িং তিড়িং নাচতে লাগল। দ্রুত অ্যারেনার এমাথা-ওমাথা করল সে, আর অ্যাণ্ডি ওর পাঁজরে অনবরত স্পারের খোঁচা মেরে নিজের পয়েন্ট বাড়িয়ে চলল।

অকস্মাৎ, খেলা শেষ হবার এক সেকেণ্ড আগে, অ্যারেনার উত্তর দেয়াল বরাবর ধেয়ে গেল সোরেলটা, এভাবে বাঁক নিল পাঁই করে যেন সওয়ারিকে পিষে ফেলতে চাইছে দেয়ালের গায়ে। রুদ্ধশ্বাসে অ্যাণ্ডি দেখল দেয়ালের ইঞ্চি খানেক দূর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে ঘোড়াটা। রেকাবে শক্ত করে পা আটকে রাখল ও, প্রাণপণে ঘুরিয়ে নিল সোরেলের মুখ, আর ঠিক তখুনি শেষ বাঁশি বাজল। কিন্তু মে-কেয়ারের লম্ফঝম্ফ থামল না।

ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গেল রাইডাররা, আর অ্যাণ্ডি এক ঝটকায় পা তুলে নিল স্যাডল থেকে, সোরেলের চার পা মাটি স্পর্শ করতেই নেমে পড়ল। ঝটিতি ঘুরেই দাঁত বার করে অ্যাণ্ডিকে কামড়াতে এল ডেভিল, কিন্তু অ্যারেনার লোকজন ওটার লাগাম ধরে ফেলল, খ্যাপা ঘোড়াটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল মাঠের বাইরে। অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান যখন পাঁচ নম্বর শ্যুটে ফিরে এল দর্শকরা তখনও গগনবিদারী চিৎকার করছে।

ওয়েলস একগাল হাসল ওর উদ্দেশে। 'বাছা, ওই ঘোড়া নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে ছিল,' বলল সে। 'তোমাকে ওভাবে কামড়াতে যাওয়ায় দর্শকরা মজা পেয়েছে, এবং আমার বিশ্বাস

বিচারকরাও। এতে বোঝা গেছে তুমি ওর বাঁদরামির উচিত শিক্ষা দিয়েছে।'

'ঘোড়াটা যদি আমার ভালই চাইবে,' অ্যাণ্ডি আকর্ণ হাসল, 'তা হলে বোধহয় এখন থেকে ওর সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব করতে হবে।'

থুতু ফেলল ওয়েলস। 'বাছা, সত্যি তোমার কিছু ভাল বন্ধু আছে। যাদের কেউই কিন্তু ঘোড়া নয়।'

কাছেই দাঁড়িয়েছিল সোলার্জ। এদিকে ফিরল সে, তার কনুই শ্যুটের দরজায়।

'তুমি খুব লাকি,' বলল সে। 'ভীষণ লাকি।'

অ্যাণ্ডির চোখ অন্ধকার হলো। 'হতে পারে। তবে আমি চাই আমার এই ভাগ্য যেন সারাদিন থাকে। ভবিষ্যতেও।'

'থাকবে না, চাঁচাছোলা বলল সোলার্জ। 'তোমার ভাগ্য খতম। বিচারকদের আমি বলেছি একটা খুনিকে অংশ নিতে দিলে অনুষ্ঠানের সুনাম বরবাদ হয়ে যাবে।'

'খুনি?' পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাণ্ডি। 'বেজন্মা...'

স্টিফেন সোলার্জ ওত পেতেই ছিল, অ্যাণ্ডি ঘুসিটা আসতে দেখল দেরিতে। ওর চোয়ালে আঘাত হানল ডান হাতের ঘুসি। শূন্যে উঠে গেল অ্যাণ্ডির পা, ধুলোয় আছড়ে পড়ল সে। স্টিফেন তেড়ে এল। গড়িয়ে সরে গেল অ্যাণ্ডি, উঠেই দমাদম কয়েকটা ঘুসি ঝাড়ল সোলার্জের বুকে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। অচিরেই আঘাত সামলে নিল স্টিফেন, একলাফে এগিয়ে এসে দুহাতে পাঞ্চ করল গোটা কয়েক, অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ানকে ফেলে দিল গেটের ওপর। তারপর প্রচণ্ড এক হুক করল মাথায়, অ্যাণ্ডির হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল।

বাঁ-হাতের একটা মার এড়িয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছাকাছি হবার প্রয়াস পেল ও'ব্রায়ান, কিন্তু সোলার্জ ওকে ধরে আবার নিক্ষেপ করল ধুলোয়। রক্ত আর ধুলোয় একাকার চেহারা নিয়ে উঠে

boighar.com

দাঁড়াল অ্যাণ্ডি, আঘাতজনিত ঘোরের মধ্যে দেখতে পেল দুর্বৃত্ত র‍্যাঞ্চার ছুটে আসছে—তার মুখে বুনো উল্লাস।

র‍্যাঞ্চারের নাগাল খুব লম্বা। মাথা নুয়ে একটা লেফট জ্যাব এড়াবার চেষ্টা করল অ্যাণ্ডি, মুখে বিরাশি শিক্কা ওজনের রাইট আপারকাট খেল। স্টিফেন, চেহারা বিদ্বেষে কালো, ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল। যা খুঁজছিল এতক্ষণ, সেই সুযোগ অ্যাণ্ডি এবার পেয়ে গেল। হুক করার জন্যে সোলার্জ যেই পেছনে টানল বাঁ-হাত, অ্যাণ্ডি স্ট্রেট রাইট হাঁকাল। সোলার্জের থুতনিতে হাতুড়ির মত পড়ল গিয়ে ঘুসিটা।

টলে উঠল র‍্যাঞ্চার, চেহারা বিস্ময়ে কদাকার, পরক্ষণে এগিয়ে গেল অ্যাণ্ডি, ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল একটা লেফটকাট, সোলার্জের পেটে পাঁজরে অনবরত সংক্ষিপ্ত অথচ জোরাল ঘুসি মারতে লাগল। ডান হাত চালাল স্টিফেন, কিন্তু অ্যাণ্ডি তৈরি ছিল। বাঁ-হাত ভাঁজ করে ফেলল সে, ডান হাত সবেগে নীচে থেকে উঠিয়ে আনল ওপর পানে।

কাঁধ দিয়ে ধুলোয় পড়ে গেল স্টিফেন, ডিগবাজি খেল। আর অ্যাণ্ডি পিছিয়ে যায় একটু, হাত প্রস্তুত, প্রতিপক্ষের ওঠার অপেক্ষায় থাকে। দরদর রক্ত ঝরছে ওর ঠোঁট ফেটে। চোয়ালের এক জায়গায় কালসিটে পড়ে গেছে, তবে মোটামুটি সুস্থই বোধ করছে সে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সোলার্জ, পালা করে সজোরে ঘোরাল দুহাত, কিন্তু অ্যাণ্ডি ওর গা ঘেঁষে থাকায় আঘাতগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। অ্যাণ্ডি বাঁ-হাতে স্টিফেনের পেটে মারল, আর ডান হাতে মাথায়। সোলার্জ পিছিয়ে গেল, আর ও'ব্রায়ান জয় অত্যাসন্ন অনুমান করে, এগিয়ে গেল। পরপর তিনবার মাথায় আঘাত করল সে। তারপর সোজা মুখে মারল। দড়াম করে আছড়ে পড়ল র‍্যাঞ্চার।

স্টিফেন সোলার্জ পড়ে ছিল ধুলোয়। ঝুঁকে ওকে টেনে তুলল

অ্যাণ্ডি, ধাক্কা দিয়ে কোরাল বারের ওপর ফেলে দিল। র‍্যাঞ্চারের মুখে মারার জন্যে ডান হাত ওঠাল সে, মুঠি পাকাল, তারপর থেমে গেল।

আস্তে পিছিয়ে এল অ্যাণ্ডি।

'কোনও ফায়দা হবে না, স্টিফেন,' বলল সে। 'তুমিই শুরু করেছিলে খেলা, এবং অনেকদিন থেকে একটা ধোলাই তোমার পাওনা ছিল। কিন্তু আমি তোমাকে কোনও অজুহাত দেখাবার সুযোগ দিচ্ছি না। আমি চাই তোমার চোখ খোলা থাকুক, কারণ অ্যারেনাতেই আমি তোমাকে হারাব।'

ইচ্ছে করেই, পেছন ফিরল অ্যাণ্ডি, স্টেবলের দিকে এগোল।

একটা বালতির ওপর উবু হয়ে মুখ থেকে ধুলো আর রক্ত ধুয়ে ফেলল সে, চুল আঁচড়াল। হঠাৎ নেইল রাইসকে স্মরণ হতে ভুরু কোঁচকাল ও। গেল কোথায় লোকটা? নানান ঝামেলায় এতক্ষণ ভাববার সময় পায়নি সে। তবে অনুমান করল, ইতিমধ্যে নিশ্চয় র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে রাইস।

বেন ওয়েলসের মতলবখানা কী? কোন্ বন্ধুদের কথা তখন উল্লেখ করল সে? ওরাই কি তার রোডিয়োতে নামবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে? বিস্ময়ে সংশয়ে ঘোলা হয়ে যায় অ্যাণ্ডির বুদ্ধি, তবে এটা বোঝে স্ল্যাশবারে লাশ আবিষ্কৃত হওয়ায় সত্যিই সে বেকায়দায় পড়ে গেছে। ভাহো ছাড়া আর কোনও সাক্ষী তার নেই। শেরিফের কাছে, বলতে কী সবার কাছেই, তার কাহিনি বানোয়াট মনে হবে।

জোর করে ভাবনাটা তাড়ায় সে। আগে প্রতিযোগিতা। একেকবারে একেকটা কাজ সারতে হবে।

পরবর্তী ইভেন্ট বেয়ারব্যাক ব্রঙ্ক রাইডিং, তারপর স্টিয়ার রেসলিং, বুল রাইডিং। সবশেষে, কাফ রোপিঙের চূড়ান্ত পর্ব। চারজন অংশ নেবে ফাইনালে: প্রেসকটের কাস ওয়েবস্টার আর বাফেলোর টনি স্যানডোভাল, এবং স্টিফেন সোলার্জ ও সে

boighar.com

নিজে।

বেয়ারব্যাক ব্রঙ্ক রাইডিঙে অ্যাণ্ডি অত্যন্ত দক্ষ। ক্যাটামাউন্ট নামের একটা পাজি ঘোড়ায় চড়ে এ-ইভেন্টে প্রথম হলো সে। সোলার্জ দ্বিতীয় এবং খুব সামান্য পয়েন্টের ব্যবধানে ওয়েবস্টার তৃতীয় স্থান দখল করল। অ্যাণ্ডিকে পাঁচের দুই সেকেণ্ডে পরাজিত করে স্টিয়ার রেসলিঙে প্রথম হলো সোলার্জ। বুল রাইডিঙে জিতল স্যানডোভাল, আবারও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল অ্যাণ্ডি এবং সোলার্জ তৃতীয়।

দিনের শেষে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহে কোরালে ফিরে গেল অ্যাণ্ডি। আগামীকাল জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে, তবে এখনও সে সোলার্জের চেয়ে এগিয়ে আছে...

## সাত

সকাল হলো। প্রত্যাশায় পরিবেশ টগবগে। অ্যাণ্ডি যখন নীরবে স্টেবলে গিয়ে ঢুকল, এমনকী অন্যান্য প্রতিযোগীরাও সমীহের সঙ্গে তাকাল। অ্যাণ্ডিকে দেখে মৃদু হ্রেষারব করল সিলভারসাইড, নাক ঘষল প্রভুর বাহুতে। অ্যাণ্ডি কথা বলতে লাগল ওর সঙ্গে।

কাস ওয়েবস্টার এগিয়ে এল। 'বন্ধু,' বলল সে, 'ওসব খুনের কথায় আমি ভুলিনি। আমার চোখে তুমি সাচ্চা আদমি।' বুটের গোড়ালি দিয়ে পিষে সিগারেট নেভাল প্রেসকট রাইডার। 'গত বছর হোয়াইট রকে সোলার্জের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। লোকটা খুব নীচ, ও'ব্রায়ান। তোমার চোখ খোলা

রেখো।'

'ধন্যবাদ,' বলল অ্যাণ্ডি।

কাউবয়ের ওপর থেকে সরে গেছে ওর মনোযোগ, দেখছে কী রকম গর্বিত ভঙ্গিতে সবার প্রশংসিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে হেঁটে আসছে ভাহো রেইনি।

'কয়েকজন মেহমান এসেছে,' বলল ভাহো। 'যা-ই বলবে—সাবধানে।'

অ্যাণ্ডির কপালে বিস্ময়ের রেখা ফুটল। 'বুঝলাম না আমি,' প্রতিবাদ করল সে।

'বুঝবে... দেখো!'

ঘাড় ফেরাল অ্যাণ্ডি। ইণ্ডিয়ানদের ছোট্ট একটা দল এগিয়ে আসছে। সকলের আগে ক্লিটাস। অন্যরা তার গোত্রের লোকজন। তবে একজন ছাড়া। ওই লোকটা, কম্বলের নীচে যার চেহারা লুকোনো, কোচিনো।

'তোমাদের এখানে দেখে খুশি হলাম,' অ্যাণ্ডি আন্তরিক কণ্ঠে বলল ইণ্ডিয়ানদের। 'খুব খুশি হয়েছি। আমার যদি কিছু করণীয় থাকে—স্বচ্ছন্দে বলতে পার।'

সিলভারসাইডের দিকে তাকাল ওরা, নিচু স্বরে কথা কলতে লাগল।

'ওরা কালকেও এসেছিল,' ফিসফিস করে বলল ভাহো। 'তোমার রাইডিং দেখেছে।'

হঠাৎ, অঙ্গভঙ্গি করে মেয়েটির উদ্দেশে কিছু বলল কোচিনো। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভাহোর চোখ, সে অ্যাণ্ডির দিকে ফিরল।

'ওহ্, অ্যাণ্ডি! কোচিনো বলছে ঘোড়াটা তুমি রেখে দিতে পারো! সর্দারের উপহার হিসেবে!'

'সত্যি!' আনন্দে অ্যাণ্ডির বাক্যস্ফূর্তি হতে চায় না। 'কী... কিন্তু প্রতিদানে আমি কী দেব?'

boighar.com

'কিচ্ছু না। ইয়ে... একটা জিনিস অবশ্যি চেয়েছে সে।' লজ্জায় রাঙা হলো ভাহো।

'কী সেটা? যা-ই হোক, আমি দেব।'

'আ... এখন বলতে পারব না। পরে।'

দ্রুত সরে যায় ভাহো, আর বুড়ো সর্দার মিটিমিটি হাসে। ভাঙা দাঁত বের করে হাসল ক্লিটাসও, তার চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

আজ আরও দর্শক সমাগম হয়েছে। অ্যারেনা উপচে পড়ছে। পিট ড্রাগো আর তার সহকারীরা রাইডিঙের নানান কায়দা-কসরত দেখাল। ওদের অনুকরণ করার প্রয়াস পেল ক্লাউনের দল। চাক ওয়াগন রেস অনুষ্ঠিত হলো, এবং তারপর ষাঁড়ের খেলা।

কাফ রোপিং ফাইনালের সময় যখন ঘনাল, সিলভারসাইডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান। এবার ওর পাশেই আছে স্টিফেন সোলার্জ। সিলভারসাইডের স্টল থেকে পিগিং স্ট্রিং বার করল অ্যাণ্ডি, টেনে দেখল ঠিক আছে কি না। শেরিফের ডাক শুনে দড়িগুলো স্যাডল হর্নের ওপর রেখে বেড়ার ধারে হেঁটে গেল ও।

'খেলা শেষ হলেই,' বলল শেরিফ, 'তুমি চলে আসবে আমার কাছে।'

অ্যাণ্ডি ঘাড় কাত করল। 'নিশ্চয়ই,' বলল সে। 'আমি খুঁজে নেব তোমাকে। বেন, তুমি মহৎ, তাই আমাকে প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ করে দিয়েছে। এখন আমার দায়িত্ব হাজতে ফিরে যাওয়া।'

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অ্যাণ্ডি ঘোড়ার কাছে ফিরে এসে স্যাডলে চাপে। চিন্তিত মনে অ্যারেনার দিকে তাকায়। এগারো সেকেণ্ড, কাল যে-সময় স্থাপন করেছে সে, সেটা একটা রেকর্ড। যে-কোনও প্রতিযোগিতায় জিতবার পক্ষে সময়টা যথেষ্ট দ্রুত। কিন্তু

আজও কি সে পারবে সফল হতে?

পিগিং স্ট্রিংগুলো তুলে নিল ও, ডান হাতে রাখল একটা, আর অন্যটা দাঁতের ফাঁকে। হঠাৎ তার সংবিৎ, অ্যারেনায় যেখানে স্টিফেন সোলার্জ বাছুর তাড়া করছে সেখান থেকে, প্রত্যাবর্তন করল তার কাছে। জিভে কেমন অদ্ভুত ঠেকছে রহাইডের দড়িটা। এক ঝটকায় দাঁত থেকে নামিয়ে ওটার পানে তাকাল অ্যাণ্ডি। দুটো স্ট্রিংই রাঁদা বা খসখসে কোনকিছু দিয়ে সযত্নে ঘষে দেয়া হয়েছে। বাছুরের পা বাঁধতে গিয়ে যখন টান পড়বে, পলকা সুতোর মত ছিড়ে যাবে দড়িগুলো।

'টাইম!' অ্যারেনা গমগম করে উঠল ওয়েভারের বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে। 'রেকর্ড ব্রেকিং টাইমে স্টিফেন সোলার্জ তার বাছুর বেঁধেছে। দশ দশমিক দশের নয় সেকেণ্ডে!'

উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেল অ্যারেনায়, আর অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান ভিতরে ভিতরে অসুস্থ বোধ করল। ঘোষকের কণ্ঠে নিজের নাম শুনতে পেল সে। চকিতে স্যাডলের ওপর পেছন ফিরল ও।

'কাস!' হাঁকল অ্যাণ্ডি। 'পিগিং স্ট্রিং! জলদি!'

লাফিয়ে আগে বাড়ল ওয়েবস্টার, যেন পাছায় পিন ফুটেছে, অ্যাণ্ডির আঙুলে কয়েকটা পিগিং স্ট্রিং ধরিয়ে দিল। একই সময়ে, ছেঁড়া দড়িগুলো আরেক প্রতিযোগীর উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল অ্যাণ্ডি।

'দেখো!' চিৎকার করে বলল সে।

শ্যুট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ওর বাছুর, বিদ্যুৎগতিতে অ্যারেনার ওপাশে ছুটল। বাছুরটাকে দেখতে পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করল সিলভারসাইড। শূন্যে ঘুরিয়ে দড়ি ছুঁড়ল অ্যাণ্ডি, লাফিয়ে নেমে গেল স্যাডল থেকে, দ্রুত অথচ দক্ষহাতে জানোয়ারটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। ধড়াস ধড়াস করছে ওর বুক, নাকের ফুটো দিয়ে ধুলো ঢুকছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না অ্যাণ্ডি, বাছুরের পা বেঁধে উঠে দাঁড়াল তড়াক করে, দুহাত শূন্যে তুলে।


boighar.com

কবরের নিস্তব্ধতা গ্রাস করল অ্যারেনাকে, এবং তারপর ওয়েভার, তার গলা উত্তেজনায় ভাঙা, ঘোষণা করল:

'বন্ধুগণ, অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান রেকর্ড সময়ে কাফ রোপিঙে জয়লাভ করেছে—দশ দশমিক দশের আট সেকেণ্ড!'

উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা, অ্যাণ্ডি স্যাডলে চেপে বিচারকদের আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সিলভারসাইড সামনের পা আকাশ পানে তুলল, আর অ্যাণ্ডি টুপি খুলে জবাব দিল অভিনন্দনের। এরপর, ব্যাণ্ডে রণভেরীর তালে তালে, অ্যারেনার চারপাশে নেচে বেড়াল সিলভারসাইড। তারপর অ্যাণ্ডি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেল শ্যুটে।

ছেঁড়া পিগিং স্ট্রিঙের কথা মনে আছে ওর। একটাই সুযোগ ছিল অপকর্মটি করার। যখন সে শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল নিশ্চয় তখন কেউ কাজটা সেরেছে তড়িঘড়ি।

সিলভারসাইডের পাশেই ছিল স্টিফেন সোলার্জ, ঘোষকের সঙ্কেতের অপেক্ষায়।

দ্রুত কাজ, তবে সমাধা করা সম্ভব, কারণ অ্যাণ্ডি ঘোড়ার কাছে ফিরে আসবার আগে মিনিট কয়েক অতিবাহিত হয়েছিল। জিভে আচমকা আঁশ লেগে যাওয়াতেই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে সে। নইলে ছেঁড়া দড়ি সামলাতে গিয়ে প্রচুর সময় অপচয় হতো।

স্যাডল থেকে নেমে অদূরে দাঁড়ানো জনাকয়েক লোকের একটা দলের দিকে এগোল সে। শেরিফ বেন ওয়েলস, কাস ওয়েবস্টার, টনি স্যানডোভাল, নেইল রাইস, এবং আরও কয়েকজন রয়েছে। আর ওদের মাঝখানে আটকা পড়েছে স্টিফেন সোলার্জ, চেহারা ফ্যাকাসে কিন্তু উদ্ধত, চোখ বিদ্বেষে কঠোর।

ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকল অ্যাণ্ডি। 'তোমার খেলা শেষ!' গর্জে উঠল সে। 'এবার বাকি পাওনাটাও মিটিয়ে দেব!'

‘থাম, ও’ব্রায়ান!’ আদেশ করল ওয়েলস। ‘সরে যাও! ব্যাপারটা এখন আমার হাতে!’

‘সব বাজে কথা!’ কর্কশ কণ্ঠে বলল সোলার্জি। ‘আমি কেন করতে যাব ওরকম? ওয়েবস্টারের কথায় আমার কিস্যু যায় আসে না, আমি ধরিইনি স্ট্রিংগুলো!’

‘হোয়াইট রকেও ঠিক এ-অপকর্মই করেছিলে তুমি!’ ওয়েবস্টারের কণ্ঠ চাঁচাছোলা। ‘আমাকে তুমি মিথ্যুক বলছ স্টিফেন সোলার্জ, চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব আমি।’

ভ্রুকুটি করে, ওয়েবস্টারের দিকে ফিরল ওয়েলস।

‘তুমি থামবে! দড়ি না, সোলার্জকে আমি গ্রেফতার করছি জোচ্চুরি আর রাসলিঙের দায়ে।’

‘কী?’ স্টিফেনের মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। ‘এসব কী বলছ তুমি?’

Boighar

‘কী বলছি,’ বেন ওয়েলস শান্ত জবাব দিল। ‘এই লোক’—ইশারায় রাইসকে দেখাল সে...’ স্ল্যাশবার র‍্যাঞ্চ হাউসের একটা কেবিনেটের ভিতর থেকে টম স্লেটারের আসল উইল উদ্ধার করেছে। ওখানে আরও একটা দলিল পায় সে যেটার মোহর সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আর এদিকে আমি অ্যাণ্ডি যে-উপত্যকার কথা বলেছিল সেখানে দুজন ডেপুটি পাঠিয়েছিলাম। ওরা অতর্কিতে হানা দিয়ে জ্যাক রোলিং আর তার দুই স্যাঙাৎ-কে ধরে এনেছে। সোলার্জ, তোমার সঙ্গে ওর আঁতাতের কথা কবুল করেছে রোলিং। বলেছে, তোমার উস্কানিতেই অ্যাণ্ডি ও’ব্রায়ানকে ফাঁসানোর জন্যে লাশটা সে স্ল্যাশবারে ফেলে আসে। তা ছাড়া, অ্যাণ্ডিকে হাজতে পোরার সময়ে ওর সঙ্গে যা-যা ছিল সব রেখে দিয়েছিলাম আমি। ওগুলোর মধ্যে একটা টালি খাতাও আছে—এবং ওতে স্পষ্ট লেখা আছে তুমি কী হারে রাসলিঙের বখরা পাও।’

boighar.com

'সব মিথ্যে কথা,' বলল বটে, কিন্তু গলায় জোর পেল না সোলার্জ।

পলক তুলল অ্যাণ্ডি, দেখে সুসান ওয়াইজম্যান জটলার কিনারে দাঁড়িয়ে, তার মুখ আড়ষ্ট। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সোলার্জের দিকে তাকাল সে, তারপর অ্যাণ্ডির পানে। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল সুসান, ছুটে পালাল।

আর কিছু শুনবার ইচ্ছে হয় না অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ানের। বেকসুর খালাস পেয়েছে সে। রাইস ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'বস্,' বলল নেইল, 'আমি যা ভাল বুঝেছি তা-ই করেছি। তুমি ছিলে না, অগত্যা নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'বেশ করেছ,' বলল অ্যাণ্ডি, 'আমি খুশি হয়েছি।' ওর চোখ কাঙ্ক্ষিত একটা মুখ সন্ধান করে। 'আমার বাথানে তোমার চাকরি পাকা।'

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল ভাহো রেইনি। রাইসকে পাশ কাটিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অ্যাণ্ডি। ক্ষণিকের জন্যে, মিলিত হলো ওদের চোখ।

'হানি,' বলল অ্যাণ্ডি, 'তোমাকে পেতে হলে ক্লিটাসকে আমার কটা ভেড়া দিতে হবে।'

ভাহো হাসে। 'উল্টো. সে-ই হয়তো আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তোমাকে ভেড়া উপহার দেবে। আমাকে ভালবাসে বুড়ো, জানি, কিন্তু এখন যেহেতু বড় হয়ে গেছি, আমার ধারণা আমার জন্যে দুশ্চিন্তা হয় ওর।'

'কিন্তু তুমি কি একজন ক্যাটলম্যানকে বিয়ে করবে, যদি তার র‍্যাঞ্চও থাকে?' ও'ব্রায়ানের কণ্ঠে কৌতুক।

'কেন, অ্যাণ্ডি!' অকস্মাৎ হেসে ওঠে ভাহো, তার চোখের তারা নাচে। 'আমাদের বাগদান তো হয়েই গেছে, আমরা সিলভারসাইডকে পাবার সময় থেকেই।'

'কী?' এবার অ্যাণ্ডির বিস্মিত হবার পালা। 'মানে?'

লজ্জায় রাঙা হয় ভাহো, কিন্তু ওর চোখে সুখ। 'কেন, কোচিনোকে আমি বুঝিয়েছিলাম তোমাদের নিয়ম বিয়ের সময়ে স্বামীকে বউয়ের ঘোড়া উপহার দিতে হয়। আর সেটা সেরা ঘোড়া হওয়া চাই। আজ সকালে আস্তাবলের সামনে ওই কথাটাই বলছিল সে। কোচিনো বলেছে, বিনিময়ে সে একটা জিনিসই চায় তোমার কাছে—তোমার স্ত্রীর যত্ন নেবে তুমি!'

অ্যাণ্ডি ও'ব্রায়ান প্রাণ খুলে হাসে, তারপর নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে নেয় ভাহো রেইনিকে। পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয় ওদের ঠোঁট। আর ওদের মাথায় কোমল পরশ বুলিয়ে দেয় পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ।

**—রওশন জামিল**

boighar.com

# ভুতুড়ে উপত্যকা

## এক

দুটো দিন পেরিয়ে গেছে, এর মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা, মানুষের ছায়াও চোখে পড়েনি ওদের। ওয়েস্টনের র‍্যাঞ্চে একটা রাত কাটিয়ে বেরুনোর পর থেকে চলছে এই একঘেয়ে পথ চলা।

পশ্চিমে চলেছে স্টেজ কোচ। অস্বস্তিকর পরিবেশ ভেতরে। চারজন যাত্রী। কখনও ঝিমোচ্ছে, কখনও করুণ চোখে তাকাচ্ছে বৈচিত্র্যহীন মরু-প্রান্তরের দিকে। অপরাহ্নের তীব্র উত্তাপকে ঘায়েল করবে, এক বিন্দু বাতাস নেই কোথাও।

এই স্টেজের একজন যাত্রী জুডি ডে, তিরিশ মাইল দূরবর্তী শহর কর্ডোভাতে যাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে আছে ওর। আগুনের মত তেতে আছে গায়ের জামা-কাপড়, অবিন্যস্ত মাথার চুল।

এবড়ো-থেবড়ো পাথুরে পথ। ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে স্টেজ কোচ। ধুলো উড়ছে অবিরাম। আস্তে আস্তে ধুলোর একটা আস্তরণ পড়ছে সারা শরীরে। ঘামে আর ময়লাতে কাদা কাদা হয়ে গেছে রুমালটা।

জুডির ঠিক উল্টোদিকেই বসেছে কর্ডোভার বোর্ডিং হাউজের মালিক এম শেল্টন। মদের পিপের সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা চলে তাকে। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে জুডির দিকে, দৃষ্টিতে ঈর্ষা। ঈর্ষার কারণ মেয়েটার সৌন্দর্য।

গরু ব্যবসায়ী ভিন্স প্যাটারসন গোঁফে তা দিচ্ছে আর কোণে বসা মেয়েটাকে দেখছে, মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়, ভাবল সে।

হাসিটা তো দারুণ।

'ম্যাম, তুমি বোধ করি,' যেচে কথা বলল ভিন্স, 'কর্ডোভায় থাকবে বলেই ঠিক করেছ? কর্ডোভা কিন্তু চমৎকার শহর।'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তো যাচ্ছি।'

'আচ্ছা? কোনও আত্মীয় আছে নাকি?'

'না।' লাজুক হাসি জুডির ঠোঁটে। 'ওখানে, আমার... মানে... বিয়ে হবার কথা।'

চোখের কোণ থেকে হাসি উবে গেল ভিন্স প্যাটারসনের। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেই আলাপ চালিয়ে গেল সে। 'তা-ই? তা ভাগ্যবান লোকটা কে? চিনি নিশ্চয়ই... কর্ডোভা তো ছোট্ট একটা শহর।'

ইতস্তত করল জুডি। যে আশায় বুক বেঁধে পশ্চিমের পথে বেরিয়ে পড়েছিল, প্রতি মাইল দূরত্ব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। রুবল নুনের সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই ওর। রুবলের কাছ থেকে চিঠির জবাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত ও। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। রিচমণ্ডে খালার কাছে থাকত জুডি। খালার আকস্মিক মৃত্যুতে হারাতে হলো একমাত্র আশ্রয়। হাতে যৎসামান্য যা টাকা-পয়সা ছিল, অপেক্ষা করতে গেলে শেষে রাহা-খরচের সংস্থান হতো না। তাই কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই মনস্থির করে ফেলল জুডি—বেরিয়ে পড়ল। অথচ, এখন যতই কর্ডোভার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বুক কেঁপে উঠছে আশঙ্কায়।

ভিন্স প্যাটারসনের দিকে মুখ তুলে তাকাল জুডি। 'চিনবে হয়তো, মি. প্যাটারসন। ওর নাম রুবল নুন।'

নামটা শুনেই আড়ষ্ট হয়ে গেল এম শেল্টন। পরস্পর চেপে বসল ভিন্স প্যাটারসনের ঠোঁটজোড়া। দ্রুত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল ওরা। দুজনের হাবভাবে সতর্ক হয়ে উঠল জুডি। পালা করে তাকাল ওদের দিকে।

boighar.com

'কী ব্যাপার? কোনও গোলমাল?'

'নয়তো কী!' রাখ-ঢাকের মধ্যে গেল না এম শেল্টন। 'জঘন্য লোক ওই রুবল নুন! ওকে বিয়ে করতে এতদূর আসছ তুমি কোন্ দুঃখে?'

'আহ্া, এম,' বাধা দিল ভিন্স প্যাটারসন। 'মিস ডে-র হবু বর সম্পর্কে কথা বলছ, সেটা ভুলো না। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হয়, ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। ওর সঙ্গে কত দিন আগে শেষ দেখা হয়েছিল তোমার মিস ডে?'

'দু'বছর!' জুডি আতঙ্কিত। ব্যাপারটা কী? কী করছে রুবল? কেন এরা...?

খালার অসুস্থতার দিনগুলোতে রুবলের কথা ভেবেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে ও; তার ভালবাসাই ছিল ওর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

'সেজন্যেই জানতে পারোনি কিছু,' কণ্ঠে সমবেদনার সুর তুলে বলল ভিন্স প্যাটারসন। 'দু'বছর লম্বা সময়, কত কিছুই তো ঘটতে পারে। বাকস্কিন রান হত্যাকাণ্ডের কথা বোধহয় জানা নেই তোমার?'

'নাহ্! বাকস্কিন রান...কী ওটা?'

'একটা ক্যানিয়ন—ওখানে একটা ঝর্ণাও আছে। সুন্দর, কিন্তু ভয়ঙ্কর জায়গা। বহুদিন আগেই *ভুতুড়ে উপত্যকা* নাম দিয়েছে লোকে। অচেনা লোকের তিনটে কবর আছে ওখানে, অস্বাভাবিকভাবে মানুষ মারা যাবার ঘটনাও আছে। হঠাৎ এসে ওখানেই থাকতে শুরু করেছে রুবল নুন।'

'খুন...?'

'হ্যাঁ। বছর খানেক আগে, অ্যাড টলব্যাট নামে এক লোকের সঙ্গে মারপিট হলো রুবলের। এর কদিন পরেই রুবলের কেবিনের কাছে তার লাশ খুঁজে পেল এক কাউহ্যাণ্ড। পেছন থেকে গুলি করে মারা হয়েছে বেচারাকে।'

'এটা তো মাত্র একটা!' বলে উঠল এম শেল্টন। 'প্যাক পেডলারের কথাটাও বলো!'

'লোকটার নাম ছিল নেড ওয়েস্ট। নিরীহ গোবেচারা টাইপের বেশ বয়স্ক লোক। দেশময় ঘুরে বেড়াত। কর্ডোভায় এলে বাকস্কিন রানে একবার ঢুঁ মারতই। ব্যাপারটা অবাক করত সবাইকে। বাকস্কিন রানে লুকোনো সোনার আজগুবি গল্প বলে বেড়াত লোকটা সব সময়। মাসখানেক আগে তারও লাশ পাওয়া গেল, সেই পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে।'

'এসবের জন্যে,' মাঝখান থেকে আবার কথা বলল এম শেল্টন, 'রুবল নুনই দায়ী—বুঝলে!'

শ্মশ্রুমণ্ডিত চতুর্থ যাত্রী এই প্রথমবারের মত মুখ খুলল। 'আমার ধারণা; খামোকাই লোকটাকে অপবাদ দিচ্ছ তোমরা। ও যে গুলি করেছে—সাক্ষী আছে কোনও?'

'ওই ভয়ঙ্কর জায়গায় যাবে কে? সবাই জানে ওটা ভূতের আস্তানা! রুবল নুনকেও সাবধান করে দিয়েছিলাম আমরা। শোনেনি। মাথায় বেশি বুদ্ধি যে! তার মতে ভূত-টুত সব বাজে কথা। আর থাকলেও নাকি অসুবিধে নেই, খাতির জমিয়ে নেবে সে!'

'রুবল ওই নির্জন ভয়াল জায়গায় যাওয়ায় মোটেও অবাক হইনি আমরা। ওকে দেখলেই তো বোঝা যায়, আস্ত একটা বদমাশ!'

'মিথ্যে কথা,' বলল জুডি। 'রুবলকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। ওর মত ভাল ছেলে হয় না।'

রাগে শক্ত হয়ে গেল এম শেল্টন। আপন ভুবনে সম্রাজ্ঞী সে—কারও বিরোধিতা সইতে পারে না। 'শোনো মেয়ে, শেখার এখনও অনেক বাকি আছে তোমার! শিগ্‌গিরই জানতে পারবে!'

'ঠিকই বলেছে মিসেস শেল্টন,' প্যাটারসন বলল। 'রুবল নুনের কুখ্যাতিতে কর্ডোভার বাতাস ভারি হয়ে আছে। শহরে

boighar.com

আসার পরপরই ওকে কাজ দিতে চেয়েছিল বব শিল্ডারস। কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সে। ধনী আর নামি-দামি লোক শিল্ডারস। রুবল ওর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ায় স্বভাবতই সবার মনে সন্দেহ হয়। শিল্ডারসের কাছে কাজ পাওয়ার পরেও অমন একটা জায়গায় থাকতে যাবে কেন সে?'

'স্বাধীনভাবে নিজে একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে চেয়েছে হয়তো,' বলল বুড়ো শ্মশ্রুধারী। 'অন্যের অধীনে কাজ করে কেউ বড় হতে পারে না।'

বুড়োর কথায় আমল দিল না ভিন্স প্যাটারসন। 'আগাগোড়া ওই ক্যানিয়নটার বদনাম শুনে আসছি আমরা। ওয়্যাগন ট্রেন উধাও হচ্ছে, রহস্যজনকভাবে মানুষ মরছে—ইণ্ডিয়ানরা পর্যন্ত ও-পথ মাড়াতে ভয় পায়!' একটু থেমে আবার বলল সে, 'জীবন তো এই একটাই, মিস ডে। তাই বলি কী, বরং কয়েকদিন অপেক্ষা করে খোঁজখবর নাও। নিজের মুখেই বললে, গত দু'বছর তোমাদের দেখা হয়নি।'

শূন্য দৃষ্টিতে মরু প্রান্তরের দিকে তাকাল জুডি। একই সঙ্গে ক্রুদ্ধ এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কে জানে কীসের মধ্যে গিয়ে পড়বে সে। রুবলকে জানে জুডি। কিন্তু দু'বছর যে অনেক লম্বা সময়, একজন মানুষের বদলে যাবার জন্যে যথেষ্ট। এই দু'বছরে কত কিছুই তো ঘটে থাকতে পারে।

ঘর বাঁধার টাকা জোগাড়ের উদ্দেশেই পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছিল রুবল। কিন্তু সেই ঘর একটা ভূতুড়ে উপত্যকায় গড়ে তুলবে, ভাবা যায় না।

জুডি জানে, রুবল নুন কিছুটা উগ্র স্বভাবের, একটুতেই রেগে ওঠে।

কিন্তু তাই বলে খুন?

আবার কথা বলল দাড়িঅলা, 'খোঁজ খবর করবে, ভাল কথা, কিন্তু হুট করে কারও কথায় বিশ্বাস করে বোসো না যেন।

বাকস্কিন রানের কোনও তুলনা হয় না।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ভিন্স প্যাটারসনের দৃষ্টি। 'বাকস্কিন রান সম্পর্কে কদ্দূর জানো তুমি? সবাই জানে ভয়ঙ্কর জায়গা ওটা।'

'ধ্যাৎ! কতবার গেলাম ওখানে! তোমাদের ওই শিল্ডারসের অনেক আগে ওখানে গেছি আমি। আমি যখন আসি, ওর নামও শুনিনি। তখন এসব এলাকায় র‍্যাঞ্চের নাম-নিশানা ছিল না। মানুষ বলতে ছিল ইণ্ডিয়ানরা। বাকস্কিন রানে নানা রকম ভেষজ লতা থাকায় সহজে ওদিকে যেত না কেউ।'

'কিন্তু ওখানকার ঘটনাগুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি?'

'দরকার কী! খুনোখুনি সারা পশ্চিম জুড়ে হরহামেশাই ঘটছে। দেশে বদলোকের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, এসব চলবেই। এদিকে প্রথমবার এসে শ্বেতাঙ্গ দেখেছিলাম—ওরা ছিল বিদ্রোহী। কই, কারও মুখে তো ভূত-টুতের গল্প শুনিনি! সোয়াণ্টে ট্যাগার্টও তো বেশ ক'বার ক্যাম্প করল ওখানে!'

'সোয়াণ্টে ট্যাগার্টের সময়,' জানতে চাইল ভিন্স প্যাটারসন, 'তুমিও ছিলে?'

'ভাল করে চিনতাম ওকে। ট্যাগার্টেরও বহু আগে এখানে আসি আমি। কিট কারসনের সঙ্গে এসেছিলাম প্রথমবার। ও-ই জায়গাটার নাম বাকস্কিন রান রেখেছে। কিটের প্রিয় ক্যাম্পিং-এর জায়গা ছিল ওটা।

'আমার নাম ক্লে বেল। আমার পা পড়েনি—দেশে এমন কোনও জায়গা নেই। রুবল নুনকে চিনি না, তবে বাকস্কিন রানে বসতি করার কথা ভেবে থাকলে, বলতে হবে দারুণ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে ছেলেটা। এরচেয়ে ভাল জায়গা ধারেকাছে কোথাও নেই!'

চোখ বড় বড় করে ক্লে বেলের দিকে তাকাল এম শেল্টন। 'কচু জানো তুমি! ওটা একটা জঘন্য জায়গা! কর্ডোভা থেকে সান্তা ফে অবধি সবাই জানে জায়গাটা ভূতের আখড়া। সেই যে একটা

boighar.com

ওয়্যাগন ট্রেন ওখানে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেটার কথা কী বলবে? তারপর কবরগুলো? পাশাপাশি তিনটে কবর। কী লেখা আছে কবরের গায়ে? *মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত!'*

একটা ড্রাই ওয়াশে নেমে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এঁকেবেঁকে অন্য পাড়ে উঠে এল স্টেজ কোচ।

যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেকে গেল কথোপকথন। দু'হাত এক করে কোলের ওপর ফেলে রেখেছে জুডি, মন থেকে আতঙ্ক তাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এদের কথা সত্যি হলে দাঁড়াবে কোথায় ও? যাবে কোথায়? হাতের টাকা প্রায় শেষ হতে বসেছে। আগামী এক হপ্তা চললে ভাগ্য দয়া করেছে বলতে হবে। কিন্তু পুবে ফিরে গেলেই বা কী লাভ? টাকা না থাকলে সব জায়গাই সমান।

কিন্তু এরা যত জোর দিয়েই বলুক, রুবল নুন খুনি—কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না। গভীর দৃষ্টি আর প্রাণখোলা হাসির অধিকারী সুদর্শন রুবল নুন আর যা-ই হোক, খুনি হতে পারে না।

বিশাল একটা বাঁক নিয়ে আবার সোজা হলো স্টেজ কোচ। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে দুর্দান্ত ছ'টি ঘোড়ার গতি।

আচমকা একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল স্টেজ। ছিটকে এম শেল্টনের কোলে আছড়ে পড়ল জুডি। চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও।

ট্রেইলে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা লোক, রক্তে লাল হয়ে আছে কোটের পেছনটা। খোলা বাঁ হাতের কাছে একটা সিক্স-শুটার দেখা গেল।

পথের পাশে বাঁ দিকে মাথার ওপর হাত তুলে বসে আছে চারজন ঘোড়সওয়ার। ডানে ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক যুবক। বাতাসে উড়ছে ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল। পরনে গতায়ু জিন্স, পায়ে স্টার বুট, গায়ে সাদা চেক শার্ট। কোমরে ঝুলছে খালি

হোলস্টার। দু'হাতে উদ্যত দুটো পিস্তল।

'ওকে নিয়ে ভাগো এখান থেকে!'

গলা ঠেলে কান্না উঠে এল জুডির। 'রুবল!' ঢোক গিলল ও। 'রুবল নুন!'

নিচু স্বরে নামটা উচ্চারণ করলেও শুনতে পেল ক্লে বেল। 'ওই ছেলেটাই?' জানতে চাইল সে!

মাথা ঝাঁকাল জুডি, মুখে কথা সরছে না। তা হলে সব সত্যি? রুবল খুনি। এইমাত্র একটা লোককে খুন করেছে সে!

সওয়ারীবিহীন ঘোড়াটাকে ধরল একজন অশ্বারোহী। অন্য দু'জন জিন থেকে নেমে এসে ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়িভাবে উপুড় করে ফেলল লাশটা। জিনের পমেলে হাত রেখে বসে রইল অবশিষ্ট একজন।

ঘোড়সওয়াররা আবার জিনে চেপে বসলে সে বলল, 'বাকস্কিন রানে ওকে অন্তত কবর দিতে পারছ না, বুঝলে!'

'ভাগো!' বলল রুবল নুন। 'সাবধান, ট্যানার, মুখ সামলে কথা বলো। তোমাদের মত চোর-ছ্যাঁচড় দিয়ে কোনও প্রয়োজন নেই আমার।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল জুডি। আতঙ্কে কেঁপে উঠেছে সমগ্র অস্তিত্ব। লোকটাকে খুন করেছে রুবল নুন!

'কী?' এম শেল্টনের কণ্ঠে বিজয়ীর সুর। 'বলেছিলাম না?'

'নিজ চোখে এসব দেখতে হলো তোমাকে, চুক্ চুক্,' বলল প্যাটারসন। 'আমি দুঃখিত, ম্যাম।'

'চমৎকার ছেলে!' প্রশংসার ছোঁয়া ক্লে বেলের কণ্ঠে। 'সোনার টুকরো এক ছেলে পেয়েছ তুমি, ম্যাম। পাঁচজনের বিরুদ্ধে একলা দাঁড়িয়ে কী দারুণ সামাল দিল। ওদের যে-কারও হাতে খুন হয়ে যেতে পারত, সুযোগও ছিল। ছেলেটা ওদের অস্ত্র কেড়ে নেয়নি, অথচ সাহস হলো না কারও।'

আবার চলতে শুরু করল স্টেজ কোচ।

boighar.com

'আরে?' জুডির হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল বেল। 'ছেলেটাকে একবার ডাকবে না? তুমি এসেছ, বলবে না?'

'না। প্লিজ!'

মাথা নাড়তে নাড়তে হেলান দিয়ে বসল ক্লে বেল। 'দারুণ! চমৎকার! এক্কেবারে জায়গা মত সেঁধিয়ে দিয়েছে গুলিটা!'

কথাটা শুনতে পেল না জুডি। রুবল! রুবল খুনি!

## দুই

বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল স্টেজ কোচ। সামনে ঝুঁকে মৃত লোকটার সিক্সশুটারটা তুলে নিল রুবল নুন। ভাল একটা বন্দুক ফেলে যাবার কোনও মানে হয় না। পরিস্থিতি যেদিকে মোড় নিচ্ছে, কখন দরকার পড়বে কে জানে।

ধূসর মাস্টাংটার কাছে এসে জিনে চেপে বসল রুবল। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল একবার। তারপর ঘুরে এগিয়ে গেল ক্যানিয়নের দিকে। অনেক কাজ পড়ে আছে, হাতে সময় কম।

কর্ডোভার কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ভুল হয়ে গেছে বোধহয়। কিন্তু কারও র‍্যাঞ্চে কাউহ্যাণ্ডের কাজ করে কখনোই ও সংসার গড়ে তুলতে পারত না। বাকস্কিন রান দেখা মাত্রই এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল ও।

পাথরের গা ভিজিয়ে ছন্দময় গতিতে বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণাটা। ক্যানিয়নের ঢাল বেয়ে পাহাড় ঘেরা বিস্তৃত বেসিনে গিয়ে জমা হচ্ছে ওটার পানি। তারপর আবার বেসিন থেকে বেরিয়ে টাটকা

সবুজ ঘাসে ভরা বিশাল মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে আরও সামনে। উঁচু উঁচু পাহাড় চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। অ্যাসপেন আর স্প্রুস গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে। মাঠের পরেই রয়েছে প্রায় আধমাইল চওড়া একটা উপত্যকা। শেষের দিকে হঠাৎ করে সংকীর্ণ হয়ে গেছে ওটার মুখ। ফলে তীব্র স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে এখানে ঝর্ণার জলে। মরুভূমির কিনারায় বাঁক নিয়ে বনভূমিতে ঢুকে পড়েছে ঝর্ণাধারা।

বাকস্কিন রানে আসার পর ঘোড়া কিংবা গরুর ট্র্যাক দেখেনি রুবল নুন। কোনও রকম দ্বিধা ছাড়াই ক্যানিয়নের মুখের কাছে একটা জায়গা বেছে নিয়ে কেবিন তৈরির কাজে নেমে পড়ে ও। কর্ডোভা শহরের প্রথম পা দেয়ার আগেই কোরাল আর কেবিন বানানো শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু প্রথম দিন কর্ডোভায় পা দিয়েই এম শেল্টনের সঙ্গে ঝামেলায় পড়ে যায় রুবল নুন।

অহঙ্কার আর কুসংস্কারে ভরা এম শেল্টনের মন। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া থেকে কাউন্সিল ব্লাফস্, সান্তা ফে হয়ে পশ্চিমে এসেছে। আইওয়ায় জোশ শেল্টন নামে এক লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করত লোকটা। এমের প্রথম স্বামী আগেই শ্যালক প্রবরের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল।

প্রথম স্বামীর তুলনায় বেশ দীর্ঘ আয়ু ছিল শেল্টনের। তা ছাড়া বন্দুকে দক্ষ ছিল সে। পাক্কা তিনমাস এমের জ্বালাতন সহ্য করার পর তল্পিতল্পা গুটিয়ে কেটে পড়ার ব্যবস্থা করল। কিন্তু পথেই শোডাউনে নামতে হলো ঝগড়াটে বন্দুকপাগল শ্যালকের সঙ্গে। এবং এমের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানো থেকে তাকে রেহাই দিল জোশ। তারপর নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

অবশেষে কর্ডোভায় হোটেল ব্যবসা শুরু করল এম শেল্টন। আবার বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছে সে। প্রথমে বব শিল্ডারসকে

boighar.com

পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বব শিল্ডারস চিরকুমার। প্রায়ই একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করত ওরা। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব পাওয়া মাত্র মহিলার সঙ্গ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে শিল্ডারস।

রুবল নুনের চেয়ে বয়সে বছর পনেরো বড় হবে এম, ওজনেও তেমনি। কিন্তু রুবলকে দেখামাত্র মনে ধরে গেল তার।

'তোমার আসলে লক্ষ্মী একটা বউ দরকার,' প্রথম পরিচয়ের পরই হঠাৎ বলে বসল এম শেল্টন।

এম শেল্টনের আসল উদ্দেশ্য জানার কথা নয় নুনের। স্বভাবতই মাথা ঝাঁকাল ও।

'সেজন্য ওই জঘন্য জায়গাটা ছেড়ে আসতে হবে তোমাকে,' বলল মহিলা। 'ওটা তো একটা ভূতের আস্তানা।'

হেসে উঠল রুবল নুন। 'তা-ই? কিন্তু আমার চোখে তো কোনও ভূত-পেত্নী পড়ল না। তবে এরচেয়ে সুন্দর জায়গা আর চোখে পড়েনি এটা বলতে পারি অনায়াসে। ওখান থেকে আমি নড়ছি না।'

অজ্ঞতার সঙ্গে মিথ্যে আত্মবিশ্বাস জট পাকালে যা হয়, এম শেল্টনের অবস্থাও তাই। পশ্চিমে সাদা চামড়ার মেয়ে বলতে গেলে দেখাই যায় না, ফলে মহিলার ধারণা জন্মেছে, তার মত রূপসী আর কোথাও নেই। তাকে যে দেখবে, সে-ই দিওয়ানা হয়ে যাবে!

'কিন্তু,' নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল এম শেল্টন, 'আমি ওখানে গিয়ে থাকব, এটা নিশ্চয়ই আশা করছ না?'

হাঁ হয়ে গেল রুবলের মুখ, কথা জোগাল না অনেকক্ষণ। 'কোন্ বেকুবে বলেছে...' ঢোক গিলল রুবল। চেহারা স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। অবশেষে কোনোমতে অট্টহাসিটা দমন করা গেলেও মুচকি হাসিটা ঠেকানো গেল না। 'দুঃখিত, জায়গাটা ভারি পছন্দ আমার। তা ছাড়া, আমার পছন্দের একটা মেয়েও আছে।'

রুবল নুনকে বিয়ে করার সাধ মিটে গেলেও, বিস্ময়ে ওর হাঁ হয়ে যাওয়া চেহারা আর ঠোঁটে ফোটা বিদ্রূপের হাসি কোনোদিন ভুলবে না এম শেল্টন।

এটা ছিল ঝামেলার সূচনামাত্র।

সেদিনই হাঁটতে হাঁটতে গেম সেলুনে ঢুকল রুবল নুন। এক গ্লাস গলায় ঢালার পরই বব শিল্ডারসের ফোরম্যানের কাছ থেকে প্রস্তাব এল ওদের র‍্যাঞ্চে কাজ করার। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল ও।

'কাজটা নিলেই ভাল করবে নুন,' পরামর্শ দিল ফোরম্যান জেক লোগান। 'এখানে থাকতে চাইলে এ ছাড়া উপায় নেই। চারপাশে বেকার কোনও লোক খামোকা ঘুরে বেড়াবে, সেটা আমরা বরদাস্ত করব না।'

'ঘুরে বেড়াচ্ছি কে বলল? বাকস্কিন রানে আমার নিজেরই জায়গা আছে।'

'জানি,' স্বীকার গেল লোগান। 'কিন্তু ওখানে বেশিদিন থাকতে পারবে না। সময় থাকতেই একটা ভাল কাজ নিচ্ছ না কেন?'

'প্রয়োজন নেই। আমি বাকস্কিন রানেই থাকব।' ঘুরে বেরিয়ে আসবে, হঠাৎ একটা কথা মনে এল ওর। 'আমাকে ওখান থেকে যারা সরাতে চাইছে, ওদের বলে দিয়ো, থাকতেই এসেছি আমি।'

সশব্দে হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল জেক লোগান। সেলুন থেকে বেরিয়ে এল রুবল নুন। চিন্তায় ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে ওর। কিছুটা উদ্বিগ্নও। শহরে প্রথম এসেই বুঝতে পারছে, বাকস্কিন রানে ওর উপস্থিতি কারও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরবর্তী এক হপ্তা র‍্যাঞ্চের কাজে ব্যস্ত রইল রুবল নুন। তারপর দক্ষিণে গিয়ে দু'জন কাউহ্যাণ্ড ভাড়া করে প্রায় তিনশো সাদামুখো গরুর একটা পাল নিয়ে ফিরে এল। বাকস্কিন রানের সুস্বাদু পানি আর সতেজ ঘাস ছেড়ে কোথাও যাবে না ওগুলো।

boighar.com

তাই বিদায় করে দিল কাউহ্যাণ্ডদের।

এরপর আবার যখন কর্ডোভায় গেল, দেখল সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে ওকে। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাল না নুন। প্রথম প্রথম সব শহরেই নতুন লোককে সহজভাবে গ্রহণে অনীহা দেখা যায়। তবে জানাশোনা হয়ে গেলে অবশ্য পরিস্থিতি অন্যরকম দাঁড়ায়। এটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, এদের বিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনেছে ও, এড়িয়ে চলার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

কিন্তু র‍্যাঞ্চে ফেরার জন্যে জিনে চাপার মুহূর্তে বুঝতে পারল নির্লিপ্ত থাকলে চলছে না। ঘোড়ার পিঠে বাঁধা ময়দার বস্তা কে বা কারা যেন ফুটো করে দিয়েছে। ফুটো গলে ময়দা পড়ে সাদা হয়ে গেছে রাস্তা।

রক্ত চড়ে গেল রুবল নুনের মাথায়। ঘুরে মুখোমুখি হলো বারান্দায় বসা লোকগুলো। দাঁত বের করে হাসছে সব ক'টা। এদের একজন বব শিল্ডারসের *ব্লক-বি* র‍্যাঞ্চের রিঙ্ক উইটার। শার্টের পকেটে আর প্যাণ্টের ডান উরুর ওপর ময়দার ছোপ। বস্তা ফুটো করে তারপর ছুরি মুছেছে কাপড়ে।

এগিয়ে গেল রুবল নুন। 'তোমার শার্টে ময়দা লাগল কীভাবে?'

চকিতে একবার পকেটের দিকে তাকাল লোকটা, তারপর আবার মাথা তুলল। 'তোমার কী মনে হয়?'

জায়গায় দাঁড়িয়েই লোকটার সোলার প্লেক্সাসে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল নুন।

এরকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনা করেনি রিঙ্ক উইটার। আকস্মিক আক্রমণে দম বেরিয়ে যাবার দশা হলো তার।

'মারো শালাকে, রিঙ্ক!' চেঁচিয়ে উঠল একজন।

বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে রিঙ্ক। মুখ তুলতেই ডান হাতের এক রদ্দায় এবার তার চোয়াল ভেঙে দিল রুবল। তারপর শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে গোড়ায় চেপে বসল, তাকাল পেছনে।

'এখানে মারপিট করতে আসিনি। শান্তিতে থাকতে চাই। খামোকা খেপিয়ো না। কারও সঙ্গে লাগার কোনও ইচ্ছা নেই আমার।'

কিন্তু শহর ছাড়ার আগেই বুঝল, ব্লক-বির সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ও। ঝামেলা করার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হলো মারপিট করতে।

এ-ঘটনার কয়েকদিন পর ক্যানিয়নের ভেতর দিকে গরু দেখাশোনা করে ফিরে দেখতে পেল, একটা নোটিস ঝুলছে কেবিনের দরজায়। কেটে পড়তে বলা হয়েছে ওকে। এর পরপরই পুড়িয়ে দেয়া হলো ওর কেবিন। নতুন করে বানাতে হলো আবার।

অ্যাড টলব্যাটের সঙ্গে একটা ব্যাপারে মারপিট লেগে গেল, রাম প্যাঁদানি খেলো লোকটা। দিন কয় পরেই বাকস্কিন রানে লাশ পাওয়া গেল টলব্যাটের। সবাই জানে রুবল নুনের কাছে পিস্তল আছে।

নিজেকে নিয়ে যারা মগ্ন থাকে কিংবা যারা আর দশজনের চেয়ে আলাদা, স্বাভাবিকভাবেই নানা গুজব-গুঞ্জন ফেনিয়ে ওঠে তাদের ঘিরে। লোকে সন্দেহ আর অবিশ্বাসে চোখে দেখতে শুরু করে। রুবল নুনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হলো না।

এরপর দুটো ঘটনা ঘটল একসঙ্গে। জুডির কাছ থেকে একটা চিঠি আর নেড ওয়েস্ট এসে হাজির হলো বাকস্কিন রানে। এখানকার অগোছালো অবস্থায় জুডিকে আসতে বলবে কি না ভেবে দোটানায় থাকলেও শেষে জুডির দুরবস্থার কথা ভেবে জুডিকে আসতে লিখে দিল ও।

বিচিত্র স্বভাবের মানুষ নেড ওয়েস্ট। প্রথম পরিচয়েই পরস্পরকে পছন্দ করে ফেলল ওরা। নেড ওয়েস্টের কাছ থেকেই প্রথম হারিয়ে যাওয়া সোনার গল্প শুনল রুবল নুন।

'একসঙ্গে তিনজন লোক এসেছিল এদিকে,' বলল নেড ওয়েস্ট। 'নেভাদার কোথায় জানি সোনার খনি খুঁজে পেয়েছিল

boighar.com

ওরা। শোনা যায়, ফেরার সময় প্রায় সোয়া লাখ ডলারের সোনা ছিল ওদের কাছে। ফল্‌স বটমঅলা একটা বিশেষ ধরনের ওয়্যাগন বানিয়ে তাতে সোনা লুকিয়ে নেয়। তারপর মোট তিনটে ওয়্যাগন নিয়ে রওনা হয় পুবের পথে।

'বাকস্কিন রানে সোয়াণ্টে ট্যাগার্টের দল হামলা করে ওদের—মানে, লোকে তা-ই বলে। ওরা তিনজনই মারা যায় ওই হামলায়। নিখোঁজ হয় সোনা-সহ ওয়্যাগনগুলো।

'এ-ঘটনার কয়েক বছর পর ট্যাগার্ট গ্যাঙের এক লোকের সঙ্গে খুব খাতির হয়ে যায় আমার। ওকে জিজ্ঞেস করায় বলল, বাকস্কিন রানে কাউকে খুন করেনি ওদের কেউ, কোনও সোনাও ডাকাতি করেনি। ঘটনার সময় মেক্সিকোতে ছিল ট্যাগার্ট গ্যাং। প্রমাণ হিসেবে পেপার কাটিংও দেখিয়েছে।'

'তা হলে সোনার কী হলো? বাকস্কিন রানে খুনখারাবিই বা ঘটাল কে?'

'কে কীভাবে ওদের হত্যা করল জানে না কেউ। সোনাগুলোর কী হয়েছে তা-ও জানা যায়নি। সোয়া লাখ ডলারের সোনা! যে-দেশে মানুষ সামান্য কিছুতেই কৌতূহলী হয়ে পড়ে, সেখানে ওটা তো আর হাতে করে বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। টাকার হিসেব ঠিক হলে ওখানে কমসে কম তিনশো পাউণ্ড সোনা ছিল। অনেকের বিশ্বাস সোনা এখনও বাকস্কিন রানেই আছে।

'ক্যানিয়নে যারা মারা গেছে, তাদের কবর দিল কে সেটাও এক রহস্য। সব ক'টা কবরের মাথাতেই ফলক আছে। *মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত*—এই কথাগুলো লেখা রয়েছে ফলকে।'

'তোমার ধারণাটা কী বলো।'

মুচকি হেসে নেড ওয়েস্ট বলল, 'একটা কথা ভাবছি, কিন্তু সেটা একেবারেই গাঁজাখুরি মনে হবে তোমার কাছে। এ জায়গার মালিক এখন তুমি। আমাকে আশপাশে খুঁজে দেখতে দেবে? যদি কপালগুণে পেয়ে যাই, তিনভাগের একভাগ বখরা দেব।'

'আধাআধি হলে কেমন হয়?'

একটু চিন্তা করে কাঁধ ঝাঁকাল নেড ওয়েস্ট। 'মন্দ কী। অর্ধেকও তো কম নয়।'

কিন্তু তারপর আর কেবিনে ফিরে এল না নেড ওয়েস্ট। সুতরাং খোঁজ করতে বেরুতে হলো। লোকটাকে অবিশ্বাস করেনি ও, সেজন্যেই উদ্বিগ্ন ছিল।

নেড ওয়েস্টকে ঠিকই খুঁজে পেল রুবল নুন—মৃত। পেছন থেকে গুলি করে মারা হয়েছে বেচারাকে।

রুবল নুন জানত, শহরবাসীরা অ্যাড টলব্যাট আর নেড ওয়েস্টের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে ওকে। সরাসরি ওকে অভিযুক্ত না করলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওর নামই উচ্চারিত হয় সবার মুখে। আজই প্রথম সরাসরি অভিযুক্ত করা হলো ওকে।

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে স্টেজ ট্রেইলে এসেছিল ও। ড্রাইভারের কাছে জুডির খবর জানতে।

কিন্তু বাইরে এসেই দেখে, ভেতরে ঢুকি ঢুকি করছে চারজন অশ্বারোহী। নেতৃত্বে রয়েছে ট্যানার। কুখ্যাত গানম্যান রবার্ট হেইগও আছে দলে। ওর দিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখল রুবল নুন।

'হাউডি!' বলল ও।

'হারানো গরুর খোঁজে এসেছি আমরা,' বলল ট্যানার। 'ভাবলাম তোমার এখানে একবার ঢুঁ মেরে যাই।'

'এমনি বলছ, নাকি আসলেই ঢুকতে চাইছ?'

'ঢুকতেই যাচ্ছি, অনর্থক কিছু বলি না আমরা।'

'তা হলে আর এগোনোর চেষ্টা কোরো না। কোনও গরু ঢোকেনি আমার এলাকায়। ক্যানিয়নের মুখে বেড়া দেয়া আছে। সুতরাং গেট না খুললে কোনোমতেই গরু বেরুতে কিংবা ঢুকতে পারবে না। চাইলে পরে আমার অনুমতি নিয়ে খুঁজে দেখো।'

'এখুনি যাচ্ছি আমরা,' বলল ট্যানার, 'ভাল চাও তো সরে দাঁড়াও!'


boighar.com

'আমার ভালর চিন্তা তোমাকে করতে হবে না,' বলল রুবল নুন। অপেক্ষা করছে। ভেতরে ভেতরে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। বিপদ মোকাবিলার জন্যে তৈরি হয়ে আছে শরীরের প্রতিটি পেশি। 'অন্তত তিনজনের লাশ পেছনে ফেলে ভেতরে ঢুকতে হবে তোমাদের। ভেবে দেখো, পোষাবে কি না।'

ইতস্তত করল ট্যানার। নির্বোধ নয় সে। ইতিমধ্যে রিঙ্ক উইটার আর অ্যাড টলব্যাটের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় উৎরে গেছে রুবল নুন। ও মিথ্যে বলছে না বলেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল তার। কেউ যদি মারা যায়, ও-ই হবে প্রথম বলি, কোনও সন্দেহ নেই।

'আমার হাতে ছেড়ে দাও শালাকে,' বলে উঠল রবার্ট হেইগ। ঘোড়ার পেটে গুঁতো মেরে সামনে এগিয়ে এল সে।

কথা বলতে বলতেই অনায়াস ক্ষিপ্রতায় বন্দুকের দিকে হাত বাড়াল সে।

ট্যানার আর ওর অন্য সঙ্গীরা গানফাইটার নয়—কাউহ্যাণ্ড। বন্দুক চালাতে জানলেও, রবার্ট কিংবা ড্যালি হেইগের সমকক্ষ নয় ওরা।

সহসাই ওদের বোধোদয় হলো, রুবল নুনের সমকক্ষও নয় ওরা কেউ। হেইগে পিস্তল খাপমুক্ত হবার আগেই রুবলের গুলি ঘায়েল করল তাকে।

জিন থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল রবার্ট হেইগ, তারপর হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। এমন ক্ষিপ্রতা থাকলে ওদের সাইকে খাঁচায় বন্দি হাঁসের মত সহজে শেষ করে দিতে পারবে রুবল নুন—ভাবল ট্যানার।

স্টেজ কোচের আগমন মান বাঁচিয়ে দিল ওদের। হেইগকে ঘোড়ার পিঠে ফেলে ফিরতি পথ ধরল।

'কী জানো,' মাইল খানেক এগোনোর পর বলল অ্যাণ্ডি গিব, 'এখানে থাকতেই এসেছে লোকটা।'

কোনও জবাব দিল না কেউ। তাই বলে কথা বন্ধ হলো না

অ্যাণ্ডির। 'যাই বলো,' আবার বলল সে, 'ওকে বেশ টাফ্ বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে।'

অ্যাণ্ডি গিব আর রবার্ট হেইগের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না।

'এখানেই থাকবে লোকটা,' গম্ভীর ট্যানারের কণ্ঠস্বর। 'ড্যালি হেইগের মত চৌকস ছিল না রবার্ট। এবার ড্যালিই যাবে বাকস্কিন রানে। যাতে চিরকাল থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করে দেবে।'

## তিন

র‍্যাঞ্চে ফিরে ঘোড়াকে কোরালে রাখল রুবল নুন। গোলাঘরে রেইলের ওপর ঝুলিয়ে দিল জিনটা। ছায়াময় পরিবেশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

একটা মানুষকে মেরে ফেলেছে আজ সে।

কথাটা মনে করতে চায় না ও। এখানে গরু খুঁজতে আসার কোনও প্রয়োজনই ছিল না ওদের। ঢোকার মুখেই বেড়া আছে, ঢোকার আর কোনও পথও নেই। তা ছাড়া 'ব্লক-বি' এদিকে কোনও গরু চরায় না। স্রেফ গোলমাল বাধানোর মতলবেই এসেছিল ওরা। কোনও সন্দেহ নেই।

নীরব, নিস্তব্ধ কেবিন। ভেতরে ঢুকে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে তাকাল রুবল। মজবুত করেই কেবিনটা বানিয়েছে সে। চারটে ঘরের মেঝেতেই কাঠের পাঠাতন, গাছের গুঁড়ির দেয়াল। জানালা রয়েছে সব কামরায়—বাইরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়

boighar.com

ঘরে বসেই।

এ ঘর কি পছন্দ হবে জুডির? বাকস্কিন রান ভাল লাগবে ওর? নাকি ভয় পাবে?

ঘাড় ফিরিয়ে প্রায় ছ'শো গজ দূরে ক্যানিয়নের মুখের দিকে তাকাল রুবল। মৃদুমন্দ হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে লম্বা লম্বা ঘাস। পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণাটা, তির তির জল গড়ানোর শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। উঁচু উঁচু পাহাড়ের দেয়াল অসময়েই সন্ধ্যা ডেকে এনেছে।

দরজা আটকে সাপার তৈরি করতে বসল ও। জানে, এরপর কী ঘটবে। কেটে পড়া ছাড়া তা ঠেকানোর কোনও রাস্তাও নেই। অথচ পালিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওর আশা, স্বপ্ন—সব এখন এই বাকস্কিন রান-কে ঘিরে।

রবার্ট হেইগকে খুন করার পর ড্যালি হেইগের সঙ্গে শোডাউন আর কিছুতেই এড়ানো যাবে না।

শুরু থেকেই ওর পেছনে লেগেছে 'ব্লক-বি'—কেন? নবাগতদের সঙ্গে বরাবরই এহেন আচরণ করে ওরা? নাকি চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করেছে?

নেড ওয়েস্টের কথা মনে পড়ল ওর। ছোটখাট লোকটাকে কেন জানি ভাল লেগে গিয়েছিল। অনেক ক'টা প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গেছে সে। নেভাদা থেকে আগত তিনজন লোককে কে বা কারা খুন করেছে? ওদের ওয়্যাগনগুলো কোথায় গেল? আর সোনা? খুনিরা? কী ঘটেছে ওদের ভাগ্যে?

কিছু কিছু তথ্য কানে এসেছে নুনের। ওর সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়া গুজবও শুনেছে। জানে, ওগুলোর বেশিরভাগই এম শেল্টনের রটনা। কিন্তু কিছু কিছু গুজব নাকি বব শিল্ডারসও রটিয়েছে। অথচ লোকটার চেহারাই কখনও দেখেনি রুবল। রুবল শুনেছে, ও বাকস্কিন রান ছেড়ে চলে যাক—ভিন্স প্যাটারসন তাই চাইছে। বাকস্কিন রান থেকে বেশ দূরে একটা র‍্যাঞ্চ দেয়ারও কথা বলেছে

সে। এবং যুক্তিসঙ্গত দামেই।

মাংস ঝলসে নিয়ে জুডির কথা ভাবতে ভাবতে খেতে লাগল রুবল নুন। কোথায় আছে ও এখন? চিঠিটা কি পেয়েছে? এখানে আসবে ও? ওকে এসবের মধ্যে জড়ানো কি ঠিক হবে? আজকের ঘটনা জানতে পারলে কী প্রতিক্রিয়া হবে ওর? জুডির চেনাজানা জগতে মানুষ হত্যা জঘন্যতম অপরাধ, আত্মরক্ষার কারণে হত্যাকে পর্যন্ত খারাপ চোখে দেখা হয়। তবে রুবলের আশা, শিগ্‌গিরই সব ঝামেলা মিটে গিয়ে শান্তি ফিরে আসবে বাকস্কিন রানে।

সোনার গল্পটা আবার মনে পড়ল রুবলের। আসলেই সোনা লুকোনো আছে এখানে? তা হলে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। এ নিয়ে গুঞ্জন আর খুনোখুনি বন্ধ করতে হবে।

আঁধার রাত পেরিয়ে আরেকটা নতুন দিনের সূচনা হলো। মাসট্যাং-এর পিঠে জিন চাপিয়ে ওটায় চেপে ক্যানিয়নের ভেতর দিকে চলল রুবল। এসে থামল পুকুর পাড়ে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে এই পুকুরে জমা হচ্ছে ঝর্ণার পানি। পুকুর ধারে কবরগুলো আগেও দেখেছে ও, কিন্তু পরীক্ষা করার সময় পায়নি। বাকস্কিন রানের কোনও ঘটনারই সাক্ষী হয়ে আছে ওগুলো।

নেড ওয়েস্টকে প্রাণ দিতে হলো কোন্ অপরাধে? শুধুই ওকে নতুন ঝামেলায় ফেলতে? উঁহুঁ। গোপন কোনও তথ্য জেনে ফেলেছিল বেচারা?

নেডের 'গাঁজাখুরি' ধারণাটা কী ছিল? জানতে পারলে হতো। তা হলে যবনিকাপাত ঘটত হয়তো সব রহস্যের।

জিন থেকে নেমে কবরগুলোর দিকে এগিয়ে গেল রুবল নুন। পাশাপাশি তিনটে কবর। প্রত্যেকটায় 'বাসিন্দা'র নাম লেখা ফলক রয়েছে:

ন্যাট টেনিদো... হ্যারি কিড... জন ওয়াকার।


boighar.com

'তা, বুঝতে পারলে কিছু, অ্যাঁ?'

চমকে উঠল রুবল নুন। তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। পুকুর পাড়ে বড়সড় একটার বোল্ডারে বসে আছে লোকটা। দীর্ঘ শরীর, ছিপছিপে গড়ন, লালচে একজোড়া গোঁফ শোভা পাচ্ছে ঠোঁটের ওপর। ভূতের মত নিঃশব্দে কখন এসে হাজির হয়েছে, টেরও পায়নি নুন। ঘোড়া থেকে নামার সময় এখানে ছিল না লোকটা।

'কে তুমি? এলে কোত্থেকে?'

বুড়ো আঙুল পেছন দিকে হেলিয়ে পাহাড়চুড়োর দিকে ইঙ্গিত করল আগন্তুক! 'ওই ওখান থেকে নেমেছি। এখানে আসতে ভাল লাগে আমার। কিন্তু শুনলাম, তুমি নাকি চাও না বাইরের কেউ এখানে আসুক?'

কবরগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে এবার। 'কিডকে চিনতাম আমি। বিশাল লোক ছিল, ভীষণ শক্তিশালী। কিন্তু বন্দুকের সামনে গায়ের জোরে কোনও ফায়দা হয় না।'

'এখানে কেন এসেছ?'

থামল আগন্তুক। 'তুমি যেজন্যে এসেছ—সোনা খুঁজতে। সোনাগুলো এখান থেকে সরানো হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি না। আর ওয়্যাগনগুলো কোথায় যাবে? এখান থেকে বেরোয়নি ওগুলো। বিশাল বিশাল তিনটে ওয়্যাগন—আমি দেখেছি।'

'অনেক কিছু জানো মনে হচ্ছে।'

'শোনো বাছা, সে-সময় জোশ শেল্টনের নজর এড়িয়ে কিছুই ঘটতে পারত না।'

'শেল্টন? তুমিই জোশ শেল্টন?'

'এ নামে আর কেউ আছে বলে তো শুনিনি। আমার কথা তুমি জানলে কী করে?'

'কর্ডোভায় এক মহিলা আছে, তোমার স্ত্রী।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল শেল্টন, আরেকটু হলেই ঝপাৎ করে পানিতে পড়ত। 'এম? মানে, বলছ, এম থাকে শহরে? বাবা,

দোহাই লাগে, আমার কথা অন্তত জানিয়ো না ওকে! খতরনাক অবস্থা হয়ে যাবে তা হলে! সকাল-সন্ধ্যা জ্বালিয়ে খেয়েছে আমাকে হারামজাদী!' থুতু ফেলে ভুরু কুঁচকে রুবলের দিকে তাকাল জোশ শেল্টন। 'আবার বিয়ে করেছে সে?'

'নাহ্। তবে বব শিল্ডারসকে নিয়ে নাকি ভাবছে।'

'শিল্ডারস? অবাক হওয়ার কিছু নেই।' হঠাৎ হেসে উঠল শেল্টন। 'হি হি হি। উচিত সাজা হবে এবার বুড়োর! উচিত শিক্ষা হবে!'

'চেনো?'

চেহারা বদলে গেল জোশের। 'আমি? না—আ। তবে নাম শুনেছি।' তারপর আবার বলল, 'না চেনাই ভাল।'

'সে তো সাধারণ একজন র‍্যাঞ্চার মাত্র, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল শেল্টন। 'হয়তো, হয়তো না।'

শেল্টনের উপস্থিতিতে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব নয়। তবে এদিকে কোথাও বাকস্কিন রানের রহস্য উদ্ধারের কোনও না কোনও সূত্র পাওয়া যাবে বলেই ভাবছে রুবল নুন। বেসিনেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওয়্যাগনগুলো। খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কোথায়?

ঝর্ণার তলায় তো একটা নৌকো লুকোনোই সম্ভব নয়—ওয়্যাগন অনেক দূরের কথা!

জিনে চেপে বসে শেল্টনের উদ্দেশে হাত নাড়ল রুবল নুন। তারপর ফিরতি পথ ধরল। রহস্যময় লোকটা যা বলছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জানে, সন্দেহ নেই। ঘটনা ঘটার সময় কি এখানে ছিল সে? হবেও বা।

কেবিনের দিকে এগোতে এগোতে একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল রুবল নুন—ওয়্যাগনগুলো এখনও ক্যানিয়নেই আছে। এবং সোনাও।

কেবিনে পৌঁছে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ও।

boighar.com

হঠাৎ দেখল ঘরের সামনে বেঞ্চে বসে আছে শ্মশ্রুমণ্ডিত বিশালদেহী এক লোক।

'আরে, আজ দেখছি মেহমানের ছড়াছড়ি! শেল্টনের সঙ্গেই এসেছ নাকি তুমি?'

'শেল্টন? জোশ শেল্টন এখানে? তা হলেই সেরেছে! এমের কানে একবার যাক খবরটা!'

'গোপন রাখব বলে কথা দিয়েছি।'

'আমি হলেও বলতাম না। ওই ডাইনির কবল থেকে যে পালাতে পেরেছে, স্বাধীন থাকার অধিকার তার আছে। আমার নাম বোধহয় শোনোনি তুমি, বেশ কিছুদিন এদিকে ছিলাম না তো। কিট কারসনের সঙ্গে প্রথম এখানে এসেছিলাম। এখন ট্র্যাচারের কাজ করি—নাম ক্লে বেল।'

'তা ক্লে বেল, খাবে কিছু?'

সূর্যের দিকে তাকাল বেল। 'হ্যাঁ, খিদে পেয়েছে।' রুবলের পিছু পিছু ঘরে ঢুকল সে। 'এরই মধ্যে অনেক শত্রু জন্ম দিয়েছ তুমি।'

'ওরাই সেধে লাগতে এসেছে।'

'রবার্ট হেইগের সঙ্গে ফাইটটা যা হয়েছে না, লা জওয়াব! এরকম ফাইট আর দেখেছি কি না সন্দেহ!'

'দেখেছ? কোথায় ছিলে? স্টেজ কোচে?'

'হ্যাঁ। আরও অনেকেই ছিল, এই এম শেল্টন আর ভিন্স প্যাটারসন নামে এক ভদ্রলোক। সম্ভবত সান্তা ফে থেকে ফিরেছে।' চকিতে একবার রুবলের দিকে তাকাল ক্লে বেল। 'একটা সুন্দরী মেয়েও ছিল—জুডি ডে।'

'জুডি? এখানে? কিন্তু...'

'মেয়েটা বলল তোমার জবাবের অপেক্ষা না করেই চলে এসেছে সে। সহায়-সম্বল কিছুই ছিল না। হাতে টাকা থাকতে বেরিয়ে পড়াটাই ভাল মনে করেছে।'

'তা হলে আমাকে ডাকল না কেন? দেখেছে নিশ্চয়ই?'

ঠাণ্ডা রোস্টের গা থেকে মাংস কাটছে ক্লে বেল। 'ভেবে দেখো ঘটনাটা দেখার পর কেমন হয়েছিল ওর মনের অবস্থা। মেয়েরা এমনিতেই একটু আলাদা টাইপের—তার ওপর সে এসেছে পুব থেকে।

'সারা রাস্তা তোমার নামে রাজ্যের কুৎসা গাইল এম শেল্টন্। তার পরেই দেখল একটা লোককে মেরে ফেলেছ তুমি। ফলে মেয়েটা ধরে নিল তোমার বিরুদ্ধে বলা সব কথা সত্যি। কর্ডোভাতেই আছে মেয়েটা। ভাবলাম খবরটা তোমার জানা উচিত।'

একটু থামল ক্লে বেল, তারপর আবার বলল, 'হয়তো তোমাকে আর আগের মত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না সে।'

'তবু ওর সঙ্গে দেখা করব।'

'দাঁড়াও। ভেবেচিন্তে এগোও। কথা হচ্ছে, মেয়েটা আসলেই অপরূপ সুন্দরী। ওই ভিন্স প্যাটারসনের কোনও বদমতলব থাকতে পারে। লোকটা দেখতে শুনতে ভাল, যা চায় আদায় করতে অভ্যস্ত। তাড়াহুড়ো করে কিছু না করে বসে বরং মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাবো।

'তা ছাড়া ভুলে যেয়ো না, কর্ডোভায় অনেকেই অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। মেয়েটা তোমার কাছে এসেছে, জানে ওরা। এতক্ষণে শহরের সবাইকে বলে সেরেছে এম শেল্টন। সুতরাং, বুঝতেই পারছ, স্রেফ ওঁৎ পেতে বসে আছে ওরা—সেজন্যেই বলছি, একটু ভাবো।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ক্লে বেল। রুবল জানতে চাইল, 'আচ্ছা, ওই ভিন্স প্যাটারসনের কাছে বন্দুক দেখেছ?'

'নাহ্।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা। হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল

boighar.com

রুবল নুন। 'স্রেফ জুডির খবর দিতে নিশ্চয়ই এতটা পথ ভেঙে এখানে আসোনি?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ক্লে বেল। 'বুদ্ধিমান! এরকম ছেলেই আমার পছন্দ। জায়গাটা দেখতে এসেছি আমি।'

'তারমানে সোনা খুঁজছ?'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে হেসে ফেলল বেল। 'এবারেও ঠিক! সোনা পেলে... তারপর?'

'আধাআধি বখরা।'

সশব্দে হেসে উঠল ক্লে বেল। 'বেড়ে বলেছ। না দিলে?'

টেবিলের ওপর দুহাত রাখল রুবল নুন। হাসছে না। 'আমাকে জুডির খবর দিয়েছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে অর্ধেকের বেশি আশা কোরো না। সোনাটা আমার জমিতে আছে, সুতরাং পেলে ওই অর্ধেকই পাবে তুমি। সব সোনা নিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করলে, আমার লাশ ডিঙিয়ে যেতে হবে তোমাকে।'

আবার হাসল ক্লে বেল। 'হেইগের মত অত সহজে কাবু করতে পারবে না আমাকে। বন্দুকে হাতটা মোটামুটি ভাল চলে আমার, এক-আধটু অভিজ্ঞতাও আছে।' এক টুকরো মাংস কেটে দু'টুকরো রুটি মাঝখানে রাখল সে। 'তোমার ভাগ দিয়ে কী করবে বলো তো?'

'গরু কিনব, কাউহ্যাণ্ড রাখব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ক্লে বেল। 'ভাল। কাজে লাগাতে না পারলে কাঁচা টাকা সুড়সুড় করে হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়।' রুবলের দিকে তাকাল সে। 'পার্টনার চাও? এমন একটা জায়গায় কাজ করতে খুব ভাল লাগবে আমার। কাজকর্ম মোটামুটি জানি।'

'ভেবে দেখি,' বলল রুবল নুন। দীর্ঘদেহী ক্লে বেলের দিকে তাকাল ও, একটু বিভ্রান্ত। কী যেন বারবার দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যতটা দেখাচ্ছে, সেটাই এ লোকের আসল পরিচয় নয়,

কিছু একটা লুকোচ্ছে সে। 'হয়তো ভালই হবে,' বলল রুবল। 'কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আগের জানা দরকার। ঝামেলা হতে পারে।'

'ওসব ভাবতে হবে না। ঝামেলায় অভ্যস্ত আমি। নিজ থেকে কখনও গোলমালে না জড়ালেও বহুবারই বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কোণঠাসা হলে কীভাবে জবাব দিতে হয় জানি। আমরা দু'জন একসঙ্গে হলে একহাত দেখিয়ে দেয়া যাবে সব শালাকে।'

উঠে দাঁড়াল রুবল নুন। 'কর্ডোভায় যাচ্ছি, যাবে তুমি?'

দাঁত খেলাল করছিল ক্লে বেল। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। 'তা যাওয়া যায়। সবার সঙ্গে একটু পরিচিত হয়ে আসা যাক।'

ক্যানিয়ন ধরে এগোনোর সময় বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে ইঙ্গিত করল ক্লে বেল। 'ওদিকে পুবের ক্যানিয়নগুলোতে অসংখ্য গরু চরে বেড়ায়, দু'জন কাজের লোক হলেই নিয়ে আসা যেত।'

'হ্যাঁ, ওগুলো আনতে গিয়ে চুরির দায়ে প্রাণটা খোয়াই আর কী!'

'উঁহুঁ,' বলল ক্লে বেল। 'ওগুলো সবই ব্র্যাণ্ডহীন। যে-কেউ নিতে পারে। সপ্তাহখানেক খেটেখুটে গরুর একটা পাল বিক্রি করতে পারলে চলতি খরচের টাকাটা হাতে আসত।'

চুপচাপ এগিয়ে চলল ওরা। জুডির কথা ভাবছে রুবল নুন। দু'বছর আগে ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। এখন কত কাছে রয়েছে ও—মনে মনে উৎফুল্ল বোধ করছে নুন। দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে। কিন্তু আবার কিছুটা উদ্বিগ্নও। এখনও জানে, জুডির মূল্য ওর কাছে কতখানি। ওর কথা ভেবেই এত কিছু গড়ে তুলেছে ও। অথচ মেয়েটা এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা গেয়ে তার মনটা বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছে শহরবাসীরা। তার ওপর নিজ চোখে ওকে মানুষ খুন করতে দেখেছে জুডি, যদিও পেছনের ঘটনা কিছুই জানে না সে।

boighar.com

সূর্যের প্রখর তাপে জ্বলছে নিস্তব্ধ কর্ডোভা। রোদে পুড়ে খাক হবার জন্যে শহরটাকে ফেলে রেখে দূরে সরে গেছে পাহাড়গুলো। জেনারেল স্টোরের সামনে একটা স্প্রিং-ওয়্যাগনে রসদ তোলা হচ্ছে। গেম সেলুনের সামনে হিচ-রেইলে আধ-ডজন ঘোড়া এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। রুবলের দিকে চাইল ক্লে বেল।

'খুব সম্ভব মেয়েটা এম শেল্টনের বোর্ডিং হাউজে আছে। ওটা ছাড়া ভদ্রমহিলাদের থাকার উপযোগী আর কোনও জায়গা নেই এ-শহরে। আসব সঙ্গে?'

'গেম সেলুনে অপেক্ষা করো, অবশ্য ওদের উইস্কি যদি তোমার পেটে সয়!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে এম শেল্টনের বোর্ডিং হাউজের দিকে এগোল রুবল নুন। আশঙ্কায় দুলছে ওর মন। বোর্ডিং হাউজের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল একমুহূর্ত। জুডি কী বলবে ভেবে ভয় হলো। তারপর চকচকে কাঠের বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

একটা টেবিলের শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে জুডিকে। ভিন্স প্যাটারসনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে আলাপে মগ্ন।

'রুবল! রুবল!'

রুবল নুন এগিয়ে যেতেই ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তলের দিকে চেয়ে হঠাৎ করে বদলে গেল মেয়েটা।

জুডির হাত ধরল রুবল। 'ওহ্—কতদিন পরে দেখছি তোমাকে! কতদিন!'

হঠাৎ যেন একটা অনিশ্চয়তা বোধ গ্রাস করল জুডিকে। ওর কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। 'ভিন্স? রুবল নুনের সঙ্গে তো তোমার পরিচয় নেই, না?'

'না।' শীতল কণ্ঠস্বর ভিন্স প্যাটারসনের। 'হাউডি, নুন?'

মাথা দোলাল নুন। প্যাটারসনকে নাম ধরে ডেকেছে জুডি। 'ভাল, ধন্যবাদ।' আন্তরিক শোনাল না ওর কণ্ঠ।

‘তোমাকে শহরে দেখে অবাক হচ্ছি,’ বলল ভিন্স প্যাটারসন। ‘জানো বোধহয়, ড্যালি হেইগ পিস্তলে হাত পাকাচ্ছে তোমার জন্যে?’

‘তাই?’ জুডির হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল রুবলের হাতের ভেতর। আস্তে করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল জুডি। ‘কর্ডোভায় এটা অস্বাভাবিক কিছু? আমি বাকস্কিন রানে আসার পর থেকেই তো কেউ না কেউ ও-কাজটা করছে, তাই না? আমি অবশ্য হেইগ-টেইগ জাতীয় কোনও চুনোপুঁটির কথা বলছি না।’

‘তা হলে কার কথা বলছ?’

‘জানলে তো খপ করে ধরে ফেলতাম। কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল তাকে। যাকগে, দয়া করে এবার আমাদের একটু একা থাকতে দেবে? জুডির সঙ্গে একটু কথা বলব।’

মুচকি হাসল ভিন্স প্যাটারসন। দুচোখে ঝিলিক খেলে গেল সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ছায়া। ‘তোমাদের একা রেখে যাব? বলো কী! কদিন পরেই আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে মিস ডে!’

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে জুডির দিকে তাকাল রুবল নুন। চোখ সরিয়ে নিল জুডি। তারপর আবার মুখ তুলে তাকাল।

‘আমাকে ভুল বুঝো না, রুবল—তোমাকে আগের মতই ভালবাসি আমি, কিন্তু এই যে খুনোখুনি, রক্তপাত...এসব বুঝে উঠতে পারছি না। তা ছাড়া, ভিন্স খুব সহৃদয় মানুষ। তোমাকে না পেয়ে আমি আর...’

‘থাক, থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।’ নিজের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে রুবল নুন। ‘তুমিও আর সবার মতই। ভাল দেখিয়েছ, প্যাটারসন। পশ্চিমের আচার-আচরণ সম্পর্কে জুডির অজ্ঞতার সুযোগে ছলচাতুরি আর মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে ওকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছ!’

‘দেখো, আমাকে গানফাইটে নামানোর চেষ্টা কোরো না, নুন।

boighar.com

আমি নিরস্ত্র!'

রেগে উঠল জুডি। 'রুবল নুন! কী করে এ কথা বললে? মিথ্যে কিছু তো বলেনি ভিন্স! ও খুবই ভাল আর নির্ভরযোগ্য। ও-ই লোকের কথা বিশ্বাস না করে অপেক্ষা করতে বলেছে আমাকে, খোঁজ-খবর নেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। বব শিল্ডারসের কাছে তোমার খোঁজ নিতে বলেছে। তা ছাড়া—!'

'শিল্ডারস! কী বললে শিল্ডারস? শিল্ডারস-ই লড়ছে আমার সঙ্গে, জানো না?'

প্যাটারসনের দিকে চোখ ফেরাল রুবল নুন। 'প্যাটারসন, ওর কাছে এখন তুমিই সব। এত সহজে তোমার কাছে গেছে যখন, আরেকজনের কাছে যেতেও সময় লাগবে না।'

'হাতে বন্দুক থাকলে...'

'কী করতে? বন্দুক খুলে রাখছি... এসো, খালি হাতেই হয়ে যাক?'

'ফালতু মারপিট করার মত ছোটলোক নই আমি। চলে যাও এখান থেকে। যথেষ্ট বিরক্ত করা হয়েছে ভদ্রমহিলাকে।'

ঝট করে ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা দিল রুবল নুন। পেছন থেকে ভেসে এল কান্নাভেজা একটা কণ্ঠস্বর। ওকে ডাকল যেন জুডি। কিন্তু ফিরেও তাকাল না রুবল নুন।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছেই ক্লে বেলকে দেখল নুন।

'শোনো,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্লে বেল। 'ড্যালি হেইগ আছে ওদিকটায়। তোমাকে দেখা মাত্রই নাকি গুলি করবে।'

'ঠিক হ্যায়। এ-ই তো চাই! ঠিক সময়ই বেছে নিয়েছে গর্দভটা। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! খুনি হিসেবে নাম কিনতে হলেও কড়ায় গণ্ডায় পাওনা উসুল করব আজ!'

'সাবধান,' বলল ক্লে বেল। 'একাধিক লোক থাকতে পারে। আমি তোমাকে কাভার দেয়ার চেষ্টার করব, তবু চোখ কান খোলা রেখো।'

রাস্তা ধরে এগোল রুবল নুন। ঝুনঝুন বাজছে পায়ের স্পার। ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটছে ও। আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে সামলে রাখার! অস্থির হলে চলবে না। বিপজ্জনক লোক ড্যালি হেইগ; ভাই রবার্ট হেইগের চেয়েও খারাপ। চারপাশের সবকিছু হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠল রুবলের কাছে। নির্বিবাদে থাকবে বলেই এখানে এসেছিল ও, কারও কাছে কোনও ব্যাপারে হাত পাতেনি, কারও সঙ্গে লাগতে যায়নি। অথচ সেই শুরু থেকেই ওর পেছনে লেগে আছে প্রত্যেকটা লোক—ঘৃণা করছে ওকে। কেউ একজন নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সবার মন বিষিয়ে তুলছে ওর বিরুদ্ধে। সমস্ত গুজব-গুঞ্জন অস্বীকার করার ছুঁতোয় বারবার সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছে। সম্ভবত সে-ই অ্যাড টলব্যাট আর নেড ওয়েস্টের হত্যাকারী।

সে হয়তো জানে সোনাগুলো কোথায় লুকোনো আছে। বাকস্কিন রানে আসলে কী ঘটেছিল হয়তো সেটাও জানা আছে তার।

কিন্তু কে? জানবেই বা কীভাবে? সে কি কোনও পুরুষ নাকি নারী?

আচমকা ড্যালি হেইগকে দেখতে পেল রুবল নুন।

একটা ঘোড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে। উত্তপ্ত সূর্যটা তার পেছনে। সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে এসে পড়ছে রুবলের চোখে।

প্রায় শ'খানেক গজ দূরত্বে রয়েছে ওরা। দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছে নুন। সব দৃশ্য, সব শব্দ মুছে গেছে ওর মন থেকে। হালকা-পাতলা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ওপর—এই একটা দৃশ্যই দেখেছে ও।

দোকানপাট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে লোকজন। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে রাস্তার দুধারে। উল্টোপাল্টা ছিটকে যাওয়া বুলেটের বিপদ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন সবাই। রুবল নুনের প্রতিটি

boighar.com

পদক্ষেপে ধুলো উড়ছে। রোদে জ্বলে যাচ্ছে ওর মুখ। নিজেকে অস্বাভাবিক হালকা লাগছে। কিন্তু দৃঢ় ভঙ্গিতে প্রতিটা পা পড়ছে ওর সমান তালে।

সামনের ওই লোকটাকে হত্যা করতে যাচ্ছে ও। আকস্মিকভাবে সব ঘৃণা আর ক্রোধ এখন ওই লোকটার ওপরই জমাট বেঁধেছে।

আর ষাট গজ দূরত্বে রয়েছে ওরা। ...চল্লিশ গজ। একটু ফাঁক হলো ড্যালির আঙুলগুলো। ...তিরিশ গজ। কয়েকটা ভাঁজ পড়ল ড্যালির কপালে, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। দ্রুত এগোচ্ছে রুবল। ক্রমেই কমে আসছে মাঝখানের দূরত্ব।

বিশ গজ... আঠারো... ষোলো...

রুবল জানে, অনেক বন্দুকবাজই নিজের দক্ষতা নিয়ে অহঙ্কার করে। দূর থেকে গুলি করতে বেশি পছন্দ করে এরা। কিন্তু দূরত্ব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কারণ তখন আর কারও গুলিই ফসকে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। কোলিন ফোর্বস—ডজ সিটি গানফাইটার—বরাবরই শত্রুর দিকে এগিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত দূরত্ব বাড়ানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত প্রতিপক্ষ।

চোদ্দ গজ...

ভেঙে পড়ল ড্যালি হেইগ। ক্ষিপ্র গতিতে বন্দুকের দিকে হাত বাড়াল সে। নিমেষে খাপমুক্ত হলো তার পিস্তল, অগ্নিবর্ষণ করল। একই সঙ্গে গর্জে উঠল রুবলের পিস্তল। একবার... দুবার...

দুলে উঠল ড্যালি হেইগ। আবার স্থির হলো। কীসের যেন ছাপ পড়েছে লোকটার চেহারায়। আবার স্থির হলো তার পিস্তল, আগুন ঝরল। কুড়ালের বাড়ি পড়ল যেন রুবলের গায়ে, ভাঁজ হয়ে গেল দুই হাঁটু। ফের ট্রিগার টিপল ও। রং বদলে লাল হয়ে গেল ড্যালির চেহারা, মুখ খুবড়ে ধূলিধূসর রাস্তায় আছড়ে

পড়ল।

পেছন থেকে একটা পিস্তলের গর্জন শোনা গেল। তারপরই বেশ খানিকটা দূর থেকে ভেসে এল ক্লে বেলের কণ্ঠস্বর। 'একটা গেছে! আর কে আসবে, দেখি!'

## চার

কেবিনের দরজা গলে চতুর্ভুজাকারে আলো এসে পড়ছে মেঝেতে। বাইরে বাকস্কিন রানের হাওয়ায় নাচছে দীর্ঘ সবুজ ঘাসের অরণ্য।

নিজের বিছানায় শুয়ে আছে রুবল নুন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। আগের মতই আছে সবকিছু—একটা জিনিস ছাড়া। ঘরের ওপাশে পরিপাটি আরেকটা বিছানা দেখা যাচ্ছে।

কতক্ষণ এখানে আছে ও? কে নিয়ে এসেছে?

ভাবতে ভাবতেই ঘুমে তলিয়ে গেল ও। আবার যখন চোখ খুলল, দেখল, আঁধার নেমে এসেছে বাইরে। একটা লণ্ঠন জ্বলছে টেবিলের ওপর। মানুষের নড়া-চড়ার শব্দ, কাপড়ের খসখস কানে আসছে। চুপচাপ থাকলেই, ভাবল নুন, জানা যাবে লোকটার পরিচয়।

অপেক্ষা করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল ও। ঘুম ভাঙল রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে। চোখ খুলেই দেখল, জানালার পাশে ঘাপটি মেরে বসে আছে ক্লে বেল। টাইট করে আটকানো দরজাটা। 'কে যেন রয়েছে বাইরে।'

boighar.com

উঠতে গিয়েই একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রুবল। জোশ শেল্টনের গলা। 'কেউ আছ? আছ নাকি কেউ ঘরে?'

জবাব দিল না ক্লে বেল। বিশালদেহী লোকটা চুপচাপ বসে থাকায় কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। ভয় পেয়েছে নাকি? শেল্টনকে ভয় পাওয়ার কী আছে? অথচ দেখা যাচ্ছে, লুকিয়ে আছে ক্লে বেল।

একটু পরেই উঠে দাঁড়াল সে। একবার জানালার এপাশে আরেকবার ওপাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে চারদিক পরীক্ষা করে দরজা খুলল। চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল রুবল নুন। খানিক পর আবার চোখ খুলে তাকাল। দাড়িঅলা দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'ঘুম ভাঙল?'

'কী ঘটেছিল?'

'ড্যালি হেইগকে মারলেও দুটো গুলি ঢুকিয়ে দিয়েছে সে তোমার শরীরে। আমি ব্যস্ত ছিলাম কয়েক মিনিট। তারপর তোমাকে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে আসি। পথে প্রচুর রক্ত হারালে তুমি। তা ছাড়া, এতটা পথ পেরিয়ে আসতে গিয়ে কাহিল হয়ে গিয়েছিলে।'

'তুমিও ফাইটে ছিলে—গুলির শব্দ শুনেছি আমি।'

'*ব্লক-বি*-র রিঙ্ক উইটার ব্যাটা পেছন থেকে গুলি করতে চেয়েছিল তোমাকে। শালাকে শেষ করে বাকিগুলোর ওপরেও চোখ রাখতে হয়েছে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পেরেছি শহর থেকে সটকে পড়েছি।'

'এখানে আছি কতক্ষণ?'

'ধরো সপ্তাহখানেক। খুব খারাপ অবস্থা ছিল তোমার।'

'নতুন কোনও গোলমাল?'

'সামান্য। ব্লক-বির জেক সাইমন দশ বারোজন লোক নিয়ে এসেছিল। সুস্থ হলেই কেটে পড়তে বলেছে তোমাকে। দ্বিতীয়বার

নাকি বলতে আসবে না ওরা।'

'জাহান্নামে যাক! থাকবই আমি, দেখি কী করতে পারে?'

'পার্টনার চাই? আমার প্রস্তাব তুলে নেইনি এখনও।'

'কেন নয়?'

কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল রুবল নুন। জুডির কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে থাকলেও দ্বিধায় ভুগছে। অপেক্ষা করল ও, হয়তো নিজে থেকেই বলবে ক্লে বেল। মেয়েটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুবল নুন। দূর করে দিতে চাইল জুডির ভাবনা। ভিন্স প্যাটারসনের জন্যে ওকে ছুঁড়ে ফেরে দিয়েছে সে। কিন্তু, জানে রুবল, ওর মনের দরজা এখনও খোলা আছে মেয়েটার জন্যে। দু'দুটি বছর দেখা হয়নি। এরপর ওর সম্পর্কে একের পর এক খারাপ কথা শুনলে আর চোখের সামনে মানুষ হত্যা করতে দেখলে এমন হওয়াই তো স্বাভাবিক...

হারিয়ে যাওয়া ওয়্যাগনগুলোর কথা ফিরে এল ওর ভাবনায়। মনে পড়ল সোনাগুলোর কথা। শেল্টনের আগমনে ক্লে বেলের অদ্ভুত আচরণের কথাও ভাবল।

শেল্টনের সামনে বেরুতে চাইল না কেন ক্লে বেল? নাকি আর কেউ ছিল তার সঙ্গে? ওকে বের করে খুন করার মতলবে জোশ কী একটা টোপ ছিল? হতে পারে।

কৌতূহল হলেও ব্যাখ্যা চাইতে গেল না রুবল। নতুন পার্টনার সম্পর্কে কোনও সন্দেহ জাগল না ওর মনে। এ লোকটা শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে ওকে। এর ফলে নিজেই মারা যেতে পারত সে? *ব্লক-বি*-র বিরুদ্ধে খুব কম লোকই রুখে দাঁড়ানোর সাহস রাখে।

সারাটা দিন শুয়ে শুয়ে ওর প্রতি *ব্লক-বি*-র বিদ্বেষের পেছনে একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করল রুবল। রিঙ্ক উইটারের সঙ্গে ওই সামান্য ঠোকাঠুকি থেকে কিছুতেই এত ঘৃণা জন্মাতে পারে না। এমনকী রবার্ট হেইগের হত্যাকাণ্ডও নয়।

boighar.com

আরও গূঢ় কোনও কারণ আছে এসবের পেছনে। কেন জানি মনে হচ্ছে, বব শিল্ডারস, যার চেহারাই কখনও দেখেনি ও, সব ঘটনার মূলে রয়েছে সে-ই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে সোনা আর ওয়্যাগনের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করে চলল রুবল। তিনজন মানুষকে হত্যা করে কবর দেয়া হয়েছে। ওদিকে সোনাসুদ্ধ তিন তিনটে ওয়াগন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে থাকার শেষ দিনটিতে আচমকা ভাবনাটা টোকা দিয়ে গেল ওর মাথায়। নিজের কাছে গাঁজাখুরি মনে হলো চিন্তাটা। আজগুবি। কিন্তু সম্ভব। যত ভাবল, এটাকেই একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান বলে মনে হলো ওর কাছে।

দ্রুত সেরে উঠছে রুবল। খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর যখন বাইরে বেরুতে পারল, ক্লে বেলের অনেক কীর্তির নমুনা চোখে পড়ল ওর। বোঝা যাচ্ছে, লোকটা খামোকা ঘুরতে আসেনি এখানে।

ঘরের কাছে একটা বিশাল গাছ ঘিরে দারুণ আরামদায়ক বেঞ্চ বানানো হয়েছে, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব গাছের নীচে। গোলাঘরের সামনে একটা কাজ করার টুল দেখা যাচ্ছে। বন্দুকসহ পাথরের একটা প্যারাপেটও তৈরি করা হয়েছে।

পানিভর্তি একটা পিপে ঘরে তুলে রেখেছে ক্লে বেল। কয়েকটা বাছুর জবাই করে মাংস শুকিয়ে রেখেছে। ঘরের ভেতরেই ঝুলিয়ে রেখেছে ওগুলো। সম্ভাব্য যে-কোনও হামলা প্রতিরোধের সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

দরজার কাছে একটা তাকে কয়েক বাক্স গুলি সাজিয়ে রাখা। শহরে গিয়েছিল ক্লে বেল, জুডির খবর নিশ্চয়ই জানে সে।

ঘর থেকে বেরুতে পারার চতুর্থ দিন ধূসর মাসট্যাং-টার পিঠে জিন চাপাল রুবল নুন। একটা হুক আর একগোছা দড়ি নিয়ে রওনা হলো বেসিনের দিকে। সকালেই বেরিয়ে গেছে ক্লে বেল। কোথায় যাচ্ছে বলে যায়নি।

রুবল এখন জানে, হারিয়ে যাওয়া ওয়্যাগনগুলোর কী পরিণতি হয়েছে। আর কিছুক্ষণের ভেতরেই প্রমাণ পেয়ে যাবে ও।

অ্যাড টলব্যাট আর নেড ওয়েস্ট দুজনেই ক্যানিয়নের ভেতর খুন হয়েছে। সম্ভবত রহস্য উন্মোচন করে ফেলেছিল ওরা, কিংবা হয়তো সমাধানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। সাবধানে, খুব সাবধানে থাকতে হবে।

এম শেল্টনের বোর্ডিং হাউজে রুবল নুনের আগমনে একই সঙ্গে চমকিত এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জুডি ডে। হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না ও। ভিন্স ওর সঙ্গে বিয়ের কথা বলার পর মলিন হয়ে যাওয়া রুবলের চেহারা ভেসে রয়েছে চোখের সামনে।

বোর্ডিং হাউজের ভেতর থেকে গুলির শব্দ শুনেই আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ওর বুক—রুবলের কিছু হলো না তো! সন্ত্রস্ত জুডি হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ছুটে গেল দরজার দিকে। ভিন্স প্যাটারসন বাধা দিল।

'যেয়ো না! তোমার গায়েও গুলি লেগে যেতে পারে। নিরীহ লোকদেরই সবসময় পস্তাতে হয়। আবার কাউকে খুন করল বোধ হয় রুবল নুন।'

জুডিকে কাছে টেনে নিল প্যাটারসন। একমুহূর্ত, তারপরই ছেড়ে দিল—সান্ত্বনা দিতে চাইল যেন। কিন্তু এই এক মুহূর্তেই দুটো জিনিস জানা হয়ে গেল জুডির—ভিন্সের আলিঙ্গন মোটেই ভাল লাগেনি ওর, এবং মিথ্যে কথা বলেছে লোকটা। বন্দুক রয়েছে ওর শোল্ডার হোলস্টারে। ওটার অস্তিত্ব অনুভব করেছে জুডি। শোল্ডার হোলস্টার অচেনা নয় ওর। সাদা পোশাকের ডিটেকটিভ ছিলেন জুডির খালু।

মিথ্যে বলল কেন লোকটা? রুবলকে ভয় পেয়েছে বলে? নাকি

boighar.com

স্রেফ ঝামেলা এড়িয়ে যাবার জন্যে? কিন্তু ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল ওকে। কিছু যেন লুকোনোর চেষ্টা করছে প্যাটারসন। আগেও কয়েকবার শুনেছে, ভিন্স প্যাটারসন কখনও সঙ্গে বন্দুক রাখে না। সবাই বিশ্বাস করে কথাটা—অথচ একটা বন্দুক রয়েছে তার।

ভাবনাটা রয়ে গেল ওর মনে। দিন গড়িয়ে চলল। রুবল নুনের হাতে ড্যালি হেইগের আর ক্লে বেলের হাতে রিঙ্ক উইটারের মৃত্যু সংবাদ শুনল জুডি। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে রুবল—ক্লে বেল শহরের বাইরে নিয়ে গেছে ওকে।

মারাও যেতে পারে রুবল! আতঙ্কিত হয়ে উঠল জুডি। এই প্রথম নিজের কথা ভাবল ও। এ শহরের সবাই অচেনা ওর। কিন্তু রুবলের সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়। এত দ্রুত কি বদলে যাওয় সম্ভব তার পক্ষে? কত নম্র-ভদ্র ছিল ও! নাকি ওর ধারণাতীত কিছু ঘটেছে এখানে?

দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল জুডি। ডাইনিং রুম থেকে কথা বার্তার আওয়াজ আসছে। রুবল নুনের নাম কানে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

কথা বলছে ট্যানার। প্রথম দিন স্টেজ থেকে একেই রুবলের মুখোমুখি দেখেছে জুডি।

'ফিরে আসা ছাড়া আর উপায় কী!' বলছে ট্যানার, 'দুর্দান্ত সাহস ওই নুনের। তার ওপর কী দারুণ চালু হাত। জীবনে কখনও দেখিনি এরকম। একটু হাত নাড়লেই স্রেফ স্বর্গে চলে যেতে হতো সেদিন। অন্তত তিনজন লোককে হারাতে হতো ওর সঙ্গে লাগতে গেলে।'

'চালু হাতের কথা যখন উঠলই,' আরেকজনের কণ্ঠ, 'ক্লে বেলের হাতের টিপ কেমন, বলো তো?'

'সে-ও ভাল। কীসের আঘাতে মরেছে টেরও পায়নি রিঙ্ক উইটার। এই বেল ব্যাটা ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। কোত্থেকে যে এল! আর রুবলের সঙ্গেই বা যোগ দিল কেন? কিট কারসনের

সঙ্গে নাকি আগেও এখানে এসেছে, বলেছে সে। কিট কারসনের সঙ্গী-সাথী সবার নামই জানি... কই, ক্লে বেল বলে কারও কথা তো মনে পড়ছে না!'

হেসে উঠল কেউ। 'তুমি বরাবর একই নাম ব্যবহার করো নাকি ট্যানার?'

'এখন কী হবে?'

'মারা যাবে রুবল নুন। শিল্ডারসের সঙ্গে লাগতে যাওয়া অত সহজ নয়। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারও পক্ষে এখানে টিকে থাকা অসম্ভব। ক্লে বেলের বেলায়ও একই কথা।'

'কেন? ওর মতলবটা কী?'

'জানতে চেয়ো না। সাধারণ কাউহ্যাণ্ডদের তুলনায় দ্বিগুণ বেতন পাচ্ছ, সুতরাং যা করতে বলবে, করতে হবে; কোনও কথা নয়। কেন, তা শিল্ডারস জানে, জানে প্যাটারসন। তবে আমার ধারণা, জমি দখল করার জন্যেই এমন করছে ওরা। সেজন্যে অবশ্য ওদের দোষও দেয়া যায় না—ওখানকার জমির কোনও জুড়ি নেই।'

নিজ ঘরে ফিরে এল জুডি। কাপড় ছেড়ে বিছানায় ঢুকে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না। উদ্বিগ্ন। রুবল নুনের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে। শিল্ডারস বোধহয় ওকে হত্যা কতে চায়।

কিন্তু বব শিল্ডারস তো এ তল্লাটের সবচেয়ে ধনী লোক! এসবে কেন নিজেকে জড়িয়েছে সে। ভিন্স ট্যাপারসন আর এম শেল্টন, দুজনেই এ লোকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রুবল সম্পর্কে কারা প্রথম নিন্দা করেছিল ওর কাছে? ভিন্স প্যাটারসন আর এম শেল্টন।

ক্লে বেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে—ঠিক করল জুডি। মনে পড়ল, সেদিন স্টেজে রুবলের পক্ষে সাফাই গেয়েছিল লোকটা। রুবলকে কি চিনত তা হলে সে? না... চিনত না। ক্লে বেল নিজেই

boighar.com

স্বীকার করেছিল সেটা।

পরদিন প্রথমবারের মত বব শিল্ডারসের দেখা পেল জুডি ডে। ট্যানারের সঙ্গে কথা বলছিল। ডাইনিং রুমের আলোচনা শুনে ফেলার পর লোকটাকে বাজিয়ে দেখে ওর পেটের কথা বের করার কথা ভেবে রেখেছিল ও।

'কাউকে কখনও খুন করেছ, ট্যানার?'

চট করে একবার ওর দিকে তাকাল ট্যানার। 'হ্যাঁ, তা করেছি, ম্যাম। এক-আধজন মানুষ মারেনি, এমন লোক নেই আমাদের ভেতর। কিন্তু তাই বলে আমরা ইচ্ছে করে করিনি খুনগুলো। সময়টা খুব অস্থির, ম্যাম। আত্মরক্ষার জন্যে সবসময় আইনের আশ্রয় নেয়াও সম্ভব নয়। নিজের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হয়। এদেশে আইনও আসলে তাই চায়!'

'সেদিন যে ট্রেইলে রুবল নুন রবার্ট হেইগকে হত্যা করল, সেটার ব্যাখ্যা কী?'

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখল ট্যানার। জুডি রুবল নুনকে বিয়ে করতে পশ্চিমে এসেছে—এ-কান ও-কান হয়ে কথাটা ট্যানারও শুনেছে। ভিন্স প্যাটারসন মেয়েটাকে পটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তা-ও জানে। প্যাটারসন সম্পর্কে ট্যানারের নিজস্ব একটা ধারণা আছে, এবং তা মোটেই সুখকর নয়। এখানে-সেখানে গরু চুরি কিংবা স্টেজ লুঠ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ট্যানারের—গলা ভেজানোর টাকা জোগাড় করতেই করেছে সে-সব। কিন্তু একজন ভদ্রমহিলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কখনও কার্পণ্য করেনি সে।

'কথাটা বলার জন্যে আমাকে হয়তো প্রাণ হারাতে হবে। তবু একটা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করেছেন যখন, আমিই সত্যি জবাবটা দিচ্ছি। সেদিন যদি গুলি করতে আরেকটু দেরি করত রুবল, মারা যেত সে। রবার্ট হেইগকে পাঠানোই হয়েছিল তাকে হত্যা করার জন্যে।'

'পাঠানো হয়েছে? কে পাঠিয়েছে?'

বলল ট্যানার। বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল সে, হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দীর্ঘদেহী শুভ্রকেশ এক ব্যক্তি। পালাক্রমে ওদের দুজনের দিকে তাকাল সে।

'ট্যানার,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল আগন্তুক, 'র‍্যাঞ্চে চলে যাও!'

'জী, সার, এই যাচ্ছি।'

টুপি মাথায় ফেলে দ্রুত পদক্ষেপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ট্যানার। জুডির বুঝতে বাকি রইল না, এ লোকই বব শিল্ডারস। বিশালদেহী লোকটাকে দেখলে খুব নরম দিলের মানুষ বলেই ধারণা জন্মে। চোখগুলো ধূসর, চিকন একজোড়া ঠোঁট। সুদর্শন।

দরজায় পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ট্যানার। 'বস?'

ঝট করে ফিরল শিল্ডারস, বিরক্তির ছাপ পড়ল চেহারায়। 'ট্যানার, আমি...'

'বস, সেই লোকটাকে চিনতে পেরেছি—জোশ শেল্টন।'

শিল্ডারসের দিকে তাকিয়েছিল জুডি। ওর চেহারার হঠাৎ পরিবর্তনে বিস্মিত হলো। হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ, আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। মনে হলো হার্টফেল করবে বুঝি!

জুডির উপস্থিতির কথা বেমালুম ভুলে গেল শিল্ডারস। মুহূর্তের জন্যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সে। 'ট্যানার,' কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'ভিন্সকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। এখুনি খুঁজে বের করো তাকে। এই মুহূর্তে—বুঝেছ?'

হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল এম শেল্টন। 'শেল্টনের নাম বলল যেন কে?'

'হ্যাঁ,' শিল্ডারস বেরিয়ে যেতেই বলল জুডি। 'ট্যানার বলেছে। বলল, জোশ শেল্টন নামে এক লোককে নাকি দেখেছে সে।'

'ওই বজ্জাতটা! শয়তানের বাচ্চাটা মরেনি তা হলে! হাতের কাছে পেয়ে নিই একবার...!'

কথাটা শেষ না করেই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল মহিলা।

প্রশস্ত বারান্দায় বেরিয়ে এল জুডি। একটা রকিং চেয়ার বেছে

boighar.com

নিয়ে বসল। দ্রুত ঘটে যাচ্ছে অনেক ঘটনা। অনেক প্যাঁচ দেখা যাচ্ছে, অনেক প্রশ্ন জেগে উঠছে মনে। ট্যানার লোকটা যেমনই হোক, ওকে সত্যি কথাটাই বলেছে সে। আর সবাই সত্য গোপন করেছে ওর কাছে।

এখন যে-করে হোক, ক্লে বেলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। রুবল নুন ড্যালি হেইগকে হত্যা করার পর বেশ ক'বার শহরে এসেছে লোকটা। আজ এলে এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাবে সে। তৈরি হয়ে আছে জুডি।

ভিন্স প্যাটারসনের কথায় সেদিন রুবলকে ফিরিয়ে দেয়াটা চরম বোকামি হয়ে গেছে। তখনও ভিন্সের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি ও—ভেবে দেখার সময় চেয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিল প্যাটারসনকে।

দিনদুই পরে, ক্লে বেলকে শহরে আসতে দেখল জুডি ডে। লোকটা সর্বদাই গেম সেলুনটাকে বিপদাশঙ্কায় এড়িয়ে চলে। সোজা দোকানে গিয়ে রসদপত্র কিনে ফিরে যায়। ক্রমশ পশ্চিমের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে জুডি, লক্ষ করেছে, যে-কোনও জায়গায় ঢোকা কিংবা বেরুনোর আগে চারদিক সতর্ক দৃষ্টিতে যাচাই করে নেয় লোকটা, তারপর এগিয়ে যায় ঘোড়ার দিকে।

রকিং চেয়ারটাতেই বসে ছিল জুডি। ধারে কাছে কেউ নেই দেখে উঠে পুরনো কুয়োটার দিকে এগিয়ে গেল ও। এখানে এক-আধবার সময় কাটাতে এসেছে। বোর্ডিং হাউজের আড়ালে পৌঁছুতেই দুহাতে উঁচু করে স্কার্ট ধরে দৌড়ুতে শুরু করল। হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছুল ক্লে বেলের ট্রেইলে।

ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্লে বেলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল ও। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল বেল। 'মি. বেল, জরুরি কথা ছিল।'

'তুমি একা তো, ম্যাম?'

'হ্যাঁ।'

দ্রুত চারপাশে চোখ বুলাল ক্লে বেল। ঘোড়া নিয়ে ট্রেইলের পাশে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করল জুডি। ক্রিকের ওপর এটা মরচে পড়া পুরনো পায়ে হাঁটা সেতু দেখে অবাক হলো সে।

সংক্ষেপে দ্রুত সবকিছু ক্লে বেলকে খুলে বলল জুডি। শেল্টনের নাম শোনার পর শিল্ডারসের আচরণে পরিবর্তনের কথাও জানাল। শুনে হেসে ফেলল ক্লে বেল। তারপর ট্যানারের রুবলকে হত্যা করার ব্যাপারটিও বেলকে জানাল জুডি।

'রুবল এখন কেমন আছে, মি. বেল? ইশ্, প্রথম থেকে আবার শুরু করা যেত যদি! কী বোকা আমি! কী-ই বা করার ছিল আমার—কিছুই বুঝতে পারিনি যে তখন। তখন তোমার কথা শুনলে অবস্থা এমন হতো না।'

'রুবল সেরে উঠছে, ম্যাম। ভয় হচ্ছে, তৈরি হবার আগেই ওরা হামলা করে বসে কি না। শেল্টনের নাম শুনেই প্যাটারসনকে ডেকে পাঠিয়েছে শিল্ডারস, না? এবার বলো, এ সম্পর্কে আর কী জানো তুমি?'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'ম্যাম, ভিন্স প্যাটারসনের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করো। এত কিছু জেনে ফেলার পর এটাও বোঝা উচিত। শিল্ডারসের পক্ষে কেউ একজন খুনখারাবি করে বেড়াচ্ছে। এখন শেল্টনকেও খুন করতে চায় শিল্ডারস, কাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেজন্যে? ভিন্স প্যাটারসনকে।'

'না। তা কী করে হয়! নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে কোথাও!' অস্বীকার করতে গিয়েও বন্দুকটার কথা মনে পড়ে গেল জুডির। 'মি. বেল, রুবলকে ভিন্স বলেছিল, সঙ্গে কখনও বন্দুক রাখে না সে—মিথ্যে কথা। শোল্ডার হোলস্টারে একটা বন্দুক আছে।'

খুশি হলো ক্লে বেল। 'এতক্ষণে একটা দামি খবর মিলল। আমার বা রুবলের প্রাণটা হয়তো বেঁচে যাবে এবার।'

boighar.com

'শেল্টনকে হত্যা করতে চাইছে শিল্ডারস, কেন?'

ইতস্তত করল বেল। 'কারণ, বাকস্কিন রানে সোনা উধাও হবার সময় আসলে কী ঘটেছিল সেটা মাত্র দুজন লোক জানে। একজন হচ্ছে বব শিল্ডারস, অন্যজন জোশ শেল্টন।'

এক গাল হাসল ক্লে বেল। 'মুশকিল হলো, তৃতীয় আরেকজনও জেনে ফেলেছে সব—আমিই সেই তিন নম্বর।

'ম্যাম, ঘরে ফিরে ওদের বলো, পথে এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার। আমার বর্ণনা দেবে না। বলবে—সোয়ান্টে ট্যাগার্ট ফিরে এসেছে, এই খবরটা ওদের জানাতে বলেছে লোকটা।'

## পাঁচ

বোর্ডিং হাউজের ছোট্ট সিটিং-রুমে বসে আছে জুডি। ভিন্স প্যাটারসন ভেতরে এল। কিন্তু জুডি মুখ খোলার আগেই নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল সে। পোশাক পাল্টে ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। বসল জুডির কাছে।

'বব শিল্ডারসের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে শুনলাম। চমৎকার লোক, তাই না?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল জুডি, 'দেখতেও ভাল।' তারপরই চেহারায় একরাশ প্রশ্নের ভাঁজ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, সোয়ান্টে ট্যাগার্ট আসলে কে, ভিন্স?'

প্রতিক্রিয়া আশা করে থাকলে নিরাশ হতে হলো না জুডিকে।

আঁতকে উঠল ভিন্স প্যাটারসন, মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে যেন। খপ করে জুডির কবজি চেপে ধরল সে। ভেঙে যায় বুঝি! 'কে? কার কাছে আবার শুনলে নামটা?'

'উফ্... লাগছে!' হাত ছেড়ে দিল প্যাটারসন, কবজি ডলতে লাগল জুডি.... চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ। 'তেমন কেউ না।' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'সময় কাটছিল না, তাই হাঁটতে হাঁটতে পুরনো সেতুটার কাছে গিয়েছিলাম। ওখানেই এক লোকের সঙ্গে দেখা হলো। ঘোড়াকে পানি খাওয়াচ্ছিল সে। জানতে চাইল আমি এম শেল্টনের বোর্ডিং হাউজে থাকছি কি না। বললাম, হ্যাঁ। শুনে আমাকে বলল, বব শিল্ডারসকে জানাতে যে, সোয়াণ্টে ট্যাগার্ট ফিরেছে।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল প্যাটারসন। 'ট্যাগার্ট ফিরে এসেছে? লোকটা দেখতে কেমন বলো তো?'

'এমনি সাধারণ টাইপ। লম্বায় এই ধরো, তোমার মতই, একটু হালকা-পাতলা। কালো রঙের ছিল ঘোড়াটা।' ক্লে বেলের ঘোড়াটা ছিল নীল রোয়ান।

'সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে,' বিড়বিড় করে উঠল ভিন্স প্যাটারসন।

'সোয়াণ্টে ট্যাগার্ট কে? কী করে?'

'আউট-ল। পনেরো বিশ বছর আগে এদিকে ডাকাতি করে বেড়াত। হারিয়ে যাওয়া ওয়্যাগন ট্রেনের ওপর সে-ই হামলা চালিয়েছিল বলে শোনা যায়।'

দরজার দিকে এগোল প্যাটারসন। 'শোনো, বব শিল্ডারস এলে আমাকে যা বললে সব জানিয়ো ওকে, কেমন? বলবে, ওর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

দুপুরের আগেই পুকুরটার কাছে এসে পড়ল রুবল নুন। পাথরের আড়ালে প্রায় পনেরো মিনিট চুপচাপ পড়ে থেকে চারদিক জরিপ

boighar.com

করে নিল। কেউ ওর দিকে নজর রাখছে না, নিশ্চিত হয়ে পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল। রাইফেলটা একপাশে নামিয়ে রেখে দড়িতে হুক বেঁধে ছুঁড়ে দিল গভীর জলে। হুকটা তলায় পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর টানতে শুরু করল আস্তে আস্তে।

ধীরে সুস্থে কাজ করে চলল রুবল নুন। হুক ফেলছে, ডোবা পর্যন্ত অপেক্ষা; তারপর আবার টানছে। মাঝে মধ্যে কাজ থামিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। প্রায় তিনটি ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। গাছের ভাঙা ডাল আর আগাছা ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। কিন্তু ধৈর্য হারাল না নুন। ছেদ পড়ল না কাজে। হঠাৎ কী যেন বেধে গেল হুকে। টেনে আনবে—ছুটে গেল। একবার, দুবার। আবার চেষ্টা করল ও। এবার উঠে এল জিনিসটা।

ওয়্যাগন টায়ার।

একটা লোহার ওয়্যাগন টায়ার, পোড়া চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তারমানে ওয়্যাগনগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, তারপর ছাইসহ পোড়া যন্ত্রাংশ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে পুকুরে। কিন্তু... তা হলে সোনা?

ওয়্যাগন টায়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ভাবছিল রুবল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দে খেঁকিয়ে উঠল একটা রাইফেল।

বসা অবস্থা থেকে লাফ দিল রুবল নুন। গড়িয়ে চলে এল একটা বোল্ডারের আড়ালে। আবারও গুলির আশঙ্কা করছে ও। খানিক পরই বুঝতে পারল, গুলিটা ওকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি।

মাথা উঠিয়েই পর পর আরও দুটো গুলির আওয়াজ শুনল ও। দ্রুত, অল্প সময়ের ব্যবধানে ছোঁড়া। তারপরই পড়ন্ত একটা মানুষের দেহ মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল রুবল। সশব্দে পানিতে পড়ে তলিয়ে গেল সেটা।

ওপর দিকে তাকিয়ে আকাশ ছোঁয়া চূড়োয় একটা মানুষের ছায়া দেখল রুবল। নীচের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, হঠাৎ মিলিয়ে গেল ছায়া। তাড়াতাড়ি জুতো আর গানবেল্ট খুলে

পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রুবল নুন। বরফের মত ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে দম বেরিয়ে যাবার দশা হলো। মানুষটাকে দেখতে পেল ও। বেঁচে থাকার জন্যে কী আপ্রাণ চেষ্টা!

ডুব দিয়ে এগিয়ে গেল রুবল। একহাতে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। হুশ করে মাথা বের করল পানির তলা থেকে। বহু কষ্টে কূলে নিয়ে এল লোকটাকে। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে বেচারার শরীর থেকে।

লোকটা আর কেউ নয়, জোশ শেল্টন। গুলির আঘাত দেখেই বুঝতে পারল রুবল, কোনও আশা নেই।

কেঁপে উঠল শেল্টনের ঠোঁটজোড়া। 'প্যা... প্যাট... প্যাটারসন... গুলি করেছে আমাকে।' দুর্বল হাতে ইঙ্গিত করল সে। 'শিল্ডারস... সোনা... শিল্ডারস।'

কবরগুলো দেখানোর চেষ্টা করছে বেচারা, নাকি মাত্র একটা কবরের কথা বলতে চাইছে?

প্যাটারসন মেরেছে তাকে। কিন্তু আর কী বলতে চাইল লোকটা? কোন্‌দিকে ইঙ্গিত করল? নাকি এটা মৃত্যুপথযাত্রী এক লোকের অর্থহীন আচরণ?

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল পেছনে। খাবলা মেরে রাইফেল তুলে নিয়েই পাঁই করে ঘুরল রুবল। তৈরি। ছুটে আসছে ক্লে বেল।

'ঠিক আছ তো তুমি? গুলির আওয়াজ শুনলাম।' এবার শেল্টনকে দেখতে পেল ক্লে বেল। 'ইশ্‌, প্যাটারসন তা হলে নাগাল পেয়ে গেল ওর?'

জুডির কথা রুবলকে জানাল ক্লে বেল। ভিন্স প্যাটারসনের শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তলের কথাও বাদ দিল না। শুনতে শুনতে আবার জুতো আর গানবেল্ট পরে নিল রুবল।

'শেল্টনকে এত ভয় পেল কেন শিল্ডারস?'

'একটা গোপন কথা জানত সে! কবরের তিনজন লোককেই

boighar.com

চিনত জোশ। শিল্ডারসকে দেখলে ফাঁস হয়ে যেত সবকিছু।'

'মানে?'

'একটা কবরের দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছিল শেল্টন। হ্যারি কিডের কবর!'

'কিড? শিল্ডারস? কিড আসলে মরেনি বলছ? ওই কবরটা খালি?'

'দুজন সঙ্গীকে খুন করে কিড। তারপর সোনা লুকিয়ে কবরে ফলক আটকে দেয়, যাতে সবার মনে ভূতের ভয় ঢুকে পড়ে। কাজ শেষে এখান থেকে সটকে পড়ে সে। পরে আবার ফিরে এসে নাম ভাড়িয়ে র‍্যাঞ্চ গড়ে তোলে। আর বাকস্কিন রানে ভূতের উপদ্রবের গল্প ছাড়িয়ে দেয়।'

'চতুর,' স্বীকার গেল রুবল নুন।

'কিন্তু একটা জায়গায় ভুল করে বসল সে। খুনের দায়ভাগ চাপাল ভুল লোকের ঘাড়ে। তিনজন লোককে খুন করে সোয়ান্টে ট্যাগার্টই সোনা নিয়ে গেছে—এই গল্পটাও ছড়াল সে।

'মানুষ হয়তো হত্যা করেছে ট্যাগার্ট, কিন্তু জীবনে কখনও খুন করেনি। মিথ্যে অপবাদ তাই খেপিয়ে তুলল তাকে। সবই জানা আছে আমার, কারণ আমিই সোয়ান্টে ট্যাগার্ট।'

ক্যানিয়নের দূরপ্রান্ত থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার—তারপরই বন্দুকের গর্জন। রাইফেল ধরে পলকে ঘুরে দাঁড়াল দুজন।

ছোটখাট কালো একটা ঘোড়া সবেগে ছুটে আসছে। বাতাসে উড়ছে সওয়ারীর দীর্ঘ চুল—মেয়ে। কোনোমতে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। তাকে পিছু ধাওয়া করছে একদল ঘোড়সওয়ার।

'জুডি!' চেঁচিয়ে উঠল রুবল, 'পেছনে *ব্লক-বি*-র রাইডাররা!'

এক হাঁটু গেড়ে বসে উইনচেস্টারের ট্রিগার টিপল রুবল নুন। শূন্যে দুহাত ছুঁড়ে দিয়ে জিন থেকে পিছলে পড়ল একজন। লুকিয়ে পড়ল বাকিরা।

ওদের কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল কালো ঘোড়াটা। রুবলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জুডি।

'এখানে শো-ডাউন হবে ভাবিনি,' বলল রুবল। 'ক্লে, কার্তুজ আছে তো সঙ্গে?'

'যথেষ্ট। তোমার?'

'ওরকমই...ওই স্প্রুসটার পেছনে একটা!'

বলতে বলতেই ট্রিগার টিপল রুবল। তীব্র আর্তচিৎকার করে উঠল লোকটা। এলোমেলো পা ফেলে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। ক্লের আরেকটা গুলিতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

চারদিকে বৃষ্টির মত বুলেট পড়তে শুরু করল এবার। কিন্তু পুকুর ধারে পাথরের আড়ালে চমৎকার অবস্থানের কারণে একটা গুলিও স্পর্শ করল না ওদের। অসংখ্য পাথর প্রায় ঘিরে রেখেছে পুকুরটাকে।

জুডির দিকে তাকাল রুবল। 'রাইফেল চালাতে জানো?'

'দিয়েই দেখো না! ছোটবেলাতেই বাবা শিখিয়েছে। মানুষ মারিনি কখনও—এই যা!'

'খুব একটা সুযোগ পাবেও না। সবক'টা লুকিয়ে পড়েছে। সাধ করে খুন হতে চাইবে না কেউ। খালি একটু পরপর যেদিকে ইচ্ছে সই করে ট্রিগার টিপে দিয়ো।

'ক্লে, আমি ঘুরপথে এদের সর্দারের সঙ্গে মোলাকাত করতে যাচ্ছি। আমার ধারণা, ভিন্স প্যাটারসনকেই পাওয়া যাবে।'

'বব শিল্ডারসও থাকতে পারে—সাবধান!'

পিছিয়ে আরও নীচে নেমে এল রুবল। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোল। নেমে পড়ল একটা সংকীর্ণ ওয়াশে। ঢাল বেয়ে এগোল আবার।

মূল দলে আট-দশজনের বেশি লোক ছিল না, এদের অন্তত দুজন অক্কা পেয়েছে। ওর ভুল না হয়ে থাকলেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে ব্লক-বি রাইডারদের। টাকার ওপরেই নির্ভর করে ওদের

boighar.com

বিশ্বস্ততা। সুস্থ মস্তিষ্কের কেউই স্রেফ টাকার জন্যে প্রাণ খোয়াতে চাইবে না।

বালুর ওপর দিয়ে দ্রুত, নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ও। নরম বালুতে সামান্যতম শব্দও হচ্ছে না। একটা বিশাল বোল্ডারের পাশ ঘেঁষে এগোতে গিয়েই হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল রুবল। ভিন্স প্যাটারসনের কণ্ঠস্বর।

'ওদের সামলানো যাবে তো, বব?'

'নিশ্চয়ই! একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব সবক'টাকে। তারপর আমার লোকদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে সোনা খুঁড়ে তুলব। এখন সোনার দাম উঠতির দিকে। সুতরাং অনেক টাকা পাব আমরা।'

'মানে,' এত নিচু স্বরে কথা বলছে ভিন্স প্যাটারসন যে শোনাই যাচ্ছে না ঠিক মত, 'আমি?'

পাথরের ফাঁক দিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছে রুবল। প্যাটারসন বন্দুক বের করতেই রক্ত সরে বিবর্ণ হয়ে গেল শিল্ডারসের চেহারা।

'অবাক হচ্ছ কেন, বব? আমি তো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম। সব সোনার মালিক হব আমি। তোমাকে খুন করার দোষ চাপবে রুবল নুন আর ট্যাগার্টের ঘাড়ে।'

হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল শিল্ডারস, পিস্তলটা নেই। 'লাভ নেই, বব। পিস্তল সরিয়ে ফেলেছি আগেই। এতক্ষণ তোমার রাইফেল খালি হওয়ার জন্য বসেছিলাম। এবার খতম করব তোমাকে। ওরা খতম করবে নুন আর ট্যাগার্টকে। আমার হাতে চলে আসবে সব সোনা।'

দশ ফুটের মত ব্যবধানে ঘাসের গালিচায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা দুজন, মুখোমুখি। বড় বড় পাথর আর গাছপালার আড়ালে পড়ে যাওয়ায় প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরের ব্লক-বি রাইডাররা দেখতে পাচ্ছে না ওদের।

কঠিনভাবে চেপে বসল শিল্ডারসের চিকন ঠোঁটজোড়া। সতর্ক

হয়ে উঠেছে সে। 'বেশ,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'এটা কপালে ছিল। ওই সোনার জন্যে নির্দোষ মানুষদের খুন করেছি, কিন্তু কোনও লাভ হলো না। তোমার হাতে মরতে হবে আমাকে। আমরা দুজনই একসঙ্গে বিদায় নেব।'

শিল্ডারসের হাতে ঝলসে উঠল অগ্নিশিখা: প্যাটারসনের পয়েন্ট ফোর ফোর খেঁকিয়ে উঠল। ঝড়ের কবলে পড়া সুপারি গাছের মত দুলছে শিল্ডারস। হাতে ক্ষুদ্র একটা ডেরিঞ্জার। ফের গুলি করল সে। আবার।

গুলি করল প্যাটারসন। শিল্ডারসের পায়ের কাছে ফোয়ারার মত ছিটকে উঠল মাটি। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে, তারপর অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল রক্তে লাল হয়ে যাওয়া মাটিতে।

শিল্ডারস বলল, 'আমারও লুকোনো বন্দুক ছিল, ভিন্স। আমি জানতাম...'

কিছু একটা ধরে ভারসাম্য রক্ষা করতে সামনে হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিছুই বাধল না হাতে। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল। দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল রুবল।

রক্তলাল চোখ খুলে তাকাল শিল্ডারস। কী যেন বলতে চাইল। দোনলা ডেরিঞ্জারটা পড়ে গেল আঙুলের ফাঁক গলে। চোখ বুজল সে। এক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রুবল নুন।

চুরির টাকা ছাড়াই যথেষ্ট উন্নতি করেছিল লোকটা। র‍্যাঞ্চ করেছে, দারুণ একটা গরুর পাল গড়ে তুলেছে; তা ছাড়া, চারপাশের মানুষের সম্মানও অর্জন করেছিল। কিন্তু কিছুই কোনও কাজে এল না। পাপ ধ্বংস করল তাকে।

গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল রুবল। ব্লক-বি রাইডারদের দেখতে পেয়েই পিস্তল উঁচিয়ে ধরল।

'বন্দুক ফেলে দাও, বাছারা! লড়াই শেষ! শিল্ডারস আর প্যাটারসন এইমাত্র একজন আরেকজনকে খুন করল।'

বন্দুক ফেলে দিল ট্যানার। 'অবাক হইনি।' দম নিল সে।


boighar.com

‘লাশদুটো দেখতে পারি?’

‘পারো। কিন্তু কোনোরকম চালবাজি করতে যেয়ো না। এরই মধ্যে অনেক লোক পরপারে গেছে।’

ব্লক-বি রাইডাররা একসঙ্গে এগিয়ে এল। শিল্ডারসের হাত থেকে পড়ে যাওয়া ডেরিঞ্জারটা দেখল ওরা।

‘ভিন্স সব সময় বলত সঙ্গে কখনও বন্দুক রাখে না সে।’ নুয়ে পড়ে প্যাটারসনের কোটটা সরিয়ে দিল রুবল। শোল্ডার হোলস্টারটা বেরিয়ে পড়ল। ‘এ ধরনের লোকরা এভাবেই মরে।’

ঘুরে দাঁড়াতে গেল ট্যানার।

‘ওদের নিয়ে যাও, ট্যানার, সত্যি কথাটা সবাইকে খুলে বলো,’ বলল রুবল।

‘নিশ্চয়ই। চলো ছেলেরা, জঞ্জাল সাফ করে ফেলা যাক!’

ওরা চলে যাবার পর এগিয়ে এল সোয়ান্ট ট্যাগার্ট। সঙ্গে জুডিও রয়েছে।

‘যেখানে পড়েছে সেখানেই তো পুঁতে দেয়া যেত ওদের,’ বলল ট্যাগার্ট।

কাঁধ কাঁকাল রুবল। ‘তা যেত। কিন্তু বাকস্কিন রানে ভূতের উপদ্রব বাড়াতে চাইলাম না আর।’

ঘাড় ফিরিয়ে ট্যাগার্টের দিকে তাকাল ও। ‘এখন থেকে কোন্ নামে ডাকব তোমাকে? পার্টনারের নামটা আগে থেকে জেনে রাখা দরকার।’

‘ক্লে বেল। সোয়ান্টে ট্যাগার্ট এখন কিংবদন্তি। অতীতকে অতীতেই থাকতে দাও।’

ঘোড়ার কাছে ফিরে এর ওরা। ‘একসঙ্গে সব সোনাই তুলে ফেলি, কী বলো? বিক্রির টাকায় গরু কিনতে পারব আমরা। তোমাদের জন্যে নতুন একটা ঘর তুলে পুরনো কেবিনটা আমি নিয়ে নেব।’

জিজ্ঞাসু চোখে রুবলের দিকে চাইল ট্যাগার্ট ওরফে ক্লে বেল।

‘সোনাগুলো কোথায় আছে, জানো?’

‘তুমি যেখানে ভাবছ, সেখানেই। হ্যারি কিডের কবরে।’

বাকস্কিন রানের কেবিনে ফিরে এল ওরা অবশেষে।

ঘাড় ফিরিয়ে রুবল আর জুডির দিকে তাকাল ক্লে বেল। কেবিনের দিকে ইশারা করে বলল, ‘কোনোদিন নিজের কোনও ঘর ছিল না আমার। এবার হবে—নিজের ঘরেই ফিরে এসেছি আজ।’

—শওকত হোসেন


boighar.com

# মৃত্যুর মুখোমুখি

গল্পটা বলেছিল একজন বুড়ো সৈনিক, বহু বছর আগে। হলপ করে বলেছে সে, এটা সত্যি ঘটনা। কেউ বিশ্বাস করেছে তার কথা, বিস্ময়ে থ হয়ে থেকেছে। কেউ করেনি, হেসেছে মুখ বাঁকিয়ে। আড়ালে গিয়ে বলেছে, 'গুল মারার আর জায়গা পায়নি।'

সত্য কি মিথ্যে সে তর্কে গেলে অনেক কথাই আর শোনা হয় না, অনেক বিস্ময়কর সত্যি ঘটনাও চাপা পড়ে যায় বিস্মৃতির আড়ালে। কাজেই, মনে হয় বলে ফেলাই ভাল। যে বিশ্বাস করল, করল; যে করল না, করল না।

যাকে নিয়ে এই গল্প, তার নাম বিল ডেনভার। অনেক অ্যাডভেঞ্চারই করেছে সে জীবনে, তবে এক সেপ্টেম্বরের সকালে দক্ষিণ ডাকোটায় একটা গ্রিজলি ভালুকের সঙ্গে হাতাহাতি হওয়ার পর যে-ঘটনা ঘটিয়েছে, তার কোনও তুলনা হয় না। তখন তার বয়স চল্লিশ। কিছু কিছু মানুষের টিকে থাকার বিস্ময়কর ক্ষমতার এটা একটা উদাহরণ। আমেরিকার বুনো পশ্চিম সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প শোনা যায়। কেউ হয় দক্ষ পিস্তলবাজ, কেউ অসাধারণ দুঃসাহসী, কেউ বা আবার বিন্দুমাত্র প্রাণের মায়া না করে বেরিয়ে পড়ে সাংঘাতিক সব অ্যাডভেঞ্চারে। বিল ছিল এমনই একজন অ্যাডভেঞ্চারার।

শুরুতে নাবিক ছিল সে, অফিসার। ১৮১৭ সালে ক্যারিবিয়ান সাগরে কুখ্যাত জলদস্যু জাঁ ল্যাফিটির হাতে বন্দি হয়। সমস্ত নাবিকসহ বিলের জাহাজ দখল করে ল্যাফিটি। বেঁচে থাকার

একটা সুযোগ দেয় বিলকে—হয় তার সঙ্গে দস্যুতায় যোগ দিতে হবে, নয়তো তক্ষুণি অন্য দুনিয়ায় পাড়ি জমাতে হবে। মরার চেয়ে ডাকাত হতেই বেশি আগ্রহ দেখায় বিল। কিন্তু বছরখানেকের বেশি সহ্য করতে পারেনি। গ্যালভেস্টন আইল্যাণ্ডে থাকার সময় একদিন ল্যাফিটির আদেশ অমান্য করে বসে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পালায় সে। একজন সঙ্গীকে নিয়ে সাঁতরে বহু মাইল বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে গিয়ে ওঠে আমেরিকার উপকূলে। তার প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল তখন নরখাদক ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে এগোতে থাকে। উদ্দেশ্য, লুইজিয়ানা সীমান্ত দিয়ে টেক্সাসে ঢুকে পড়া।

কারানকাউয়া নরখাদকদের ফাঁকি দিল সে ঠিকই, কিন্তু হিসেবে গোলমাল করে পথ হারিয়ে ফেলল। উত্তর-পুবে যাওয়ার বদলে সরে চলে এল উত্তর-পশ্চিমে। লুইজিয়ানায় না ঢুকে ঢুকল গিয়ে পশ্চিম ক্যানসাসে, পউনি ইণ্ডিয়ানদের এলাকায়। ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার উদ্দেশে তার সঙ্গীকে বলি দিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় বিল পটিয়ে ফেলল ইণ্ডিয়ানদের সর্দারকে। তার কাছে সামান্য কিছু জিনিস ছিল, সেগুলো উপহারও দিল। তার ব্যবহারে এবং উপহার পেয়ে সর্দার এতই খুশি, মৃত্যুদণ্ড তো মওকুফ করে দিলই, বিলকে ধর্মপুত্র করে নিল।

১৮১৯ সাল পর্যন্ত পউনি সেজে রইল বিল। তারপর একদিন তার ধর্মপিতা সেইন্ট লুইসে রওনা হলো উইলিয়াম ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ক্লার্ক তখন ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের সুপারিনটেনডেন্ট। বিলকে সঙ্গে নিল সর্দার। সেইন্ট লুইসে এসে আবার সাদা-মানুষ হয়ে গেল বিল।

১৮২৩ সালের বসন্তে অ্যাশলি-হেনরির দলে যোগ দিয়ে মিসৌরির উজানে পার্বত্য অঞ্চলে রওনা হলো বিল। নতুন প্রদেশ মিসৌরির একজন বেশ ক্ষমতাশালী লোক তখন জেনারেল

boighar.com

অ্যাশলি। সেনাবাহিনী ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। ফারের ব্যবসা করে টাকা কামাচ্ছেন দেদার। আগের বছরও আরেকটা দলকে পার্বত্য অঞ্চলে পাঠিয়েছেন ফার সংগ্রহ করে আনার জন্যে। তিনি শুনেছেন, পেরুর সোনার খনিতে যত সম্পদ আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ নাকি আছে মিসৌরিির উজানে বনে-প্রান্তরে। টাকার লোভ নেই বিলের, কেবল অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই ভিড়ে গেল অ্যাশলির সঙ্গে।

দুর্ধর্ষ অ্যারিকারা (আমেরিকানরা নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত করে *রি* বলে ডাকত) ইণ্ডিয়ানদের এলাকার ভিতর দিয়ে গেছে পথ। বাধা দিল ওরা। পিছিয়ে আসতে হলো অ্যাশলির দলকে। লড়াইয়ে মারা গেল পনেরোজন সৈন্য, আহত হলো অনেক। পায়ে আঘাত পেল বিল। অ্যাশলি বুঝলেন, এই বিজয়ের পর আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে *রি*-রা। তার আগেই ওদেরকে দমন করতে হবে। সৈন্য সাহায্য চেয়ে আমেরিকান সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ পাঠালেন তিনি।

সাহায্য পাঠানো হলো। কিন্তু হিসেবে ভুল করে সব ভজকট করে দিলেন দলপতি কর্নেল লেভেনওয়ার্থ। তাঁকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়ে দিল *রি*-রা। সাহস আরও বেড়ে গেল ওদের।

দলবল নিয়ে নদীর ভাটিতে নেমে যেতে বাধ্য হলেন অ্যাশলি আর তাঁর ফিল্ড লিডার মেজর অ্যানড্রু হেনরি। ভীষণ হতাশ তারা। নদীপথ বন্ধ। সামনে এগোতে হলে এখন স্থলপথ ছাড়া গতি নেই। ফোর্ট কিউয়া থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কয়েকটা ঘোড়া হয়তো জোগাড় করা যায়। চড়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, ইয়েলোস্টোনের ফোর্ট হেনরি পর্যন্ত রসদ বয়ে নিতে পারলেই ধরে নিতে হবে ভাগ্য ভীষণ ভাল। ঘোড়ার জন্যে মেজর হেনরিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাশলি। উধাও হয়ে গেছে *রি*-রা। কোথায় গেছে কেউ জানে না। এই পরিস্থিতি আরও খারাপ। যে-কোনও সময়ে যে-কোনোখানে ওদের সামনে পড়ে যাওয়ার

ভয় আছে এখন।

আগস্টের মাঝামাঝি ফোর্ট কিউয়া থেকে তেরোজনের দল নিয়ে মিসৌরিরি উজানে রওনা হলেন হেনরি। পশ্চিমে চলে যাবেন একেবারে গ্র্যাণ্ড রিভার পর্যন্ত। দক্ষিণ ডাকোটার সাংঘাতিক দুর্গম অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গেছে পথ। কাঁটাঝোপে ভরা, নির্জন, শুকনো, বসতিহীন অঞ্চল। কয়েক রাত পরেই আক্রমণ করল ইণ্ডিয়ানরা। দুজন লোক মারা গেল তাঁর, আরও দুজন আহত হলো।

দলে বিলও রয়েছে। দলপতির কথা মানতে চায় না, বেপরোয়া, বেয়াড়া, নিজের মনমত চলে। এভাবে চলতে গিয়েই পড়ল গ্রিজলি ভালুকের খপ্পরে। একটা ঝোপের ভিতর দুই বাচ্চাকে নিয়ে শুয়ে ছিল ভালুকটা। মানুষ দেখে গেল খেপে। তেড়ে এল।

রাইফেল তুলে ভালুকের বুকে গুলি করল বিল। ভেবেছিল এক গুলিতেই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু হলো না। আরেকবার নলে গুলি ভরে পাউডার ঠাসতে ঠাসতে তিরিশ সেকেণ্ড লেগে যাবে। অত সময় নেই। ফলে যা করার তাই করল সে। রাইফেল ফেলে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে করতে দিল দৌড়।

দশ কদমও যেতে পারল না। ধরে ফেলল তাকে ভালুক। এক থাবায় ফেলে দিল মাটিতে।

দলে দুজন অভিজ্ঞ সৈনিক আছে। একজন ব্ল্যাক হ্যারিস, আরেকজন হিরাম অ্যালেন। বিলের চিৎকার শুনে প্রথম সেখানে গিয়ে পৌঁছল হ্যারিস। ভালুকের একটা বাচ্চা তাড়া করল তাকে। নিয়ে গিয়ে ফেলল পানিতে। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে গুলি করে মারল সে।

দলের অন্যেরা এসে দেখল ছুরি নিয়ে বিশাল এক ভালুকের সঙ্গে লড়াই করছে বিল। ভালুকটা থাবা মারছে, চিরে ফালাফালা করছে নখ দিয়ে, আর বিলও চিৎ হয়ে পড়ে থেকে যেভাবে পারছে


boighar.com

ওটার গায়ে ছুরি বসাচ্ছে।

মুহূর্ত দেরি না করে গুলি চালাতে শুরু করল ওরা। বিলের গুলি আর ছুরির আঘাতেই অনেকটা কাহিল হয়ে গিয়েছিল ভালুকটা। টলে পড়ল বিলের পাশে।

তাকানো যায় না বিলের দিকে। সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গালের হাড় দেখা যায়। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। প্রতিবার দম নেয়ার সময়ই ভুর ভুর করে রক্তের বুদ্‌বুদ্‌ বেরোয় গলা থেকে। অন্তত পনেরোটা মারাত্মক আঘাত রয়েছে, যার একটাই মৃত্যু ঘটাবার জন্যে যথেষ্ট।

সবাই বুঝল, আর কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচবে না বিল। তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন সহানুভূতির হাসি হাসল তারা, কোনও সান্ত্বনা দিতে পারল না। কয়েক মিনিট পর যখন মরল না সে, ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কারণ লাশটাকে কবর দেয়ার পর সেদিন আর দিনের আলো থাকবে না।

রাত হলো। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে তখনও মরল না বিল।

মরল না সকালেও। জটিল হয়ে গেল পরিস্থিতি। আরেকটা রাত এখানে কাটানো বিপজ্জনক। *রি*-রা যে-কোনোখানে থাকতে পারে। এক জায়গায় বেশি সময় কাটাতে গেলে টের পেয়ে চলে আসতে পারে ওরা। তার আগেই নিরাপদ জায়গায় পালানো দরকার। বিপদে পড়ে গেলেন হেনরি। মুমূর্ষু একজন মানুষকে এভাবে ফেলে যাওয়াটা অমানবিক, আবার মৃতপ্রায় একজনের জন্যে সুস্থ দশটা জীবনের ঝুঁকি নেয়াটাও বোকামি। ইতিমধ্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। শেষে আর কোনও উপায় না দেখে বললেন, দুজন লোক বিলকে কবর দেয়ার জন্যে থেকে গেলে ভাল হয়। কোনও চাপাচাপি নেই। কেউ যদি ইচ্ছে করে থাকতে চায় তবেই থাকবে।

রাজি হয়ে গেল উনিশ বছরের এক নিগ্রো তরুণ। নাম জিম

ব্রিজার।

কিন্তু এরকম একটা অনভিজ্ঞ ছেলেকে এই ভয়ঙ্কর এলাকায় একলা ফেলে যাওয়া আর তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া একই কথা। অন্যদের দিকে তাকালেন হেনরি। অভিজ্ঞ আরও একজনকে রেখে যেতে চান ছেলেটার সঙ্গে।

জন ফিট্‌জেরাল্ড নামে একজন বলল, নিরানব্বই ভাগ মরা একটা প্রায়-লাশের জন্যে দুজন মানুষের মাথা কাটা পড়াটা কি উচিত হবে? *রি*-দের বিশ্বাস নেই।

হেনরি তখন ঘোষণা করলেন, যে থাকবে তাকে চল্লিশ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। এত টাকা ফিট্‌জেরাল্ডের তিন মাসের বেতন। সামান্য দ্বিধা করে সে-ই থাকতে রাজি হয়ে গেল।

সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আর একটা মুহূর্তও দেরি না করে ক্যাম্প ভাঙার নির্দেশ দিলেন হেনরি। যত জলদি পারেন বাকি আটজনকে নিয়ে পৌঁছে যেতে চান ইয়েলোস্টোনে।

বেশ গর্বিত ভাবভঙ্গি তখন জিমের। তার ধারণা, সবগুলো চোখই প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে। কল্পনাও করছে না, 'স্রেফ বোকা' বলে তার জন্যে মনে মনে আফসোস করছে এখন অভিজ্ঞ মানুষগুলো।

ক্যাম্প তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

একটা কি দুটো ঘণ্টা ফিট্‌জেরাল্ড কিংবা বিলের দিকে কোনও নজরই দিল না জিম। চুপচাপ বসে তাকিয়ে রইল তার রাইফেলের দিকে। মন চলে গেছে মিসৌরিতে, বাড়িতে। কামারের কাজ করতে হতো তাকে। ঘৃণা করত কাজটাকে। মনে হতো, বাপের কামারশালায় বসে গোলামি করছে। তাকিয়ে থাকত নদীর দিকে। দেখত নদীতে ভেসে যাওয়া কিলবোটগুলোকে। ধুকধুক ধুকধুক করে চলেছে উজানের বুনো অঞ্চলের দিকে, ওগুলোতে চেপে তারও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করত অজানার উদ্দেশে। ওসব অঞ্চল থেকে ফিরে এসে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প

boighar.com

বলত মানুষ। সেসব শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেত সে। বারো বছর বয়েস থেকেই স্বপ্ন দেখেছে সেখানে যাওয়ার। সেই সুযোগ সে পেয়েছে। এসেছেও এখানে। তারপর? মলিন, বিষণ্ন হাসি হাসল রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে।

ফিট্জেরাল্ডের কথায় চিন্তায় ছেদ পড়ল তার, 'আমি আশপাশটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি। তুমি ওকে দেখো।'

কী দেখবে বুঝতে পারল না জিম। কী দেখার আছে? কী করার আছে? একটাই কাজ আছে, সেটা বিলের মৃত্যুর পর। তাকে কবর দিতে হবে।

ফিট্জেরাল্ড চলে গেলে উঠে দাঁড়াল সে। তাকাল বিলের দিকে। ভয়াবহ সব ক্ষত। শার্ট ছিঁড়ে ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়া হয়েছে কোনোমতে। জখম পুরো ঢাকেনি তাতে, বেরিয়ে আছে। গা গুলিয়ে উঠল তার। আহত মানুষটার পাশে পড়ে আছে একটুকরো ছেঁড়া কম্বল। সেটা তুলে নিয়ে গিয়ে ঝর্ণা থেকে ভিজিয়ে এনে একটা কোণ চেপে ঢুকিয়ে দিল তার ঠোঁটের ফাঁকে।

সামান্য কেঁপে উঠল বিলের চোখের পাতা। চুষতে শুরু করল ভেজা কম্বলটা।

বড় ধীর হয়ে পড়েছে যেন সময়। কাটতে আর চায় না। কিছুই করার নেই অপেক্ষা করা ছাড়া। খাওয়ার জন্যে পানি আছে, আর সঙ্গে আছে শুকনো মাংস। তাজা মাংসের জন্যে গুলিও করা যাবে না। শব্দ শুনে হাজির হয়ে যেতে পারে *রি*-রা। তবে ঝোপের মধ্যে একধরনের বুনো জাম আছে, মোষেরা খায়, সেগুলো তুলে এনে খাওয়া যেতে পারে।

কম্বল চোষা থেমে গেছে। সেটা বের করে আনার জন্যে হাত বাড়াল জিম। পেছনে কথা বলে উঠল ফিট্জেরাল্ড, 'নিঃশ্বাস কেমন?'

বিলের নাকের কাছে হাত রাখল জিম। 'খুবই আস্তে। থেমে

থেমে।'

'বেশি দেরি আর করবে না তা হলে। তাড়াতাড়ি গেলেই বাঁচি। এ-রকম জায়গায় একা থাকতে ভয় লাগে।'

শুনতে ভাল লাগল না জিমের। একা কোথায় ফিট্‌জেরাল্ড? জিমকে গোনায়ই ধরছে না। এটা এক ধরনের অবহেলা। নীরবে উঠে গিয়ে ঝোপ থেকে একমুঠো জাম পেড়ে আনল। চিপে চিপে সেগুলোর রস ফেলতে লাগল বিলের ঠোঁটের ফাঁকে।

চুপচাপ বসে আছে ফিট্‌জেরাল্ড। তাকাচ্ছেও না জিম কিংবা বিলের দিকে। তবে তার অস্বস্তিটা টের পাচ্ছে জিম।

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল দুজনে। *রি*-দের ভয়ে আগুনও জ্বালতে পারছে না। অন্ধকারে শুয়ে জিম আশা করছে ফিট্‌জেরাল্ড কথা বলুক। যা খুশি বলুক। অন্তত বোঝা যাক, দুজন মানুষ আছে এখানে। বিল তো থেকেও নেই। সকাল পর্যন্ত টিকবে কি না কে জানে। মরা মানুষকে এখন আর ভয় করে না জিম। দেড় বছর হলো এসেছে এই পার্বত্য এলাকায়। আসার পর থেকে কত মানুষকে যে মরতে দেখেছে! মৃত্যু গা-সওয়া হয়ে গেছে এখন। তবু, অন্ধকারে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা আবছা কালো আকৃতিটার দিকে তাকিয়ে ছমছম করে উঠল শরীর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। পাশে শুয়ে থাকা ওই দেহটা জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু পরদিন সকালেও দেখা গেল বেঁচে আছে বিল। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখল ফিট্‌জেরাল্ড। বলল, জ্বর এসেছে। আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। রক্তপাত আর ক্ষতের যন্ত্রণায় শেষ না হলেও জ্বরের আক্রমণ সইতে পারবে না।

এসব কথা শুনতে ভাল লাগল না জিমের। তবু আশঙ্কা যেন তার মনকে খামচি দিয়ে ধরল। যদি আরও চোদ্দ দিনেও মারা না যায় বিল? কী করবে ওরা?

বসে থেকে থেকে সময় কাটে না। ঘুরতে বেরোল সে।

boighar.com

একধরনের মরু অঞ্চলই বলা চলে জায়গাটাকে। রোদে পুড়ে মিহি বালিতে পরিণত হয়েছে জমির উপরের অংশের মাটি। রোদ আর বাতাসে শুকিয়ে খটখটে করে দিয়েছে সেজঝোপ আর কটনউডকে। অল্প কিছু পাতা যা-ও বা লেগে আছে ওগুলোতে, তা-ও সবুজ নয়, ধূসর। যেদিকে চোখ যায়, পাহাড় আর টিলাটক্কর, কাঁটাঝোপে ছাওয়া। নীরব, রুক্ষ, কেমন শূন্য প্রকৃতি।

সে রাতে গায়ে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে চারপাশের শূন্যতার কথা ভাবতে লাগল জিম। কোনও আশ্রয় নেই এখানে, নেই নিরাপত্তা।

তৃতীয়দিন সকালেও মারা গেল না বিল। মৃদু স্বরে প্রলাপ বকছে থেকে থেকে। মাঝে মাঝে চোখও মেলছে। শূন্য দৃষ্টি।

বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে ফিজেরাল্ড। কাকে কী বলছে বোঝা যায় না। তিনদিন ধরে আছে জিমের সঙ্গে, কিন্তু কথা বলে না। ব্যাপারটা এখন আর অবাক করে না জিমকে। পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে থাকতে কেমন যেন হয়ে যায় মানুষগুলো। বোবা। নিষ্ঠুর। নিজেকে ছাড়া যেন আর কিছুই বোঝে না।

চারদিনের দিন সকালে দ্বিধায় পড়ে গেল জিম, বুঝতে পারল না বিল বেঁচে আছে না মরে গেছে। বুকের ওঠা-নামা চোখে পড়ছে না। বোধহয় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেছে। গা ঠাণ্ডা। জ্বর প্রায় নেই।

বিকেলবেলা কথা বলতে শুরু করল ফিট্জেরাল্ড। হঠাৎ করেই জিমের প্রশংসা শুরু করল, তার মত ভাল লোক হয় না, নিজের প্রাণের মায়া না করে রয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও নানা কথা। এই যেমন, যতটা করেছে ওরা, চল্লিশ ডলারের তুলনায় অনেক বেশি করে ফেলেছে। বিল তো মরবেই। কোনোমতেই সে বাঁচবে না। ও-রকম একটা প্রায় লাশের কাছে দিনের পর দিন বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

মরল না বিল। পরদিন সকালেও বেঁচে রইল। অস্থির হয়ে

উঠেছে ফিট্‌জেরাল্ড। কিছুতেই পথে আনতে পারছে না জিমকে। তার ইঙ্গিত যেন বুঝতেই পারছে না ছেলেটা।

ঠিকই পারছে জিম। কিন্তু কানে তুলছে না।

সেদিন বিকেলেও একই অবস্থা বিলের। সেই প্রায় মৃত্যুর জগতে রয়ে গেল। না ফিরল হুঁশ, না মরল।

পরদিন সকালে চোখ মেলল বিল। শূন্য দৃষ্টি আর নেই। ফিট্‌জেরাল্ডকে জানাল সেকথা জিম।

'নেই তো ভাল কথা,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ফিজেরাল্ড। 'থাকুক। চোখদুটো এখন তার দরকার হবে।'

মালপত্র গোছাতে শুরু করল সে। 'অনেক বেশি থেকে ফেলেছি, আর না। চল্লিশ ডলারে পাঁচদিন থাকার কথা নয় আমাদের। কিন্তু থেকেছি।' একটা ঘোড়া রেখে যাওয়া হয়েছিল। মাল গুছিয়ে নিয়ে তাতে তুলল। 'আমি আর থাকছি না।'

কিছু বলছে না জিম। তাকিয়ে আছে বিলের দিকে। আধবোজা হয়ে আছে চোখ। দু-একবার পাতাও নড়ল। হয়তো ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু জিমের মনে হচ্ছে, সব দেখতে পাচ্ছে বিল, ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে।

'তুমি থাকবে, না যাবে?' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল ফিট্‌জেরাল্ড।

'যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'তর্ক করতে চাই না। ইচ্ছে হলে থাকো। তবে ওদের হাতে পড়লে কী করবে সেটাও শুনে নাও। শরীরে পাইনের ডাল ঢুকিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেবে, যাতে ধীরে ধীরে পুড়ে মরো। কিংবা হয়তো জ্যান্ত রেখেই আস্তে আস্তে চামড়া ছাড়াবে। দেখো ছেলে, এখনও বয়স তোমার অল্প। একটা লাশের জন্যে এভাবে কষ্ট পেয়ে মরার কোনও অর্থ হয় না। ভাল চাও তো চলো আমার সঙ্গে।'

জিমের মনে হলো তার শরীরটাই চলছে, সে নয়। অনেক

boighar.com

ভারি লাগছে দেহটা।

'ওর জিনিসগুলোও নিয়ে নাও,' ফিট্জেরাল্ড বলল।

বিশ্বাস করতে পারছে না জিম। হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'জলদি!' ধমকে উঠল ফিট্জেরাল্ড। 'ছুরি, রাইফেল, সব নাও। কিছুই রেখে যাওয়ার দরকার নেই। এসব জিনিসের আর প্রায়োজন হবে না ওর।' তবু জিম নড়ছে না দেখে কিছুটা নরম হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, 'ও মরে গেলে কী হতো? জিনিসগুলো কি ওর সঙ্গে কবর দিতাম? নাও, নিয়ে নাও। ভাববে ও মরে গেছে। আমরা ওকে কবর দিয়ে চলে গেছি। কেউ জিজ্ঞেস করলেও এ-কথাই বলবে।'

বিলের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না জিম। চোখের কোণ দিয়ে দেখল। মনে হলো, নড়তে চাইছে বিল। কিছু বলতে চাইছে।

ঘুরে দাঁড়াল সে। গিয়ে দাঁড়াল ঘোড়াটার কাছে।

যেন ঘোরের মধ্যে ঘোড়াটার পাশে পাশে হেঁটে চলল সে। কয়েক মাইল পর্যন্ত এগোল এভাবেই। তারপর প্রচণ্ড রেগে গেল। অসুস্থ বোধ করছে।

জিম আর ফিট্জেরাল্ড চলে যাওয়ার পর আবার বেহুঁশ হয়ে গেল বিল। কতদিন পর ঘুম ভাঙল বলতে পারবে না। ভাঙতেই চিৎকার করে ডাকতে গেল দুজনকে, ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু ডাকল না। বুঝতে পারল, লাভ নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

গরম হয়ে আছে শরীর। পানির জন্যে অস্থির। জিভ শুকনো, ফুলে উঠেছে। গড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ঝর্ণার কাছে। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। আবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল। থেমে বিশ্রাম নিতে নিতে ভাবল, কীভাবে যাওয়া যায়। আরেকবার গড়ান দিল। দম আটকে আসতে চাইল ব্যথায়। উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে দিল মাটিতে। কিছুক্ষণ ওভাবে পড়ে থেকে আবার এগোনোর চেষ্টা করল। গড়াতে গেলে বেশি ব্যথা লাগে, বুকে

হেঁটে এগোল। অনেক... অনেকক্ষণ পর টের পেল ভেজা মাটিতে ঠেকেছে ঠোঁট।

পানি খাওয়ার আর শক্তি নেই। ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙলে দেখল পানির কিনারে পড়ে আছে। মুখ বাড়াতেই পানির নাগাল পেল। যতটা পারল খেল। তবে খেতে পারল খুব অল্পই। দেখল, ক্ষতগুলো থেকে আবার রক্ত পড়ছে। প্রতিটি জখমের ব্যথা আলাদা করে বুঝতে পারছে না। সমস্ত শরীরেই ব্যথা, এক রকম ব্যথা। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল। এইবার খিদে টের পেল। ভালই। তার মানে সেরে উঠছে শরীর। কাছেই একটা ডাল থেকে ঝুলে আছে গোটা ছয়েক জাম। সেদিকে এগোতে শুরু করল সে। কয়েক গড়ান দিয়েই বুঝল, যেতে পারবে না। কাজটা আগামী দিনের জন্যে স্থগিত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

পরদিন সকালে মাথা আরও পরিষ্কার হয়ে এল। প্রথমেই মনে পড়ল জামের কথা। গাছের গোড়ায় পৌঁছল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, পাড়বে কীভাবে? এক কাজ করা যায়। গাছের গোড়ায় শরীরের ভর দিয়ে চেপে নোয়ানোর চেষ্টার করতে পারে। তাতে ভেঙেও যেতে পারে গাছ।

ভেঙেই গেল গাছটা। কিন্তু এইটুকু পরিশ্রম করার পরই মনে হলো, শরীরের ওপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়ানো হয়েছে। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগোল জামগুলোর দিকে। এক এক করে খেয়ে শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। গাঢ় হলো না ঘুম। স্বপ্নে দেখল জিম আর ফিট্জেরাল্ডকে। চলে যাচ্ছে যেন ওরা। চলে যাওয়ার আগে ওদের কথাবার্তাও শুনতে পেল।

পরদিন সকালে জেগে উঠে মনে করতে পারল সে, কী ঘটেছিল তার। বিড়বিড় করে গাল দিল, 'কুত্তার বাচ্চারা! সব জিনিস নিয়ে গেছিস আমার, মরার জন্যে ফেলে গেছিস!'

সারাটা দিন কখনও ঘুমিয়ে, কখনও জেগে কাটাল। পরদিন

boighar.com

সকালে ঘুম ভাঙলে ঠিক করল, এখান থেকে বেরিয়ে যাবে সে। শুধু যাবেই না, একটা বোঝাপড়াও করবে জিম ও ফিট্‌জেরাল্ডের সঙ্গে। উত্তেজিত হয়ে উঠতেই আবার যেন নতুন করে এসে শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যথা।

কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে জেগে দেখে কাছেই অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে একটা র‍্যাটলস্নেক। একটা আস্ত পাখিকে গিলেছে। ফুলে আছে পেট। একবার দেখেই বুঝতে পারল, ওটাকে শেষ করতে খুব একটা ক্ষিপ্র হতে হবে না তাকে। হাতের কাছেই পাথর পড়ে আছে। একটা তুলে নিয়ে মাথায় কয়েক বাড়ি দিয়েই মেরে ফেলল। ধারালো পাথরের সাহায্যে সাপের মাংস কেটে নিয়ে পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে খেলো। শক্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল শরীরে।

বেলা বাড়ছে। গরম হয়ে উঠছে সব কিছু। গরম হচ্ছে শরীর। ভাবল, দেরি করে লাভ নেই। এখুনি রওনা হবে ফোর্ট কিউয়ার উদ্দেশে। ফোর্ট হেনরির চেয়ে ওটা কাছে। তা ছাড়া যেতে হবে ঢালুর দিকে, উজানে হাঁটার চেয়ে সহজ। পানির কাছাকাছি থাকাই ভাল। পথ হারানোর ভয় থাকবে না, পানিও পাওয়া যাবে।

boighar.com

তাড়াহুড়ো করার কারণ, খাবার। যা খেয়েছে, সেটা হজম হতে দেরি হবে না। আবার পাবে কি পাবে না এখানে, জানা নেই। চলার মধ্যে থাকলে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মোষ আছে। আরও শিকার পাওয়া যায়। একলা একজন মানুষ ডাকোটার এই অঞ্চলে বেঁচে থাকতে পারে, সঙ্গে যদি একটা রাইফেল আর একটা ছুরি থাকে। কিন্তু দুটোই নিয়ে গেছে হারামজাদারা! ঠিক আছে, হাল ছাড়বে না। আর কিছু যদি না-ই মেলে গাছের মূল খেয়েই বাঁচবে। পউনিদের সঙ্গে বহুকাল বাস করেছে। বুনো এলাকায় কী করে টিকে থাকতে হয় জানে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল সে। সাংঘাতিক দুর্বল শরীর।

মনে হচ্ছে পিঠে করে একটা খচ্চর বয়ে নিয়ে চলেছে। দিনের অর্ধেক পেরোতে না পেরোতেই ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ল। নড়াচড়ায় খুলে গেছে আবার অনেক জখমের মুখ। রক্ত পড়ছে। চলতে চলতে দুই-দুইবার বেহুঁশ হওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে লাগল সে। সারা দিনে এক মাইল পেরোল। নিজেকে সাহস দিল, অনেক এসেছে। আগামী দিন আরও বেশি পথ পেরোতে পারবে।

কিন্তু পরদিনও মাইলখানেকের বেশি এগোতে পারল না।

তৃতীয় দিনে কিছুটা বেশি পারল বটে, কিন্তু বুঝল, এভাবে আড়াইশো মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়।

দুদিন পর খোলা প্রান্তর থেকে ভেসে এল নেকড়ের ডাক। কী ব্যাপার দেখার জন্যে হামা দিয়ে এগোল সে। দেখল একটা মোষের বাচ্চাকে ঘিরে ফেলেছে নেকড়েরা। মেরে ফেলতে দেরি করল না। খাওয়ার জন্যে ছিঁড়তে শুরু করল। দেখে যেন খিদে আরও বেড়ে গেল তার। সব মাংস শেষ করে ফেলার আগেই জানোয়ারগুলোকে তাড়াতে হবে। কিন্তু কীভাবে তাড়াবে? হামা দিয়ে গিয়ে আর যা-ই করুক, নেকড়ে তাড়াতে পারবে না। বরং তাকে অসহায় দেখলে উল্টে আরও আক্রমণ করে বসবে ওগুলো।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বিল। পেটে কিছুটা খাবার পড়তেই উন্মত্ত ভাব অনেকটা শান্ত হয়ে এল নেকড়েগুলোর। এই-ই সুযোগ। মরিয়া হয়ে উঠল সে। একটা লাঠি তুলে নিয়ে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। মাথা ঘুরে উঠল। দুলে উঠে পড়তে গিয়েও পড়ল না, টলটলায়মান অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল কেবল অসাধারণ মনের জোরে। চিৎকার করে উঠল পউনিদের মত করে। তীক্ষ্ণ এক ধরনের চিৎকার। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে এরকম শব্দ করে ওরা। বহুবার দেখেছে বিল, এই শব্দে অনেক কাজ হয়। ঘাবড়ে যায় শিকার। তখন ওটাকে বাগে আনা সহজ হয়।

boighar.com

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। দুলছে। মনে হচ্ছে, সাগরের ভীষণ ঢেউয়ে ভাসছে তার ডিঙি। তবে চিৎকারে কাজ হয়েছে। সরে গেল নেকড়েগুলো।

মোষটার কাছে পৌঁছল সে। লাঠি ভর করে অনেক কষ্টে বসল। পড়ে যেতে চাইছে শরীর, কিন্তু এখন পড়তে দেয়া চলবে না। ঝাঁকুনি কিংবা টান লাগলে ক্ষতের মুখগুলো আরও বেশি খুলে যাবে। এত কষ্টের পর রক্তক্ষরণে মরতে চায় না। কয়েক মিনিটের বেশি বিশ্রাম নিল না। অনেকটা নেকড়েদের মতই মুখ নামিয়ে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল চাক চাক মাংস। মাথায় একটাই চিন্তা, আমি বাঁচব, আমি বাঁচব।

দিনকয়েক ওখানেই পড়ে রইল সে। রাতে ঘুমাল। দিনে খেলো। খিদে পেলে আর দেরি করে না। রক্ত, মাংস, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, নাড়িভুঁড়ি, কিছুই বাদ দিল না। তার পরেও কিছুটা মাংস বেঁচে গেল। তবে সেটা আর খাওয়ার উপযুক্ত নেই। পচে গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে।

ওই জায়গা যখন ছাড়ল, তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাঁটতে পারে। নিজেকে সম্রাট মনে হচ্ছে এখন। ঝোপের ওপর দিয়ে তাকাতে পারে। দেখতে পারে ওপাশে কী আছে। ভালুক কিংবা ইণ্ডিয়ানদের আসতে দেখলে সতর্ক হতে পারবে। ভাগ্য ভাল হলে আর হাতের কাছে পেয়ে গেলে খরগোশ কিংবা অন্য কোনও ছোট প্রাণী মেরে খেতে পারবে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারায় আরেকটা বড় সুবিধে হলো, সর্বক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে না একঘেয়ে, ধূসর, ভেজা মাটির দিকে। দিগন্তের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চোখে পড়ছে। আবার মানুষ মনে হচ্ছে নিজেকে, চতুষ্পদ জন্তু নয়।

অনেকটা শুকিয়েছে ক্ষতগুলো। ভরসা পাচ্ছে, পুরোপুরিই শুকাবে। কেবল পিঠের একটা জখম খুব বেশি। সেটার কী হবে বুঝতে পারছে না। ওখানে হাতও পৌঁছায় না ঠিকমত। যা-ই

হোক, সারাদিন এখন মাইল দশেক এগোতে পারবে। তিনটে ভাবনা এখন মাথায়ঃ বেঁচে থাকতে হবে, ফোর্ট কিউয়াতে পৌঁছতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে।

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে, *রি* ইণ্ডিয়ানদের চোখ এড়িয়ে, আরও নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে গ্রিজলির সঙ্গে হাতাহাতির সাত সপ্তাহ পর অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফোর্ট কিউয়াতে পৌঁছল সে। তাজ্জব করে দিল ফোর্টের পরিচালক কেইওয়া ব্র্যাজুকে।

আসতে পেরে খুশি হয়েছে বিল, কিন্তু এতে তাজ্জব হওয়ার কিছু দেখল না সে। ইচ্ছে থাকলে একজন মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। জানতে পারল, মনদন গাঁয়ে একটা অভিযাত্রী দল পাঠাচ্ছে ব্র্যাজু। খবর পেয়েছে শান্তিপ্রিয় মনদনদের কাছ থেকে একটা গ্রাম কিনে নিয়েছে *রি*-রা। কথা দিয়েছে ওরা ভাল হয়ে যাবে। খুনখারাপির মধ্যে আর যাবে না। ব্র্যাজু দেখল এই সুযোগ। দুটো গোত্রের সঙ্গেই মিলমিশ করে নিয়ে ফারের ব্যবসা চালাবে। শুভেচ্ছা সফর আর বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনের জন্যে ছয় জনের একটা দল গড়েছে সে। দলপতি একজন ফরাসি, অ্যান্টনি সিটোলা। সঙ্গে যাবেন লুইস-ক্লার্ক অভিযানের বিখ্যাত দলনেতা কারবোনা। যেতে ইচ্ছুক সপ্তম আরেকজনকে পেয়ে খুশিই হলো ব্র্যাজু। কিন্তু বিলের আচার-আচরণ সুবিধের মনে হলো না তার। কিছুটা অদ্ভুত। একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে মরতে মরতে বেঁচে এসেছে, শরীর ভালমত সারেইনি, এখনই আবার বেরিয়ে পড়তে চায়! তবে এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না সে। ইচ্ছে করে যেতে চাইছে যখন, যাক।

নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে যাত্রা করল দলটা। নৌকায় করে জলপথে চলেছে ওরা। পথে হঠাৎ ঠিক করলেন কারবোনা, হেঁটে যাবেন। *রি*-দের গ্রাম মনদনদের মাইলখানেক দক্ষিণে, আর মনদনের আরও কিছুটা উজানে টিলটন'স ফোর্ট। *রি*-দের গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্ত ঘুরে ফোর্টে চলে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর। অঘটনের

boighar.com

আশঙ্কা করছেন তিনি। মনদনদের বিশ্বাস করেন তিনি, *রি*-দের নয়। নৌকার মাঝিদের একথা বলতে তারা মুচকি হাসল। সিটোলাসেরও ভয় ভয় করতে লাগল। তবে কারবোনা একাই তীরে নামলেন। পরদিন বিলও তাকে তীরে নামিয়ে দিতে বলল। দুটো গ্রাম থেকে খানিকটা দূরে নদীতে একটা বড় রকমের বাঁক আছে। সেখানে তাকে নামিয়ে দেয়া হলো। গ্রামবাসী ইণ্ডিয়ান কিংবা ফোর্টের ভালমন্দ নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। সে যেতে চায় ফোর্ট হেনরিতে। যত শর্টকাটে তাড়াতাড়ি যেতে পারে ততই ভাল।

কয়েক মাইল গিয়েই কয়েকজন ইণ্ডিয়ান মহিলাকে চোখে পড়ল। তাকে দেখে চিৎকার করে বনে ঢুকে গেল ওরা। বিল বুঝল, ওরা রি। তাকে ধরার জন্যে এল বলে পুরুষেরা। ছুটতে লাগল সে। কিন্তু কয়েকটা জখম পুরোপুরি সারেনি। ভাল করে দৌড়াতে পারল না। তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে তেড়ে এল কয়েকজন রি যোদ্ধা। আর বাঁচার আশা নেই। হাল ছেড়ে দিল বিল। ঠিক এই সময় উল্টো দিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ছুটে এল আরেকদল অশ্বারোহী ইণ্ডিয়ান। ওরা মনদন। দ্রুত এসে বিলকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল একজন। যে-দিক থেকে এসেছে সে-দিকে ছুটতে শুরু করল।

বিলের ভাগ্য ভাল, *রি*-দের চিৎকার কানে গিয়েছিল মনদন যোদ্ধাদের। ওদের ওপর এমনিতেই খেপে আছে মনদনরা, মহাবিরক্ত। ভয় পাচ্ছে, *রি*-দের শয়তানিতে ভীষণ রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে আসবে শ্বেতাঙ্গরা, তছনছ করে দেবে সমস্ত ইণ্ডিয়ান গ্রাম। বিলকে ফোর্টে পৌঁছে দিল ওরা। কারবোনা আগেই এসে বসে আছেন। সেদিন বিকেলে ফোর্টে খবর এল, সিটোলার দলকে নদীতেই ধরে জবাই করে ফেলে দিয়েছে *রি*-রা।

এসব খবর ঠেকাতে পারল না বিলকে। পরদিন সকালে উঠেই ফোর্ট হেনরিতে রওনা হলো সে। নদীর পুব পাড় ঘেঁষে

চলল যেখানে *রি*-দের সামনে পড়ার ভয় কম। আরও দুই জাতের দুর্ধর্ষ ইণ্ডিয়ানের বাস ওই এলাকায়। অ্যাসিনিবোয়নিস ও ব্ল্যাকফিট। তৃণভূমির বাসিন্দা ব্ল্যাকফিটেরা তো শ্বেতাঙ্গদের ত্রাস।

প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হলো। জমে গেল এক ফুট পুরু হয়ে। মিসৌরির এই অঞ্চলে গাছপালা নেই বললেই চলে, মাইলের পর মাইল শুধু তৃণভূমি। ফলে কোথাও বাধা না পেয়ে আরও উন্মত্ত ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে ঝড়ো বাতাস। বয়ে যায় শাঁই-শাঁই... শাঁই-শাঁই! কোনও কিছুকেই পরোয়া করল না বিল। এগিয়েই চলল। দুর্যোগে ভরা দিন আর ভয়াবহ ঠাণ্ডা অনেকগুলো রাত কাটিয়ে, তিনশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ পর ঠিকই এসে হাজির হলো ফোর্ট হেনরিতে। কিন্তু দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছেই টের পেল, কিছু একটা গোলামাল হয়েছে। খুব সাবধানে কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখল ভিতরে ঘোরাফেরা করছে কয়েকজন সিউজ ইণ্ডিয়ান। এরা খুনখারাপির মধ্যে সাধারণত যেতে চায় না, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্ক ভাল। তাদের কাছে জানতে পারল বিল, ব্ল্যাকফিটদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে দলবল নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করে বিগ হর্নে চলে গেছেন হেনরি। ওখানে যেতে হলে যতটা এসেছে সে, আরও ততটা যেতে হবে উজানের দিকে। কুছ পরোয়া নেই। রওনা হয়ে গেল বিল।

১৮২৩-এর ৩১ ডিসেম্বর রাতে দুর্গে বসে নিউ ইয়ার উদ্‌যাপন করছেন অ্যানড্রু হেনরি। ব্ল্যাকফিটদের এলাকা থেকে বহুদূরে ক্রো-দের এলাকায় চলে এসেছেন। ক্রো-রা ভাল। তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে ফার জোগাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। এলাকাটাও ভাল। সর্বক্ষণ খুনে ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে তটস্থ থাকতে হয় না। প্রচুর মোষ আছে তৃণভূমিতে। দীর্ঘ শীত কাটাতে অসুবিধে নেই। ফলে মন ভাল সবারই।

বাইরে গর্জন করে ফিরছে তুষার মেশানো কনকনে ঝড়ো হাওয়া। এই সময় দুর্গের দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ হলো।

boighar.com

কে থাবা দেয় এই অসময়ে? অবাক হয়ে দরজা খুলে দিল দ্বাররক্ষী। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। দাঁড়িয়ে আছে বিল ডেনভারের ভূত! লম্বা লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, তুষারে ছাওয়া। পরনের চামড়ার পোশাকে পুরু হয়ে জমে থাকা তুষার শক্ত হয়ে গেছে।

সোজা এসে হলরুমে ঢুকল বিল, যেখানে আনন্দ করছে দুর্গের সমস্ত লোক। স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল। ঘোষণা করল সে, 'আমি বিল ডেনভার। ফিট্‌জেরাল্ড আর ব্রিজারের খোঁজে এসেছি। কোথায় ওরা?'

ভুল যে দেখছে না নিশ্চিত হওয়ার জন্যে একজন এগিয়ে এসে ছুঁয়ে দেখল বিলকে। অন্যেরা ঘিরে এল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু হলো। ও-সবের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে। বলল, 'ফিট্‌জেরাল্ড আর ব্রিজার আমাকে ফেলে এসেছে মরার জন্যে। আমার রাইফেল আর জিনিসপত্র সব নিয়ে এসেছে। বাঁচার জন্যে কী না করেছি আমি। কিউয়াতে গেছি। সেখান থেকে মনদন, তারপর থেকে খুঁজতে খুঁজতে এসেছি এখানে। কোথায় ওরা?'

হেনরি জানালেন, ফিট্‌জেরাল্ড চলে গেছে। সভ্য এলাকায় ফিরে যাবে। অ্যাশলির কাছে দুর্গ বদলের খবর নিয়ে গেছে ব্ল্যাক হ্যারিসের দল। তাদের সঙ্গে গেছে সে। ক্যানুতে করে নদীপথে ভাটির দিকে।

'ব্রিজার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বিল। 'নিগারের বাচ্চাটা?'

হাত তুলে নীরবে ঘরের কোণে দেখালেন হেনরি।

চেয়ারের মধ্যে যেন ডুবে যেতে চাইছে ব্রিজার। জড়সড় হয়ে বসে আছে। বিলকে দেখে পাথর হয়ে গেছে। কল্পনাই করতে পারেনি জ্যান্ত হয়ে উঠে আসবে আবার কোনও লাশ।

দুর্গম হাজার মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে যার সন্ধানে তার দিকে ভাল করে তাকাল বিল। বিষণ্ণ চেহারার এক নিগ্রো তরুণ।

বড় বেশি ছেলেমানুষ। এরই জন্যে এত কষ্ট করে এত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে? কী প্রতিশোধ নেবে ওরকম একটা বাচ্চাছেলের ওপর! পরক্ষণেই কঠোর করে তুলল মনকে। বয়েস যাই হোক, শাস্তি ওকে পেতেই হবে। পার্বত্য এলাকার আইন লঙ্ঘন করেছে সে। অসহায় অবস্থায় সঙ্গীকে একা ফেলে পালানোর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

হাত নেড়ে জিমকে উঠে আসতে ডাকল বিল।

কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল জিম।

'তোমাকে আমি এখন খুন করব,' বিল বলল, 'বুঝতে পারছ সেটা?'

'করুন। আপনার যা ইচ্ছে করুন। অনুশোচনায় জলে-পুড়ে মরছি আমি। একটা মুহূর্তের জন্যে স্বস্তি নেই। যেন ভূতে তাড়া করে ফেরে সারাক্ষণ।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিল। ধীরে ধীরে বলল, 'আমাকে মরার জন্যে ফেলে এসেছিলে তুমি। জিনিসপত্র লুট করে এনেছ। রাইফেল আর ছুরিটাও রেখে আসোনি। তা হলেও আমার অনেক সুবিধে হতো। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে মাইলের পর মাইল হামাগুড়ি দিয়েছি, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেছি, আর বার বার প্রতিজ্ঞা করেছি তোমাদেরকে নিজের হাতে খুন করব আমি। কিন্তু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করছে না এখন। নিজের ভুলও যখন বুঝতে পেরেছ, যাও, দিলাম মাফ করে।'

কিন্তু প্রাণভিক্ষা পেয়েও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল না জিম। কোনোরকম ভাবান্তর হলো না চেহারায়। টলতে টলতে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। অসুস্থ বোধ করছে।

অনেকখানি হালকা হয়ে গেল বিলের মন। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। একজন একটা উইস্কির গ্লাস এনে ধরিয়ে দিল তার হাতে। কিন্তু দুই চুমুকের বেশি দিতে পারল না তাতে।

boighar.com

জ্ঞান হারাল।

পরদিন সকালে জেগে উঠে প্রথমেই ফিট্জেরাল্ডের কথা মনে পড়ল তার। পিছু নেয়ার কথা ভাবল। কিন্তু আগের মত প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছেটা নেই আর। দিনকয়েক ওই দুর্গেই শুয়ে-বসে কাটাল সে। বাইরে প্রচণ্ড তুষারঝড়। এই আবহাওয়ায় বেরোতে ইচ্ছে করল না।

তবে ফিট্জেরাল্ডকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে বের করেছিল বিল। এর জন্যে আরও কয়েকবার দুর্গম অঞ্চল পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে। কয়েকবার খুনে ইণ্ডিয়ানদের কবলে পড়ে মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু ফিট্জেরাল্ডের মুখোমুখি দাঁড়াল এসে একদিন।

তবে তাকেও মারেনি বিল। জিমের মতই মাফ করে দিয়েছে।

—রকিব হাসান

# লড়াকু

মূল ট্রেইলের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়ে ইংরেজি Y অক্ষর তৈরি করেছে শাখা ট্রেইল দুটো, দু'দিক থেকে এসে সেখানে মিলিত হলো দুই রাইডার। উত্তর দিক থেকে আসা লোকটা মোটাসোটা; ফোলা ফোলা গাল তার, চেহারায় এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ছেলেমানুষি রয়েছে। পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে বয়স। মাথায় সরু ব্রিমের হ্যাট।

শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল সে। 'হাউডি! একসঙ্গে গেলে কিছু মনে করবে না তো? একা পথ চলা কী যে বিরক্তিকর! পিছনের দশ মাইলের মধ্যে মানুষ দূরে থাক, একটা খরগোশও চোখে পড়েনি। কতক্ষণ আর ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলা যায়? মাঝে মাঝে মনে হয়, দেশটা এত নির্জন না হলেও হতো!

'সন্ধ্যার আগেই আয়রনউড স্টেশনে পৌঁছতে হবে। চোস্ত খাবার পাওয়া যায় ওখানে। নিজের হাতের রান্না খেয়ে ত্যক্ত হয়ে গেছি!' পকেট থেকে কাপড়ে মোড়া তামাকের টুকরো বের করে কামড়ে কিছুটা মুখে পুরল সে, ইশারায় অন্যজনকে অফার করল।

নীরবে মানা করল অন্য লোকটা।

'টানা পথ চলেছি,' খেই ধরল মোটকু। 'উতেদের ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়েনি। ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার চেয়ে একা পথ চলা ঢের নিরাপদ ও স্বস্তিকর!' সঙ্গীর দিকে পাশ ফিরল সে। 'তুমি বোধহয় কথা কম বলো?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝলে, এড ব্রিগেমের রান্না খাওয়ার তর সইছে না! ব্যাটা রাঁধতেও জানে! ভাবলেই জিভে পানি চলে আসে!'


boighar.com

‘উত্তরে লোক আছে,’ মৃদু স্বরে বলল অন্যজন। ‘আমাদের সমান্তরালে এগোচ্ছে, তবে সযত্নে ট্রেইল এড়িয়ে চলছে।’

সকৌতূহলে সঙ্গীকে নিরীখ করল মোটকু। ‘খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছ? কই, আমি তো শুনিনি!’

‘ধুলোর গন্ধ লাগল নাকে।’

‘উতে হতে পারে। এটা তো ওদেরই এলাকা।’ শঙ্কিত মনে হলো স্থূলদেহী রাইডারকে। ‘ব্যাটারা ইদানীং বাড়াবাড়ি করছে। কয়েক মাসের মধ্যে বিস্তর লোক খুন করেছে।’

‘তিন বা চারজনের একটা দল।’

‘কী করে জানলে?’ ভুরু কোঁচকাল মোটকু।

‘ঘোড়সওয়ার একজন হলে ধুলোর গন্ধ এতদূর আসত না। হিসাব করে মনে হচ্ছে তিনজন... চারজনও হতে পারে।’

‘আমি র‍্যাণ্ড টরেল,’ বলল মোটকু। ‘কী যেন বললে তোমার নাম?’

‘জন... জন ক্যালকিন।’

‘হুম্, কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। ক্যালকিন নামটা তেমন চালু নয়, তাই না?’

শ্রাগ করল জন। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা।

কিছুক্ষণ পর নিচু, শুকনো অ্যারোয়ার তলায় পৌঁছে ঘোড়ার গতি কমাল ও। ‘তিনজন ওরা,’ নিচু স্বরে বলল। ‘চৌকস ঘোড়ায় চেপেছে। পায়ের ছাপ দেখেছ? বেশ লম্বা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে শক্তিশালী খুব। টানা পথ পাড়ি দিলেও অনায়াসে ছুটছে এখনও। সাধারণ ঘোড়া নয়।’

‘কয়েকটা ছাপ দেখে এতকিছু বুঝে ফেললে!’

‘যা এলাকা, ক্যাম্প করার মত উপযুক্ত জায়গা নেই এখানে। সেক্ষেত্রে, ধরে নেওয়া চলে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা,’ জনের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। ‘ভাবছি কোত্থেকে এল ওরা।’

কানের পাশ দিয়ে বিচিত্র শব্দ তুলে তপ্ত সীসা চলে যাওয়ার

ঠিক আগ মুহূর্তে রাইফেলের ব্যারেলে সূর্যের আলোর প্রতিফলন চোখে পড়ল জনের চোখের কোণে। সতর্ক হওয়ার জন্য এ-ই যথেষ্ট। ঝটিতি স্পার দাবাল ও।

ধনুকের ছিলার মত ছিটকে আগে বাড়ল ঘোড়াটা। একই সময়ে রাইফেলের গর্জন শোনা গেল, ভেঙে খান খান হয়ে গেল প্রেয়ারির ভর-দুপুরের নিস্তব্ধতা।

সামনে কোথাও মুহুর্মুহু গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। র‍্যাণ্ড টরেল আর জন ততক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়েছে, পাশাপাশি এগোচ্ছে তুমুল গতিতে; নিচু টিলার চূড়ায় উঠে আসবার পর কিছু দূরে পাথরে-ঘেরা গর্তাকার একটা জায়গায় তিনজনকে দেখতে পেল—উতেদের সর্বাত্মক হামলায় নিজেদের রক্ষা করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জন। ঠিকই সন্দেহ করেছিল! তুমুল গতিতে ছুটে আসছে উতেরা—অন্তত দশজন হবে, ঘিরে ফেলবে ওদের।

পাথরের কিনারে আসা মাত্র রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে স্যাডল ছাড়ল জন, মাটিতে পড়ে শরীর গড়িয়ে দিল, কয়েক গজ সরে এসে সিধে হলো ও। তারপর দ্রুত উইনচেস্টারের চেম্বারে কয়েক রাউণ্ড বুলেট ভরল। এক ফাঁকে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল আগন্তুকদের।

তিনজন। কঠিন চেহারার শক্তপোক্ত গড়ন, বোঝা যায় আনাড়ি নয়। ছিপছিপে দেহের, রোদপোড়া একজন নিচু করে পিস্তল ঝুলিয়েছে। পিস্তল ঝোলানোর ঢঙে বা চলাফেরায় তাকে পিস্তলবাজ মনে হচ্ছে। কয়েকদিন ক্ষৌরি করেনি বলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে গালে। জনের দিকে ফিরে স্মিত হাসল সে। 'একেবারে মোক্ষম সময়ে দেখা দিয়েছ, মিস্টার!' বলল সে।

তপ্ত হল্কা ছড়াচ্ছে সূর্য। ঘাপটি মেরে আছে দুই পক্ষ, আড়াল-আবডাল থেকে গুলি করছে। হঠাৎ হঠাৎ ভোজবাজির মত দেখা

boighar.com

যাচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করছে সাদারা, কিন্তু লাগাতে পারছে না বললে চলে। উতেরাও পাল্টা গুলি করছে... এবং ক্রমে এগিয়ে আসছে। বৃত্তটাকে ছোট করে আনছে ওরা।

'কিছুক্ষণ পর একযোগে ছুটে এসে হামলা করবে,' জানাল জন।

'আসুক হারামিগুলো,' নিচু করে ঝোলানো পিস্তলঅলা বলল বিরস কণ্ঠে। 'যত আগে আসবে তত আগে শেষ হবে ব্যাপারটা!'

সঙ্গীদের কেউ কিছু বলল না। একজন খাটো, গাঁট্টাগোট্টা টাইপের মানুষ। অন্যজন প্রায় দৈত্যাকার, প্রকাণ্ড কাঁধের উপর বিশাল মাথা। ঘন দাড়ি আছে লোকটার।

তিনজনেরই পরনে মলিন কাপড়, শরীর অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্ত ঘোড়া—সবই দীর্ঘ রাইডিঙের প্রমাণ। জন খেয়াল করেছে ওর সঙ্গে আসা বাচাল র‍্যাণ্ড টরেল হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেছে।

সত্যি সত্যি আচমকা হামলা চালাল উতেরা। বিদ্যুৎ বেগে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল, যেন চাবি দেওয়া পুতুল, একইসঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে এল। ত্বরিৎ একবার রাইফেলের ট্রিগার টানল জন, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল অতি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে বন্দুকবাজ লোকটা, হাতের সিক্সশুটার থেকে একের পর এক গুলি করছে। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় গুলি করছে সে, এবং লক্ষ্যভেদও করছে। তিন ইণ্ডিয়ানকে খতম হয়ে যেতে দেখতে পেল জন।

আরেক ইণ্ডিয়ানকে কুপোকাত করল ও। ঠিক পরমুহূর্তে বন্দুকবাজের গুলিতে চতুর্থ ইণ্ডিয়ানকে লুটিয়ে পড়তে দেখতে পেল। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি করেছে লোকটা।

'দেখার মত শুটিং!' অকৃত্রিম প্রশংসা করল জন, খেয়াল করল ইণ্ডিয়ানরা ব্যর্থ হয়ে সরে পড়ছে ভোজবাজির মত। উন্মুক্ত জায়গায় পড়ে থাকা লাশগুলোর একটাও নেই। জীবিতরা মৃত বা আহত সঙ্গীদের লাশ সরিয়ে নিয়ে গেছে।

জনের দিকে ফিরল বন্দুকবাজ। 'যার যা কাজ,' নিচু স্বরে বলল সে, কণ্ঠে প্রশস্তি। 'বুঝলে, আমি সঙ্গে না থাকলে বিপদেই পড়তে তোমরা!'

কেউ কিছু বলল না। লোকটার হামবড়া ভাব জনের বিরক্তির কারণ হলেও মন্তব্য করল না। নিজেকে জাহির করবার যৌক্তিক কারণ রয়েছে তার, অন্তত তিনজন ইণ্ডিয়ানকে খুন করেছে—ওদের যে-কারও চেয়ে বেশি। তবে যেভাবে আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তল থেকে একের পর এক গুলি চালাচ্ছিল, নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিল... এর কোনও প্রয়োজন ছিল না বলে মনে করে জন। ওর মতে সেটা বাড়াবাড়ি এবং হঠকারী।

একটু দূরে ট্রেইলে ধুলোর ঝড় উঠল। 'ব্যাটারা ভেগে গেছে,' বলল বন্দুকবাজ।

মুহূর্তকয়েক অপেক্ষা করল জন, ট্রেইল আর আনাচে-কানাচে নজর চালাল, শেষে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে এল। পাথুরে জায়গার পিছনে নিচু জমিতে দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

'চলো, টরেল,' মোটকু সঙ্গীর উদ্দেশে বলল ও।

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘোড়ায় চাপল র‍্যাণ্ড টরেল।

জন খেয়াল করল, তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখছে বন্দুকবাজ, ভুরু কুঁচকে রেখেছে। 'চেনা চেনা লাগছে,' চিন্তিত স্বরে বলল সে। 'কোথাও দেখেছি তোমাকে, তবে মনে করতে পারছি না।'

'মনে হয় না আমাদের দেখা হয়েছে,' দৃঢ় স্বরে নাকচ করে দিল জন।

'পশ্চিমে যাচ্ছ তোমরা?'

'সম্ভবত কার্সন সিটিতে।'

'হ্যাঁ, তা-ই করো। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, এদিকে কোথাও না থেমে সরাসরি কার্সন সিটিতে চলে যাও।' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল গানম্যান। 'কে জানে, এদিকে থাকলে আবার হয়তো উতেদের হামলার মুখে পড়বে, তখন তোমাদের রক্ষা করবার

boighar.com

জন্য আমি তো থাকব না।'

স্মিত হাসল জন। 'কী জানো, ভুল জায়গায় ঢুঁ মারছ তুমি।'

উত্তরের অপেক্ষা করল না ও, স্পার দাবিয়ে উঠে এল নিচু জায়গা থেকে, তারপর দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পাশে চলে এল র‍্যাণ্ড টরেল, ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সে। 'সাবধান, বন্ধু,' নিচু ও শঙ্কিত স্বরে বলল যেন পিছনে ফেলে আসা বন্দুকবাজ শুনে ফেলবে। 'ওকে চিনতে পারলে হয়তো ওভাবে কথা বলতে না। ও হচ্ছে জেক মলিনা। খুবই বিপজ্জনক লোক। নিজেই তো দেখেছ কীভাবে সিক্সগান চালিয়েছে! চোখের পলকে খালি করে ফেলল! অবিশ্বাস্য!'

'উঁহুঁ, পিস্তল খালি করে ফেলেনি,' শুধরে দিল জন। 'একটা গুলি বাকি রেখেছিল।'

সামনে বিস্তীর্ণ ধু ধু প্রান্তর। সকাল গড়িয়েছে কেবল, কিন্তু তপ্ত হল্কা যেন পুড়িয়ে দেবে মাটির উপর সবকিছু। প্রচণ্ড গরম লাগছে, ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে ওদের শার্ট, গায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে। দূরে তাপতরঙ্গ নাচছে, পাথরে ঠিকরে যাচ্ছে রোদ। কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই, কেবল মাইলখানেক দূরে গ্রিজউড ঝোপের কিনারা থেকে তৈরি হলো একটা ঘূর্ণিবায়ু, ক্রমে বড় হয়ে কয়েক গজ সরে গেল ওটা, তারপর একসময় দুর্বল হয়ে মিলিয়ে গেল।

আয়রনউড স্টেজ স্টেশন।

পিছনের কামরায় শক্ত এক কটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এড ব্রিগেম। কোমরের হাড়ের দুই জায়গায় বড়সড় ফাটল ছাড়াও অন্তত তিনটা পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে তার। তীব্র ব্যথায় নরকের যন্ত্রণা টের পাচ্ছে ব্রিগেম। বদ্ধ ঘরে তীব্র গরম লাগছে, শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে গেছে; আর শ্বাস নিতে গেলে প্রতিবার খচ্ করে বুকে যেন ছুরি বিঁধছে! প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তীব্র ব্যথায় মুখ

বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ওর। ব্যথা এতটাই যে, সম্ভব হলে শ্বাস নিত না, কিন্তু বাতাস ছাড়া বাঁচে কী করে?

সামনের বড়সড় কামরায় রয়েছে রুথ মেকেন, উদ্বিগ্ন মনে দরজায় চলে গেল। এ পর্যন্ত পনেরোবার এসেছে দরজার কাছে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে প্রেয়ারিতে চলে যাওয়া ট্রেইলের মত সরু রাস্তায় দৃষ্টি চালিয়েছে। খাঁ খাঁ করছে... কেউ নেই। খরতাপে পুড়ছে সবকিছু... স্থবির নীরবতা বিরাজ করছে। কোথাও কিছু নড়ছেও না।

দু'বার বিধবা হয়েছে রুথ মেকেন। প্রথম স্বামী স্ট্যাম্পিডে দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুবরণ করেছে, দ্বিতীয়জন মারা গেছে শোডাউনে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, মানসিকতায় পুরোপুরি পশ্চিমা হয়ে গেছে ও; স্বজন ও বন্ধুহীন বলে ঠিকানাহীনও হয়ে পড়েছে। কোথাও যাওয়ার মত জায়গা নেই। স্টেজে কার্সন সিটি যাচ্ছিল, আয়রনউড স্টেশনে এসে আবিষ্কার করে মিউলের লাথি খেয়ে বেমক্কা আঘাত পেয়েছে স্টেশন এজেন্ট এড ব্রিগেম, ভাঙা কোমর আর পাঁজর নিয়ে ছেঁচড়ে বার্ন থেকে স্টেশন-হাউসের দিকে যাচ্ছিল সে।

আহত ও অসহায় মানুষটাকে ছেড়ে যেতে মন চায়নি বলে রয়ে গিয়েছিল রুথ, সহযাত্রীদের সহায়তায় ফ্রন্টরুমের পিছনে ব্রিগেমের নিজস্ব কামরায় নিয়ে আসে তাকে এবং শুশ্রূষার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় রুথ। ঠিক করেছে সাহায্য না আসা পর্যন্ত থেকে যাবে এখানে।

রুথের সঙ্গে পেনিওয়েল ট্রেভিসও রয়ে গিয়েছিল। অনেকটা হুজুগে-বলা চলে, কারণ আগ-পাছ কিছু ভেবে দেখেনি পেনি; রুথ থেকে যাওয়ায় চট করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও-ও থাকবে। কিন্তু এখন সেজন্য আফসোস হচ্ছে। স্বয়ং রুথ মেকেনই চিন্তিত করে তুলেছে ওকে। আহত এজেন্ট ছাড়াও অন্য কোনও ব্যাপারে উদ্বিগ্ন মহিলা, রীতিমত দুশ্চিন্তা করছে। সম্ভবত বিপদের আশঙ্কা করছে।

boighar.com

পেনি জানে না ব্যাপারটা কী, জিজ্ঞেস করেনি, কিন্তু অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

'পিস্তল চালাতে পারো তুমি?' হঠাৎ জানতে চাইল রুথ।

'অস্ত্র চালাতে পারি কি না, এই তো? রাইফেল চালাতে পারি।'

'হয়তো দরকার হবে...' কথাটা শেষ বা পরিষ্কার করল না রুথ, মুখ তুলে তাকাল পেনির দিকে। তারপর একেবারে কাছে সরে এল। নিচু স্বরে বলল: 'এড ব্রিগেম কী বলেছে, জানো? পশ্চিমমুখী স্টেজে সত্তর হাজার ডলারের সোনা শিপমেণ্ট হচ্ছে। সত্তর হাজার ডলার!'

'আর কেউ জানে খবরটা?'

'এসব খবর কি কখনও চাপা থাকে? কীভাবে যেন ফাঁস হয়ে যায়। সমস্যার কথা হচ্ছে কে জানে আর কে জানে না, তার খবর কর্তৃপক্ষেরও জানা নেই। মাইনিং কোম্পানিতে কয়েক মাস চাকরি করছিল এক লোক, হুট করে না বলে-কয়ে চাকুরি ছেড়ে চলে গেল... এমন আচমকা যে নিজের মালপত্র নেওয়ারও সময় পায়নি। একেবারে তল্লাট ছাড়া হয়ে গেল, তার টিকিটিও খুঁজে পাওয়া গেল না। মাইনিং কোম্পানি একবার শিপমেণ্ট বাতিল বা স্থগিত করে দেওয়ার কথা ভেবেছিল, কিন্তু শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিডিউল ঠিক রাখাই উচিত। চাকরি ছেড়ে যাওয়া ওই লোকটার ঘটনা কাকতালও হতে পারে।

'তবে এটাই এডের যত চিন্তার কারণ, অথচ নিজেকে নিয়েও ভাবছে না ও। এখানে কিছু হলে কেউ বাধা দেওয়ার নেই, একেবারে আপসে সব সোনা কেড়ে নিতে পারবে আউট-লরা।'

'কিন্তু মি. ব্রিগেম সম্পর্কে ওদের জানা নেই?'

'পশ্চিমের স্টেশনগুলো এতক্ষণে জেনে গেছে, কিন্তু পুবের কেউ জানে না, এডের দুর্ঘটনার পর থেকে ওদিকে কোনও স্টেজ যায়নি কি না। অথচ ওরা ভাবছে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে

এড, যে-কোনও মূল্যে স্টেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আর আয়রনউড স্টেশনই পুরো রুটের মধ্যে আপাত নিরাপদ জায়গা, এখানে ঝামেলা হয় না বললে চলে।'

দরজার কাছে চলে গেল রুথ, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সামনের সরু রাস্তা আর দিগন্তের কাছে বিলীন হয়ে যাওয়া পাহাড়সারির ঝাপসা অবয়বে চোখ বুলাল। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল ওর চোখজোড়া।

'পেনি! দু'জন লোক আসছে! পুবদিক থেকে আসছে ওরা।'

ছুটে দরজার কাছে চলে এল পেনি, উত্তেজনা ওর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে।

খরতাপে পুড়ছে প্রকৃতি। দুই রাইডার ইতোমধ্যে অনেকটা কাছে চলে এসেছে। দারুণ তেজি ঘোড়ায় রাইড করছে, এত উন্নত জাতের ঘোড়া কাউহ্যাণ্ডদের থাকে না। একজন মোটাসোটা ও খাটো, অন্যজন দীর্ঘ ও সুঠামদেহী।

'খুব সাবধানে কথাবার্তা বোলো,' নিচু স্বরে পেনিকে সতর্ক করে দিল রুথ। 'বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না। সাধারণ রাইডারও হতে পারে ওরা, সেক্ষেত্রে এখানকার পরিস্থিতি ওদের জানতে দেওয়া ঠিক হবে না। অন্তত আমাদের পক্ষ থেকে ওদের আভাস দিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।'

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন।

মিনিট কয়েক পর স্টেশনে পৌঁছল দুই রাইডার। দীর্ঘদেহী লোকটা কথা বলল। 'শুনেছি স্টেজলাইনের তাবৎ স্টেশনের মধ্যে আয়রনউডের খাবারের জুড়ি নেই। আমরা বেশ ক্ষুধার্ত। দু'জনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে, ম্যাম?'

'নিশ্চয়ই,' জবাবে বলল রুথ মেকেন, ওর কণ্ঠে আগ্রহ বা অনীহা কোনোটাই প্রকাশ পেল না। 'হাত-মুখ ধুয়ে এসো।'

স্যাডল ছেড়ে ঘোড়া দুটোকে স্টেবলে নিয়ে গেল লোক দু'জন, তারপর বাইরের ওঅশ স্ট্যাণ্ডে হাত-মুখ ধুয়ে ভিতরে ঢুকল। মোটা লোকটা প্রথমে বারের কাছে চলে গেল, খুশিতে

boighar.com

ঝলমল করছে তার মুখ। 'আগে উইস্কি খাব,' উৎফুল্ল স্বরে বলল সে। 'খরখরে গলা ভিজিয়ে নিই।'

'পেনি, ওকে একটা ড্রিঙ্ক দাও তো,' দ্রুত পায়ে চুলোর কাছে চলে গেল রুথ, বাসন-কোসন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পেনিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় নিচু স্বরে বলল: 'যত দ্রুত সম্ভব ওদের খাইয়ে বিদায় করতে চাই। আমার মনে হয় কার্সন সিটিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে তাড়া আছে ওদের।'

মহিলা দু'জনকে দেখল জন, পেনিওয়েল ট্রেভিসের উপর স্থির হলো চোখ। এদেরকে এখানে দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছে। উল্টো দিকে স্টেশন এজেন্টের বেডরুম, ওটার দরজা এ-মুহূর্তে বন্ধ। ভিতরে কী বা কে আছে, বলা মুশকিল; অনুমানও করতে পারছে না। সবচেয়ে বড় কথা, এখন পর্যন্ত এজেন্টের চেহারা দেখতে পায়নি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। আরও অস্বাভাবিক দুই নারীর উপস্থিতি।

আরও একটা ব্যাপার টের পাচ্ছে। ওরা কাঙ্ক্ষিত নয়, অন্তত এ-মুহূর্তে ওদেরকে এখানে আশা করেনি মেয়েরা, চাইছেও না ওরা থাকুক। বরং বয়স্কার হাবভাবে মনে হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব ওদের বিদায় করতে পারলে যেন বাঁচে। ব্যাপারটা কী?

জন সতর্ক মানুষ। যেখানেই থাকুক, নিজের পারিপার্শ্বিকতা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। থাকতে হয়, নইলে যে-কোনও মুহূর্তে ধড়ের উপর মহামূল্যবান মাথাটা হারাতে হতে পারে। আয়রনউড স্টেশনে আপাতদৃষ্টিতে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে না পড়লেও দুই নারীর উপস্থিতি ও আচরণে ক্ষীণ অস্বাভাবিকতা হয়তো বিপদেরই পূর্বাভাস!

সন্দিহান মনের কারসাজি বলে ভাবতে পারছে না জন। অমন ভুল হয় না ওর। চট করে বুঝতে পারে কোথায়, কোন্ অবস্থায় পা রাখল...

সপ্তাহখানেক আগেও এখানে ছিল না মেয়েরা, অন্তত তা-ই

শুনেছে জন। সবচেয়ে বড় কথা এমন নির্জন ও বিচ্ছিন্ন স্টেশন মেয়েদের থাকবার মত উপযুক্ত জায়গা নয়। কমবয়েসী মেয়েটি রীতিমত সুন্দরী, দেখে বোঝা যায় পুবের মেয়ে বা সদ্য পুব থেকে এসেছে। এখানে মেয়েটার উপস্থিতি বিশাল ধাঁধা তৈরি করেছে জনের মনে, কোনোভাবে মেলাতে পারছে না।

সন্দিগ্ধ ও বিক্ষিপ্ত মনে স্টেশন হাউজ থেকে বেরিয়ে স্টেবলে চলে এল জন। বারোটা তাগড়া মিউল বিভিন্ন স্টলে রাখা। চকিত দৃষ্টিতে একবার পুরো লে-আউট দেখে নিল ও, তারপর দু'সারি স্টলের মাঝখানের আইল ধরে পা বাড়াল।

বার্নের দিকে তাকাতে মেঝেয় খড়ের আড়ালে পড়ে থাকা একটা পিস্তল দেখতে পেল। বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল পিস্তলটা তুলে নেওয়ার সময়। বহুল ব্যবহৃত জীর্ণ চেহারার রেমিংটন, তবে নিয়মিত সাফসুতরো করা হয়। মেকানিজম বেশ চমৎকার কাজ করছে। কারও শখের জিনিস। যে-লোক পিস্তলের এমন যত্ন করে সে কখনোই নোংরা বার্নের মেঝেয় এটা ফেলে রাখবে না।

ব্যাপারটা রহস্যময় লাগছে। কৌতূহলী মনে এবার দীর্ঘ দালানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল ও। একটা স্টলের পিছনে পড়ে ছিল পিস্তলটা, পাশে মেঝেয় পড়ে থাকা খড় বুটের চাপে এদিক-ওদিক সরে গেছে... গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল জন, খুঁটিয়ে দেখল... সামান্য চিহ্ন থেকে আসলে কী ঘটেছে জানতে চাইছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এখানে দু'জন লোকের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছে। পরিণতি যাই হয়ে থাকুক, পিস্তলঅলা তার প্রিয় অস্ত্রের কথা ভুলে গেছে কিংবা ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

স্টেবল থেকে বেরিয়ে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল জন। ছোট্ট স্টেশন। বড়সড় বার্ন, কোরাল, কয়েকটা খড়ের গাদা আর মূল স্টেশন হাউজ। বিশাল আঙিনা বেশ পরিচ্ছন্ন। বার্নের এক কোণে কামারশালা। স্টেজের মামুলি মেরামতের কাজ করা

boighar.com

হয় ওখানে। স্টেশন হাউসের একেবারে শেষ দিকে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা দুটো লাঠি চোখে পড়ল, পরস্পরের সঙ্গে এক প্রস্থ কাপড় বেঁধে স্ট্রেচার তৈরি করা হয়েছে...

তারমানে কেউ আহত হয়েছিল, তাকে বয়ে নিয়ে আসবার জন্য স্ট্রেচার ব্যবহার করতে হয়েছে...

কয়েক পা সরে এসে, বার্ন বা খড়ের গাদা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল জন। চোখের কোণ দিয়ে দেখল স্ট্রেচারটা। আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে, খুঁটিয়ে দেখেও লাঠি বা কাপড়ের সঙ্গে লেগে থাকা রক্ত চোখে পড়ল না। গুলি খেলে বা আঘাতের ফলশ্রুতিতে রক্তক্ষরণ হলে রক্ত লেগে থাকবার কথা।

বাড়ির দরজায় উদয় হলো র‍্যাণ্ড টরেল। হাসি হাসি দেখাচ্ছে মুখ, সম্ভবত উইস্কি পেটে পড়ায় প্রফুল্ল বোধ করছে। বাইরের তপ্ত রোদ্দুরে রাইড করবার পর এখন বাড়ির অপেক্ষাকৃত শীতল ও আরামদায়ক পরিবেশের উপস্থিতিও একটা কারণ হতে পারে।

'রুথ মেকেন স্টেশনের দায়িত্বে আছে, আপাতত,' জানাল সে জনকে। 'এড ব্রিগেম নাকি পাহাড়ে গরু সংগ্রহ করতে গেছে।'

'এড তোমার বন্ধু?'

'বলা যায়। আসলে এখানে এলে সবসময়ই ভাল লাগে। ওর কথা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু সবচেয়ে ভাল লাগে ওর রান্না! এডের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ তা বলব না, তবে বেশ কয়েকবার থেমেছি এখানে; কিছুক্ষণ গল্প করেছি। ধরো... সাত-আটবার হবে। এড খুব মিশুক।'

'ঘরে সাপ্লাই ভরা, অথচ পাহাড়ে গরু সংগ্রহ করতে গেল কেন?' গুরুত্বহীন স্বরে বলল জন। 'তা ছাড়া, এটা উতে এলাকা। যে-কোনও সময়ে স্টেশনে হামলা হতে পারে, এটা ওর চেয়ে অন্য কারও বেশি জানবার কথা নয়। বিচ্ছিন্ন ও নির্জন স্টেশনগুলোই ইণ্ডিয়ানদের রেইডের শিকার হয় বেশি।'

'কে জানে, হয়তো জরুরি দরকার পড়ে গেছে,' সরু চোখে জনের দিকে তাকাল মোটকু। 'সমস্যা হয়েছে? কোনও কিছু নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

'ওরা কিছু একটা চেপে যাচ্ছে,' মাথা নেড়ে বাড়ির ভিতরে থাকা মেয়েদের ইঙ্গিত করল জন। 'এবং একটা ঘাপলা আছে এখানে।' বেল্ট ঢুকিয়ে রাখা রেমিংটনটা বের করে দেখাল ও। 'এটা দেখেছ আগে?'

'এটা তো এডের পিস্তল! আরও পুরনো হলেও দেখামাত্র চিনতে পারব।'

'কী মনে হয়, এটা ছাড়া পাহাড়ে গেছে সে? বার্নের মেঝেয় এটা খুঁজে পেয়েছি, খড়ের ভিতরে অর্ধেক চাপা পড়ে ছিল।'

'নির্ঘাত আহত হয়েছে এড... তাই হবে। খুবই সাবধানী মানুষ ও। অস্ত্রের যত্ন নেয়। সবচেয়ে বড় কথা ওর মত হিসেবি মানুষ এমন অবহেলায় অস্ত্রশস্ত্র যেখানে-সেখানে ফেলে রাখবে না।'

বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল রুথ মেকেন। মহিলার চাহনি সন্দিগ্ধ, কেমন কেমন চোখে দেখছে ওদের। 'খাবার রেডি,' স্মিত হেসে বলল। 'তোমাদের তাড়া আছে, না? প্রয়োজনের চেয়ে এক মিনিটও বেশি নষ্ট করব না তোমাদের। কফিও প্রায় হয়ে গেছে। খেয়েই যাত্রা করতে পারবে তোমরা।'

উত্তরে কিছু বলল না জন। সিগারেট নিভিয়ে, র‍্যাণ্ড টরেলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

খাবার বেশ ভাল। গরুর মাংস, বিন, ঘরে তৈরি বিস্কুট আর আলু ছাড়াও বড়সড় এক টুকরো আপেল পাই। শুকনো আপেলের চেয়ে বরং এই ভাল, মনে মনে ভাবল জন।

আড়চোখে বেডরুমের বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকাল ও। পেনি মগে কফি ঢালছে। 'এডের এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'স্টেজ আসবে কখন?'


boighar.com

সামান্য কেঁপে গেল পেনিওয়েল ট্রেভিসের হাত, সিধে হয়ে দাঁড়াল মেয়েটি। 'স্টেজ আসবার অনেক দেরি আছে। ইতোমধ্যে ফিরে আসতে পারবে এড।'

রেমিংটন পিস্তলটা বের করে টেবিলের উপর রাখল জন। 'এটা এডকে দিয়ে দিয়ো। বার্নে খুঁজে পেলাম।'

চট করে পিস্তলটা তুলে নিল মেয়েটি, যেন কেড়ে নিল। জন খেয়াল করল চুলোর কাছ থেকে কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে রুথ মেকেন।

'এডের কাছে আরেকটা পিস্তল আছে,' জানাল পেনি। 'চিন্তা কোরো না।'

মগে আবার কফি ভরে নিল জন, তারপর একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল। মনে মনে পরিস্থিতি ভাবছে। স্টেশনে কোনও পুরুষ নেই বলে মেয়েরা চিন্তিত? যুক্তির খাতিরে বলা যায় তেমন একটা সম্ভাবনা আছে বটে, তবে জন মানতে নারাজ। পেনি ট্রেভিসের মধ্যে কিছুটা দুশ্চিন্তা চোখে পড়েছে ওর, যদিও মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে আত্মবিশ্বাসী, বিপদে ভড়কে যাওয়ার মত নয়; কিন্তু রুথ মেকেন ভিন্ন ধাতে গড়া। পশ্চিমের নানা অনিশ্চয়তা ও বিপদাপন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে অভ্যস্ত। যথেষ্ট সাহসী ও দৃঢ়চেতা মনে হয়েছে তাকে। ঠিক জানে কী করতে হবে। অপরিচিত পুরুষের উপস্থিতিতে দু'জন মহিলা একা আছে বলে অস্বস্তি বা দুশ্চিন্তা বোধ করবে না। সেক্ষেত্রে, হয়েছে কী? কেন জন আর টরেলকে বিদায় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

সহসা ট্রেইলে দেখা বন্দুকবাজের কথা মনে পড়ল ওর। অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করতে পারল না। 'ভাবছি আমাদের বন্ধুরা কোথায় গেল!' অন্যমনস্ক সুরে বলল ও।

আপেল পাই গলাধঃকরণ করতে ব্যস্ত র‍্যাণ্ড টরেল মুখ তুলে তাকাল। 'নিজেদের ধান্ধায় ব্যস্ত বোধহয়, যেখানে যাওয়ার কথা ওদের, সেখানে যাচ্ছে।'

'আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় পশ্চিমে যাচ্ছিল ওরা।'

দুই স্লাইস পাউরুটি ছিঁড়ে তাতে মাখন মাখতে শুরু করল র‍্যাণ্ড টরেল, বিস্কুটের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। চিবাতে চিবাতে জনের দিকে তাকাল সে, মুখভর্তি খাবার গলা দিয়ে নামিয়ে ঢোক গিলল, সামান্য ভুরু কুঁচকে রেখেছে। 'ওরা হয়তো ফিরে গেছে, কিংবা অন্য কোনও দিকে যাত্রা করেছে,' অনীহার সুরে বলল সে। বোঝা যায় এ-ব্যাপারে তেমন আমল দিতে নারাজ।

'কোথায় যাবে? বিস্তীর্ণ এলাকা, ধারে-কাছে লোকালয় নেই বললে চলে।' সিগারেট ধরাল জন। 'আমাদের একটা উপদেশ দিয়েছিল সে, মনে আছে? সরাসরি যেন কার্সন সিটিতে চলে যাই! ও এমনভাবে কথাটা বলেছে যেন চায়নি ধারে-কাছে বা কার্সন সিটির এদিকে কোথাও থামি আমরা।'

'তো?'

'আমরা থেমেছি... এবং এটাই হয়তো সেই জায়গা, যেখানে কাউকে আশা করছে না সে!'

'বুঝলাম না... আসলে কী বলতে চাইছ তুমি, ফ্রেণ্ড?'

'মেয়েরা কোনও ব্যাপারে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে,' ব্যাখ্যা করল জন। 'আয়রনউড স্টেশন শুধু চৌহদ্দি নয়, সম্ভবত পুরো কাউণ্টিতে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ও নির্জন স্টেশন। এখানে আসবার পথে তিনজন কেতাদুরস্ত রাইডারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের, যারা চৌকস ঘোড়া রাইড করছিল, যার একেকটার দাম সাধারণ কাউহ্যাণ্ডদের চার-পাঁচ মাসের বেতনের সমান। প্রতিটি ঘোড়া ছিল ক্ষিপ্রগতির এবং টানা রাইডিঙে সক্ষম।'

'তুমি তা হলে ওদের আউট-ল ভাবছ? হ্যাঁ, ঘোড়াগুলো আমিও খেয়াল করেছি। কাউহ্যাণ্ডদের পক্ষে অমন ঘোড়ার মালিক হওয়া সম্ভব নয়।'

'এছাড়া অন্য কিছু মনে হচ্ছে না ওদের।'

স্থিরদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল র‍্যাণ্ড টরেল, মুখ

boighar.com

থমথমে হয়ে গেছে। 'ক্যালকিন, তুমি নিজেও দারুণ একটা ঘোড়া দাবড়াও,' সতর্ক স্বরে বলল সে। 'ওটাও ক্ষিপ্রগতির ও একটানা রাইডিঙে সক্ষম।'

'কথাটা সত্যি,' স্মিত হেসে বলল জন।

'তোমরা কি সন্ধ্যার আগে কার্সন সিটিতে পৌঁছতে চাও?' বাসন-কোসন গুছিয়ে নেওয়ার সময় জানতে চাইল পেনি ট্রেভিস। 'নাগাড়ে ঘোড়া ছোটালে হয়তো পৌঁছতে পারবে।'

'তোমরা বোধহয় আমাদের ভাগিয়ে দিতে চাও, ম্যাম?' হেসে জানতে চাইল জন। 'এড ব্রিগেমের অচল অবস্থায় তোমাদের একা থাকা ঠিক হবে না বোধহয়।'

আরেকটু হলে দুটো বাসন পড়ে যাচ্ছিল পেনির হাত থেকে। কোনরকমে সামলে নিল। তারপর সব বাসন তুলে নিয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও। দ্রুত পায়ে চলে গেল বেসিনের কাছে।

'এড ব্রিগেম অচল হতে পারে,' চুলোর কাছ থেকে দৃঢ়, কঠিন স্বরে ঘোষণা দিল রুথ মেকেন। 'কিন্তু আমি অচল নই। জলদি এখান থেকে চলে যাবে তোমরা, দু'জনেই!'

সশব্দে টেবিলের উপর কাপ নামিয়ে রাখল টরেল, বিরক্ত ও কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল মহিলার দিকে। 'দেখো, ম্যাম, তুমি বললে আর...'

'আর একটা কথাও নয়!' টরেলকে ধমকে থামিয়ে দিল রুথ। 'এখুনি বেরিয়ে যাবে তোমরা! বেরোও!'

কফিপট তুলে নিয়ে আবার মগ ভরে নিল জন, মুখ নির্বিকার। মহিলার কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'বলেছি তো, তোমাদের সাহায্য দরকার হবে। বিশেষ করে ওই কোচে যেহেতু সোনার শিপমেন্ট হচ্ছে।'

ঝট্ করে জনের দিকে ফিরল টরেল, খবরটা শুনে বেকুব বনে গেছে। কিন্তু এরচেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্য, দেখল ওদের কাছাকাছি চলে এসেছে রুথ মেকেন, হাতে এড

ব্রিগেমের রেমিংটন। কোনও এক ফাঁকে মহিলার হাতে পিস্তলটা পাচার করেছে পেনি ট্রেভিস।

'এটার ভাষা নিশ্চয়ই বোঝো, মিস্টার?' কর্কশ হয়ে গেছে মহিলার কণ্ঠ। 'তোমরা কী মনে করো, তাতে কিছু যায়-আসে না আমাদের, বরং আমরাই ঠিক করব আমাদের সাহায্য লাগবে কি না। এবার সময় থাকতে থাকতে কেটে পড়ো!'

'কীসের ভয় পাচ্ছ তোমরা?' এবারও নিস্পৃহ দেখাল জনকে। 'নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছ এডের অচল অবস্থায় একটা কিছু ঘটে যেতে পারে এখানে?'

'যাই ঘটুক, সেটা আমরা সামাল দেব! ...উঠবে তোমরা?'

সহসা আঙিনায় ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ কোত্থেকে এত ঘোড়া এল, কেউই টের পায়নি। সম্ভবত চুপিসারে এসে পড়েছে রাইডাররা। অন্তত তিন-চারজন হবে।

'এবার সত্যি আমার সাহায্য দরকার হবে তোমাদের, লেডি,' কোমল স্বরে বলল জন। 'না দেখলেও অনুমান করতে পারছি কঠিন কিছু মানুষকে সামাল দিতে হবে।'

'নিজের চরকায় তেল দাও!' তপ্ত সুরে বলল রুথ মেকেন, তবে আগের সেই তেজ নেই কণ্ঠে, পিস্তলটা সামান্য নিচু হলো।

'তিনজন লোক, রুথ,' জানালা দিয়ে বাইরে এক নজর বুলিয়ে জানাল পেনি।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল তিন রাইডার। সবার আগে লম্বা বন্দুকবাজ। সেই তিনজনই। ঘরে কয়েক পা এগিয়ে আসবার পর জন আর টরেলকে দেখতে পেল সে, মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সে, চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। 'আমার পরামর্শ শুনে চলে যাওয়া উচিত ছিল তোমাদের,' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল লোকটা।

'তুমি ফস্টার, তাই না?' দাড়িঅলা একজনের উদ্দেশে জানতে চাইল জন। ভাবান্তর নেই ওর মুখে। বন্দুকবাজের অসন্তুষ্টিতে যে ওর কিছু যায়-আসে না সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে। 'আর তুমি

boighar.com

হচ্ছ বিখ্যাত জেক মলিনা।'

'ঠিক ধরেছ,' নিজেই বারের কাছে চলে গেল বন্দুকবাজ, কারও অনুমতি বা সাহায্যের তোয়াক্কা করল না, একটা বোতল তুলে নিল তাক থেকে।

'প্রতি পেগ দুই সেন্ট,' জানিয়ে দিল রুথ মেকেন।

'চোপরাও!' ফিরেও তাকাল না বন্দুকবাজ।

কী যেন বলতে গেল রুথ, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। পরস্পরের উপর চেপে বসল ঠোঁট। চকিত চাহনিতে একে একে সবাইকে দেখে নিল ও, তারপর ধীর পায়ে সরে গেল বেডরুমের দরজার কাছে। দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। জেক মলিনা নামটা শুনে ঘাবড়ে গেছে। এর সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে। নিষ্ঠুর ঠাণ্ডা মাথার খুনি, রাসলার হিসাবে কুখ্যাত, কখনও কখনও পে-রোল লুটেরা। হেন কাজ নেই করেনি। তবে অন্য সব আউট-লর চেয়ে এর বিশেষত্ব হচ্ছে পিস্তলে দক্ষতা। নিজেকে হার্ডিন বা বিল হিককের সমকক্ষ মনে করে মলিনা, এবং সেটা হলফ করে বলে বেড়ায়। আজ পর্যন্ত ডুয়েলে প্রায় দশটা খুন করেছে। গুপ্তহত্যা বা অ্যাম্বুশে খুন করেছে এর দ্বিগুণ। খোদ আউট-লরাই সহজে ঘাঁটায় না তাকে। খুবই বিপজ্জনক লোক হিসাবে নাম কিনেছে।

হ্যান্স ফস্টারও কম বদ নয়। মলিনার যোগ্য দোসর। পিস্তলে জেক মলিনার সমকক্ষ না হলেও বদমায়েশিতে এক কাঠি বাড়া।

আগে আসা দীর্ঘদেহী আগন্তুকের দিকে চলে গেল রুথের দৃষ্টি। লোক এই কে? সত্যি কি ওদের সাহায্য করতে চেয়েছে, নাকি ভাঁওতা দিয়েছে? সোনা লুটের আশায় আসা আরেক দস্যু নয় তো?

'বেশ, এসে যখন পড়েছ,' উইস্কিতে চুমুক দিয়ে বলল জেক মলিনা, জনের দিকে তাকাল না, কিন্তু ওকেই বলছে কথাগুলো। 'আপাতত এখানেই থাকছ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্টেজ পৌঁছে

যাবে। আমার নাকের ডগার সামনে থেকে কোথাও যাবে না। সবকিছু চুকে-বুকে গেলে তারপর তোমার দিকে মনোযোগ দেব।'

'জেক,' দ্রুত বলল র‍্যাণ্ড টরেল। 'ক্যালকিনের পিস্তলটা নিয়ে নাও। জানি না ও কে, কিন্তু ওকে চালু মাল মনে হচ্ছে।'

'থাকুক না,' নিতান্ত আলসেমির সুরে বলল বন্দুকবাজ। 'তুমি না চিনতে পারো, কিন্তু আমি ওকে চিনি। ট্রেইলে দেখেই মনে হয়েছিল কোথায় যেন দেখেছি। ভুল করেছি তখন। আসলে ওকে দেখিনি, তবে ওর নাম আর বর্ণনা এত শুনেছি যে দেখে চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। পিস্তলটা ওর কাছে থাকলেই বরং ভাল, একটা উসিলা পেয়ে যাব। ওটা বের করবে আর আমার হাতে খুন হয়ে যাবে!'

'তুমি তা হলে ওদের একজন?' টরেলের উদ্দেশে জানতে চাইল জন।

'তা আর বলতে!' সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল টরেল। 'এই শিপমেন্টের সব খবর তো আমারই আনা। খনিতে কাজ করেছি কিছুদিন, অপেক্ষায় ছিলাম কবে শিপমেণ্ট করবে ওরা। নিশ্চিত খবর পাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। দরকার কী! বিস্তর সোনার মালিক হয়ে যাব যখন, ষাট ডলারের বেগার খাটুনি খেটে কী লাভ? অত বোকা নই আমি।'

তৃতীয় আউট-ল ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, লোকটাকে নজরের মধ্যে রাখতে পারছে না জন। একেকজন একেক দিকে আছে বলে একসঙ্গে সবার উপর দৃষ্টি রাখতে পারছে না। চারজন ওরা, একের বিরুদ্ধে চার।

'মিসেস ব্রেকেনের দিকে খেয়াল রেখো,' মনে করিয়ে দিল র‍্যাণ্ড টরেল। 'এড ব্রিগেমের পিস্তলটা এখন ওর কাছে আছে।'

'ব্রিগেম কোথায়?' জানতে চাইল মলিনা।

'বেডরুমে। ব্যাটা বোধহয় আহত হয়েছে। এটা অবশ্য জন ক্যালকিনের ধারণা।'

boighar.com

জনের দিকে ফিরল মলিনা, লম্বা চুমুক দিল উইস্কিতে। 'কত গল্প যে শুনেছি তোমার নামে! আমার মনে হয় কী, জানো? এর সব আসলে বাড়িয়ে বলা। তুমি অত চালু মাল নও। ভাগ্য পক্ষে থাকলে সবাই ভেল্কি দেখাতে পারে। পিস্তল ড্র করলে খুব খুশি হব, তোমাকে আমার পছন্দ নয় কি না, দুনিয়া থেকে তা হলে অপছন্দের একজনকে বিদায় করে দিতে পারব।'

মগ তুলে কফিতে চুমুক দিল জন, মগের কিনারার উপর দিয়ে নীরবে দেখছে বন্দুকবাজকে।

বেডরুমের দিকে এগোল আউট-ল। পেনি বাধা দিতে যেতে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, তারপর এক টানে দরজা খুলে ফেলল। দুই পা ভিতরে ঢুকে বিছানায় শোওয়া আহত মানুষটির দিকে তাকাল মলিনা। 'যেমন আছ, চুপচাপ শুয়ে থাকো, ব্রিগেম,' নির্দেশ দিল সে। 'সেক্ষেত্রে হয়তো বেঁচেও যেতে পারো।'

বিকৃত হয়ে গেল এজেন্টের মুখ, যন্ত্রণায় নয় বরং রাগ আর ঘৃণায়। 'একটা পিস্তল যদি পেতাম! তোমার মত অত প্রতিশ্রুতি দিতাম না তা হলে!'

হো হো করে হেসে উঠল আউট-ল। 'অচল হয়ে পড়ে আছ বিছানায়, অথচ তেজ কমেনি!' তারপর এজেন্টকে বাতিল করে দিয়ে পেনিওয়েল ট্রেভিসের দিকে ফিরল সে। 'নাহ্, এই ট্রিপটা দেখছি সত্যি দারুণ হবে! খাবার, লিকার, বিস্তর সোনা আর খাসা একটা মেয়ে! এর বেশি আর কী চাই?'

'মেয়েটাকে না ঘাঁটালেই ভাল করবে।'

ধীর, অলস ভঙ্গিতে জনের দিকে ফিরল মলিনা, এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। 'মওকা পাওয়ার আশায় আছ? মাথাটাকে বেশি খাটাতে যেয়ো না, ক্যালকিন, পস্তাবে তা হলে। যে-বুদ্ধিই বাতলাও, কাজে লাগবে না তোমার, স্রেফ একটা অজুহাত দেওয়া হবে আমাকে। তারচেয়ে নিরীহ মানুষের মত আশায় থাকা কি ভাল হবে না, হয়তো শেষ পর্যন্ত আমার মনে দয়াও হতে পারে?'

এক প্যাকেট তাস বের করে টেবিলে বসে পড়ল হ্যান্স ফস্টার। তৃতীয় আউট-ল যোগ দিল তার সঙ্গে। লোকটাকে বিল নামে ডাকছে অন্যরা। সলিটেয়ার খেলতে শুরু করল ফস্টার। এদিকে বাড়ির মূল দরজার কাছে চলে গেল জেক মলিনা, দরজার নবের সঙ্গে শরীর ঠেকিয়ে বাইরে দৃষ্টি রাখল। শূন্য রাস্তায় কোনও নড়াচড়া নেই।

চারজনের বিরুদ্ধে চারজন। কিন্তু ওর পক্ষে দু'জন মহিলা আর একজন আহত পুরুষ। একেবারে অচল। কোনোরকম সাহায্য আশা করা যাবে না এজেন্টের কাছ থেকে। প্রতিপক্ষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, ঘিরে রেখেছে ওকে; এমনকী সরাসরি কেউ ওর দিকে না তাকালেও ঠিকই নজর রাখছে। আউট-লরাও বিলক্ষণ বুঝতে পারছে কে তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ, কার কাছ থেকে বাধা আসতে পারে।

সেট-আপটা অনুমান করতে পারছে জন। অন্তত একজন খুন হবে। ঠিক সেজন্যই ওর পিস্তল কেড়ে নেয়নি। কোনও কারণে ওর প্রতি খেপে আছে মলিনা, চায় জন ড্র করুক, তা হলে নিজের কারিশমা দেখাতে পারবে—বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে জন ক্যালকিনকে ডুয়েলে খুন করেছে।

সন্দেহ নেই, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে সে।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ঠায় একই জায়গায় বসে আছে জন। নড়তে ইচ্ছুক ও, হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে প্রায়, কিন্তু ভয় পাচ্ছে সেটা হয়তো অজুহাত তৈরি করে দেবে মলিনাকে। ধুরন্ধর আউট-লকে বিশ্বাস নেই। হয়তো চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবে ও, ঠিক সেই মুহূর্তে ড্র করবে সে, জনকে গেঁথে ফেলবার পর দাবি করবে ও ড্র করতে যাচ্ছিল। ফেয়ার ফাইট। ব্যস, মামলা শেষ!

মেয়েরা গোছগাছ আর টেবিল পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মলিনার নির্দেশে নতুন করে রান্না চড়িয়েছে রুথ মেকেন। গা-ছাড়া একটা ভাব দেখালেও আসলে খুবই সতর্ক

boighar.com

ওরা, খেয়াল করল জন, অন্তত একজন সর্বক্ষণ মেয়েদের উপর নজর রাখছে। আর খোদ দলনেতার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে জন নিজে।

কাগজ-তামাক বের করে একটা সিগারেট রোল করল জন। ধীর ভঙ্গিতে ঠোঁটে সিগারেট তুলে নিল, চোখের কোণ দিয়ে দেখল জ্বলজ্বলে আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মলিনা, চায় জন একটা মওকা দিক তাকে; কিন্তু টেবিলের উপর দেশলাই আছে একটা। ওটা অগ্রাহ্য করে বুক পকেট থেকে নিজেরটা বের করে খুবই সতর্কতার সঙ্গে সিগারেট ধরাল জন, সারাক্ষণ সবার দৃষ্টির মধ্যে রাখল হাত। সযত্নে তাড়াহুড়ো থেকে বিরত রেখেছে নিজেকে।

সশব্দে হাসল মলিনা। 'চালু মাল, না? আচ্ছা, আসলেই কি আমি তোমাকে দেখেছি?'

'দেখোনি।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল আউট-লর চাহনি, জনের ভিতরটা পড়ে নিতে চাইছে যেন। 'হয়তো... আচ্ছা, তুমি ফেরারি নও তো?'

'না।' মলিনার দিকে তাকাল না জন, আগ্রহ ভরে পাফ করল সিগারেটে। 'পেনি, দয়া করে আমাকে আরেকটু কফি দেবে?'

প্রচণ্ড গরম পড়ছে। সবকিছু স্থবির ও নীরব হয়ে আছে। ঘেমে একাকার হয়ে গেছে সবার মুখ, কাপড় লেপ্টে আছে গায়ের সঙ্গে। মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছে জন: এক অস্ত্রের বিরুদ্ধে চারটা পিস্তল ওদের, এবং ওর ব্যাপারে একটুও দুশ্চিন্তা করছে না প্রতিপক্ষ... একে দলে ভারী, তায় সারাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে এবং বলা চলে তক্কে তক্কে আছে জেক মলিনা, জনকে ড্র করতে দেখা মাত্র ছোবল হানবে পিস্তলে। সে নিশ্চিত জনকে খুন করতে পারবে অনায়াসে।

জন ড্র না করলেও খুন হয়ে যাবে। পরিস্থিতি এমন যে, ওকে বেঁচে থাকতে দেবে না আউট-লরা, জানে আগে-পরে

যখনই হোক জন বাধা হয়ে দাঁড়াবেই। তাই... যত আগে ঝামেলা চুকে যাবে ততই মঙ্গল... বিশেষ করে যদি ঝুটঝামেলা ছাড়া সেটা সারা যায়।

পরে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে, ভাবছে জন, তাই ওকে এখনই বিশেষ করে স্টেজ আসবার আগে সরিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্তে আসল কাজের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে ওরা... এমন কিছু নিশ্চয়ই ভাবছে জেক মলিনা, এবং সম্ভবত সেজন্যই জনকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে।

'আচ্ছা, যদি ড্র-ই করো,' চালিয়াতির সুরে বলল সে। 'অযথা দেরি করছ কেন? চট করে পিস্তলটা তুলে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! পরে কিন্তু সুযোগ আসবে না, কারণ স্টেজ আসবার সময় হলে তোমার পিস্তল কেড়ে নেওয়া হবে। বুঝতেই পারছ, এখন অন্তত সমান সুযোগ পাবে...'

'সবুরে মেওয়া ফলে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে মলিনার উৎসাহে পানি ঢেলে দিল জন।

'তা-ই? তবে এখানে মেওয়া বা অমন কোনও ফল কিন্তু ফলবে না,' হো হো করে হেসে উঠল মলিনা, খুব মজা পেয়েছে জনের কথায়। 'অপেক্ষা করবে? তারমানে সুযোগের ধান্ধায় থাকবে, এই তো? বেশ, থাকো! তোমার যেমন মর্জি।' কথা বলতে বলতে পেনি ট্রেভিসের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল সে, জনের জন্য কফি নিয়ে আসছে মেয়েটি।

সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সন্তুষ্ট মনে উপসংহারে পৌঁছল মলিনা। সমস্যা একটাই: কখন ক্যালকিন ব্যাটা পিস্তল ড্র করে কে জানে। যখনই হোক, ঝাঁঝরা হয়ে যাবে জনের গুলিতে। তবে ব্যাপারটা আগেভাগে হলেই ভাল, কারণ কোনও কারণে যদি মলিনা ব্যর্থও হয়, অন্য কেউ গেঁথে ফেলতে পারবে জনকে। স্টেজ চলে এলে কী পরিস্থিতি হয় আগাম বলা মুশকিল, ড্রাইভার ও যাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে

boighar.com

ওদেরকে—চারজনের পক্ষে এত লোকের উপর একসঙ্গে মনোযোগ রাখা কঠিন হবে; বিশেষ করে এখনকার তুলনায়। তখন মেয়েরা, জন, এমনকী কোনও যাত্রী বা ড্রাইভার অতি উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে...

যাই ঘটুক, পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। সেজন্যই মলিনা চায় না জনের মত বিপজ্জনক মানুষ তখন বেয়াড়া হয়ে উঠুক। তাই আগেই তার পিস্তল কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, আর তারও আগেই যদি জনকে কোনোভাবে শোডাউনে নিকেশ করে ফেলতে পারে তা হলে তো সোনায় সোহাগা। ঘটনাটা অন্যদের নিরুৎসাহিত করবে নির্ঘাত।

দরজা ছেড়ে বারের কাছে চলে গেল জেক মলিনা, আবার ড্রিঙ্ক করবে। এদিকে পেনির সঙ্গে চোখাচোখি হলো জনের, ঠিক পরমুহূর্তে অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে ইশারা করল মেয়েটা—মলিনার উল্টোদিকে। সেকেণ্ডখানেক, তারপর আবার জনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো পেনির, ক্ষীণ নড করল।

সমীহের সঙ্গে একবার পেনিকে দেখল জন। মেয়েটার সাহসের তারিফ করতেই হয়! মেয়েটা চাইছে এগিয়ে যাক জন, ডাইভার্শন তৈরি করতে হলে বা ওর পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব, করবে নির্দ্বিধায়।

মলিনাও দেখছে পেনিওয়েলকে, তার চোখে আগ্রহ। 'ঝাল মরিচ! বাজি ধরে বলতে পারি এই মেয়ের মধ্যে আগুন আছে!' শেলফে ঝুলন্ত ঘড়ির দিকে একবার চকিত দৃষ্টি চালাল সে। 'প্রায় ঘণ্টাখানেক বাকি আর। বেকার সময় কাটানো আসলে কঠিন। ভাবছি ওর সঙ্গে এ সুযোগে...'

'ওকে বিরক্ত কোরো না।'

ঝটিতি জনের দিকে ফিরল মলিনা, মুখের হাসি উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু পাল্টা সে কিছু বলবার আগেই জন আবার বলল: 'চালু হলে হয়তো সব সোনা পাবে তুমি, মলিনা, কিন্তু

মেয়েটাকে ঘাঁটাতে যেয়ো না। ওর কোনোরকম অসম্মান করলে আমার হাতে স্রেফ খুন হয়ে যাবে!'

'কী?' ঝট করে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল জেক মলিনা, মুখোমুখি হলো জনের, চোখে আক্রোশ ফুটে উঠেছে। 'আমাকে খুন করবি তুই? এই লম্বু, উঠে দাঁড়া, দেখি কেমন তোর হিম্মত! খাড়া হ, তারপর আমার সাথে লড়তে আয়! তোকে যদি আজ পরপারে না পাঠিয়েছি...!'

নড়ল না জন। স্মিত হাসি ওর ঠোঁটে, মলিনার চোখে চোখ। 'অত তাড়া কীসের?' বলল ও। 'তুমিই না বললে অনেক সময় বাকি আছে?'

স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মলিনা, আগুন ঝরে পড়ছে চোখে। সময় যেন আটকে থাকল। অন্যদের কাছে মনে হলো এখনই যেন শোডাউন হয়ে যাবে। যা খেপেছে মলিনা, নিজেই হয়তো ড্র করে বসবে!

কিন্তু নিজেকে সামলে নিল বন্দুকবাজ। বাঁকা হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোণে, মুখে প্রকাশ না করুক, কিন্তু সে ঠিকই টের পেয়ে গেছে জন মোটেও বাড়িয়ে বলেনি। এখনও যদিও নীরবে বসে আছে, কিন্তু প্রয়োজনে মুখের কথাকে কাজে পরিণত করবে। এমন নিরুদ্বিগ্ন ও নিস্পৃহ থাকতে পারে খুব কম মানুষ; অভিজ্ঞতা থেকে মলিনা জানে এরা খুবই বিপজ্জনক হয়। কোণঠাসা হতে পছন্দ করে না, কিন্তু হয়ে গেলে পাল্টা মরণ ছোবল মারে।

এরকম মানুষকে কব্জা করতে হয় কৌশলে।

ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোল বিল নামের লোকটা। তটস্থ ও ঝিম-মারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এল তার চলাফেরায়। বন্ধ দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল সে, আঙিনা ধরে বার্নের দিকে এগোল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মিলিয়ে গেল তার বুটের শব্দ।


boighar.com

এদিকে টেবিলে খাবার পরিবেশন করেছে পেনি ট্রেভিস। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে ও, ভয় পাচ্ছিল হয়তো গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবে। এমন বিস্ফোরোন্মুখ পরিস্থিতিতে কার না অস্থির লাগে?

পিস্তল কেড়ে নেওয়ার পর থেকে একেবারে নীরব হয়ে গেছে রুথ মেকেন। রান্না ছাড়া আর কোনও কাজ নেই ওর। মনে রাজ্যের দুশ্চিন্তা, কিন্তু বিলক্ষণ বুঝতে পারছে এই কঠিন পরিস্থিতিতে শুধু জন ক্যালকিন নামের লোকটাই পারবে ওদেরকে উদ্ধার করতে। সমস্যা হচ্ছে সে একা। বিপরীতে চার আউট-ল। সম্ভাবনা নেহাত কম। কোনোভাবে যদি তাকে সাহায্য করা যেত...

তীব্র গরমে অস্থির লাগছে। নিজের চেয়ারে ঠায় বসে আছে জন। মুখে ভাবান্তর নেই। নির্দিষ্ট কারও দিকে তাকাচ্ছে না, বা অনেকক্ষণ ধরে দেখছেও না, কিন্তু কোনও কিছুই ওর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না; সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, সচেতন।

জানালার কাছে ভনভন করছে একটা মাছি।

স্টেশন এলাকা পেরিয়ে রাস্তায় চলে এল বিল, দিগন্তে দৃষ্টি মেলে দিল। তপ্ত রোদে খাঁ খাঁ করছে ধূলিময় রাস্তা। কপালে হাত তুলে রোদ থেকে চোখ আড়াল করল সে, খুঁটিয়ে দেখল—কিন্তু ক্ষীণ ধুলো বা কোনোরকম প্রাণের চিহ্ন চোখে পড়ল না।

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল র‍্যাণ্ড টরেল। অন্যরা নানা বিষয়ে তটস্থ বা উদ্বিগ্ন থাকলেও শুধু তাকেই নিরুদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে; খাবার খেয়েছে গোগ্রাসে। ট্রাউজারে হাত মুছে জানালার কাছে চলে গেল সে, বাইরে একবার দৃষ্টি চালিয়ে ফিরে এল টেবিলের কাছে। জনের পিছনে চলে এল সে।

মানুষটা রহস্যময় সেটা আবারও প্রমাণ হলো। হঠাৎ জন টের পেল ওর মেরুদণ্ডের সঙ্গে পিস্তল ঠেসে ধরেছে টরেল। 'তুমি হয়তো ওকে ইঁদুর-বেড়াল খেলা করতে চাও, জেক,'

মলিনার উদ্দেশে গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'কিন্তু আমার ও-রকম কোনও ইচ্ছে নেই। ওর ব্যাপারে আমি কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই। তোমার যদি এত শখ হয়ে থাকে, জেক, কাজ শেষ হওয়ার পর না হয় ওর সঙ্গে ফয়সালা করে নিয়ো।'

হাত বাড়িয়ে জনের হোলস্টার থেকে জোড়া পিস্তল তুলে নিল সে, তারপর সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে গেল, জনের হাতের নাগালে না থাকবার ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন।

'অযথা ঝুঁকি নেওয়ার খায়েশ আমারও নেই,' ব্যাখ্যা করল মলিনা। 'তবে ওকে দেখে মনে হয়েছিল চ্যালেঞ্জটা নেবে।' দৃষ্টি সরিয়ে এবার জনের চোখে চোখ রাখল সে। 'কিন্তু ওর কলজেটা অত বড় নয়।'

নির্বিকার মুখে উঠে দাঁড়াল জন। হাত-পা ছড়িয়ে খিল ছাড়াল, তারপর দৃঢ় পায়ে হেঁটে বারের কাছে চলে গেল। নিজেই একটা ড্রিঙ্ক ঢালল গ্লাসে। দু'পা পিছিয়ে গেল জেক মলিনা, দুই হাত দূরে ছিল সে, সতর্ক চোখে মাপছে জনকে।

'এখনও যদি বেতাল কিছু করে বসো, আমি তোমাকে ঠিকই খুন করব, ক্যালকিন,' খড়খড়ে স্বরে বলল সে, জনের বেহাল দশা উপভোগ করছে খুব। বুঝতে পারছে শেষ কাঁটা তুলে ফেলেছে র‍্যাণ্ড টরেল, কার্যত জনের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে। সাফল্যের আনন্দ পেতে শুরু করেছে সে।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে গত কয়েক মিনিটের ঘটনা চাক্ষুষ করেছে পেনিওয়েল ট্রেভিস। আচমকা জনকে নিরস্ত্র হয়ে যেতে দেখে সব আশা নিভে গেল। শরীর শিথিল হয়ে গেল ওর, ভাগ্য মেনে নিল। যা হওয়ার হবে... বিষণ্ন মনে ভাবল ও, এখন কেবল অত্যাশ্চর্য কোনও ব্যাপার না ঘটলে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবে না কেউ। অথচ একটু আগেও মনে হচ্ছিল বিপদ কেটে যাওয়া স্রেফ কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার... ক্যালকিন একটা কিছু করবে, যাতে মুহূর্তে পাল্টে যাবে পরিস্থিতি...

boighar.com

পেনি রান্নাঘরে যেতে ওর হাতে গোপনে একটা পুরনো পয়েন্ট থ্রি-ওয়ান কোল্ট ধরিয়ে দিল রুথ মেকেন, শরীর দিয়ে আড়াল করায় পিস্তলের হাতবদল ডাইনিংরুম থেকে কারও চোখে পড়ল না। কাজের ফাঁকে একটু আগে নিজের ব্যাগ থেকে কোল্টটা বের করেছে রুথ।

'মওকামত ওর হাতে এটা তুলে দিয়ো,' ফিসফিস করে পেনিকে বলল রুথ মেকেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার আঙিনায় চলে গেল বিল। 'স্টেজ আসতে বেশি সময় বাকি নেই, জেক,' চেঁচিয়ে বলল সে।

'হ্যাঁ,' ভিতর থেকে সাড়া দিল মলিনা, চঞ্চল দৃষ্টি মেলে পুরো কামরা দেখে নিল সে, খুঁজে পেতে চায় কোথাও কোনও অসঙ্গতি আছে কি না। 'এখানে মেয়েদের উপস্থিতির কথা ওরা জানে না। যেহেতু ব্রিগেম আহত হওয়ার পর শুধু একটা স্টেজ গেছে, তাও অন্য দিকে। যাই হোক, মেয়েদের লুকিয়ে রাখাই ভাল হবে। যাও, ব্রিগেমের রুমে পাঠিয়ে দাও ওদের।'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হ্যান্স। 'ক্যালকিনকে কী করবে?'

রান্নাঘর থেকে ডাইনিংরুমে ঢুকল পেনি, টেবিল পেরিয়ে জনের কাছে চলে গেল। গভীর আগ্রহ নিয়ে মেয়েটিকে দেখছে জেক মলিনা, এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করছে না। পেনির অ্যাপ্রনের কিনারার নীচে কোল্টের বাঁট ঠিকই নজরে পড়েছে জনের, কিন্তু স্বেচ্ছায় অগ্রাহ্য করে চলেছে। এদিকে ইচ্ছে করে বাসনকোসন গোছাতে বা টেবিল পরিষ্কার করতে দেরি করছে পেনি।

ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি মলিনার। হঠাৎ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হো হো করে হেসে উঠল সে। 'এমন বোকা মেয়ে আর দেখিনি! সিস, ভুল লোককে বেছে নিয়েছ। ব্যাটা আস্ত কাপুরুষ! হিম্মত নেই অথচ জোড়া পিস্তল ঝোলায়!'

ঘুরে দাঁড়াল পেনি, টেবিলের কাছ থেকে চলে যাবে। তখনই হ্যান্সকে ইশারা করল মলিনা। লম্বা কয়েক কদম ফেলে মেয়েটির পাশে চলে এল আউট-ল, খপ করে পেনির কবজি চেপে ধরল, তারপর টেনে নিয়ে গেল মলিনার সামনে। ধাক্কা দিয়ে মলিনার প্রায় গায়ের উপর ফেলল পেনিকে। অস্ফুট স্বরে প্রতিবাদ করল মেয়েটা।

কিনারা ধরে পেনির অ্যাপ্রন তুলে দিল জেক মলিনা, লুকিয়ে রাখা কোল্টটা বেরিয়ে পড়ল। ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল সে, দারুণ উৎফুল্ল শোনাল কণ্ঠ। 'বোকা ছুঁড়ি!' কষে পেনির গালে চড় কষল সে, টলে উঠল মেয়েটি। 'পেয়েছ কী আমাদের, বোকা কয়েকটা লোক? তোমার রূপ আর দেমাগ দেখে মজে যাব, কিছুই খেয়াল করব না?'

ঠেলে পেনিকে কাউন্টারের কাছে নিয়ে গেল সে, ধাক্কা দিয়ে ফেলল ভারী মেহগনি কাঠের সঙ্গে। ব্যথা পেয়ে বিকৃত হয়ে গেল পেনির মুখ, চোখে জল গড়িয়েছে। চটাস করে আবার চড় মারল মলিনা।

কিন্তু এবার রুখে দাঁড়াল অসমসাহসী মেয়েটি। ধাক্কা দিয়ে মলিনাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল পেনি, তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই পাল্টা চড় কষল আউট-লর গালে। শেষে, সরে যাওয়ার আগে লাথি হাঁকাল মলিনার হাঁটু বরাবর।

কিন্তু পিছন থেকে পেনিকে ধরে ফেলল মলিনা। এক ঝটকায় নিজের দিকে ঘুরিয়ে পরপর কয়েকটা চড় কষল মেয়েটির গালে। পিস্তলটা ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রেখেছে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জন, টানটান ওর দেহ, ঘটনা দেখছে, কিন্তু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ওর মধ্যে। সময় হয়নি। মুখ আগের মতই নির্বিকার, মেয়েটির সঙ্গে মলিনার খণ্ডযুদ্ধ কোনও প্রভাব ফেলেনি। শেষে, মার খেয়ে যখন মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল পেনি, এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে উঠে দাঁড়াতে

boighar.com

সাহায্য করল ও।

পেনি তখন খেপে গেছে। 'ছোঁবে না আমাকে, ভীতু... কাপুরুষ!' ঝামটে উঠল ও। ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।

খড়খড়ে স্বরে হেসে উঠল মলিনা।

রাস্তার কাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠল বিল। 'স্টেজ আসছে!' তার কণ্ঠে যুগপৎ উত্তেজনা আর উল্লাস।

কবজি চেপে ধরে টেনে পেনিকে ব্রিগেমের বেডরুমের দিকে নিয়ে গেল ফস্টার। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেক মলিনা, হাসি হাসি মুখ। জনের চোখে চোখ রেখে বলল: 'অত তাড়ার কী আছে! একেবারে জায়গামত সোনা নিয়ে আসছে ওরা—আমাদের কাছে!'

রুথ মেকেনকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বেডরুমে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল ফস্টার। বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা তামিল করল মহিলা।

'ওরা যদি বেতাল কিছু করে,' শিষ্যকে নির্দেশ দিল মলিনা। 'মাথায় পিস্তলের ব্যারেল চালিয়ো। একটু জোরে হলেও অসুবিধা নেই।'

এবার দরজার কাছে চলে গেল সে, বাইরে দৃষ্টি রাখল। রাস্তা থেকে তখন স্টেজ আঙিনায় প্রবেশ করছে। ধুলোর ছোটখাট একটা মেঘ অনুসরণ করছে ওটাকে।

জনের উদ্দেশে ইশারা করল মলিনা। 'এবার বেরিয়ে গিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাও। সাবধান, উল্টাপাল্টা বলে ওদের সতর্ক করতে যেয়ো না, আমরা ঠিক পিছনেই আছি।'

পরিস্থিতি কঠিন হয়ে গেছে, ভাবছে জন। এরপর যা ঘটবে, সব নির্ভর করবে উপস্থিত ও ত্বরিৎ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা আর প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহারের উপর। স্টেজের শটগান গার্ডকেও দ্রুত মগজ খাটাতে হবে।

মলিনার পাশাপাশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আঙিনায় পা

রাখল জন, ঠিক পিছনেই রয়েছে টরেল আর বিল। তেরছা পথে স্টেজের দিকে এগোল জন, জানে পিছনে আউট-লরা দু'পাশে ছড়িয়ে পড়বে। শটগান গার্ড যদি গোলাগুলি শুরু করে, মলিনার মত জনও জানে, প্রথম গুলিটা ওর উদ্দেশে করবে।

আঙিনার কিনারা ঘুরে ধুলোর মেঘের মধ্যে থমকে দাঁড়াল স্টেজ। দরজার কাছ থেকে আঙিনায় অপেক্ষমাণ চারজন মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে গার্ড, এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারেনি সে, কিছু সন্দেহও করেনি। তবে বোধহয় আঁচ করতে পেরেছে এখানে একটা খটকা থাকতে পারে।

ধীর ভঙ্গিতে সামান্য ঘাড় ফেরাল জন, দৃষ্টি প্রসারিত করতে বেডরুমের জানালায় রাইফেলের ব্যারেল চকচক করতে দেখতে পেল। নির্ঘাত গার্ডকে খুন করবে হ্যান্স ফস্টার!

'ডাকাতি!' চিৎকার করবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত ওর হাতে উঠে এল একটা কোল্ট লাইটনিং, চোখের পলকে বগলের নীচ থেকে বের করে ফেলেছে।

তীব্র স্বরে খিস্তি করল জেক মলিনা। ছোবল মারল হোলস্টারে। প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিল, আশা করছিল সেটা আসবে গার্ড বা কোনও যাত্রীর তরফ থেকে; কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি জনের কাছে লুকানো পিস্তল থাকতে পারে, কিংবা এভাবে সে চেঁচিয়ে উঠতে পারে।

ড্র করে, কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টানল মলিনা। চমক সামাল দিতে একটু তাড়াহুড়ো করল সে, এবং সেটাই কাল হয়ে গেল। পিস্তলের ট্রিগার টানবার সময় বেল্টের উপর, পেটে ধাক্কা অনুভব করল সে, ঝাঁকি খেল দেহ। মলিনা টের পেল হেলে পড়ে যাচ্ছে সে পিছনে, শরীর সামলে রাখতে পারছে না। বিরক্তি আর আক্রোশ অনুভব করল সে, পরপর কয়েকটা গুলি করল, কিন্তু এর কোনোটা লক্ষ্যে পৌঁছল না।

বরং জনের দ্বিতীয় গুলি তার পড়ন্ত দেহের পাঁজর ফুটো


boighar.com

করল এবং তৃতীয় গুলি টরেলের ডান চোখ গুঁড়িয়ে দিয়ে মগজে ঢুকে গেল। আড়চোখে জন দেখতে পেল মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে বিল।

আচমকা গোলাগুলিতে মুখরিত আঙিনা একেবারে শান্ত হয়ে গেল, শুধু অস্বস্তি বোধ করতে থাকা মিউলগুলোর হাঁসফাঁস আর হার্নেসের ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা গেল। সেসবও কয়েক সেকেণ্ড পর আর থাকল না।

ধীরে ধীরে সিধে হলো জন, গোলাগুলির সময় সামান্য ঝুঁকে পড়েছিল। শরীর শিথিল হলো ওর, চকিত দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল চারপাশ। দ্রুত পায়ে মলিনার পাশে চলে এল, লাথি দিয়ে তার হাত থেকে পিস্তল খসিয়ে ফেলল। তবে দরকার ছিল না, কারণ ততক্ষণে পরপারের রাস্তায় চলে গেছে তুখোড় বন্দুকবাজ।

বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ফস্টার, মাথার উপর দু'হাত তুলে রেখেছে। আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'গুলি কোরো না, খোদার দোহাই! আমি আর নেই এসবে!'

তার পিছনে দেখা গেল পেনিওয়েল ট্রেভিসকে, দৌড়ে জনের কাছে চলে এল মেয়েটা। তবে শটগান গার্ডই আগে পৌঁছল।

'ধন্যবাদ, ফ্রেণ্ড,' আন্তরিক স্বরে বলল সে। 'ব্রিগেমকে না দেখেই বুঝেছিলাম কোনও একটা ঘাপলা আছে। তবে তুমি ভেল্কি না দেখালে সুবিধা করা যেত না, এতক্ষণে হয়তো মরে ভূত হয়ে যেতাম!'

'আমি দুঃখিত, মি. ক্যালকিন,' জনের উদ্দেশে বলল পেনি। 'আমি ভেবেছি...'

'বাড়তি একটা পিস্তল আগেও কাজে দিয়েছে আমার,' সন্তুষ্ট কণ্ঠে মেয়েটিকে থামিয়ে দিল জন। 'তবে আজ বোধহয় অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে। ...দেখো, ম্যাম, কারও ব্যাপারে চট

করে সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোই বোধহয় ভাল, আর আমার কাছে মনে হয় মোক্ষম সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সবারই ধৈর্য ধরা উচিত।'

নিজের ঘোড়ার জন্য স্টেবলের দিকে পা বাড়াল ও। কার্সন সিটি এখনও বেশ দূরের পথ। সন্ধ্যার আগে আগে পৌঁছতে হলে এখনই যাত্রা করা উচিত।

**—গোলাম মাওলা নঈম**



boighar.com

# ভুল মানুষ

## এক

অলস ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে রায়ান। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। বিশাল বে ঘোড়াটা দুলছে চলার তালে তালে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলছে ওর শরীরও।

গায়ে একটা লাল জামা, অ্যালকালি ধুলোর আস্তর পড়ে এখন ধূসরপ্রায়। ময়লা ঘাম শুকিয়ে স্থায়ী দাগ পড়ে গেছে। চিবুকের নীচে গলা জড়িয়ে ঢিলেভাবে বাঁধা একটা নীল রুমাল।

টেক্সাসের নিদাঘ দুপুর। রোদ যেন জিহ্বা মেলে লক লক করছে। সামনে তাকাতে গিয়ে তীব্র আঁচে চোখ কুঁচকে যাচ্ছে রায়ানের। কপাল বেয়ে চোখের কোণে ঘাম জমে জ্বালা করছে।

সামনে ছোট্ট একটা শহরের আবছা অবয়ব। শহরটার নাম জানে রায়ান। বাইসন। দূর থেকে শহরটাকে জরিপ করে নিচ্ছে ও।

'থাম বাছা,' আস্তে করে বাহনের লাগামে টান দিল। 'একটু দাঁড়া দেখি। অবস্থাটা আগে বুঝে নেই।' দু'পায়ের হাঁটু দাবিয়ে চাপ দিল ঘোড়াটার পাঁজরে। একটু দোনোমনো করে থামল ক্লান্ত ঘোড়াটা। বোঝা যাচ্ছে, অতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন তার খাবার ও বিশ্রাম দুটোই চাই। সামনের শহরটা ওর চোখেও পড়েছে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে না পৌঁছে পথে সময় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই ওর। তবে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। একটু অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখতে চাইল মালিককে।

বোকা নাকি লোকটা!

'দেখ্ ব্যাটা,' হাসল রায়ান। বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, 'আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে লাভ নেই। দেখছিস তো পৌঁছে গেছি। তবে বেশি কিছু আশা করে বসিস না যেন। দেখা যাবে হয়তো শহরটায় কেউ নেই গোটা ছয়েক ইনজুন আর একটা ডাহা মাতাল ছাড়া।' নিজের রসিকতায় হাসল সে।

মাথা থেকে দোমড়ানো স্টেটসনটা সরিয়ে কপাল থেকে ঘাম ও অ্যালকালি ধুলো দুটোই মুছল। তারপর বার কয়েক ফুঁ দিল টুপির ভেতরটায়। যেন ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চাইল।

মিনিটকয়েক ঘোড়ার পিঠে চুপচাপ বসে রইল ও। আবার শহরটাকে দেখল জরিপের ভঙ্গিতে। দূর থেকে ঘরগুলোকে দেখাচ্ছে ঘন সন্নিবেশিত, অনেকটা ওয়েদার বোর্ডের মত।

ছবির মত নিথর দেখাচ্ছে শহরটাকে। কোথাও কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে যেন আদৌ কেউ নেই শহরটায়। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। টেক্সাসের এ-অঞ্চলে দিনের এ-সময়টায় সবচেয়ে বেশি গরম। সুতরাং পাথরফাটা এ-গরমে খুব বেশি দায়ে না পড়লে ঘর ছেড়ে এক পা-ও বেরোতে চাইবে না কেউ।

স্টেটসনটা আবার মাথায় চড়াল রায়ান। বে'র পেটে হাঁটুর গুঁতো লাগাল। তার দরকার ছিল না অবশ্য। এগিয়ে চলল বে।

সামনের শহরটায় কোনও ঝামেলা হতে পারে কি না কিংবা হলে সেটা ঠিক কী ধরনের হতে পারে, সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই রায়ানের। ও নির্বিবাদী মানুষ। যেচে কোনও ঝামেলায় যেতে চায় না। সম্ভব হলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার পক্ষপাতী। বাইসনে কোনও ঝামেলা আশা করছে না ও। তেমন সম্ভাবনা থাকলে শহরটাকে দূর থেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যেত। কিন্তু এখন ওর খাদ্য, পানীয় আর বিশ্রাম দরকার। ওর ঘোড়াটারও ঠিক তা-ই পাওনা হয়েছে। বিশেষ করে ঘোড়াটার পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে।


boighar.com

টেক্সাসে একেবারে প্রথম দিককার সেটলারদের একজন ছিল রায়ানের দাদা। বুড়ো তার জীবনের মেয়াদ পুরোটাই কাটিয়ে গিয়েছিল। দাদার সান্নিধ্যে জীবনের বেশ কটি বছর কাটিয়েছিল রায়ান। নাতিকে ভালবাসত বুড়ো ম্যাক রায়ান। যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন নিজের আজীবন অভিজ্ঞতা থেকে সেরা জিনিসগুলো শেখানোর চেষ্টা করেছে। বুড়ো বারবার একটা কথা বলত রায়ানকে, 'বাছা, একটা কথা কখনও ভুলবি না। তুই খাস না খাস, তোর ঘোড়া আর অস্ত্রটাকে কখনও উপোস রাখবি না। তোকে হয়তো এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে আইনের চেয়ে অস্ত্রের জোরই বেশি। তাছাড়া এমন এমন সময়ও আসতে পারে, যেখানে আইনের হাত পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। সেখানে অস্ত্রই রক্ষা করবে তোকে।

'তোকে ওদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ঘোড়ার পেটে যেন দানাপানি আর অস্ত্রের পেটে ছোঁড়ার মত গুলি ভরা থাকে। তুই যদি ওদের দিকে মনোযোগ না দিস, ওরা তোর প্রয়োজনের সময় কাজে আসবে না।'

দাদার কথাগুলো মনের ভেতর গেঁথে নিয়েছে রায়ান। তার বাবাও ছিল একজন সাবধানী মানুষ। বাবার মুখেও এই একই কথা শুনেছে সে বহুবার।

মূলত সে র‍্যাঞ্চার। তবে মার্শালের চাকরিও করেছে। কিন্তু বছরখানেক পরে ছেড়ে দিয়েছে ওটা। কাজটাকে উপভোগ করতে পারেনি। স্থানীয় মাইনার আর বোকাসোকা কাউবয়দের ওপর স্রেফ খবরদারি করার কাজটাকে বড্ড একঘেয়ে মনে হয়েছে। মাইনাররা শহরে এসে আকণ্ঠ মদ গেলে, জুয়া খেলে। কাউবয়রাও তাই। শনিবার শহরে ওদের হৈ হৈ আর চিৎকারে কান পাতা দায়। সামান্য মতান্তর থেকে বড়জোর মারপিট পর্যন্ত চলে তাদের মধ্যে। তবে এদের সামলানো কোনও ব্যাপারই না

একজন দক্ষ ল' অফিসারের জন্যে। কিন্তু এদের প্রতি কঠোর হওয়াটা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো খুনোখুনিটা এখন ওর ধাতে সয় না। ত্যাঁদড় কোনও আউট-ল'য়ের মোকাবিলা করতে গেলে ওকে মেরে ফেলা ছাড়া অন্য কোনও পথ থাকে না। কিন্তু ব্যাপারটাকে ঘৃণা করে রায়ান।

নিজের এ-পরিবর্তন হঠাৎ করেই ধরা পড়েছে ওর কাছে। ওর বউ রাইসা মারা যাওয়ার পর থেকে। রাইসা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরেও যেন কিছু একটা মরে গেছে। এমন এক শূন্যতায় ছেয়ে গেছে সারা বুক যে... কোনোকিছুতেই তা আর পূরণ হলো না। টেক্সাসের রোদে পোড়া শুকনো খটখটে মাটির মতই যেন এখন তার ভেতরটা।

অনেক কষ্টে ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছিল রায়ান। ছোট্ট, কিন্তু আশা আর আনন্দে তার পরিধি ছিল অনেক বড়। র‍্যাঞ্চের কাজে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল রাইসা। যত ছোটই হোক, র‍্যাঞ্চটা ওদের নিজেদের। নিজের মালিকানায় যে-কোনও কিছু থাকাটা যে কেমন আনন্দের, সেটা মনে প্রাণে উপভোগ করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু এক সময় ব্যাপারটায় কেমন যেন একঘেয়েমি এসে গেল রাইসার। দিনের পর দিন ক্লান্ত আর বিষণ্ণ দেখাতে লাগল ওকে। ওদের কোনও বাচ্চা ছিল না। থাকলে হয়তো অন্যরকম হতে পারত। মুখে রক্ত তোলা পরিশ্রমকেই তখন মনে হতে পারত পরম সার্থকতা।

র‍্যাঞ্চ কেনার তৃতীয় বছরেই রাইসার চোখ থেকে আনন্দের দ্যুতি নিভে যেতে দেখল রায়ান। তবে ব্যাপারটাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি ও। ভেবেছে হয়তো সাময়িক ক্লান্তি। যত কিছুই হোক, একজন মহিলার পক্ষে একজন পুরুষের মত পরিশ্রম করা সম্ভব নয়।


boighar.com

সে নিজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত র‍্যাঞ্চের কাজে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ভূতের মত খাটত। ঘরে ফিরত সারা গায়ে ধুলোবালি আর কালিঝুলির আস্তর নিয়ে। হাত-মুখ ধুয়ে কাঠের চেয়ারটায় বসে ঠাণ্ডা খাবার গিলত গোগ্রাসে। তারপর পরদিনের কাজের পরিকল্পনা করতে বসত। শেষ ক'বছরে রাইসাকে ঠিক মত সময় দেয়াটাও হয়ে উঠত না ওর।

র‍্যাঞ্চিং শুরু করার আগে বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল রায়ান। খনির কাজ, রেলরোডঅলা ও র‍্যাঞ্চগুলোর মাংসের জোগান দেয়ার জন্যে শিকারের কাজ, সেনাবাহিনীর গাইডের কাজ, স্টেজ কোচের গার্ড এবং মাঝে মধ্যে কাউবয়ের কাজ—কিছুই বাকি রাখেনি। কোনও কাজেই শেষ পর্যন্ত মন বসাতে পারেনি। সে চাইছিল এমন কিছু করতে, যা তাকে বুড়ো বয়সে স্থিরতা এনে দেবে। র‍্যাঞ্চিংটাকেই সে জন্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পেশা হিসেবে নিতে চেয়েছিল। প্রথম প্রথম রাইসা নিজেও র‍্যাঞ্চিং নিয়ে দারুণ উত্তেজনার মধ্যে ছিল। স্বামীকে সারাদিন র‍্যাঞ্চের কাজে ডুবে থাকতে দেখে ভেবেছিল, ভবঘুরের মত এখানে ওখানে না ঘুরে একটা চমৎকার কাজ করতে চাইছে লোকটা। সব চেয়ে বড় স্বস্তিতে ছিল যে, ওর স্বামী ল'ম্যান নয়। পশ্চিমে ওই পেশাটাই তখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে ভাবা হতো। রাইসা এই পেশাটাকে ঘৃণা করত। রায়ান কাজ থেকে ফিরে এলে তারা একত্রে বসে গল্প করত—ল' অফিসারের চাকরি এবং তাতে ভাল বেতনের কথা বললেই ঠোঁট ওল্টাত রাইসা। ঘৃণাটা মোটেই গোপন করার চেষ্টা করত না।

কিন্তু তাদের সে-আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। র‍্যাঞ্চটা বড় সস্তায় পেয়েছিল রায়ান। ভেবেছিল খুব জিতে গেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে শুরু করে সে। গ্রীষ্মে অসহনীয় গরম, আর শীতকালে টেক্সাসের প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস তাকে বুঝিয়ে দিল যে, র‍্যাঞ্চ কেনার ব্যাপারে মোটেই সুবিবেচনার পরিচয় দিতে

পারেনি। ওটা আসলেই একটা মরা জায়গা। পরিশ্রম করতে করতে নিজের জীবনপাত করলেও মরা গাছে ফুল ফোটানোর চেষ্টার মত পণ্ডশ্রমই হবে শুধু। তবু কি পিছু হটত সে? মনে হয় না। রাইসা অমন অকালে চলে না গেলে হয়তো শেষ না দেখে ছাড়ত না।

আর এখন রায়ান চলেছে লুইসিয়ানার দিকে। উদ্দেশ্য অবশ্য সেই একই। আরেকটা র‍্যাঞ্চ করবে সে। র‍্যাঞ্চিং তার পছন্দের কাজ। ফসল ফলানোর মধ্যে সে খুঁজে পায় সৃষ্টির স্বাদ আর বেঁচে থাকার আনন্দ। কিন্তু টেক্সাসের রসকষহীন বন্ধ্যা মাটি তাকে দিয়েছে অপূর্ণতা আর অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা। আর সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে লড়াই আর সংগ্রামে। চারপাশের অসংখ্য স্বার্থপর আর নির্বোধ মানুষের সঙ্গে এক অর্থহীন লড়াই ক্লান্ত করে ফেলেছে ওকে। ওর এ-পর্যন্ত জীবনটা যেন একটা কঠোর লড়াইয়ের অফুরন্ত অধ্যায়।

টেক্সাস জায়গাটা প্রকৃতিগতভাবে রুক্ষ আর কর্কশ। আর এখানকার বাসিন্দারা হলো বুনো, বেপরোয়া। রায়ান চায় একটা শান্তশিষ্ট জীবন। দিনভর কাজ আর সন্ধেয় ঘরে ফিরে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সময় কাটানো। তাদের নিয়ে বেঁচে থাকা। আশপাশের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে সৎপ্রতিবেশীসুলভ। সে যেমন অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না, তেমনি নিজের ব্যাপারেও আর কারও মাথা ঘামানো পছন্দ নয় ওর।

কিন্তু তবু অনেকবার ওকে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। লড়াই স্থায়ী দাগ রেখে গেছে ওর শরীরেও। বাঁ কাঁধের গভীর ক্ষতচিহ্নটা তারই স্মৃতি। বুলেটটা আরেকটু নিচু হয়ে গেলে ওর পিঠ ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে লাগতে পারত। আর তা হলে এখন আর তাকে ভবঘুরের মত টেক্সাস ছেড়ে বেরোতে হতো না নতুন আবাসের খোঁজে।

রাইসার কথা এখনও ভুলতে পারে না ও। বিশেষ করে মনে

boighar.com

পড়ে ওকে কবর দেয়ার সময়টার কথা। যে-পাদ্রী ওকে শেষ শয়ানে রেখেছিল, ওর প্রতি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিল সে। সবাই তাকে পাদ্রী ওয়াল্ট নামে ডাকত। রাইসাকে শেষ শয়ানে রাখার কাজটা খুব যত্ন সহকারেই করেছিল ওয়াল্ট। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা ভুল করে ফেলেছিল। এমন কিছু করেছিল, যা রায়ানকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। জনাতিরিশেক মানুষ ছিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে। লাশটা কবরে শুইয়ে দিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে নিয়ে প্রার্থনা শুরু করেছিল লোকটা। প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেছে, 'জেসাস, রাইসাকে তুমি তার আসল ঠিকানায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো। ওর এমন কাউকে দরকার ছিল, যে ওর যত্ন নিতে পারত। কিন্তু বেচারিকে কাটাতে হয়েছে নির্জন প্রেইরিতে প্রায় একা একা। আর ওর সে একাকিত্বের কথা তুমি নিশ্চয় অবহিত আছ। ও কেবল সারাক্ষণ অপেক্ষায় থেকেছে ওর স্বামী কখন কাজ থেকে ফিরে আসবে...'

কবর দেয়া শেষ হওয়ার পর শবযাত্রীরা সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে রায়ান। তারপর ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে চড়াও হয়েছে লোকটার ওপর। বুকের কাছে জামা খামচে ধরে বলেছে, 'এবার এসো, তোমাকে আচ্ছা করে একটা পিটুনি লাগাই। ওটা তোমার পাওনা হয়েছে।'

আশ্চর্য! অমন লম্বা চওড়া শক্তিশালী জওয়ান লোকটার মারমুখো ভাব দেখেও একটুও ভয় পায়নি ছোটখাট আর হালকা পাতলা গড়নের পাদ্রী। মৃদু হেসে বলেছে, 'যে-কোনও অপমানের প্রতিশোধ তুমি মারপিটের মধ্য দিয়েই নিতে চাও, তাই না?'

পাত্তা দেয়নি রায়ান। লোকটার মুখে প্রচণ্ড বেগে শক্ত হাতের দু-দুটো ঘুষি লাগিয়ে দিয়েছে।

মুখের এক পাশ কেটে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে পাদ্রীর। সে অবস্থায় বলেছে, 'মি. রায়ান, তুমি আমার ওপর রাগ ঝাড়ছ, কারণ আমি তোমাকে যা বলেছি, তা সত্যি। আর সত্যিটা তুমি

বুঝতে পেরেছ, কিন্তু সেটা নিজের কাছে স্বীকার করতে চাইছ না। রাইসা আমার কাছে প্রায় সময় তার নিঃসঙ্গতার কথা বলত, তোমাকে নিয়ে তার ভয়ের কথা বলত। আমার চেয়ে বেশি বলত আমার স্ত্রীর কাছে।'

রায়ানের চোখে চোখে তাকিয়ে অবলীলায় কথাগুলো বলে গেল পাদ্রী। ওর গলায় সামান্য ভয়ের আভাসও দেখল না রায়ান।

এই ব্যাপারটা একটু চিন্তায় ফেলে দিল ওকে। থমকে গেল ও। কথাগুলো যেন ছুরির ফলার মত ফালা ফালা করল তাকে। ওর মনে আছে, রাইসার মৃত্যুর পর সেই প্রথম কান্না পেয়েছিল ওর। একদম নিজেকে উজাড় করে দেয়া কান্না।

এর আগে আর কখন কেঁদেছে মনে ছিল না ওর। ওর শৈশবেও কখনও এত অশ্রু ঝরেছে বলে মনে পড়ে না। এরপর ওই পাদ্রীসহ রাইসার কবরের পাশে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে চোখের পানি ফেলেছে রায়ান। মন খুলে কথা বলেছে লোকটার সঙ্গে। নিজে যতটা বলেছে, শুনেছে তার চেয়ে বেশি।

গসপেল থেকে ওকে অনেক কথা বলেছে পাদ্রী ওয়াল্ট। বড় হওয়ার পর থেকে ওসব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক চুকে বুকে গিয়েছিল ওর। ও চার্চে যায় না। যায় না বলে নিজের ভেতর তেমন কোনও অস্বস্তিও বোধ করে না। মনে আছে, অনেকদিন আগে বিরাট এক সমাবেশে এক লোকের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা শুনে শেষবার চার্চে ঢুকেছিল ও। ওই লোকের দরাজ গলার বক্তৃতা এখনও ওর কানে বাজে। চারদিন ধরে চলেছিল ওই সভা। রায়ান এর পরে কখনও আর কোনও ধর্মসভায় যায়নি।

রাইসার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে পাদ্রীর কথাগুলো শুনল রায়ান। পাদ্রী যিশুর কথা বলল। বলল, কীভাবে তিনি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন। মানুষ তাকে ভুল বুঝে শূলে চড়িয়েছিল। তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ক্রুশকাষ্ঠ। পাদ্রী বলল, আসলে ঈশ্বর তা-ই

boighar.com

চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রতিদানও দিয়েছিলেন। ওই রক্তে মানুষের পাপ ধুয়ে মুছে গিয়ে মানবজাতিকে তার স্রষ্টার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। 'আসলে ওটা ছিল মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার একটা উপহার। পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ মন নিয়ে তার কাছে ফিরে যাওয়ার সব চেয়ে সেরা উপায়,' পাদ্রী নিজের বিশ্বাস থেকে বলেছিল এসব কথা। ওর পরিবর্তনের মূলে সে কথাগুলো কতটা প্রভাব ফেলেছিল, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় রায়ান।

পাদ্রী বলেছিল, একজন মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে যে, তার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েই যিশু খ্রিস্টকে শূলে চড়তে হয়েছিল। এ জন্যে মানুষকে অনুতপ্ত হতে হয় আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যে, তার আত্মা যেন সর্বদা পবিত্র থাকে।

রায়ান তর্ক করেছিল পাদ্রীর সঙ্গে। বলেছিল, একজন মানুষের নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে অটল থাকা উচিত। তাকে অন্যের স্বার্থ ব্যাহত না করে নিজের সহায়-সম্পত্তি রক্ষা করার কাজেও দৃঢ়তা দেখাতে হবে। তার উচিত হবে না একজন খুনিকে ক্ষমা করা। কারণ যারা মানুষ খুন করে, ঈশ্বরও তাদের মাফ করেন না। এটা করতে হলে রায়ানের নিজেকেও বেঁচে থাকার জন্যে একজন খারাপ মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে।

পাদ্রীর কথাগুলো মেনে নেয়া সহজ হয়নি ওর পক্ষে। তবে ওর রাগ আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে কৌতূহল জেগে উঠেছিল মনে। তারপর পাদ্রী যখন রাইসা সম্পর্কে বলতে শুরু করল, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনল তার কথা। পাদ্রী বলল, রাইসা আর তার বউ একত্রে হাঁটু গেড়ে বসে তার জন্যে প্রার্থনা করত। বিশেষ করে রাইসা প্রার্থনায় স্বামীর জন্যে কী চাইত, তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলল। শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেল রায়ান। ওর ভেতরে আশ্চর্য এক অনুভূতির জন্ম নিল।

রাইসার মধ্যে ধীরে ধীরে আসা পরিবর্তনগুলোর কথা মনে

পড়ল রায়ানের। এক রোববারের বিকেলে রাইসা চার্চ থেকে বাড়ি ফিরল। গুন গুন করে গান গাইছিল মেয়েটা। ওকে খুব সুখী আর পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছিল। রায়ান এর আগে আর কখনও ওর মধ্যে এমন ভাব দেখেনি। রায়ানের মনে পড়ল, রাইসা সেদিন ওর সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বারবার ঈশ্বর নিয়ে কথা বলছিল। এক সময় ওকেও ওর সঙ্গে চার্চে যেতে রাজি করানোর জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল।

রায়ান পাত্তা দেয়নি ওকে। রাইসা আর পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু এরপর থেকে রাইসার মধ্যে একটা পরিবর্তন খেয়াল করল। কোনও ব্যাপারে সে আর আগের মত উৎসাহ দেখাচ্ছে না। রাইসাকে খুব ধর্মপরায়ণ বলে জানত রায়ান। তাতে অবশ্য তার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাই বলে ওকেও তাতে জড়িয়ে ফেলতে চাইবে, এতটা ভাবেনি।

রাইসার পরিবর্তনটা বেশ আনন্দের সঙ্গেই খেয়াল করল রায়ান। কোনও কিছু নিয়ে রেগে গেলে খুব বেশি চেঁচামেচি করার স্বভাব ছিল মেয়েটার। এমনকী ও কাজশেষে ঘামে-গরমে অস্থির হয়ে ফিরে এসেছে মাত্র, তখনই ও শুরু করত চেঁচামেচি, রায়ানকে হাত-মুখ ধুয়ে সুস্থির হয়ে বসার সময়টুকু পর্যন্ত দিত না। কিন্তু ওই দিনের পর থেকে রাইসার সে-অভ্যাসটা যেন একেবারেই চলে গেল। এর মধ্যে সে খেয়াল করল নতুন কিছু জিনিস। যেমন রায়ানের ফেরার আভাস পাওয়া মাত্র রাইসা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে অভ্যর্থনা জানাত, পানি এনে দিত প্রথমে হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে। এরকম আরও কিছু ছোটখাট পরিবর্তন চোখে পড়ল। রায়ান অবাক হলো এবং রাইসার এসব পরিবর্তন উপভোগ করতে শুরু করল।

পাদ্রী আরও কিছুক্ষণ থেকে চলে যাওয়ার পর রায়ান হাঁটু গেড়ে বসল রাইসার কবরের পাশে। অনেকক্ষণ বসে রইল। যখন উঠল, তখন চোখের পানিতে গাল আর চিবুক ভেসে গেছে ওর।

boighar.com

আর নিজের বুকের ভেতর টের পেল একধরনের শূন্যতা আর উদাসীনতা। অবাক বোধ করল রায়ান। এর মানে বুঝতে পারল না। কারণ এ-ধরনের অনুভূতির সঙ্গে আর কখনও পরিচয় হয়নি ওর। ওর ভেতরের সব রাগ আর বিদ্বেষ যেন মরে গেছে—এবং তখনই প্রথম তার মনে হলো, তার টেক্সাস ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। কারণ টেক্সাসে থাকা মানে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় থাকা। তার মানে হলো আরও লড়াই এবং খুন-জখম। এর মানে হলো সে যেমন কাউকে খুন করবে, তেমনি কারও হাতে নিজেও হয়তো একদিন খুন হয়ে যাবে। সুতরাং টেক্সাস ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াটা ওর পক্ষে খুব বেশি কষ্টকর হলো না।

## দুই

বে লিভারি আস্তাবলের সামনে এসে দাঁড়াতে বাস্তবে ফিরে এল রায়ান। ওর নির্দেশনা ছাড়াই শহরে পৌঁছে গেছে ঘোড়াটা। ওটার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল ও। সূর্যের আলোয় পোড়া মাটিতে ধুলো উড়ল ওর বুটের ঘষায়। ছোট একটা ছেলে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। ইশারায় ওকে ডেকে দুটো মুদ্রা গুঁজে দিল হাতে। চোখ মটকে আশ্বাস দিল, একটু বেশি যত্ন-আত্তি করা হলে আরও বেশি বখশিস দেয়া হবে।

বে'টাকে ছেলেটির হাতে গছিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল রায়ান। কাঠের বোর্ডওঅক ধরে হাঁটতে লাগল। এটা একটা নতুন শহর।

সম্ভবত বড় বড় র‍্যাঞ্চের উপস্থিতির কারণে গড়ে উঠেছে শহরটা। আরও সামনে এগিয়ে গেল সে। হোটেল থেকে খাবারের গন্ধ এসে নাকে লাগতে খিদে চাগিয়ে উঠল। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে আগে গোসল ও বিশ্রামের জায়গা দরকার ওর। তবে সবচেয়ে বেশি দরকার পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া।

কিছুদূর গিয়ে সামনে যে-হোটেলটা পেল সেটায় ঢুকে পড়ল ও। ভেতরটা আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা। কোনও আলো জ্বলছে না। দেয়ালে নানা রঙের কাগজ সেঁটে দিয়ে ভেতরের সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে সম্ভবত। তবে খানিকটা গরম যে ঠেকানো গেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। বাইরের তুলনায় ঘরটাকে বেশ শীতলই লাগছে তার কাছে। কোনার দিকে একটা টেবিল, তার পাশে একটা চেয়ার। চেয়ারে বসে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে বাম হাতের ওপর গালের ভর রেখে দিবানিদ্রায় মগ্ন মালিক। হালকা নাক ডাকার আওয়াজ কানে এল রায়ানের। ওর সশব্দে ঢোকার শব্দও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি।

গলা খাঁকারি দিল রায়ান, মেঝেয় পা ঘষল লোকটাকে ঘুম থেকে জাগানোর উদ্দেশ্যে। লোকটার ঘুম ভাঙল, তবে কাস্টোমার দেখে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ঠাণ্ডা চোখে দেখল এক পলক। ওর প্রশ্নের অপেক্ষা করল না রায়ান, জরুরি ভঙ্গিতে জানাল তার খাবার, গোসল ও বিশ্রাম তিনটেই চাই।

এবার হাসল বুড়ো দোকানদার। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'জানি। মেরি টমাস যেখানে রাঁধে, লোকজন খাওয়া-দাওয়ার জন্যে সেখানেই আসবে। তবে,' হাই তুলল মস্ত করে, 'এ-মুহূর্তে ওর ভাণ্ডারে কতটা আছে ঠিক বলতে পারি না। তুমি আসলে সন্ধে হওয়ার অনেক আগেই চলে এসেছ। এখানকার লোকেরা এত তাড়াতাড়ি খায় না। কেবল আমি, মেরি, মেজর আর জনাদুয়েক লোক ছাড়া। ওরা অবশ্য ওদের নিজেদের ঘরে বসেই খায়...'

মৃদু হাসল রায়ান। 'ওকে বলো, এখন রান্না করে দিলে ওকে

boighar.com

দ্বিগুণ টাকা দেব। খুশি হয়েই দেব।'

নিজের সিট থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল বুড়ো। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল পাশের ঘরের উদ্দেশে। পাশের ঘরে নিচু স্বরে আলাপের শব্দ কানে এল রায়ানের। ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল ও। এক পাশের দেয়ালের কাছে গোটাতিনেক টেবিল পাতা, মাঝখানে দুটো। সিলিঙের তিন জায়গায় ল্যাম্প ঝোলানোর জায়গা। কয়লার তেলের গন্ধে ভারী পুরো ঘর। ঘরের পেছনের অংশে বিশাল স্টোভ। তাতে কয়লার আগুন জ্বলছে।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল রায়ান। উজ্জ্বল রঙের অ্যাপ্রনপরা বিশাল এক মহিলাকে দেখল। ওর আপাদমস্তক জরিপ করছে মহিলা। চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি। বয়স ও পরিশ্রমের কারণে মুখের কমনীয় ভাবটুকু হারিয়ে গেছে। তবে ওর কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল রায়ান। প্রায় তরুণীদের মত সজীব গলায় মহিলা ওকে বলল, 'স্টিক, বিনস, আরবিউকলস আর... অ্যাপল পাইয়ের আবদার করলে পাবে না। গত ছয়মাস ধরে এখানে আপেল-টাপেল আসে না।'

মৃদু হাসল রায়ান। 'ওটা চাই না, ম্যাম। আর যা যা আছে, তার সব থেকে একটা একটা করে দাও। আর স্টিকটা যেন অন্তত একটা বাছুরের সমান বড় হয়। নইলে পেট ভরবে না। ভীষণ খিদে পেয়েছে। মনে হচ্ছে গত এক মাস ধরে কিছু খাইনি।'

ঠাসা এক প্লেট বিন, দুটো স্টিক, গোটাসাতেক কেক আর পরপর পাঁচ কাপ কফি খেয়ে মেরির গুণকীর্তন করতে করতে দোকান থেকে বেরোল রায়ান। মিথ্যে বলেনি ও মেরিকে। এত তৃপ্তি সহকারে গত একমাস ধরে এতটা ভাল খাবার খেতে পায়নি সে।

বুড়ো দোকানদার অ্যান্থনি যে একটা লিভারিও চালায় জানতে

পেল রায়ান। আরও পঞ্চাশ সেন্টের বিনিময়ে ঘোড়াসহ আস্তাবলে রাত কাটাবার অনুমতি পেল সে। শোয়ার জন্যে অবশ্য আলাদা কোনও ঘর ছিল না। মেরি তাকে বলেছিল, সাপ্লাই রুমের মেঝেয় শোয়ার জন্যে। কিন্তু রায়ানের কাছে আস্তাবলে খড় বিছিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছেই শোয়াটাকেই ভাল মনে হয়েছে। খাওয়া দাওয়াটা জুতসই হলেও গোসলের কথা তুলল না ও। শহর থেকে মাইলদুয়েক পুবে একটা নদী আছে। সকালে শহর থেকে বেরিয়ে নদীতে গোসল করে নেবে ভাবল।

রাতভর প্রায় মড়ার মত ঘুমোল রায়ান। সূর্য দিগন্তরেখা থেকে অনেকটা উঁচুতে উঠে আসার পর ঘুম ভাঙল ওর। চোখ না খুলেই হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল ও। দেখল লোকগুলোকে। চারদিক থেকে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সংখ্যায় ওরা পাঁচজন। ওর থেকে একটু দূরে স্টলের পেছনে আরও দু'জনকে দেখল। সবাইকে কাউবয় বলেই মনে হলো ওর। তবে এদের দু'জনকে কাউবয় ছাড়াও অন্য কিছু মনে হচ্ছে। বছরকয়েক আগে ডজ সিটিতে এ-ধরনের লোক দেখেছিল সে। এই দু'জনের চেহারায় উগ্র ভাব, দু'চোখে কঠিন দৃষ্টি। পিস্তল ঝুলিয়েছে কোমরে। সাধারণ কাউবয়ের ঢঙে নয়, মুহূর্তের নোটিশে যেন ড্র করতে পারে, সেভাবে।

রায়ান ওদের পিস্তলের বাঁটগুলোর দিকে তাকাল। চকচকে বাঁটগুলো নিয়মিত ব্যবহারে মসৃণ। চামড়ার তৈরি হোলস্টার একটু নিচু করে বাঁধা ঊরুর সঙ্গে। তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, যেন প্রতিপক্ষের সামান্য নড়াচড়াকেই নিজেদের জন্যে চ্যালেঞ্জ বলে ধরে নেবে।

স্বাভাবিকভাবে মানুষ যখন দাঁড়ায়, তখন একটা ঢিলেঢালা ভাব থাকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। কিন্তু বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি পাল্টে যায়। ওই ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভয়, সাবধানতা, বিরক্তি কিংবা তীব্র আনন্দের অভিব্যক্তি। এই

boighar.com

লোকগুলোকে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে রায়ানের। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, একে অন্যের কাছ থেকে কিছুটা ফাঁক হয়ে। সাধারণ কৌতূহলী দর্শকমাত্র নয় এরা। এমনভাবে মাঝখানে ফাঁক রেখে দাঁড়িয়েছে যেন কোমরে ঝোলানো পিস্তলে হাত দেয়ার সময় একে অন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়। আর তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, লক্ষ্যবস্তু তাদের সামনেই। লোকগুলোর চোখে কোনও ভাব নেই। মরা মানুষের চোখের মত ঘোলাটে।

রায়ান এদের কাউকেই চেনে না। কখনও দেখেছে বলেও মনে করতে পারল না। তবে লোকগুলোর জাত চিনতে ভুল করল না ওর অভিজ্ঞ চোখ।

দীর্ঘদিন টেক্সাসে কাটিয়েছে সে। ওখানকার প্রায় সবগুলো মানুষই ওর পরিচিত। প্রতিটি মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র জানে ও। গোলমেলে ও ঝামেলাবাজ লোকগুলোকে দেখলেই চিনতে পারে। এই লোকগুলোকে দেখে ওর মনে হলো, এরা সে-ধরনের লোক, যারা টাকা পেলে সবকিছুই করতে পারে। হাসতে হাসতে মানুষও খুন করতে পারে। এরা এদের অস্ত্র মানুষ মারার জন্যে ভাড়া খাটায়। কে মরল এবং কেন মরল, তাতে এদের কিছু আসে যায় না।

আগন্তুকদের মধ্য থেকে গালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসা শুঁটকো মতন একজন জিজ্ঞেস করল, 'ওই বে-টায় চড়ে তুমিই এসেছ, না?'

উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল রায়ান। তারপর স্টলের রেইলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা নিজের অস্ত্রের কাছে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কারণ ঘোড়াটা আমার।'

লোকটার চোখে স্থির দৃষ্টি; দেখেই মনে হয়, শুঁটকো হলেও প্রচণ্ড ক্ষমতাধর, আশপাশের সবাইকে হুকুম দিতে অভ্যস্ত, কারও হুকুম শুনতে নয়। তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'অন্যের জিনিস চুরি করার বদ অভ্যাস আছে তোমার!'

লোকটার মধ্যে অশুভ কিছু আছে, ভাবল রায়ান। সামান্য বেচাল দেখালেই অনর্থ ঘটিয়ে দিতে পারে। সন্দেহ নেই, সামান্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে লোকটা। হাতদুটো নিশপিশ করছে।

'না,' প্রতিবাদের সুরে বলল রায়ান। 'ওটা চোরাই ঘোড়া নয়। ঘোড়াটাকে আমি হোয়াইট মাউন্টিনস্ এলাকায় পেয়েছি। বুনো ঘোড়া ছিল... আমি পোষ মানিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি।'

'ঘোড়ার কথা কে বলছে তোমাকে?' ভেঙচি কাটল অস্ত্রধারী। সরু চোখে তাকাল রায়ানের দিকে। 'আমি বলছি আমার সম্পত্তির কথা, আমার খড় আর স্টলের কথা। তোমার ওই বেতো ঘোড়াটা যা খাচ্ছে, সেটা আমার খড়... আর যেটা থেকে খাচ্ছে, সেটা আমারই স্টল।'

মৃদু হাসল রায়ান। হালকা গলায় বলল, 'আচ্ছা, এই ব্যাপার? আমি জানতাম না, মিস্টার। ঠিক আছে, ওটাকে সরিয়ে নিচ্ছি আমি।' ঘোড়াটাকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে স্টলের দিকে পা বাড়াল রায়ান। কিন্তু চোখের কোনায় নড়াচড়া লক্ষ করে তাকাল লোকটার দিকে। তার হাতে কখন যেন অস্ত্র চলে এসেছে... ওর মাথা বরাবর তাক করা। চালু, অসম্ভব চালু লোকটা—অবাক হয়ে ভাবল রায়ান। এতটা চালু লোক সহজে চোখে পড়ে না। অন্তত ওর চোখে আর পড়েনি।

থেমে গেল রায়ান। বিব্রত চোখে অন্য লোকগুলোর দিকে চাইল। ওদের চোখে অবশ্য অতটা ভয়াবহ ভাব দেখল না। বরং কিছুটা কৌতূহল লক্ষ করল। নীরবে অপেক্ষা করল ও। একচুলও নড়াচড়া করল না।

অন্য লোকটা বলল, 'তুমি ওই ঘোড়া নিয়ে কোথাও যেতে পারবে না, মিস্টার। ওই ঘোড়া আমার স্টল থেকে খড় খাচ্ছে। ওটা আর তোমার নয়... এখন আমার ঘোড়া।' লোকটার গলা মেয়েদের মত নরম আর মোলায়েম, খেয়াল করল রায়ান।


boighar.com

লোকটার ওপর একই সঙ্গে ঘৃণা আর ক্রোধ টের পেল রায়ান নিজের ভেতরে। বুঝতে পারছে, সে নিজে চাক বা না-চাক, একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেই হচ্ছে। ব্যাপারটা অসহ্য ঠেকছে ওর। এই ব্যাপারটাকে সে ঘৃণা করে। সে চায় প্রতিটি মানুষ তার যোগ্যতানুযায়ী প্রাপ্যটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। এর বাইরে হাত বাড়ানো অন্যায়। কারণ তা হলে তাকে অবৈধ পথেই তা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর তখনই চলে আসে অন্য লোকের ওপর জোর-জবরদস্তি কিংবা নির্যাতন চালানোর ব্যাপারটা। কিন্তু একজন মানুষকে নির্যাতন করার কোনও অধিকারই নেই আরেকজন মানুষের। এখানে দলে বলে ভারী হয়ে সে-চেষ্টাটাই করতে এসেছে এই লোক।

তবু নিজের ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে চাওয়া রাগটা দমন করার চেষ্টা করল রায়ান। নিজের এই রাগটাকে মাঝে মধ্যে নিজের কাছেই অপরিচিত মনে হয় ওর। তবে এও ঠিক, এটাই তাকে এ-পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। এটা এমন এক রাগ, যা অনেককে ধ্বংস করেছে, কিন্তু ওর বেলায় কাজ করেছে একটা জীবনদায়ী ওষুধ হিসেবে। নিজের এ-রাগটাকে সে বুঝতে পারে না, কিন্তু চিনতে পারে।

নিজের কোমরে ঝোলানো পিস্তলটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে রায়ান। কিন্তু সে পিস্তল বের করার কথা ভাবছে না। ঝামেলাটা খুনোখুনি পর্যন্ত না নিয়ে অল্পতেই চুকিয়ে ফেলা যায় কি না দেখতে চাইছে। কাউকে খুন করার ইচ্ছে ওর নেই।

তবে ইচ্ছে করলে খুন করার কাজটা সে শুরুই করতে পারে।

ও একা। আর ওরা চার পাঁচজন। স্বভাবতই নিজেদের নিরাপদ ভাবছে ওরা। ওরা রায়ানকে চেনে না। মনে মনে নিশ্চয়ই ওকে নিজেদের খেলার পুতুল হিসেবে ভেবে নিতে পারে ওরা। ওর তরফ থেকে কোনও ঝামেলা আশা করছে না। চুপচাপ ওদের হুকুম মেনে সরে যাবে, এমনটাই ভাবছে হয়তো। সুতরাং রায়ান

আচমকা অ্যাকশনে গিয়ে পিস্তলধরা লোকটার হাত থেকে থাবা মেরে ওটা ফেলে দিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিজের পিস্তল বের করে নিতে পারে। ওর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, এমন দু'তিনজনকে চোখের পলকে গেঁথে ফেলতে পারে। এদের অবস্থা দেখলে বাকি লোকগুলো আর দাঁড়াবে বলে মনে হয় না। আতঙ্কে ওদের মনোবল ভেঙে যাবে। কার আগে কে পালিয়ে বাঁচবে, সে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে ওদের মধ্যে। কাকে কাকে খুন করবে, তার একটা ছকও তৈরি করে ফেলল সে মনে মনে।

কিন্তু তারপরও দ্বিধায় ভুগল রায়ান। লোকগুলোকে খুন না করে অন্যভাবে কিছু করা যায় কি না ভাবছে।

ওর মনের ভাব মুখে ফোটেনি। তবু লোকটা কী করে যেন তা আন্দাজ করতে পেরে আচমকা লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর ঘিনঘিনে হাসি হেসে বলল, 'মিস্টার, যেহেতু এই ঘোড়ার মালিক আমি, সেহেতু তোমার উচিত এখানে আর ঝামেলা না পাকিয়ে চুপচাপ সরে পড়া। আর ওই স্যাডলটাও রেখে যাবে। ওটা ওই ঘোড়ার পিঠে চাপানোর উপযোগী করে বানানো।'

রায়ানের বাম পায়ের কাছে থুতু ফেলল সে। তামাক চিবানো বাদামি রঙের থুতুর দলা দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠল রায়ানের। 'কই, হাঁটা শুরু করো। এক্ষুনি!' তাড়া দিল লোকটা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রায়ান।

'মণ্ট,' আরেকজন কঠিনদর্শন বলল। 'আমার মনে হয় ও যাতে আর কখনও ওর ঘোড়ার জন্যে এদিকে না আসে, সেটা ওকে বলে দেয়া উচিত। কেন আসবে না সেটাও বুঝিয়ে দেয়া উচিত।' রায়ানের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করল লোকটা।

লোকটার দিকে চাইল মণ্ট। মৃদু হাসল। 'চমৎকার বলেছ, পিট। আমিও তা-ই ভাবছিলাম। ও সম্ভবত এখনও ঠিক বুঝতে পারেনি আমাদের গুরুত্ব।'

boighar.com

ঠিক এ-সময়টায় অ্যাকশনে গেল রায়ান। এক সেকেণ্ডের জন্যে গা ঢিলা দিল। সবগুলো লোকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ভেবে লোকগুলো মোটামুটি বিনোদনের ভঙ্গিতে আছে। পর মুহূর্তে যেন অগ্ন্যুৎপাতের মত বিস্ফোরিত হলো রায়ান। মন্ট নামের লোকটাকেই বেছে নিল টার্গেট হিসেবে। গলায় প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল লোকটা, একজন কাউবয়ের ওপর গিয়ে পড়ল। এক সেকেণ্ডও না থেমে পাঁই করে ঘুরল রায়ান। ওর মত দশাসই লোকের জন্যে অসম্ভব দ্রুত অ্যাকশন এটা। হাতে উল্টোপিঠের মার লাগাল অন্যপাশে দাঁড়ানো পিটের মাথায়। লোকটার পিস্তল হাতেই ছিল। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশমাত্র সময় পেলে ওটা খালি করে ফেলত ও রায়ানের শরীরে। মারের চোটে ঘুরে গেল পিট। পিস্তল ফেলে দিয়ে আহত মাথা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রায়ান। জোরসে এক ঘুসি লাগাল। পরমুহূর্তে ঘুরল চরকির মত। কনুইয়ের গুঁতোয় গুঁড়িয়ে দিল আরেকজনের চোয়াল। একজনকে লাথি হাঁকাল। হাতের উল্টোপিঠে চাঁটি লাগাল আরেকজনের মাথায়।

এদিকে বৃষ্টির মত কিল-গুঁতো-ঘুষি সমানে চলছে ওর ওপর। তবে কোনও ব্যথা-বেদনা যেন অনুভব করছে না সে। আসলে ভেতরের তীব্র ক্রোধের অচেনা সে-অনুভূতিটা খানিকক্ষণের জন্যে যেন আর সব অনুভূতির ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে ওকে।

কিন্তু হঠাৎই ওকে জানান দিল ব্যথা। আচমকা মাথা ঘুরে গেল ওর। চোখে অন্ধকার দেখল। মুখ থুবড়ে পড়ল সামনের দিকে। খানিকক্ষণের জন্যে চেতনা হারাল।

ওর প্রতিপক্ষ সাতজন। এর মধ্যে দু'জন অচেতন হয়ে পড়ে আছে। একজন গলা উজাড় করে বমি করছে আর দু'জন ককাচ্ছে পড়ে পড়ে। কোনোমতে উঠে বসে ভাঙা চোয়াল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একজন। সাত নম্বর যে, সে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মারের

ভয়ে বিশাল প্রতিপক্ষের কাছে আসার সাহস হয়নি ওর। রায়ান অচেতন হয়ে পড়ে যেতে এগিয়ে এল এবার। মাথার ওপর শাবল তুলে দাঁড়াল। তারপর নামিয়ে আনল ওটা লুটিয়ে পড়া লোকটার মাথায়।

## তিন

টেক্সাসের সকাল বেলাটা সব সময় অন্য রকম। নয়নাভিরাম, মনোমুগ্ধকর। আজকের সকালটাও তার ব্যতিক্রম নয়। জন রায়ান টেক্সাসের এই মনোরম সকালটা সব সময় উপভোগ করে। মনে কেমন একটা উৎফুল্ল আর পবিত্র ভাব জাগে।

অথচ ধর্ম-কর্ম নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না ও। রাইসা যখন বেঁচেছিল, ওকে গির্জামুখো করার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কখনও ওর কথায় কান দেয়নি রায়ান। কিন্তু অন্য যে-কোনও ব্যাপারে সে চেষ্টা করত রাইসা কোনও কথা বললে তা রাখার জন্যে। রাইসার সঙ্গে কখনও ঝগড়াঝাটির উপক্রম হলেও সকাল বেলাটায় সেটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত সে.।

কিন্তু আজকের সকালটা রায়ানের জন্যে অন্যরকম। বার্নের ভেতর শুয়ে আছে ও। বেড়ার ফাঁকে সূর্যের আলোর ছটা এসে পড়েছে। তাপের মাত্রা বাড়ছে। অস্বস্তি বোধ করেছ রায়ান। সকালটা উপভোগ করতে পারছে না।

বার্নের ভেতরটা দিনের আলোয় উদ্ভাসিত। খড়ের ওপর শুয়ে আছে ও। ওর হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। ঘণ্টা দুই আগে জেগে


boighar.com

উঠেছে ও। টেক্সাসের সকাল আস্তে আস্তে দুপুরের দিকে গড়াচ্ছে ওর চোখের ওপর দিয়ে। কিন্তু শক্ত দড়ির বাঁধনে বন্দি ও। ছাড়া পাওয়ার কোনও উপায় দেখছে না। তা ছাড়া ওর কাছাকাছি বসে পাহারা দিচ্ছে দু'জন কাউবয়। দু'জনেই অবশ্য ক্লান্ত, ঢুলছে বসে বসে।

অস্ফুট আওয়াজ করল রায়ান। চোখ মেলে চাইল একজন। বন্দিকে আগের অবস্থায় দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাই তুলল। এরপর বলল, 'মিস্টার, গত রাতে তুমি মারাত্মক এক ভুল করে ফেলেছ। না জেনেশুনে একদল ভুল লোকের গায়ে হাত তুলেছ। এদের মধ্যে পিট তো চাইছে তোমাকে স্রেফ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে। আর মণ্ট? সে যে কী করবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যা করার তা ঠিকই করবে। বেয়াদবির শাস্তি হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে তোমাকে। ওকে আমি শপথ করে বলতে শুনেছি।'

লোকটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল রায়ান। নেহাত সাদাসিধে কাউবয়। মণ্ট কিংবা পিটের দলের সঙ্গে খাপ খায় না। মৃদু হাসল ও। বলল, 'তোমাদের কিন্তু ওদের মত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মায়া-দয়া আছে মনে। ওরা তো ঘোড়াচোর। পরের ঘোড়া দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। তাই এই নাটক সাজিয়েছে। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কেটে পড়ি এখান থেকে।'

'উঁহুঁ, সেটা পারব না।' সজোরে মাথা দোলাল লোকটি। 'তা হলে ওরা স্রেফ খেয়ে ফেলবে আমাদের। ওদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না, মিস্টার। উঁহুঁ, কখনোই না। তার চেয়ে ওরা র‍্যাঞ্চ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত চুপচাপ শুয়ে থাকো।' নিজের হাতে ধরা রাইফেলটা একটু নাড়াল লোকটা। হেলাভরে উঁচিয়ে ধরল রায়ানের দিকে।

'এই মণ্ট লোকটা কে বলো তো?' নিরীহ মুখে জানতে চাইল

রায়ান। 'তোমরা কোন্ র‍্যাঞ্চের হয়ে কাজ করছ?'

'কে-বার।' রাইফেলঅলা লোকটা জবাব দিল। 'বুড়ো রেস্টনের আউটফিট। মণ্ট বেলারের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নিউ মেক্সিকোর লিঙ্কন কাউণ্টি থেকে এসেছে জানি। আমাদের এখানে রাসলারের উৎপাত ছিল। তাদের দমনের জন্যে আনা হয়েছিল তাকে। ও আর পিট কেলার এসে রাসলারের উৎপাত বন্ধ করেছে। বছর তিনেক আগে এসেছিল ওরা। তারপর থেকে এখানে।'

'আমার পায়ের রশিটা একটু ঢিলে করে দেবে, ভাই?' লোকটাকে অনুরোধ জানাল রায়ান। 'রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।'

'উঁহুঁ, আমাদের ওপর আদেশ হলো তোমাকে পাহারা দেয়ার। তোমাকে ছোঁয়াও যাবে না, এমনকী, তোমার কাছে যাওয়াও নিষেধ। তোমাকে তেড়িবেড়ি করতে দেখলে দূর থেকে তোমার বুকে স্রেফ একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে বলা হয়েছে।'

কঠিন চোখে লোকদুটোর দিকে তাকাল রায়ান। তারপর বলল, 'এই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, আমার জানা নেই। তবে তোমাদের সৌজন্যের কথা আমার মনে থাকবে। তোমাদের কিন্তু এদের সঙ্গে মানায় না।'

বিব্রত বোধ করছে দুই কাউবয়। রায়ান সম্পর্কে ওদের বলা হয়েছিল, লোকটা কঠিন ও বিপজ্জনক। লোকটা কঠিন ঠিকই আছে, কিন্তু ওদের কাছে আদৌ বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। তবু লোকটার কঠিন আর ধূসর রঙের চোখদুটোর দিকে তাকানোর শক্তি পাচ্ছে না ওরা। চোখ ফিরিয়ে নিল। লোকটার মধ্যে যা আছে, তা হলো কঠিন পৌরুষ আর ব্যক্তিত্ব। এটা কিন্তু মণ্ট বেলার আর পিট কেলারের চোখে কখনও দেখেনি ওরা। ওদের চোখে সারাক্ষণ অশুভ দৃষ্টি।

তবু কেমন যেন একটা ভীতিকর ব্যাপারও দেখতে পাচ্ছে

boighar.com

তারা বন্দির চোখে। এমন ভাব তাদের সাদাসিধে কাউবয় জীবনে তেমন পরিচিত নয়। আচমকা শিউরে উঠল একজন। বিড়বিড় করল লোকটা। তারপর উঠে বেরিয়ে গেল। সঙ্গীকে বলল, সে একটু কফি খেয়ে গলা ভেজাতে যাচ্ছে। রাইফেলঅলা লোকটা একটু পিছিয়ে বসল। তারপর রায়ানের মাথার ওপর দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বন্দির চোখে তাকাতে চাইছে না সে।

ঠিক দুপুরের দিকে কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনল রায়ান। মিনিটখানেক পর খোলা দরজায় মণ্ট বেলারের হালকা পাতলা শরীরটা দেখতে পেল। ওর পেছনে আরও কয়েকজন এসে ঢুকল বার্নে। লোকগুলোকে চিনতে পারল রায়ান। গতরাতের ধুন্ধুমার লড়াইয়ের সময় এরাও ছিল। এদের অনেকের শরীরের নানা জায়গায় ব্যাণ্ডেজ করা। ব্যাণ্ডেজ ছাড়াও আছে দু'একজন। তবে তাদের গায়েও গত রাতের চিহ্ন কিছু কিছু দেখতে পেল রায়ান।

ভেতরে ঢুকে ভীষণ চোখে বন্দির মুখের দিকে তাকাল মণ্ট বেলার। সামান্য ভীতির চিহ্নও নেই লোকটার মুখে। তার বদলে এমন এক কঠিন অভিব্যক্তি ফুটে আছে, যে-অভিব্যক্তির সঙ্গে ওর কোনও পরিচয়ই নেই। লোকটা যেন ভয় পেতেই জানে না।

রায়ানকে বন্দি অবস্থায় জবুথবু হয়ে বসে থাকতে দেখবে আশা করেছিল মণ্ট। কিন্তু লোকটার এই অকুতোভয় ভঙ্গি ওর ক্রোধ আরও বাড়িয়ে দিল। খেঁকিয়ে উঠে হুকুম দিল, 'ওটাকে টেনে তোলো। পায়ের বাঁধন খুলে দাও।'

হুকুম পালন হতেই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রায়ান। রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় দুই পায়ে ঝিন ঝিন অনুভব করল। মনে হলো দুই পায়ে একযোগে হাজার হাজার সূঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে কেউ। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে রায়ান। ব্যথার ভাব মুখে ফুটে উঠতে দিচ্ছে-না।

কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড আঘাত পড়ল।

আচমকা সারা মুখ ও মাথায় ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল। সেখান থেকে পুরো শরীরে। ওর শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। দুর্বল পা দুটো শরীরের ভর যেন সইতে পারছে না। আগায় সীসা মোড়ানো চাবুকটা ফের ঝলসে উঠল মণ্টের হাতে। আবার আঘাত হানল ওটা রায়ানের শরীরে। এবার পেটে লাগল। এর পর যেন বৃষ্টির মত শুরু হয়ে গেল চাবুকের আঘাত। মণ্টকে দেখে মনে হলো রাগে স্রেফ পাগল হয়ে গেছে। সমানে চাবুক চালাচ্ছে ও, এক মুহূর্ত বিরাম দিচ্ছে না। সেইসঙ্গে গালাগালি আর অভিশাপের তুবড়ি ছুটছে মুখ দিয়ে। দু'হাত বাঁধা থাকায় বাধা দেয়ার কোনও সুযোগই পাচ্ছে না রায়ান।

চাবুকের আঘাতে সারা শরীরে যেন আগুন জ্বলছে। আস্তে আস্তে বোধের বাইরে চলে যাচ্ছে যন্ত্রণা। টেক্সাসের উজ্জ্বল দুপুরের রং মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। অসহ্য কষ্টে শরীর বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একসময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল রায়ান বার্নের ভেতর।

চেতনা ফিরে পেতেই সারা শরীরে নরকযন্ত্রণা অনুভব করল রায়ান। জীবনে আর কখনও এমন যন্ত্রণা ভোগ করেছে কি না মনে করতে পারল না। চাবুকের ঘায়ে মুখ কেটে ফালা ফালা হয়ে গেছে, ফুলে গিয়ে চোখের পাতা বুজে এসেছে প্রায়। দিনের এমন আলোতেও সব কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে। ওর চারদিকে মানুষের উপস্থিতি টের পাচ্ছে সে। লোকগুলো কথা বলছে। কিন্তু ওদের গলার স্বরকে মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মত। ঝাপসা চোখে চারপাশে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে নরক থেকে এই মাত্র উঠে আসা শয়তানের দল।

আচমকা মুখের ওপর ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা টের পেল ও। ঘোর কেটে গেল। আরও দ্বিগুণ হয়ে উঠল যেন শারীরিক যন্ত্রণা। একই সঙ্গে পেল বুকফাটা তৃষ্ণা। গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে

boighar.com

ওর। মুখে পানির ফোঁটা পড়তে নিজের অজান্তে ঠোঁট ফাঁক করে লোভীর মত জিভ বের করে চাটতে লাগল। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল মণ্ট বেলার। আহত বন্দিকে ভিখিরির মত ঠোঁট চাটতে দেখে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার।

বুটের গুঁতো লাগাল ও রায়ানের মাথায়। খুশিতে ঘোঁৎ করে উঠল, 'মিস্টার! তুমি আস্ত বোকা। তাই মানুষ চিনতে পারোনি। ভুল লোকের গায়ে হাত তুলেছিলে। এখানে এমন লোকও আছে, যাদের গায়ে তোমার মত খেঁকশিয়ালের হাত তোলার সাহস থাকা উচিত নয়। আমি সে-ধরনের মানুষদের একজন। আমি তোমাকে এখনও তেমন কিছু করিনি। তোমার আরও শাস্তি পাওনা আছে। আমার মত লোকের গায়ে হাত তুলতে হলে আমাকে চিরতরে শেষ করে দিতে হবে। যেমন আমি তোমাকে শেষ করে দেব। তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচানোর সাধ্য কারও নেই।'

'আমারও সে একই কথা, মিস্টার। তুমি লোক চিনতে ভুল করেছ। পিট কেলার এমন এক লোক, যার দিকে একটি আঙুল উঁচানো মানে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করা।' এ-কান থেকে ও-কানজোড়া হাসি নিয়ে পিট কেলার দাঁড়িয়েছিল বেলারের পাশেই। ভূমিশয্যায় শায়িত লোকটাকে দেখে দারুণ আনন্দ পাচ্ছে। বেলারের বক্তব্য শেষ হতেই জানিয়ে দিল নিজের বক্তব্যও। গলা খাঁকারি দিয়ে সাড়ম্বরে থুতু ফেলল। তামাকের রস-মেশানো বাদামি রঙের নোংরা পদার্থটুকু গিয়ে পড়ল রায়ানের চিবুকের ওপর।

শায়িত বন্দির মাথার পাশে গিয়ে উবু হয়ে বসল মণ্ট। ওর চিবুকের ওপর সঙ্গীর *কীর্তি*-র দিকে তাকাল এক নজর। হাসল। মজা পেয়েছে সে-ও। তারপর নেহাত আলাপের ভঙ্গিতে বলল রায়ানকে, 'শোনো, স্ট্রেঞ্জার, তোমার হাত-পা গরুর চামড়া দিয়ে বাঁধা। কাঁচা চামড়া। তোমার কপালে কী ঘটতে যাচ্ছে যদি জানতে চাও, তা হলে বলি। এই চামড়া যতই রোদে শুকোবে,

ততই খিঁচে বসবে। এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে যে তোমার মা-ও কোনোদিন তোমাকে অমন করে জড়িয়ে ধরে আদর করেনি। আমরা ক'দিন পরে দেখতে আসব, তোমার কী অবস্থা হয়েছে। এটা এমন কিছু না। অ্যাপাচিদের কাছ থেকে শেখা ছোট্ট একটা কৌশল মাত্র।'

উঠে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। গট গট করে হেঁটে ঘোড়ার কাছে গেল। বন্দির দিকে আরেকবার তাকিয়ে লাফ দিয়ে চড়ে বসল বাহনের পিঠে। জুত হয়ে বসে আবার চাইল। 'দিনকয়েক পরে আবার দেখতে আসব, স্ট্রেঞ্জার। কথা দিচ্ছি।' হলুদ দাঁতের সারি দেখিয়ে হাসল আবার। 'তবে তুমি আমায় দেখবে না। কারণ তুমি ততদিনে মরে কয়োটের খাদ্য হয়ে যাবে।'

রায়ান দেখল ওর ফ্যাকাসে ঠোঁটদুটো। এ-লোক নিষ্ঠুর। খুন করাই ওর আনন্দ। কাউকে কষ্ট দিয়ে মারতেই বেশি পছন্দ করে। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় ধুঁকতে ধুঁকতে ভাবল ও।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল কেলার। ওর লোকেরাও চলল পিছু পিছু।

লোকগুলোর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পরও কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল রায়ান। তারপর শরীরের ব্যথা-বেদনার কথা ভুলে গিয়ে পরিস্থিতি বিচার করার চেষ্টা করল। ব্যাপারটা সহজ নয়। কিন্তু সে জানে, এখন মাথা না ঘামালে আর কোনোদিনই সে-সুযোগ পাবে না।

বার্নের ভেতর প্রচণ্ড মারধরে সে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তাকে এখানে নিয়ে এসেছে ওরা। জায়গাটা চিনতে পারল না ও। তবে মনে হচ্ছে মরু অঞ্চল। শুকনো খটখটে মাটি। মাঝে মধ্যে বালিয়াড়িও দেখা যাচ্ছে। কাছেই ছোট ছোট পাহাড়-টিলা। আশপাশে মানুষের বসতি আছে বলে মনে হয় না।

নিজের অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝতে পারছে রায়ান। গরুর কাঁচা চামড়া দিয়ে হাত-পা বাঁধা ওর। এ-চামড়া যতই শুকোবে, ততই

boighar.com

শক্ত হয়ে এঁটে বসবে। একসময় চামড়া কেটে সেঁটে যাবে শরীরের সাথে। সেটা যে কেমন অমানুষিক যন্ত্রণা, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

এই অমানুষিক যন্ত্রণা সইতে সইতে এক সময় দুর্বল হয়ে পড়বে সে। খিদেয় শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসবে। সময় যতই বয়ে যাবে, ততই তার মুক্তি পাওয়ার আশা কমতে থাকবে। এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে এবং সে-অবস্থায় মারা যাবে।

ওকে খুব বিশ্রীভাবে মারধর করা হয়েছে। শরীরে যথেষ্ট শক্তি ধরে ও, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, তবু এখন সে দুর্বলতার চরমে পৌঁছেছে। এতটা দুর্বল সে আর কখনও অনুভব করছে কি না মনে করতে পারছে না। ব্যাপারটা চিন্তা করতে অবাক লাগছে ওর। কিন্তু সে যা-ই হোক, জীবনে এর চেয়ে আরও অনেক কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়েছে ওকে। কোনও সমস্যাই শেষ পর্যন্ত হারাতে পারেনি ওকে। প্রচণ্ড মনের জোর আর ইচ্ছাশক্তির বলে কাটিয়ে উঠেছে সেসব। ওর বিশ্বাস, এখানেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করার একটা উপায় বের করে ফেলবে সে। কিন্তু শরীরের এরকম ভয়াবহ অবস্থায় কীভাবে তা করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

পুরো ব্যাপারটা শুরু থেকে ভাবতে চাইল রায়ান। শারীরিক যন্ত্রণার কারণে ওর মাথা কাজ করতে চাইছে না। কিন্তু ও জানে, এই অমানুষিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ওকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। সমস্যার ধরনটা বুঝতে হবে। ভয় পাওয়া কিংবা হতাশ হওয়া চলবে না।

বাইসনে ঢোকার আগে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, এমনটা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। সে নির্বিরোধী মানুষ। কারও সাতে-পাঁচে থাকার স্বভাব ওর নয়। এক সময় ল'ম্যানের কাজ করেছে, কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কখনও কখনও কারও গায়ে হাত তুলতে হয়েছে, কারও দিকে পিস্তল উঠাতে হয়েছে। কিন্তু ওসব

ছিল চাকরির অংশ। টেক্সাসে বেয়াড়া টাইপের কিছু লোক ওর হাতে নিকেশ হয়েছে, এটা সত্যি। তবে রায়ান কখনও আগ বাড়িয়ে কারও গায়ে হাত তোলেনি, খুন করা তো দূরের কথা।

রাইসাকে বিয়ে করে র‍্যাঞ্চিং শুরু করার পর থেকে ওকে আর পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে হয়নি। পশ্চিমের একজন সৎ ও কঠোর পরিশ্রমী র‍্যাঞ্চারের আদলে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এটা আসলে ওর নিজেরই স্বভাব, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাইসার নিষেধ।

র‍্যাঞ্চিঙে লোকসান না হলে এবং রাইসা অকালে মারা না গেলে ওখানেই থেকে যেত ও। টেক্সাস ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে হতো না।

কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার। তার সঙ্গে ওর আজকের এ-অবস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। এমন নয় যে, সে কোনও ভুল করেছে এবং ভুলের খেসারত হিসেবে তাকে আজকের এ-অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

এ-লোকগুলোর কাউকে সে চেনে না। কোনোদিন দেখেছে বলে মনেও করতে পারছে না। এদের সঙ্গে ওর কোনও ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবু তা হয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্যে সে মোটেই দায়ী নয়। লোকগুলো আসলেই খারাপ। নিরীহ কাউকে পেলে হয়রানি করা ওদের স্বভাব। ওর যথাসর্বস্ব লুটে নেয়াই ওদের ধর্ম। ওদের লোভের আগুনে পুড়ে এখন জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছে রায়ানের। ওর হাত-পা বেঁধে মরুভূমিতে ফেলে দিয়ে গেছে, যাবার সময় বলে গেছে, কদিন পরে দেখতে আসবে, ও মারা গেছে কি না।

নিজের অবস্থাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে রায়ান। ওর হাত-পা বাঁধা গরুর কাঁচা চামড়া দিয়ে। রোদের তেজে এই চামড়া আস্তে আস্তে শুকোতে থাকবে। যতই শুকোবে, ততই এঁটে বসবে বাঁধন। এক সময় হাত-পায়ে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে। চামড়া

boighar.com

কেটে বসে যাবে মাংসের গভীরে। অসহায়ের মত যন্ত্রণায় প্রাণফাটা আর্তনাদ করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না বন্দির জন্যে। একসময় মরে গিয়ে কয়োটের খাবারে পরিণত হবে।

## চার

জন রায়ান ভাঙে, কিন্তু মচকায় না। নিজের সম্পর্কে এমনই ধারণা ওর। জীবনে অনেক বড় বড় সঙ্কটের মুখে পড়তে হয়েছে ওকে। জীবন-সংশয় হয়েছে। তবে প্রত্যেকবারই সঙ্কট থেকে উতরে এসেছে নিজের কঠিন মনোবল আর চেষ্টার মাধ্যমে। যে-কোনও বিপদেই মাথা ঠাণ্ডা রাখা ওর সহজাত অভ্যাস। অভ্যাসটা গড়ে ওঠার মূলে কাজ করেছে ওর বুড়ো দাদুর জীবনভর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে শোনা বিভিন্ন গল্প। দাদু ছিলেন পশ্চিমের একদম প্রথম দিককার সেটলার। বৈরী সময় আর পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হয়েছে ওদের। লড়তে হয়েছে ইণ্ডিয়ান, আউট-ল আর দখলদারদের বিরুদ্ধে। দাদু সারা জীবন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচেছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নাতিকে শিখিয়েছেন কীভাবে বৈরী পরিবেশের বিপরীতে বেঁচে থাকতে হয়। দাদুর একটা কথা খুব মনে পড়ে ওর। বুড়ো ঘাগু সব সময় বলতেন, 'এমন কোনও সমস্যা নেই, যা সমাধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দরকার শুধু সমস্যাটাকে ঠিকমত বোঝার চেষ্টা করা আর সমাধানের উদ্যোগ নেয়া। সমাধানের

উপায়টা আপনাআপনিই বেরিয়ে আসে।'

জন রায়ান বহুবার বহু বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এমন সব বিপদ, যা একজন মানুষকে হতবিহ্বল করে দেয়। স্বাভাবিক বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। আত্মসমর্পণ করে বসে ভবিতব্যের কাছে—এবং শেষে মারা যায়। ও জানে, এখন তার ঘোর বিপদ। এ-রকম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া বলতে গেলে অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভবটাকেই সে সম্ভব করে তুলবে। অত সহজে হার মানবে না।

একবার নিউ মেক্সিকোতে এমন ভয়ানক এক বিপদের মুখে পড়েছিল রায়ান। মরুভূমিতে তাকে এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ কাটাতে হয়েছিল। ওর সঙ্গে কোনও ঘোড়া ছিল না। এর মধ্যে নয়দিন তাকে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই টিকে থাকতে হয়েছিল।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এক অ্যাপাচিকে ধাওয়া করার মধ্য দিয়ে। মরুভূমিতে একা পেয়ে একটা পরিবারের সবাইকে খুন করে ওদের মালপত্র লুটে নিয়েছিল লোকটা। ওই পরিবারটা ছিল রায়ানের পরিচিত। রায়ান খবর পেয়ে ওই অ্যাপাচির পিছু নেয় এবং ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত খুন করে বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু এরই মধ্যে ওর পিছু নিয়েছিল ওই অ্যাপাচির গোত্রের সতেরো জন যোদ্ধা। প্রথম ধাক্কায় ওদের হাতে খুন হতে হতেও বেঁচে যায় রায়ান। অবশ্য ওর ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরে ফেলে ওরা। এরপর শুরু হয়ে যায় এক অসম লড়াই। ঠিক লড়াই নয়, লড়াকু সতেরো জন অ্যাপাচির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর এক অবিশ্বাস্য, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

আপাচিদের এলাকায় তাদের বিরুদ্ধে লড়ে বেঁচে থাকাটা এক অসম্ভব ব্যাপার। আর সে লোক যদি হয় শ্বেতাঙ্গ, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনাটা শতকরা একভাগও থাকে না। কিন্তু রায়ান সেই অসম্ভবটাকে সম্ভব করেছিল অবিশ্বাস্য মনের জোর আর প্রচণ্ড

boighar.com

ক্রোধ দিয়ে। সতেরো জন অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, বলা যায় লুকোচুরি খেলতে খেলতে সে যখন ক্ষুধা, পিপাসা আর ক্লান্তিতে মর মর হয়েছে, ঠিক সে সময় মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে মরুভূমিতে মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর তীব্র যন্ত্রণায় কাতর মুখটি। ওর পেছনের ট্রেইলের কোনও এক জায়গায় পড়েছিল স্ত্রী আর শিশুসন্তানের মৃতদেহ। রায়ান কথা দিয়েছিল ওই অ্যাপাচিকে সে খুঁজে বের করে হত্যা করে এর বদলা নেবেই।

বন্ধুকে কবর দিয়ে ওর মৃত স্ত্রী-সন্তানের মৃতদেহ খুঁজে বের করে সে। তাদেরও কবর দেয়। তারপর পিছু নেয় ওই অ্যাপাচির। দুরন্ত ক্রোধে ধাওয়া করতে করতে ওর এলাকায় পৌঁছে ওর নাগাল পায় সে। তারপর খুন করে। এরপরই সতেরো জন অ্যাপাচি পিছু ধাওয়া করে ওকে। মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে কথা দিয়েছিল সে প্রতিশোধ নেবে। সে কথা রেখেছে ও। তারপর নিজেও বেঁচে এসেছে প্রায় অলঙ্ঘনীয় এক মৃত্যুর ঘেরাটোপ থেকে। যতটা না সাহস, শক্তি আর দক্ষতা দিয়ে, তার চেয়ে বেশি ইচ্ছাশক্তি বলে।

রায়ানের এখনকার অবস্থাও সেরকম ভয়াবহ। এখানে তাকে উদ্ধার করার জন্যে কেউ আসবে না। জনহীন মরুভূমিতে কারও সাহায্যের প্রত্যাশা করার কোনও কারণ নেই। এ-অবস্থায় মৃত্যুই শেষ পরিণতি। কিন্তু জন রায়ান কোনও কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ে না। যারা তার এ অবস্থা করেছে, তাদের সে চেনে না। ওদের কাছে কোনও ঋণ ছিল না ওর। কিন্তু এরপরও সম্পূর্ণ বিনা কারণেই ওরা তাকে অসহনীয় এক কষ্টকর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওদের এই ধৃষ্টতার শোধ না তুলে সে মরে কেমন করে? এরকম দুরাচারের প্রতিকার না করে মরাটাও তো অন্যায় হবে ওর।

নিজের ভেতর প্রচণ্ড ক্রোধ আর দুরন্ত এক ইচ্ছাশক্তি টের পাচ্ছে রায়ান। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও এই অর্থহীন

মৃত্যুকে প্রবল তেজে অস্বীকার করতে চাইছে ওর মন। হাল ছেড়ে দেয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। সে এখান থেকে বেঁচে ফিরবে এবং যারা তার এ-অবস্থা করেছে, তাদের এর মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবে। ওরা জানে না ওরা যার গায়ে হাত তুলেছে, তার নাম জন আব্রাহাম রায়ান।

কষ্ট হচ্ছে খুব। কিন্তু পাত্তা দিতে চাইছে না সে। প্রাণান্তকর চেষ্টায় মাথা ঘোরাচ্ছে চারদিকে। দেখতে চাইছে ঠিক কোন্ ধরনের জায়গায় ওরা ওকে ফেলে গিয়েছে। জায়গাটা উঁচু-নিচু নয়, সমতলই মনে হচ্ছে। এখানে সেখানে ভাঙাচোরা পাথরের চাঁই আর এলোমেলো পাইনের ছড়াছড়ি। মাথার পেছনের অংশে কী আছে দেখার জন্যে এক অসম্ভব চেষ্টা চালাচ্ছে ও। অতি কষ্টে এপাশ-ওপাশ করল। মাথাকে যতটা সম্ভব ঘোরানো যায় ঘোরাবার চেষ্টা করল। তাতে অবশ্য খুব বেশি কাজ হলো না। তবে এটুকু আন্দাজ করতে পারল যে, বাঁচার জন্যে চেষ্টা চালানোর মত কিছু না কিছু উপায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কথাটা বুঝতে পেরে মনে কিছুটা স্বস্তি পেল রায়ান।

জায়গা থেকে নড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে ও। কিন্তু শরীরে অসহ্য ব্যথার কারণে খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না। ব্যথা আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে ঢিল দিল না সে। দাঁতে দাঁত কামড়ে সহ্য করছে। আস্তে আস্তে ইঞ্চি ইঞ্চি করে জায়গা থেকে নড়ার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে কয়েক ফুট সরে গেল জায়গা থেকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বিশ্রাম নিতে লাগল রায়ান। খানিকক্ষণ পর আবার চেষ্টা চালাল। কয়েক ফুট এগিয়ে আবার বিশ্রাম নিল। আরও প্রায় মিনিটপাঁচেক পরে পুরোটা ঘুরে গেল। এখন তার পা যেদিকে আগে মাথা ছিল সেদিকে।

'হুঁ,' কোলা ব্যাঙের মত ঘোঁৎ শব্দ বেরোল ওর মুখ থেকে। 'এবার মনে হয়, একটা উপায় খুঁজে বের করতে পারব।'

boighar.com

ব্যথা, পরিশ্রম আর উদ্বেগে গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেছে ওর। গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভ নড়তে চাইছে না। পিপাসায় বুকের ভেতরটা যেন খাঁ খাঁ করছে। তবে এসব অসুবিধেকে পাত্তা দিচ্ছে না সে। ওর কাছ থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা অ্যারোয়ো। আর অ্যারোয়ো মানে হলো একটা ভাল আশ্রয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, অ্যারোয়োর ভেতরে শুয়ে নিশ্চিন্তে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে। খোলা মরুভূমিতে রোদে শুকিয়ে মরার চেয়ে ছায়াময় একটা জায়গা বেছে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করাটা কিছুটা হলেও আরামের। তবে রায়ান এখনই হাল ছেড়ে দিচ্ছে না। যতক্ষণ নাক দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চলবে, ততক্ষণ হাল ছেড়ে দেয়ার কথা ভাববে না সে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রায়ান। ধীরে ধীরে গড়াতে শুরু করল অ্যারোয়োর দিকে। কিন্তু মিনিটখানেক গড়িয়ে যেতেই অসহযোগিতা শুরু করল শরীর ও মন দুটোই। মনে হচ্ছে স্রেফ পণ্ডশ্রম। সে কখনও ওই অ্যারোয়োর কাছে পৌঁছাতে পারবে না; তার আগেই জ্ঞান হারাবে এবং সে-অবস্থায় মারা যাবে।

কিন্তু বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছের কাছে হার মানল শারীরিক যন্ত্রণা আর মানসিক অনীহা। বুড়ো দাদু ম্যাক রায়ানের কথা মনে পড়ল। দাদু গল্প শেষ করে বলত, 'বাছা, আশা ছাড়বি না কখনও। তা হলে দেখবি একটা না একটা উপায় বেরিয়ে পড়েছে।'

আস্তে আস্তে গড়াতে গড়াতে প্রায় মিনিট দশেক পরে অ্যারোয়োর পাড়ে গিয়ে পৌঁছাল রায়ান। তাকাল নীচের দিকে। পাড়টা খাড়া নয়, ঢালু। তবে অসংখ্য পাথরের টুকরো মাথা জাগিয়ে আছে। ধারালো পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে নামতে গেলে শরীর কেটে ফালা ফালা হয়ে যাবে। কিন্তু নামার জন্য আর কোনও উপায় দেখছে না সে।

ধারালো পাথর! সম্ভাবনাটা বিদ্যুৎঝলকের মতই মাথায় এল

রায়ানের। ওর দরকার এই ধারালো পাথরই।

তীক্ষ্ম চোখে পরখ করতে শুরু করল সে পাথরগুলোকে। বেশির ভাগই মাটিতে পোঁতা। ওর দরকার এমন একটি পাথর, যেটির এক প্রান্ত ধারালো এবং প্রান্তটি মাটি থেকে আলগা। আবার অন্য প্রান্তটি মাটিতে ভালভাবে গাঁথা। শুধু তাই নয়, আলগা প্রান্তটি ভূমি থেকে বেশি উঁচু হলেও চলবে না। অনেক দেখে শুনে একটা পাথর বাছাই করল সে। পাথরটা একদম অ্যারোয়োর তলার কাছাকাছি। মাটি থেকে কতটা উঁচু ওপর থেকে সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবে পাথরটির প্রান্ত দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওটায় ঘষে দড়ি কাটা সম্ভব। ওটা আসলে গ্রানিট পাথরের একটা চ্যাপটা টুকরো। বেশির ভাগ মাটিতে গেঁথে আছে আর ওপরের প্রান্ত দিনে দিনে বিভিন্ন কারণে ক্ষয় হতে হতে বর্তমানের ধারালো আকার ধারণ করেছে।

পাথরটা একদম অ্যারোয়োর তলায়। ওটার কাছে যেতে হলে অনেকগুলো পাথর ডিঙিয়ে যেতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যারোয়োর তলায় যাওয়া নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার কিছুই ছিল না। স্রেফ হেঁটে চলে গেলেই হতো। কিন্তু এখন ওর জন্যে সেটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। হাত-পা বাঁধা শোয়া অবস্থায় গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে হবে। পাড় থেকে তলা পর্যন্ত ঢালু। এই ঢালটুকু পেরোতে গিয়ে তাকে গড়াতে হবে অসংখ্য পাথরের ওপর দিয়ে। সেগুলোর চোখা মাথার ঘায়ে তার সারা রক্তাক্ত হবে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে গায়ের কাপড়চোপড়। কিন্তু উপায় নেই। এ-অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে তাকে ওই কাজটাই করতে হবে। তবু নতুন করে ব্যথা পাওয়ার কথা ভাবতে গা শিউরে উঠছে।

ইতোমধ্যে কাঁচা চামড়ার রশি শুকিয়ে আরও চেপে বসতে শুরু করেছে। হাত-পা টন টন করছে ওর। উত্তপ্ত সূর্য যেন তার শরীর থেকে সব রস শুষে নিচ্ছে।

সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল সে। আরেকটু

boighar.com

গড়িয়ে নিজেকে একদম কিনারে নিয়ে গেল। শরীরের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিস্ফোরিত হচ্ছে। গোঙাচ্ছে সে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। গড়াতে শুরু করল।

পাথরের প্রথম খোঁচাটা খেল ও নাকে। তীব্র ব্যথায় মনে হলো নাকের হাড় ভেঙে গেছে যেন। ফুঁপিয়ে উঠল ও। পরক্ষণেই আরেকটা খোঁচা খেল একই জায়গায়। চোখে অন্ধকার দেখল রায়ান। শরীর থেমে যেতে চাইছে। কিন্তু ঢালু জায়গা বলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

পরের আঘাতটা পেল মাথায়। এর পরেরটা গলায়। তারপর ঘাড়ে। একের পর এক ব্যথায় জ্ঞান হারানোর মত হলো ওর। যখন মনে হলো, ও আর পারছে না, মরে যাচ্ছে, তখনই থামল ওর শরীর। পড়ে পড়ে গোঙাতে লাগল ও, হাঁ করে নিঃশ্বাস টানতে লাগল। শরীরের ঝাপটায় উড়ন্ত ধুলো গলায় ঢুকে খকখক করে কাশতে শুরু করল। গলা এবং নাকে পাথরের খোঁচাটা বেশ গভীর হয়েছে। রক্তপাত টের পাচ্ছে সে। চোখ মেলল। যে-পাথরটা লক্ষ্য করে সে নেমে এসেছিল ওপর থেকে, সেটার পাশে এখন ওর শরীর।

পাথরটা দেখল রায়ান। ভূমি থেকে ফুটতিনেক ওপরে ওটার ধারালো প্রান্তটা। পাথরটা যেন ওকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওটার ধারালো প্রান্তটাকে রশি কাটার কাজে ব্যবহার করার জন্যে। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে, ও মারা যাচ্ছে কিংবা মারা না গেলেও যেভাবে আছে, সেখান থেকে একচুল নড়ার শক্তিও নেই। তাছাড়া অতটা উঁচু প্রান্তে সে কীভাবে শোয়া অবস্থায় হাতদুটো তুলবে বুঝতে পারছে না। এটা অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব কি সম্ভব তা নিয়ে ভাবছে না রায়ান। ওর মাথায় কেবল একটাই চিন্তা। ওই পাথর দিয়ে রশি কেটে ওকে মুক্ত হতে হবে। এবং সেটা এখুনি। তা করতে না পারলে নির্ঘাত মৃত্যু।

বন্ধনমুক্ত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা তার শারীরিক যন্ত্রণাকে চাপা দিল যেন। শোয়া অবস্থায় পাথরের ওপরের প্রান্তের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। নানা রকম কসরত শুরু করল উঠে দাঁড়ানোর জন্য। কাজটা কঠিন। কোনোভাবেই জুত করতে পারছে না রায়ান। ঘামছে দর দর করে। চোখ জ্বালা করছে। একেকবার মনে হচ্ছে সে কোনোভাবেই পাথরের প্রান্ত বরাবর হাতদুটো নিয়ে যেতে পারবে না। পাথরটা আরেকটু নিচু হলে অবশ্য এ-সমস্যা হতো না। অবশ্য শারীরিক ব্যথাটাও তাকে কাজটা সহজে করতে দিচ্ছে না।

তবে হাল ছাড়ছে না ও। দাঁড়ানোর আগে ওকে আগে উঠে বসতে হবে। কিন্তু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উঠে বসাটাও কঠিন। বসতে হলে ওকে হাতের ভর দিতে হবে ভূমির ওপর। কিন্তু ওর হাতদুটো সামনে একত্র করে বাঁধা। ওদিকে পাদুটোকেও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বার কয়েক চেষ্টা করল মোচড় দিয়ে শরীরটাকে তুলে ধরতে। কিন্তু কাজটা অসম্ভব বোধ হওয়ায় সে-চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল।

ক্লান্তি আর যন্ত্রণায় জান বেরিয়ে যাচ্ছে রায়ানের। তবে হতাশ হচ্ছে না। জানে, হতাশ হলে মাথা ঠিকমত কাজ করবে না। সম্ভাবনার ছোটখাট দিকগুলো তা হলে দেখতে পাবে না। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে যত কঠিনই মনে হোক, ও জানে, কোথাও না কোথাও একটা উপায় বেরিয়ে আসবে। এখন সেটাই আগে খুঁজে বের করতে হবে। মিনিটপাঁচেক বিশ্রাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রায়ান। সমস্যাটাকে খতিয়ে দেখা দরকার। সেইসঙ্গে নিজের অবস্থানটাও বুঝতে হবে।

সে এখন পাথরের গোড়ায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। হাতদুটো বাঁধা বুকের ওপর। ওদিকে দু'পা একত্র করে বাঁধা। সুতরাং হাত বা পায়ে ভর দিয়ে চিৎ অবস্থা থেকে উঠে বসা সম্ভব হচ্ছে না। নিজেকে স্রেফ একটা উল্টে দেয়া তেলাপোকার মত মনে হচ্ছে

boighar.com

ওর। না, একটু পার্থক্য আছে। তেলাপোকা চিৎ হয়ে পড়লেও নিজের পাগুলো নাড়াতে পারে। কিন্তু চিৎ হয়ে থাকা রায়ান হাত-পা কোনোটাই কাজে লাগাতে পারছে না। ধরতে গেলে তেলাপোকার চেয়ে খারাপ অবস্থা ওর।

উপমাটা মনে আসায় এমন অবস্থায়ও হাসি পেয়ে গেল ওর। এতে অবশ্য কিছুটা লাভও হলো। মনে মনে কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল সে। হাসির কারণে সেটা কেটে গেল।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর আবার চেষ্টা চালাল রায়ান। এতক্ষণ ধরে পাথরের সমান্তরালে পড়েছিল ও। এবার গড়ান দিয়ে সরে গেল কিছুটা। পিঠে ঘষটে ঘষটে পা-গুলো সরিয়ে নিল পাথরের কাছ থেকে। মাথাটাকে এনে লাগাল পাথরের সঙ্গে। আস্তে আস্তে আলগা করল মাথা। তারপর পিঠে ঘষটাতে ঘষটাতে পাথরের গায়ে রাখল মাথা। সেভাবে শুয়ে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। মাথাটা আবার আলগা করল। আরেকটু উঁচিয়ে তুলে পাথরে গায়ে আবার ঠেক দিল। এবার ওর ঘাড় লাগল পাথরের গায়ে। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে কাজটা করতে। তবে আস্তে আস্তে আশাবাদী হয়ে উঠছে সাফল্যের ব্যাপারে। এভাবে বারকয়েকের চেষ্টায় পাথরের গায়ে পিঠ রেখে বসতে সফল হলো সে। বসে বসে হাঁফাতে লাগল কুকুরের মত জিভ বের করে।

আচমকা যেন শারীরিক ব্যথা-বেদনা কমে গেছে রায়ানের। এতক্ষণ যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিল তার কিছুই যেন আর নেই। আসলে মুক্তির কাছাকাছি এসে ওর ভেতরে যেন অন্যরকম এক শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। মৃত্যুর আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার পর এখন এক দুর্ধর্ষ মানুষ ও। এমন অভিজ্ঞতা অবশ্য ওর আগেও হয়েছে। আরও অনেকবার, বিপদ কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা টের পেতেই নিজের ভেতর অমিত এক শক্তির অস্তিত্ব টের পেয়েছে।

ওর পরবর্তী লক্ষ্য হলো উঠে দাঁড়ানো। এটা অবশ্য খুব বেশি কঠিন হলো। হাত-পা বাঁধা থাকা সত্ত্বেও পাথরের গায়ে পিঠ

ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর অতি কষ্টে নিজেকে ফেরাল পাথরের দিকে।

ওর জন্যে বসে থাকা অবস্থায় পাথরের প্রান্তটা উঁচু হয়ে যায়, আবার দাঁড়ানো অবস্থায় বেশ নিচু হয়ে যায়। সুতরাং পাথরের ধারালো আগাকে রশি কাটার কাজে লাগানোর জন্যে রায়ানকে কুঁজো হয়ে দাঁড়াতে হলো।

বেছে বেছে পাথরের আগার যে অংশটা সবচেয়ে ধারালো মনে হলো, সেখানে অনেক কষ্টে রশিবাঁধা হাতদুটো তুলল। তারপর ঘষতে শুরু করল।

boighar.com

কাজটা যে কতটা কঠিন, ঘষতে গিয়ে টের পেল রায়ান। গরুর কাঁচা চামড়ার রশি আস্তে আস্তে শুকোতে শুরু করেছে। চামড়া কেটে বসে গেছে প্রায়। পাথরে ঘষতে গিয়ে দেখল রশির আগে নিজের হাতের চামড়ায় কেটে ছিঁড়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ভাবে বাঁকানো শরীর ক্লান্তিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাতের চামড়া কেটে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। হাতের পেশি কুঁচকে আসছে। ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে হাত। কিন্তু তারপরও থামতে পারছে না। জানে, বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে হলে তাকে গরুর চামড়ার রশি কাটতেই হবে। কাটতে না পারলে এই পাথরের গোড়ায় পড়েই মরতে হবে।

মুক্ত হওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিই যেন ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ওর প্রাণান্তকর চেষ্টা ব্যর্থ হলো না। রশির একটা প্যাঁচ কাটতে পারল। এতক্ষণ ধরে বন্ধ করে রাখা নিঃশ্বাস সশব্দে বেরিয়ে এল নাক থেকে, অনেকটা ফোঁপানোর মত করে।

মিনিটদুয়েক বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করল সে। এখন যেন আর আগের মত কঠিন মনে হচ্ছে না কাজটা। এক ঘণ্টার মধ্যে হাতের বাঁধন কেটে ফেলল রায়ান।

হাতদুটো নিঃসাড় হয়ে গেছে। ডলে ডলে ওগুলোতে সাড়া

আনার চেষ্টা করল রায়ান। হাতের পরিচর্যায় প্রায় মিনিট দশেক ব্যয় করল সে।

এবার পা। হাত দিয়ে পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করল সে প্রথমে। গিঁঠ খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁধন যেভাবে এঁটে বসেছে, বোঝা গেল অশক্ত দুর্বল হাতে তা খোলা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাটতে হবে।

ছুরির মত ব্যবহার করার জন্যে একটা আলগা পাথর খুঁজে বের করতে রীতিমত বেগ পেতে হলো রায়ানকে। মুক্ত হাতদুটো ব্যবহার করে পা চেঁছড়াতে চেঁছড়াতে হামাগুড়ি দিতে লাগল ও। প্রায় আধা ঘণ্টা পর খুঁজে পেতে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা মোটামুটি ধারালো একটা পাথর পেয়ে গেল ও।

হামাগুড়ি দিয়ে ফের আগের পাথরটার কাছে চলে এল ও। হেলান দিয়ে বসল। তারপর ধীরে সুস্থে পায়ের বাঁধনের দিকে নজর দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে গরুর কাঁচা চামড়ার শেষ প্যাঁচটিও কেটে ফেলল সে। আহ্, এখন সে মুক্ত।

## পাঁচ

দু'দিন পর। ডিপ টাউনের একটা ছোট্ট মুদি দোকানের ভেতর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রায়ান। ডিপ টাউনকে আসলে শহর বলা যাবে না। বাইসনের মাইলবিশেক আগে খান দু'তিন দোকান নিয়ে এটা টিকে আছে। আসলে বাইসন শহরটা গড়ে ওঠার আগে

এদিকে এটাই ছিল মূল শহর। পরে সুবিধেজনক বিবেচনা করে শহরটা বাইসনের দিকে সরে যায়। ডিপ টাউন ছাড়া বাইসনের কাছে পিঠে একশ' মাইলের মধ্যে আর কোনও শহর বা দোকানপাট নেই।

ডিপ টাউনের কথা জানত রায়ান। আসার সময় শহরটার পাশ ঘেঁষেই এসেছিল। ইচ্ছে করলে ওখানেই থামতে পারত। কিন্তু বড় শহরটায় থামবে বলে ওখানে থামেনি।

রায়ানের ফোলা, রক্তমাখা বীভৎস মুখ দেখে আঁতকে উঠল নিগ্রো দোকানদার। 'সাহ্!'

ওর হাতে-পায়েও রক্ত। গরুর চামড়া থেকে লাগা রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। সারা শরীরে মারের দাগ, কালসিটে পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও চামড়া কেটে গিয়ে দগদগে ঘা। পোশাক ছেঁড়াখোঁড়া, রক্ত আর কাদা মেখে নোংরা।

নিগ্রো দোকানদারের উৎকণ্ঠাকে পাত্তা দিল না রায়ান। প্রথমেই বলল, 'গোসল। খাবার। এক্ষুণি।'

'আইরিন,' হাঁক দিল দোকানদার। একটা খালি গ্লাস হাতে তুলে নিল। তারপর কী করবে বুঝতে না পেরে যেন ওটাকে মাজতে শুরু করল।

দরজার মুখে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, কারও এমন অবস্থা হতে পারে। মনে হচ্ছে, এই মাত্র নরক থেকে পালিয়ে এসেছে লোকটা। 'আইরিন,' আবার হাঁক দিল সে। 'বেরিয়ে এসো এদিকে।'

ভেতর দিকের দরজা মুখে একটা ইণ্ডিয়ান মেয়ে এসে দাঁড়াল। একটা পুরনো কম্বল কেটে পর্দার মত করা হয়েছে ওখানে। রায়ানের দিকে স্থির চোখে কয়েক সেকেণ্ড তাকাল মেয়েটা। তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল পর্দার ওপাশে।

মিনিটকয়েক পর আবার দেখা গেল মেয়েটিকে। হাতে এক বালতি পানি। রায়ানের কাছে এসে নিঃসঙ্কোচে আরেক হাতে

boighar.com

রায়ানের একটা বাহু ধরে মাঝখানের দরজা দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পেছনের খোলা জায়গাটায় দাঁড়াল। একটা গাছের কাটা গোড়াকে বসার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হয় ওখানে। ওই গোড়ার ওপর বসিয়ে দিল রায়ানকে।

একটু পরে বেরিয়ে এল দোকানদার নিজেও। রায়ানের একদম কাছে এসে বলল, 'সাহ্, আপনার এ অবস্থা কেন? মনে হয় ইনজুনদের হাতে পড়েছিলেন? দেখে মনে হচ্ছে, আগে আপনার গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে তারপর আগুনে ঝলসানো হয়েছে!'

ওর উদ্বেগের জবাবে কিছু বলল না রায়ান। মেয়েটি তখন ওর গায়ের জামা খুলে নিয়ে ওকে গোসল করাতে শুরু করেছে। ওর সাবধানী হাতের সযত্ন ডলায়ও ব্যথায় শিউরে উঠছে সে। মনে হচ্ছে, কথা বললে ব্যথা আরও বেড়ে যাবে।

চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছে মেয়েটি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে যাকে সে গোসল করাচ্ছে, তার এ-অবস্থা কী করে হয়েছে, তা জানার কোনও কৌতূহলই ওর নেই।

ও আসলে একটা কথা ভাবছে। আজ বছর দুই ধরে নিগ্রো দোকানদার বায়েকের দোকানে কাজ করছে ও। লোকটার পরিবার নেই। বিয়েই করেনি। সেটা অবশ্য ওর অনুমান। তবে ওর স্ত্রী-পুত্র আছে, এমন কোনও আভাস পায়নি। কখনও লোকটা নিজের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেনি। তবে আইরিন জানে, লোকটা ওকে মেয়ের মত ভালবাসে। সেটা অবশ্য কোনোদিন মুখে বলেনি সে। কিন্তু আইরিন সেটা ঠিকই বুঝতে পারে।

বছরসাতেক আগে সে অ্যাপাচিদের হাতে বন্দি একজন শ্বেতাঙ্গকে দেখেছিল। লোকটাকে হরিণের চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে রোদে ফেলে রাখা হয়েছিল। দিনের পর দিন উত্তপ্ত রোদে

চিৎ হয়ে পড়েছিল লোকটা। কোনও খাবার দেয়া হয়নি ওকে। এর বেশি অত্যাচার অবশ্য করেনি অ্যাপাচিরা। তারা আসলে দেখতে চেয়েছিল, একজন লোক অভুক্ত অবস্থায় কতদিন বেঁচে থাকতে পারে।

আইরিনের বয়স তখন বারো কি তেরো। নিজের লোকদের এমন নৃশংসতা সহ্য করতে পারেনি ও। শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে গোপনে খাবার দিত। নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে আসত নিজের লোকদের চোখ এড়িয়ে। প্রথম যেদিন সে লোকটার জন্যে খাবার নিয়ে যায়, লোকটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিড়বিড় করে কী যেন বলেছিল, আইরিন বুঝতে পারেনি। তবে এটা বুঝেছে যে, লোকটা তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। খাবার অবশ্য তেমন কিছু না। তবে প্রাণ বাঁচানোর মত।

শিগগিরই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। আইরিনের বাবা ছিল না। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এক লড়াইয়ে মারা গিয়েছিল। আর মা তখন আরেকজনকে বিয়ে করে তার সঙ্গে চলে যায়। গোত্রের যুবকরা আইরিনকে প্রচুর নির্যাতন করল এ-অপরাধের জন্যে। লোকটাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কিন্তু আইরিন মস্ত বড় এক ছোরা নিয়ে শ্বেতাঙ্গ লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হুমকি দিল, যে লোকটিকে মারতে আসবে, তাকে খুন করবে।

তবে অ্যাপাচি ছেলে ছোকরা-রা মাথা গরম করলেও তাদের দলপতি অবশ্য খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করল। প্রবীণ কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে আইরিনকে বলল, সে শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে গোপনে খেতে দিয়ে মারাত্মক অপরাধ করেছে। খাদ্যের দেবতা এটা কখনও সহ্য করবে না। সে অ্যাপাচিদের মেয়ে হলেও এখন আর তাদের মধ্যে নেই। গোত্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে সবাইকে অমান্য করেছে। সুতরাং তাকে আর গোত্রের মধ্যে রাখা যাবে না। সিদ্ধান্ত হলো, বন্দি শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং আইরিনকেও গোত্র থেকে বের

boighar.com

করে দেয়া হবে।

বন্দিকে তার কেড়ে নেয়া ঘোড়াটা দিয়ে দিল অ্যাপাচিরা। যাওয়ার সময় আইরিনকে সঙ্গে নিয়ে এল লোকটা। লোকটা ছিল একজন স্প্যানিশ।

আইরিনের নাম তখন আইরিন ছিল না। ওর নাম ছিল তে পিয়া। তে পিয়াকে নিয়ে মোরায় চলে এল আলেসান্দ্রো নামের ওই লোকটি। লোকটির পরিবার-পরিজন ছিল না। মোরায় সে তার এক বন্ধুর পরিবারে রেখে গেল সে তে পিয়াকে। বন্ধু লোকটাও ছিল ভদ্রলোক। তে পিয়াকে কাজের মেয়ে হিসেবে রাখা হলেও শীঘ্রি ওর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিনয়ী আচরণে মুগ্ধ হয়ে নিজের সন্তানের মত করেই মানুষ করতে শুরু করে। লেখাপড়াও শেখাতে থাকে। ওরাই ওর ইণ্ডিয়ান নাম পাল্টে আইরিন রাখে। সেটা অবশ্য আইরিনকে জিজ্ঞেস করেই। আইরিন খুব দ্রুত স্প্যানিশ ভাষাটা শিখে ফেলে।

কাজের মেয়ে হিসেবে থাকলেও স্প্যানিশ কায়দা-কানুন শিখতে তার বেশিদিন লাগেনি। অবশ্য ওই পরিবারটির সহৃদয়তা ও সৌজন্যের কারণে সে যে আসলে কাজের মেয়ে এটা তার মনেও থাকত না। ওই পরিবারটির সঙ্গে বছর পাঁচেক ভালই কেটেছিল আইরিনের।

ওই পরিবারের বড় ছেলের নাম ছিল পেদ্রো। বয়সে আইরিনের চেয়ে বছর পাঁচেক বড়। আইরিনের বয়স যখন সতেরো, বাইশ বছরের তরুণ যুবক পেদ্রো একদিন তাকে আড়ালে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

লম্বা চওড়া সুঠাম যুবক পেদ্রো। সুদর্শন। যে-কোনও মেয়েরেই ভাল লাগবে তাকে। আইরিনেরও ভাল লাগত। পেদ্রোর প্রগাঢ় চুমু শিহরণ জাগিয়েছিল ওর শরীরে। কিন্তু ছটফটিয়ে উঠে ওকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কাজটা তুমি ঠিক করনি, পেদ্রো। তোমার মা-বাবা এটা আশা করেন না নিশ্চয়ই?'

পেদ্রো তড়বড় করে বলেছিল, 'আ... আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

জবাবে কিছু বলেনি আইরিন। নিজেকে ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের কাজে চলে গিয়েছিল। এর দিনদশেক পরে ওই স্প্যানিশ পরিবারের মাকে একখানা চিঠি লিখে সবার অলক্ষ্যে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চিঠিতে অবশ্য সে পেদ্রোর চুমু খাওয়া এবং তাকে বিয়ে করতে চাওয়ার কথা উল্লেখ করেনি। শুধু লিখেছিল, দীর্ঘদিন পরে নিজের লোকদের কথা মনে পড়ায় ওদের কাছে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে।

পরিবারটিকে ছেড়ে আসতে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে সে। কিন্তু না এসেও উপায় ছিল না। ও জানত, পেদ্রো নাছোড়বান্দা। ওকে বুঝিয়ে শান্ত করা যাবে না। বেপরোয়া হয়ে উঠবে দিনের পর দিন। কিন্তু পেদ্রোর উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে ছিল না ওর। ও জানত, এটা পুরুষের সাময়িক আবেগ। সামাজিকভাবে পেদ্রোরা এত উপরে যে, সেখানে একটা ইণ্ডিয়ান মেয়েকে নিয়ে ঘর করার কথা ভাবাই যায় না। তার ওপর ঘরের কাজের মেয়ে।

এভাবে না বলে চলে আসায় পেদ্রোর মা-বাবা নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছেন, তাকে হয়তো অকৃতজ্ঞও ভেবেছেন। কিন্তু আইরিনের আর কিছুই করার ছিল না। বলে-কয়ে আসতে হলে তাকে একটা কারণ দেখাতে হতো। পেদ্রোর ব্যাপারটা কারণ হিসেবে কীভাবে নিতেন তাঁরা কে জানে? তবে ওর মনে হয়, ভাল একটা সমস্যা তৈরি হতো স্প্যানিশ পরিবারটিতে।

মোরা থেকে স্টেজকোচে চড়ে আরও পশ্চিমে আলবেরো নামের একটা ছোট্ট শহরে চলে আসে আইরিন। সে একজন রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ে। শ্বেতাঙ্গদের শহরে তার অবস্থান ও চলাফেরা দুটোই অস্বাভাবিক। তবু স্প্যানিশ পরিবারে পাঁচ বছর থাকার দরুণ ওর আচার-ব্যবহারে রেড ইণ্ডিয়ানদের কোনও ছাপই আর ছিল না। বরং একটা স্প্যানিশ আভিজাত্যের আস্তর পড়েছিল ওর

boighar.com

চরিত্রে। তাছাড়া স্প্যানিশ ভাষাটাও চমৎকারভাবে আয়ত্ত্ব করেছিল সে। ফলে খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয়নি। আর ওর অ্যাপাচি ধাঁচের মুখটা ছাড়া ওকে রেড ইণ্ডিয়ান ভাবারও কোনও উপায় ছিল না। একজন চমৎকার স্প্যানিশ তরুণী হিসেবে অনায়াসেই নিজেকে চালিয়ে দিতে পারত সে।

আলবেরোয় একজন স্প্যানিশ বারটেণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় হয় আইরিনের। শ্বেতাঙ্গদের রান্নাটাও ভালই শিখেছিল সে। স্প্যানিশ ধাঁচের ইনজুন মেয়েটার মুখে নিজের দেশের অভিজাত পরিবারের কেতাদুরস্ত ভাষা আর আচরণ দেখে ভাল লেগে গিয়েছিল দোকানি আলবার্তোর। ওর দোকানেই রাঁধুনির কাজ পেয়ে যায় আইরিন।

ওখানেই হয়তো বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত সে। কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। বছরদুয়েক পরে এক উচ্ছৃঙ্খল কাউবয়ের গুলিতে মারা যায় আলবার্তো। ওর দোকানের ভার পড়ে নিগ্রো কর্মচারী সিম বায়েকের ওপর। বায়েক বছরখানেক দোকান চালায়। পরে ওর হাত থেকে দোকানের ভার নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় আলবার্তোর পরিবার। বায়েক চাকরি ছেড়ে দেয়। ওর হাতে কিছু টাকা-পয়সা ছিল। আলবেরো ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয় সে। ইচ্ছে, নিজেই দোকানদারি করবে। আইরিনের আচার-ব্যবহারে ওর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল মধ্যবয়সী বায়েক। ওকে নিজের মেয়ের মতই দেখত নিগ্রো লোকটা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আইরিনকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানায় ও। দু'দিন পর আইরিন ওকে জানায়, বায়েক চাইলে সে তার নতুন দোকানে কাজ করতে আগ্রহী। বায়েক সানন্দে রাজি হয়ে যায়।

বছরদুই আগে বাইসনের বিশ মাইলের মধ্যে ছোট্ট এই শহরটায় আসে বায়েক। দু'জনে মিলে এই দোকানটি চালাচ্ছে তারা। বেচাবিক্রি যা হয়. তাতে খানাখরচাটা হয়ে যাচ্ছে।

আশপাশের দু'চারটি ছোটখাট র‍্যাঞ্চই তাদের নিয়মিত খদ্দের।

রায়ানকে দেখে আইরিন যা ভাবছে তা হলো, নিষ্ঠুরতায় শ্বেতাঙ্গরাও কম যায় না। একজন অ্যাপাচি যখন একজন শ্বেতাঙ্গের ওপর নির্যাতন চালায়, সেটা যতটা না ক্রোধ, তারচেয়ে বেশি কৌতূহলের বশে। তারা জানতে চায়, তাদের বন্দি কতটা ক্ষমতাবান। তাদের কাছে একজন মানুষের ক্ষমতা যাচাই করার মাপকাঠি হলো, লোকটা কতটা নির্যাতন সইতে পারে তার ওপর। যে-লোক নির্যাতন সইতে পারে মুখের চামড়া একটুও না কুঁচকে, তাকে অ্যাপাচিরা সমীহ করে; খুব বড় যোদ্ধা বলে স্বীকার করে নেয়। আর যে-লোক গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, তার প্রতি তাদের কোনও করুণা হয় না। তারা কাপুরুষকে মানুষ মনে করে না। তাকে হাসতে হাসতে খুন করে ফেলে।

কিন্তু এদিকে কোনও অ্যাপাচি নেই। সুতরাং সাদা চামড়ার এই লোকটার এই দুর্দশার জন্যে দায়ী তারই মত কিছু সাদা চামড়ার লোক। লোকার ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে ওরা। তারপর কাঁচা চামড়া দিয়ে হাত-পা বেঁধে মরার জন্যে ফেলে রেখে গেছে। সাদা চামড়ার লোকদের সঙ্গে আইরিন পাঁচ-ছয় বছর ধরে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে জানে, তারা কখনও অ্যাপাচিদের মত নিষ্ঠুর নির্যাতন করে না।

পুরো পাঁচদিন প্রবল জ্বরে প্রায় অচেতন অবস্থায় কেটেছে রায়ানের। তবে অচেতন অবস্থার মধ্যেও মাঝে মাঝে একজন নারীর অস্তিত্ব অনুভব করেছে নিজের শিয়রে। মাঝে মাঝে জ্বরের ঘোরে খেয়াল করেছে, ওর কপালে শান্ত একটা হাত রাখা। কখনও সারা শরীরে পরশ বুলিয়েছে ওই হাত, ঠাণ্ডা কিছু একটার প্রলেপ দিয়েছে ব্যথার জায়গা জায়গাগুলোতে।

পাঁচদিন পর জ্বর নেমে যায়। শরীরের ব্যথা-বেদনাও কমে আসে অনেকটা। তবে শরীর পুরোপুরি ফিট হতে মনে হয় সময়

boighar.com

লাগবে।

বাইসনে ওদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার পর থেকে এ-পর্যন্ত সময়টা নিয়ে ভাবছে রায়ান। ওরা ওকে সরাসরি খুন না করে এক অসহনীয় নির্যাতনের মধ্য দিয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। এটা নিষ্ঠুরতা। মানুষ মানুষকে খুন করে ফেলতে পারে। সেটা একটা অপরাধ। কোনও মানুষেরই বিনা কারণে কোনও মানুষকে খুন করার অধিকার নেই। আইনত সেটা দণ্ডনীয়। কিন্তু অপরাধ হলেও সেটাকে অমানবিকতার পর্যায়ে ফেলা যাবে না। কিন্তু কাউকে নির্মম নির্যাতন করাটা আইন ও মানবিকতা কোনোটাই সমর্থন করে না। মানবসভ্যতায় এটা একটা ঘৃণিত কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এরপরেও এ-কাজটা মানুষ করে থাকে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন ও বিকৃত একটা আনন্দের চরিতার্থ করবার জন্য। অবশ্য বর্বর সমাজে এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার মত বিবেচনাবোধ থাকে না। শিকারী রেড ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের তাদের এলাকায় অনুপ্রবেশকারী ভেবে থাকে। তাদের প্রতিরোধের জন্যে লড়ে। বন্দিকে নির্যাতন করে ক্ষোভের প্রশমন ঘটায়। কিন্তু বাইসনে ওরা যা করেছে, তার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। ও তাদের কোনও ক্ষতি করেনি যে, তারা প্রতিহিংসার বশে তাকে নির্যাতন করে এমন এক অমানুষিক যন্ত্রণার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। কিন্তু তারা তা করেছে এবং সেটা নেহাত বিকৃত আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে। রায়ান সে বিকৃত আনন্দের মাশুল গুণতে তাদের বাধ্য করবে।

ওর শরীরের যন্ত্রণা কমেছে। কিন্তু পেশি ও হাড়ের মধ্যে রয়ে গেছে তার ছাপ। শরীর আড়ষ্ট। নড়তে চড়তে ব্যথা জানান দেয়। পুরোপুরি ফিট হতে আরও সময় লাগবে।

ইণ্ডিয়ান মেয়েটাকে গভীর আগ্রহে লক্ষ করে রায়ান। চুপচাপ কাজ করে যায় মেয়েটা। খুব কমই কথা বলে। ইংরেজি জানে খুব সামান্যই। দোকানদার বায়েকের সঙ্গে ঝরঝরে স্প্যানিশ

ভাষায় ওকে কথা বলতে শুনেছে ও। বায়েকের কথা শুনে মনে হয়েছে, মেয়েটাকে যথেষ্ট সমীহ করে ও।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কী একটা ওষুধের মত নিয়ে এল মেয়েটা। ওষুধটা দেখিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'হাড়ে ব্যথা। ভাল। বেশি ভাল...'

রায়ান স্প্যানিশে বলল, 'তোমার নাম আইরিন। তুমি ইণ্ডিয়ান। অ্যাপাচি। অ্যাপাচি মেয়ের নাম আইরিন হয় না।'

থেমে গেল মেয়েটি। তারপর বলল, 'তাতে কী? অ্যাপাচিদের সাথে থাকলে তুমিও একটা অ্যাপাচি নাম পেয়ে যেতে পারো।'

'তার মানে তুমি স্প্যানিশদের সঙ্গে অনেকদিন ছিলে। তুমি ঠিক ওদের উচ্চারণেই কথা বলো।'

'পাঁচ বছর। নাও এখন শোও। ওষুধটা দিতে দাও।'

'কী ওষুধ এটা?'

'বন থেকে তুলে আনা উদ্ভিদের রস। আমরা ইণ্ডিয়ানরা জানি, কোন্ গাছের রস শারীরিক ব্যথা সারানোয় কাজ করে। শ্বেতাঙ্গদের মত আমাদের সমাজে পাস-করা ডাক্তার নেই।'

আরও দিনপাঁচেক বিশ্রাম নিল রায়ান। কীভাবে এ-অবস্থা হয়েছে আইরিনকে জানাল।

চুপচাপ সব কথা শুনে গেল আইরিন। তারপর জানতে চাইল, 'রাইসা কে?'

'আমার স্ত্রী ছিল। এখন নেই।' অবাক হলো রায়ান। 'চার-পাঁচদিন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান ছিলাম। প্রচুর প্রলাপ বকেছি, না?'

'এখন কোথায় তোমার বউ?'

'টেক্সাসে। কেমন আছে জানি না। কারণ মৃত্যুর পর মানুষ কেমন থাকে, তা জানা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।'

দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে রইল আইরিন। তারপর বলল,

boighar.com

'তুমি সুস্থ হয়ে বাইসন যাবে, না?'

মেয়েটির দিকে অপলক তাকাল রায়ান। জবাব দিল না।

## ছয়

বুটের ভেতর কিছু সোনার টুকরো লুকনো ছিল রায়ানের। টাকার হিসেবে নেহাত কম নয়। একটা পুরো আউটফিট কেনা যাবে। বেলারের দল ওগুলোর কথা জানত না। জানতে পারলে নির্ঘাত কেড়ে নিত। লোকগুলো আসলে নেহাত ছ্যাঁচড়া টাইপের। অপরিচিত একজন লোক দেখে নিজেদের বীরত্ব দেখানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। মারধর করে নিজেদের দুর্ধর্ষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। আর মাঝখানে ফাও হিসেবে পেয়ে গেছে ঘোড়া আর হোলস্টারসহ পিস্তলটা।

অস্ত্র নিয়ে বিশেষ কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই ওর। ব্যবহারের জন্যে একটা পেলেই হলো। দেখতে হবে যেন ওটা দিয়ে গুলি ছোঁড়া যায়। একটা পুরনো, বহুল ব্যবহৃত পয়েণ্ট ফোর ফোর কিনে নিল ও। ওটার হোলস্টারটাও চমৎকার মানিয়ে গেল ওর কোমরে। কোল্ট পয়েণ্ট ফোর ফাইভ মডেলের নতুন একটা হ্যাণ্ডগান কেনার আগে বেশ কিছুদিন ব্যবহার করা যাবে পয়েণ্ট ফোর ফোরটা।

একটা শটগান আর গুলি কিনল সে। ঘোড়াও কিনল একটা। ঘোড়াটা কেনার ব্যবস্থা করে দিল নিগ্রো দোকানদার বায়েক। বায়েকের এখনও ধারণা, অ্যাপাচিদের কবলে পড়েছিল রায়ান। রায়ান আইরিনকে বললেও ওকে জানাতে চায়নি। বায়েকের যদি

খদ্দেরদের সঙ্গে মন খুলে গল্প করার অভ্যাস থাকে, তা হলে সে-গল্প বাইসনে পৌঁছাতে একদিনও লাগবে না। কিন্তু রায়ান চায় না, বেলার-কেলাররা আগে ভাগে ওর খবর পেয়ে যাক। সে চায় ওদের সামনে যমদূতের মত হাজির হতে। ওরা ওকে বলেছে, সে নাকি ভুল লোকদের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে। রায়ান ওদের বুঝিয়ে দেবে মস্তানি করার জন্যে ওরাও ভুল লোককে বেছে নিয়েছিল।

দোকানদারকে বিশ্বাস করতে পারেনি রায়ান। কিন্তু লোকটার প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ওর দোকানেই থেকেছে সে। ওখানেই খেয়েছে। রায়ান সুস্থ হয়ে হিসেব করে দাম মিটিয়ে দিয়েছে ওকে। কিন্তু এর পরও ওর মনে হচ্ছে নিগ্রো দোকানদারের ঋণ শোধ করা ওর পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না। লোকটা ওর মুমূর্ষু অবস্থায় ওকে মানবিকতা দেখিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে। আসলে অবিশ্বাস নয়, বরং সতর্কতার অংশ হিসেবেই সে প্রকৃত ব্যাপারটা ওকে জানায়নি।

তবে রায়ান সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ আইরিন নামের ওই ইণ্ডিয়ান মেয়েটার ওপর। মেয়েটা অ্যাপাচি। কিন্তু চলনে-বলনে যেন এক অভিজাত স্প্যানিশ মহিলা। অসুস্থ অবস্থায় পরম মমতায় ওর সেবা-যত্ন করেছে। ওকে সঙ্গ দিয়েছে। মেয়েটা চমৎকার। বুদ্ধিমান, গম্ভীর। সজীব দু'চোখ অতলস্পর্শী।

হপ্তাখানেক পরের এক সন্ধে। বাইসনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট জলধারাটার পাশে বসে আছে রায়ান। ওর শরীর এখনও আগের শক্তি ফিরে পায়নি। তবে সেজন্যে শুয়ে-বসে বিশ্রাম নেয়ার দরকার মনে করছে না সে। যেটুকু শক্তি ফিরে পেয়েছে, তাতে কাজ চলবে বলে ভাবছে।

সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট্ট শহরটা মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'একটা বাতি জ্বলছে মিটমিট করে। তবে আকাশ থেকে নেমে আসা কালো অন্ধকারের বিরুদ্ধে মনে হচ্ছে না লড়াই চালিয়ে

boighar.com

খুব একটা সুবিধে করতে পারছে।

ছোট্ট পাহাড়ি ঝর্ণাটা কুলকুল করে বইছে। কিছুক্ষণ আগে ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে সারা গা রগড়ে রগড়ে গোসল করে নিয়েছে ও। ওর শরীর এখন ওই পাহাড়ি ঝর্ণাটার মতই শীতল। ওটার মৃদু ঝিরঝিরে স্রোতের মতই আরামের আবেশ তাতে। অপেক্ষা করছে রায়ান। কাজে নামার আগে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ চলছে মনে মনে।

সেলুনের লোকগুলো নিজেদের পান-ভোজন আর গল্পগুজব নিয়ে ব্যস্ত। রায়ানের ঘোড়ার খুরের শব্দ তাদের কানে ঢুকল না। রাস্তায় কয়েকটি পোস্টের সঙ্গে ডজনখানেক ঘোড়া বাঁধা। ব্যাটউইং দরজার ফাঁক দিয়ে কোল-অয়েল ল্যাম্পের আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

সেলুনের বাইরে একটা খুঁটির সঙ্গে নিজের মেয়ারটাকে বাঁধল রায়ান। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে পরখ করে নিল। তারপর চামড়ার থলে থেকে শটগানটা বের করে প্লাঙ্কওয়েতে পা রাখল। ওর হ্যাটটা কপালের দিকে নামানো। গত সাতদিন ধরে না কামানো মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। ওর বুটগুলোয় এখনও রক্তের দাগ। ইচ্ছে করে ওগুলো ধোয়নি সে। ব্যাটউইং ডোরের সামনে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ও।

সেলুনের ভেতরে পিয়ানোর ঝঙ্কার। মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ, টেবিলে টেবিলে তাস পেটানোর পটপট আর গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির টুংটাং শব্দ। থেকে থেকে দম ফাটানো হাসি আর হৈ-হুল্লোড়।

ব্যাটউইং ডোর ঠেলে সেলুনের দরজা জুড়ে দাঁড়াল রায়ান। ছ'ফুট লম্বা লোকটাকে দেখে আচমকা নীরবতা নেমে এল গমগমে সেলুনটায়। এমনকী কারও মুখে ফিসফিস শব্দটা পর্যন্ত শোনা গেল না। সবাই যেন মুহূর্তের নোটিসে বোবা হয়ে গেছে।

খদ্দেরদের ওপর চোখ বুলাল রায়ান। কাদের খুঁজছে সে

জানে। ওই লোকগুলোর চেহারা ওর মনে একদম খোদাই হয়ে আছে। প্রথম যাকে শনাক্ত করল, সে একদম সামনের সারিতে বসা। পর মুহূর্তে ওর চোখ পড়ল আরেকজনের ওপর। পোকার খেলছে লোকটা। ওর খেলার সঙ্গী দু'জনকে চিনতে পারল না। ওদের মারধরের সঙ্গী ছিল না এরা।

এবং এরপরেই পিট কেলার নামের লোকটাকে দেখতে পেল রায়ান। হ্যাংলা-পাতলা কালো চোখের বন্দুকবাজ দাঁড়িয়ে আছে বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে। হাতে মদের গ্লাস। ছোট ছোট চুমুকে গ্লাস শেষ করছে। ওর পাশে একটা মেয়ে। নিষ্প্রভ চোখের ক্লান্ত মেয়েটি। বেশ্যা সম্ভবত।

এক ঢোক উইস্কি মুখে নিয়ে সবার মত চোখ তুলল কেলারও। দেখল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে। চিনতে পারল না। তবে একদম অচেনাও মনে হচ্ছে না। কোথাও যেন দেখেছে এর আগে।

ফিসফিস শব্দ ছাপিয়ে আচমকা গমগম করে উঠল রায়ানের গলা, 'সাতজন লোক আমাকে মারধর করেছে। আমার ঘোড়াটা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাকে গরুর কাঁচা চামড়া দিয়ে হাত-পা বেঁধে মরুভূমিতে ফেলে এসেছে, যাতে আমি মরে গিয়ে শেয়াল-শকুনের খোরাক হই।'

প্রতিটি শব্দের ওপর আলাদা করে জোর দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল রায়ান। থামল তারপর। তীক্ষ্ম চোখে চাইল ঘরের ভেতর। সামান্যতম নড়াচড়ার আভাস পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'লোকগুলো ছিল *কে-বার*-এর। সেরকমই বলা হয়েছে আমাকে। আমি ওই ভদ্রলোকদের ঋণ চুকিয়ে দেয়ার জন্যে এসেছি। তারা ছাড়া বাকিরা সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেলে খুশি হব।'

আচমকা যেন একসাথে নড়ে উঠল পুরো কক্ষটি। চেয়ার সরানোর শব্দ শোনা গেল। দরজা জুড়ে দাঁড়ানো বিশাল লোকটাকে

boighar.com

চিনতে পেরেছে সবাই। গল্পটাও ওদের জানা। সবাই একযোগে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এরা নেহাত কাউবয়। বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে কাজ করে। অবসরটা ফুর্তি করে কাটানোর জন্যে এসেছে। এখানে অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে তাদের নেই।

রায়ানকে মারধরের সঙ্গে জড়িত তিনজনের মধ্যে একজন দরজার দিকে বেগে এগোল। রায়ান ওর দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, তুমি নও।' পিস্তল উঁচাল লোকটার দিকে। ওর মনে আছে, এই লোকটা ওকে বুকে লাথি মেরে স্পারের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল।

এবার কেলারের দিকে চোখ ফেরাল। যাকে বেরোতে বাধা দিয়েছিল, এটাকে একটা চমৎকার সুযোগ হিসেবে দেখল লোকটা। বিনা দ্বিধায় হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

ওর দিকে চাইবার কষ্টটুকুও করল না রায়ান। যেন মাছি তাড়াচ্ছে এভাবে হাত নাড়াতে দেখা গেল ওকে। চোখের পলক ফেলার আগেই শটগানটা উঁচিয়ে ধরল। পরমুহূর্তে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল সেলুনের ভেতরটা। পিস্তলে হাত দিতে যাওয়া লোকটা যেন উড়ে গিয়ে পড়ল বারের ওপর। সেখান থেকে দেয়ালে আছড়ে পড়ল।

এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু কেলারের ওপর থেকে এক পলকের জন্যেও চোখ সরেনি রায়ানের। ওর পেছনে টেবিলের কাছাকাছি বসা ছেলেটার দিকে চাইল এবার রায়ান। 'এই যে, হ্যাঁ, তোমাকে... তোমাকেই বলছি। এদিকে উঠে এসো। আমার সামনে এসে দাঁড়াও।'

একটু ইতস্তত করল ছেলেটা। কী করবে বুঝতে পারছে না। শেষে রায়ানের হাতের উদ্যত শটগান সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল ওকে। সঙ্গীর মৃতদেহের দিকে এক নজর তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল সে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল বিশালদেহীর কাছে।

'কাউবয়, সেদিন সকালে বার্নে তুমি আমার পাহারায় ছিলে। আমি তোমাকে কী বলেছিলাম তোমার মনে আছে?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল, একই সঙ্গে চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। রায়ান বলে চলল, 'আমি কিছুই ভুলিনি, বাছা। আমার মনে আছে, তুমি কীভাবে আমাকে মারধর করেছিলে। বলেছিলাম, আমি ছেড়ে দাও। আমি চলে যাই। তুমি তা করোনি। আমার অনুনয় তোমার কানে ঢোকেনি। মনে আছে তোমার?'

কোনও জবাব দিচ্ছে না ছেলেটা। ভয়ে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ।

'আমি তোমাকে খুন করতে আসিনি। তবে তোমাকে আমি আঘাত করব। না, আঘাত নয়, প্রত্যাঘাত। তোমার ওটা পাওনা হয়েছে। এখানে কোনও আইন-কানুন নেই। সুতরাং আমি যা বলি, তা-ই এখন আইন।'

হাত থেকে শটগানটা ফেলে দিল রায়ান। মেঝেয় পড়ল ওটা ধাতব শব্দ তুলে। এটাকে বিরাট সুযোগ হিসেবে নিল ছেলেটা। হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। ওর হাত কেবল পিস্তলের বাঁট ছুঁয়েছে, ঠিক সময় আঘাতটা অনুভব করল। পাঁজরার হাড় ভাঙার শব্দটাও যেন শুনতে পেল সে, পরমুহূর্তে চিবুকে মুগুরের আঘাতটা টের পেল। লুটিয়ে পড়ল ও মেঝেয়। ব্যথায় চেঁচাতে চেঁচাতে এপাশ থেকে ওপাশে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, বিশালদেহী কখন ওকে এমন মারাত্মক ঘুসিটা মারল।'

দর্শকদের মধ্যে যারা নিরীহ কিংবা শান্তিপ্রিয় টাইপের, অবস্থা বেগতিক বুঝে আস্তে আস্তে সটকে পড়তে শুরু করল। যারা একটু বেশি কৌতূহলী, তারা আরও মজা দেখার আশায় দাঁড়িয়ে রইল।

এতকিছু ঘটছে, কিন্তু কেলারের মধ্যে কোনও ভাবান্তর নেই। জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন যা ঘটছে, তার সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। ওর মুখে ভয়ের কোনও চিহ্নই নেই।

boighar.com

ধীরে-সুস্থে উইস্কির গ্লাসটা খালি করল সে। তারপর তাকাল রায়ানের চোখে। দীর্ঘ কয়েকটা সেকেণ্ড কেটে গেল নীরবে। একে অন্যকে জরিপ করছে ওরা। তারপর মুখ খুলল কেলার, 'তুমি কি আমাকে গুলি করতে চাও? তা হলে তোমার অবগতির জন্যে একটা কথা জানানো দরকার মনে করছি। তুমি ট্রিগার চাপার আগেই শেষ হয়ে যাবে। তার আগে কমপক্ষে দু'দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারব তোমার শরীরে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রায়ান। 'তুমি একটা খালি কলসি। তাই বেশি শব্দ করছ। তুমি নিরীহ কাউকে পেলে নিজেকে কঠিন আর দুর্ধর্ষ হিসেবে দেখাতে চাও। তোমার লোকেরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল আমি নাকি ভুল লোকের গায়ে হাত তুলেছি।' থামল রায়ান এক সেকেণ্ড, তারপর আচমকা ভীষণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেই লোক, যাকে তোমরা পেছন থেকে বাড়ি মেরে কাবু করেছিলে এবং এরপর বাঘ সেজে বসেছিলে।' হাতে ধরা শটগানটা একটা টেবিলের ওপর রাখল রায়ান। তারপর পিছিয়ে দাঁড়াল। ওর ডানহাত এখন কোমরে ঝোলানো পিস্তলের খাপের পাশে ঝুলছে।

'সম্ভবত বেশ কিছু ভাল এবং নিরীহ লোককে তোমরা এর আগে খুন করেছ,' নিচু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল রায়ান। 'কাউকে কাউকে হয়তো প্রাণে না মারলেও পিটিয়ে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছ। এটা অন্যায়। সে-অন্যায় আমার ওপরও করেছ তোমরা। এখন তোমাদের যদি কেউ ব্যাপারটা বুঝিয়ে না দেয়, তা হলে এটা চলতেই থাকবে। তোমরা আরও নিরীহ লোককে খুন করবে, তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে অপদস্থ করবে। কিন্তু এমনটা আর চলতে দেয়া যায় না।

'তোমাদের সামনে এখন একজন কাউবয় মরে পড়ে আছে, আরেকজন মারাত্মক জখম হয়েছে। এদের এই পরিণতির জন্যে দায়ী তোমরা। তোমরা ওদেরকে বিপথে টেনে এনেছ। কেলার,

এর মূল্য তোমাদেরকেই শোধ করতে হবে।'

থামল রায়ান। তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। অপেক্ষা করছে।

পাশে দাঁড়ানো মেয়েলোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কেলার। তারপর বোতল থেকে আরেক গ্লাস উইস্কি ঢালল। রায়ান তার বক্তব্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে। ওকে সে খুন করবে। কিন্তু তাতে সামান্যতম বিচলিতও মনে হচ্ছে না কেলারকে। ওর আত্মবিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি প্রতিপক্ষের হুমকি। সে কঠিন লোক, পিস্তলে অসম্ভব চালু হাত। সবার মুখে এরকমই শুনে এসেছে এতদিন ধরে। ওর নিজেরও তা-ই বিশ্বাস। রায়ানের হাতে শটগানটা দেখে প্রথমে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। খালি শটগানটা পড়ে আছে একটা টেবিলে। ওটা ছাড়া এই বিশালদেহী বেকুবটা যদি ওর মোকাবিলা করতে চায়, তা হলে স্রেফ মারা পড়বে।

পিস্তলহাতে পিট কেলার যে কীরকম ভেলকি দেখাতে পারে, লোকটা জানে না। একটু পরেই টের পাবে। কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না। এর আগেও, যারা এটা বুঝতে পেরেছে, তখন কেউ আর বেঁচে থাকেনি। পিস্তলহাতে পিট কেলার, কিছু না, স্রেফ ভয়ঙ্কর।

ওর সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকা এই গাধাটা জানে না যে, কেলার দ্রুত পিস্তল ড্র করতে শত শত ঘণ্টা সময় কাটিয়েছে প্র্যাকটিসে। এখন কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা ওর শরীরেরই একটা অংশ। ওর হাতদুটোর মতই।

'স্ট্রেঞ্জার,' এক ঢোক উইস্কি গলায় ঢালল কেলার। ঢোক গিলে বাম হাতের পিঠে ঠোঁট মুছল। 'তোমাকে আমি খুন করতে যাচ্ছি। তবে কাকে খুন করলাম, তার নামটা জানা দরকার। তোমার কবরের মাথায় নামফলক লাগিয়ে দেব। যদিও,' হাসল সে। 'সেটা দেখার সৌভাগ্য তোমার হবে না।'

boighar.com

পরমুহূর্তে চোখের দৃষ্টি সরু হয়ে উঠল কেলারের, রক্ত চলাচল বেড়ে গেল।

ওর চোখে চোখ রাখল রায়ানও। 'জন রায়ানের কবরের ওপর নামফলক লেখার সৌভাগ্য তোমার হবে না, কেলার।'

'ক্... কী-ই?'

'ঠিকই শুনেছ।'

এক মুহূর্তের জন্যে চোখ পিটপিট করল কেলার। বুকের ভেতর রক্ত ছলকে উঠেছে। তলপেটটা যেন ক্ষণিকের জন্যে শূন্য মনে হলো। 'হোয়াইট মাউণ্টিনসের জন রায়ান আর তুমি...'

'একই লোক।'

বিষম খেল যেন কেলার। এই প্রথম ওর চোখে ভয়ের ছায়া ঘনাতে দেখল রায়ান। অবশ্য অমন ভয়ঙ্কর মারধরের পর গরুর কাঁচা চামড়া দিয়ে হাত-পা বেঁধে যে-লোককে ওরা মরার জন্যে মরুভূমিতে ফেলে এসেছিল, তাকে এভাবে অস্ত্রহাতে ফিরে আসতে দেখে প্রথমেই খটকা লেগেছিল ওর। তবে ভেবেছিল, কারও না কারও সহায়তায় লোকটা মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওর ধারণা ভুল। হোয়াইট মাউণ্টিনসের জন রায়ানকে সামান্য গরুর চামড়ায় বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। এই লোক ভয়ঙ্কর। ধারণা করা যায় না, এমন ভয়ঙ্কর।

ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে গল্প করার মত চরিত্র জন রায়ান। বলা হয়, এই লোককে খুন করা সম্ভব নয়। অ্যাপাচিদের সঙ্গে ওর লড়াইয়ের কাহিনি কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছে। ওর সম্পর্কে আরেকটা গল্প শুনেছে পিট নিজেও। জন রায়ান তখন একটা শহরের মার্শাল। কোনও একটা কাজে কিছুদিনের জন্যে শহরের বাইরে ছিল ও। এই ফাঁকে চার আউট-ল এসে শহরে উৎপাত শুরু করে দেয়। রায়ান যখন কাজ সেরে শহরে এসে পৌঁছায়, তখন আউট-লয়ের দল শহর ছেড়ে চলে গেছে। তবে যাবার আগে খুন করে যায় শহরের একজন্ন বাসিন্দাকে। শহরের একটি মেয়েকে

অসম্মান করতে গিয়ে চার আউট-ল ওই লোকের প্রতিবাদের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষে রেগেমেগে প্রতিবাদকারীকেই গুলি করে মেরে শহর ছেড়ে চলে যায়।

সেদিন সন্ধেয় কাজ সেরে শহরে ফিরে আসে রায়ান। সেলুনে বসে খবরটা পায়। এরপর আর দেরি করেনি। ওই অবস্থায় পিছু ধাওয়া করে চার দুর্বৃত্তের। দু'দিন পর তিনজনের মৃতদেহ তাদেরই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে শহরে ফেরে সে। নেহাত কপালজোরে বেঁচে গিয়েছিল চতুর্থ জন। তার মুখেই গল্পটা শুনেছিল কেলার। বলেছিল, জন রায়ান মার্শাল হিসেবে আছে, এমন শহরের ১০০ মাইলের মধ্যেও থাকবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে সে।

তলপেটের শূন্যতা যেন আগের চেয়ে বেড়ে গেছে কেলারের। হতাশা চেপে বসেছে বুকের ওপর। ওই লোকের গল্প যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে কেলার এখন স্রেফ মরা মানুষ। ওই লোকের নাম উইল স্টেট। কেলার চেনে ওকে। ওর বন্ধু মানুষ ধরতে গেলে। দারুণ গুলি ছুঁড়তে পারে। পিস্তলে-শটগানে সমান দক্ষ। ও বলেছে, ওদের চারজনকে একসঙ্গে পেয়ে গিয়েছিল রায়ান। একটা ঝর্ণার পাশে বসে সকালের নাশতার পর কফি খাচ্ছিল। লোকটা একদম আচমকা এসে পড়ে ওদের মাঝখানে। ঝোপঝাড়ের ফাঁক গলে এত চুপিসারে এসেছিল যে, টেরই পায়নি ওরা। না, সে ওদের অজান্তে গুলি করে ছোঁড়েনি। আগে সবাইকে নিজেদের হোলস্টার পরে নিতে বলেছিল। তারপর ড্র করতে বলে। নিজেও ড্র করে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে চালু হাত ছিল জেমস হার্ডেনের। তাকেই প্রথম ঘায়েল করে রায়ান। গুলি করেই বসে পড়ে। সে-অবস্থায় গুলি করে বেন ল্যুলকে। ল্যুলের গুলি রায়ানের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। বসা থেকেই গড়ান দেয় লোকটা। তিন নম্বর দুর্বৃত্ত নিক পামার তিন-চারবার চেষ্টা করেও গুলি লাগাতে পারেনি। লোকটা এত দ্রুত নড়াচড়া করছিল যে, লক্ষ্যই স্থির করা যাচ্ছিল না।


boighar.com

নিজের তৃতীয় গুলিতে পামারুকে নিকেশ করেছিল রায়ান।

এদিকে ল্যুলকে পড়ে যেতে দেখে আর ভরসা পায়নি উইল স্টেট। ঝর্ণার ভেতর নেমে পালিয়ে এসেছিল। তবে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। রায়ান ওকে চিনে ফেলেছে। ভবিষ্যতে দেখামাত্র গ্রেফতার করবে।

উইলকে নিজের সমকক্ষ কিংবা নিজেকে উইলের সমান দক্ষ মনে করে কেলার। তারমানে ওর সামনের এই লোকটার সঙ্গে পিস্তলবাজিতে পেরে ওঠার প্রশ্নই আসে না।

মেরুদণ্ডে শিরশিরে ভাব টের পাচ্ছে কেলার। তলপেটে শূন্যতা। এই প্রথম কোনও শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজেকে তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। ভয় পাচ্ছে ও। ভীষণ ভয় পাচ্ছে। মৃত্যুভয়। বুঝতে পারছে, সামনের এই লোকের সঙ্গে পিস্তলের লড়াই কিংবা খালি হাতে মারামারি—কোনোটাতেই পেরে উঠবে না সে। ওর হাত থেকে বাঁচতে হলে কৌশল খাটাতে হবে।

'রায়ান,' কোমল স্বরে বলল কেলার। 'যা ঘটেছে, তার জন্যে আমি দুঃখিত। আমরা সম্ভবত একটু বেশি করে ফেলেছি। আমরা আসলে তোমাকে গরুচোর ভেবে বসেছিলাম। মানে এদিকে গরুচোরের খুব উপদ্রব কিনা...'

রায়ান সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তবে কেলারের মনে হলো, ওকে দেখছে না লোকটা। ওর চোখে অন্যরকম এক দৃষ্টি। ছুরির ফলার মত সে-দৃষ্টি ওর বুকের ভেতরটা চেঁছে নিচ্ছে।

কেলারের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ওর মনে হচ্ছে, মৃত্যুকে এতটা কাছে ও আর কখনও দেখেনি।

'তোমরা খারাপ লোক, কেলার।' মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল রায়ান। 'আমি তোমাদের চিনতে ভুল করিনি। কিন্তু তোমরা মাস্তানি করার জন্যে এবার ভুল একজনকে বেছে নিয়েছিলে। তোমরা শুধু মাস্তানি করেই ক্ষান্ত হওনি, একজন মানুষের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছ। তোমরা যা করেছ, এটা বর্বর রেড

ইণ্ডিয়ানদের মানায়, কোনও শ্বেতাঙ্গকে নয়। কোনও উপায় নেই, বাছা। প্রতিফল তোমাদের ভোগ করতেই হবে। শোনো, কোনও কোনও ভুল মানুষ একবারই করতে পারে, দু'বার করার সুযোগ সে আর পায় না।'

ওর ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না কেলার। আচমকা বড় করে একবার নিঃশ্বাস নিল। তারপর চোখ ফিরিয়ে উইস্কির বোতলের দিকে চাইল। ওর ইচ্ছে হলো, এক নিঃশ্বাসে ঢক ঢক করে বোতল থেকে সবটুকু উইস্কি খেয়ে নেয়। তারপর যা হয় হোক...

তবে তা না করে রায়ানের দিকে তাকাল ফের। ওর ভেতরে এতক্ষণ ধরে গেলা উইস্কি কাজ করতে শুরু করেছে। হঠাৎ করে ওর বুক ভরে উঠল দারুণ আত্মবিশ্বাসে। লোকটার সম্পর্কে শোনা আগের সেসব গল্পের কথা মনে রইল না ওর। তার জায়গায় ভেসে উঠল লোকটাকে দল বেঁধে পেটানোর সে মজার দৃশ্যটি। পুরনো সে-দৃশ্যটি মনে আসতে মুচকি হাসল কেলার। ওর মনে হলো, দূর, শুধু চিন্তা করে মরছে ও। মাত্র ক'দিন আগেই তো হোয়াইট মাউণ্টিনসের জন রায়ানকে কুকুরের মত পিটিয়েছে সে।

এক মুহূর্তও দেরি না করার সিদ্ধান্ত নিল ও। অভিজ্ঞতা থেকেই জানে, সামান্য ইতস্তত ভাব পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে। লড়াইয়ে যে আগে আক্রমণে যাবে, সেই জিতবে।

বিদ্যুৎ বেগে ড্র করতে গেল কেলার।

কিন্তু গ্রিজলির মত বিশাল লোকটার অ্যাকশন যেন ওর চোখেই পড়ল না। বুঝতে পারল তখন, যখন পরপর দুটো গুলির শব্দ কানে ঢুকল এবং একই সঙ্গে বুকের একই জায়গায় হাতুড়ির ঘা খেল দু'বার। হোলস্টারে থাকা পিস্তলের বাঁট হাতে ধরা অবস্থাতেই মারা গেল নিজের আউট-ল ক্যারিয়ারে মোট বারো জন মানুষের হত্যাকারী পিট কেলার। এদের মধ্যে পাঁচজনকে সে মেরেছিল পেছন থেকে গুলি করে। প্রাণহীন শরীর বেঁকে গেল, মুখ থুবড়ে

boighar.com

পড়ল লোকটা বারের ওপর।

চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর ওপর কয়েক মুহূর্ত পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রায়ান। তারপর বলল, 'তোমাদের মধ্যে কেউ একজন কে-বারে গিয়ে বেলারকে খবর দাও। বলো, তার বন্ধুরা এখানে মরে পড়ে আছে। দুর্গন্ধ ছোটার আগে যেন এদের কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে। আর বোলো, আমি এখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ভিড়ের পেছন থেকে দু'জন বেরিয়ে গেল চটজলদি। একটু পরে বাইরে তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল।

বারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা কেলারের দিকে তাকাল রায়ান। 'ওদের বন্ধুরা না আসা পর্যন্ত লাশগুলো বাইরে নিয়ে রাখলে কেমন হয়?'

প্রস্তাব নয় যেন আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল উৎসাহী কয়েকজন।

ব্যাটউইং ডোর খুলে রায়ান বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে শহর ছাড়ল।

## সাত

রায়ান জানে, তাকে মোকাবিলা করার জন্যে মণ্টি বেলার একা আসবে না। ওর সঙ্গে যারা থাকবে, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তার ওপর নির্যাতন চালানো বাকি তিনজনও থাকবে। তাদের নিয়ে অবশ্য খুব বেশি মাথা ঘামাচ্ছে না সে। ওরা বন্দুকবাজ নয়। স্রেফ

উত্তেজনার আশাতেই বেলারের বিভিন্ন অপকর্মে অংশগ্রহণ করে। তবে তাদের সে উত্তেজনা চিরতরে মিটিয়ে দেবে রায়ান। আর কখনও যাতে নিরীহ মানুষের ওপর চড়াও হতে না পারে সে-ব্যবস্থা করবে।

রাতের অন্ধকারে ছোট একটা ঝোপে ঢুকে গেল রায়ান। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকানো কিছু গাছের ঘন ছায়ায় লুকিয়ে ফেলল ঘোড়াসহ নিজেকে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওর। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ওরা। ঘোড়ার খুরের শব্দেই যেন ফুটে উঠছে তাদের উদ্দেশের গুরুত্ব। রাগে ও আতঙ্কে অন্ধ বেলার ও তার সঙ্গীরা পারলে ঘোড়াগুলোকে উড়িয়েই নিয়ে আসত। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গলা বাড়িয়ে লোকগুলোকে দেখার চেষ্টা করল রায়ান। কিন্তু নিকষ অন্ধকারে তাদের আবছা অবয়ব দেখা গেল শুধু, ক'জন লোক সেটা বোঝা গেল না।

ব্যস্তসমস্ত দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে মণ্ট বেলার। ওর লুকিয়ে থাকার জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রায়ান। তারপর বেরিয়ে এসে তাদের পেছনে ঘোড়া ছোটাল। শহরে ঢুকে সেলুনের সামনে ঘোড়া থামাল বেলার ও তার সঙ্গীরা। তিনজন বাদে বাকিরা সেলুনের ভেতরে ঢুকল। যারা ঢুকল না, তাদের দু'জন সেলুনের সামনে পাহারায় রইল।

মিনিটদশেক পরে সেলুনের কাছাকাছি এক জায়গায় নিজের ঘোড়াটা বাঁধল রায়ান। ব্যাটউইং দরজার সামনে দু'জনকে পাহারা দিতে দেখল। একজন উঁকি দিয়ে দেখতে চাইছে ভেতরে কী ঘটছে, আরেকজন নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রায়ান। দরজায় দাঁড়ানো লোক দু'জন একটু থিতু হয়ে দাঁড়াতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আচমকা শটগানের হ্যামারের ক্লিক করার কর্কশ আওয়াজে চমকে উঠল দু'জনেই। রায়ানকে

boighar.com

দেখে জায়গায় জমে গেল যেন।

'বাঁচতে চাও নাকি মরতে চাও?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রায়ান।

বিশালদেহী লোকটার হাতে শটগান। জবাব দিতে এক সেকেণ্ড সময়ও নিল না দুই পাহারাদার। মাথা নেড়ে নিজেদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানাল। দেখা গেল অকালে মরে যাওয়ার ইচ্ছে দু'জনের কারুরই নেই।

শটগানের ব্যারেল দিয়ে ঠেলে দু'জনকে পেছনে নিয়ে গেল রায়ান। একপাশে দাঁড় করাল। তারপর শান্তস্বরে বলল, 'এরা আমাকে মারধর করেছিল। তোমাদের দু'জনের কেউই সে-দলে ছিলে না। তাই তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই। তবে আমার হুকুমমত যদি এক্ষুনি নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে শহর ছেড়ে চলে না যাও, তা হলে সেটাকে আমার সঙ্গে শত্রুতা হিসেবে দেখব।'

এক মুহূর্ত চুপ রইল দুই কাউবয়। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আমরা চলে যাচ্ছি।' একটু হাসার শব্দ করল। 'সাতজনে মিলে একজনকে মারলে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার থাকে না। কিন্তু একজন যখন সাতজনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সেটা দুঃসাহসের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। তাকে সাহায্য করতে না পারলেও সম্মান করা উচিত। বেলার লোক ভাল নয়।'

'খাঁটি পুরুষের কথা বলেছ, ব্রাদার। কাজ শেষ হলে সেলুনে তোমাদের নিয়ে বসে মদ খাব। অফারটা দিয়ে রাখলাম। ভাল কথা, তোমাদের আরেকজন সঙ্গী আছে। ওকেও বুঝিয়ে নিয়ে যাও।'

ওখান থেকেই বিদায় হয়ে গেল দু'জন। একটু পরে তিনজনের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল রায়ান।

আরও মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করল রায়ান। তারপর সেলুনের সামনের দরজা দিকে এগোল সন্তর্পণে। দরজার সামনে গিয়ে

আস্তে করে ঠেলা দিয়ে ভেতরে তাকাল। বারের কাছে গ্লাস হাতে দাঁড়ানো বেলারকে দেখল। বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে লোকটাকে। ওর পাশে আরও দু'জন। কথা বলছে ওদের সঙ্গে। আরও দু'জনকে দেখা গেল ওর কাছাকাছি। তবে লিডারের মত অতটা বেপরোয়া ভঙ্গি নেই ওদের চেহারায়। বারবার দরজার দিকে চাইছে লোকগুলো।

দরজার দু'পাশে দু'জন। হাতে উদ্যত পিস্তল। যে সাতজন ওকে মারধর করেছিল, তাদের একজনকে দেখল এক লোকের সঙ্গে বসে কথা বলতে। যার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে চিনল না।

দরজার দিকটা একটু অন্ধকার। সুযোগটা কাজে লাগাল রায়ান। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে দাঁড়াল। দীর্ঘ এক মুহূর্ত পুরো ঘরটায় নজর বুলাল। তারপর আচমকা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোতে দাঁড়াল। ওর এক হাতে শটগান, দরজার দিকে লোকদুটোকে কাভার করেছে। আরেক হাতে পিস্তল। বেলার আর তার দু'পাশের দু'জন ওটার আওতায়। টেবিলের কাছে বসা লোকটাকে অবশ্য কাভার করা গেল না। তবে বেচাল দেখালে শটগানের গুলিতে উড়িয়ে দেয়া যাবে।

'সবাই উঠে দাঁড়াও! কোনও চালাকির চেষ্টা করবে না। তা হলে রক্তের বান বইবে এখানে।'

ওর কথাগুলো এত আচমকা, স্পষ্ট ও নিশ্চিত শোনাল যে, হঠাৎ নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এল সেলুনে। দরজার দু'পাশ দাঁড়ানো দু'জনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'তোমাদের অস্ত্র দরজার বাইরে ফেলে দাও।'

ইতস্তত করতে লাগল দুই অস্ত্রধারী। 'এক্ষুণি!' গর্জে উঠল রায়ান। শটগানের ট্রিগারে শক্ত হয়ে গেল ওর আঙুল।

আদেশ পালনে আর গড়িমসি করল না দুই পাহারাদার। দরজা খুলে দু'জনেই বাইরে ছুঁড়ে দিল নিজ নিজ অস্ত্র। তারপর ভদ্রলোকের মত মুখ করে গিয়ে দাঁড়াল নিজের নিজের আগের

boighar.com

জায়গায়।

রায়ান টেবিলের কাছে বসা লোক দু'জনের দিকে ফিরল। 'তোমাদের একজনের হাত কিন্তু ধীরে ধীরে পায়ের দিকে এগোচ্ছে। আধা সেকেণ্ডের মধ্যে যদি তোমাদের চারটে হাতই টেবিলের ওপর না দেখি, বাকি আধা সেকেণ্ডে দু'জনেরই লাশ পড়বে।'

উদ্যমী লোকটার হাতটা যেন আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছে, এভাবে ছিটকে উঠে এল ওপরে। দু'জনের চারটা হাতই এখন টেবিলের ওপর বিছানো। সন্তুষ্টি বোধ করল রায়ান।

অন্য লোকটি টেবিলের ওপর রাখা নিজের হাতদুটো উল্টে দিল। তারপর বলল, 'দেখো মিস্টার, আমি তোমাদের ঝামেলায় নেই। আমি স্রেফ ওর সঙ্গে কথা বলছি।'

'তুমি যদি এসবের বাইরে হও, তা হলে সেভাবে আচরণ করো। হাতদুটো যেখানে আছে, সেখানে থাকে যেন।' লোকটার দিকে তাকানোর দরকার মনে করল না রায়ান।

আগের জায়গা থেকে সরে ঘরের মাঝখানে চলে গেল ও। এভাবে দাঁড়াল যেন পেছন দরজা দিয়েও কেউ ওর চোখ এড়িয়ে ঢুকতে না পারে। শটগানটা এভাবে ধরে রাখল যেন মুহূর্তের নোটিশে দরজার লোকটা ও বেলারের পাশের দু'জনকে কাভার করা যায়। 'আস্তে আস্তে জানালার দিকে সরে যাও, জেন্টলমেন,' বলল সে। 'কিন্তু খবরদার, একদম তেড়িবেড়ি করবে না বলে দিচ্ছি।' টেবিলের কাছে বসা লোকটার দিকে তাকাল। ওঠার কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছিল না লোকটা। 'এই যে, তুমিও। তুমিও ওঠো।'

বাকি লোকেরা পাথরের মত জায়গায় জমে রইল যেন।

টেবিলের পাশের লোকটা উঠে অন্যদের সঙ্গে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রায়ান হুকুম দিল, 'তোমাদের দু'জনের কাছে এখনও পিস্তল। ওগুলো মেঝের ওপর ছুঁড়ে দাও। আমার হাতের

শটগানটার কথা মাথায় রেখো কিন্তু।'

হুকুম তামিল হতে বেলারের দিকে চাইল। 'নড়াচড়া কোরো না, বেলার। তা হলে শটগানের গুলিতে স্রেফ দু'ভাগ হয়ে যাবে।'

বেলারকে দেখে মনে হচ্ছে না, সে খুব বিচলিত। চোখে কৌতুকের ভাব ফুটিয়ে তুলে বিশালদেহী লোকটার কাজকর্ম দেখছে। আসলে সে অপেক্ষা করছে। প্রতিপক্ষের সামান্য একটু ভুল চোখে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিন্নভিন্ন করে দেরে লোকটাকে। তবে হতাশার সঙ্গে দেখছে, এত বড় কাণ্ড ঘটিয়েছে লোকটা, অথচ একটু ভুলও ধরা পড়েনি ওর চোখে। বিশালদেহী লোকটার শরীরে চিতার ক্ষিপ্রতা, প্রত্যেকটি নড়াচড়াই যেন হিসেব করা।

বেলারের এখন একজন লোকের কথা মনে পড়ছে। বছর কয়েক আগে হিলটাউন নামের ছোট্ট একটি শহরে পাঁচজন দুর্ধর্ষ মাস্তানকে স্রেফ খালিহাতে পিটিয়ে শায়েস্তা করেছিল ওই লোক। লোকটার চেহারা এখন আর মনে নেই । তবে এই লোক ওকে সে-লোকটার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওর ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে... এ সে-লোক নাকি?

লোকটাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে থামানোর চেষ্টা করল সে। 'শোনো,' কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'আসলে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। তোমার ঘোড়াটা আমরা বার্নে রেখে দিয়েছি। স্যাডলটাও ওখানে পাবে। আর, স্বীকার করছি, তোমাকে অন্যায়ভাবে মারধর করা হয়েছে। ঠিক আছে, সেজন্যে আমি তোমাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি।' একটা হাত ভেস্টের পকেটে ঢোকাল সে। একটা ছোট চামড়ার তৈরি পাউচ বের করে আনল। তারপর ওটা বারের ওপর রেখে ঠেলে দিল রায়ানের দিকে।

টাকাটার দিকে তাকালও না রায়ান। গম্ভীর গলায় বলল, 'বেলার, তোমাদের অপকর্মের শেষ নেই। জীবনে তোমরা বহু

boighar.com

লোককে নিগৃহীত করেছ। সেটা তোমাদের স্বভাব। কিন্তু এবার তোমাদের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। তোমরা বাহাদুরি দেখাবার জন্যে ভুল লোককে বেছে নিয়েছিলে। সে-ভুলের মাশুল না গুনে পার পাবে না। আমি এমন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, যাতে তুমি আর কাউকে কখনও আঘাত করতে না পারো।'

'না না, ঠিক আছে।' আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল বেলার গলায়। 'আমি তো সে-ভুলটা শোধরানোর কথাই বলছি... আসলে... মানে, মানুষেই তো ভুল করে, তাই না!' হাসির ভঙ্গি করল বেলার। 'কী বলো?'

কঠিন চোখদুটো ফেরাল রায়ান লোকটার দিকে। সে-চোখে তীব্র ঘৃণা ছাড়া আর কিছু দেখল না বেলার।

'তুমি কি মানুষ?' চাবুক ফোটানো গলায় বলল রায়ান। 'তুমি খুব চালাক, তাই না বেলার? দিনের পর দিন কিছু লোককে বোকা বানিয়ে আসছ। কিন্তু আমি ভুলছি না। আমি হোয়াইট মাউন্টিনসের জন রায়ান। এরা বলেনি তোমাকে?'

'না,' মাথা নাড়ল বেলার। 'কিন্তু আমি তোমাকে এখন চিনতে পেরেছি। ভুল হয়ে গেছে। সেদিনই চেনা উচিত ছিল। তা হলে মরুভূমিতে নিজ হাতে খুন করতাম তোমাকে। কিন্তু... নিকুচি করছি তোর।' আচমকা উইস্কিভরা গ্লাসটা ছুঁড়ে দিল রায়ানের মুখে। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

একই সঙ্গে তিনটা কাজ করল রায়ান। শটগানটা ফেলে দিল হাত থেকে, পেছনে চিৎ হয়ে ঝাঁপ দিল এবং কোমরের দিকে হাত বাড়াল। গ্লাসটা ওর মাথার পেছনে মেঝেয় পড়ে ভাঙল ঝনঝন করে।

বেলারের গুলিটা দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। আর ওর কপালে সৃষ্টি হলো আরেকটা চোখ।

সকাল বেলা। সিম বায়েকের দোকানের সামনে এসে থামল বে।

কাউন্টার থেকে সরু চোখে তাকাল নিগ্রো দোকানদার। তারপর কালো মুখে বিজলির মত ঝিকিয়ে উঠল সাদা দাঁত। বেরিয়ে এল ও। 'সাহ্!'

'আমি আইরিনকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব, বায়েক। তোমার আপত্তি আছে?'

হাসি বন্ধ হয়ে গেল দোকানদারের। কপাল কুঁচকে নীচের দিকে তাকাল। যেন রায়ান কী বলছে, তা বোঝার চেষ্টা করল। যখন চোখ তুলল, তখন নির্মল কৌতুকে ঝকঝক করছে ওগুলো। 'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' আমুদে গলায় বলল। 'তুমিই বরং এখানে থেকে যাও না কেন! আইরিন আমার মেয়ের মত। আমি ওকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে চাই।'

পাঁচ সেকেণ্ড লোকটার চোখে চোখে চেয়ে রইল রায়ান। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'সেটা তোমার চেয়ে আইরিনের মুখে শুনতেই আমার ভাল লাগবে, বুড়ো।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সাহ্! অবশ্যই। আমি খুব ধুমধাম করে গির্জায় গিয়ে তোমাদের...'

পেছনের পর্দা দুলে উঠতে থেমে গেল। নিরীহ মুখ করে বলল, 'ওই তো আইরিন। তুমি দুপুরে কী খেতে চাও ওকে বলে দাও, সাহ্।'

—মাসুদ আনোয়ার

# সিংহপুরুষ

স্থির, হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাহাড়ি সিংহ। বুকের গভীর থেকে পিলে কাঁপানো একটা হুঙ্কার ছাড়ল। বিশালদেহী... চার বছরের শিকারী জীবনে এত বড় সিংহ আগে কখনও দেখেনি ব্রেণ্ট শ্যানন। ওর মাথার আট ফুট উপরে, চওড়া এক ডালে বসে আছে প্রাণীটা।

'সাবধান, ব্রেণ্ট!' বলে উঠল বুড়ো জ্যাকারি ডোনোভান। 'ব্যাটার ভাব-গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। খুব সাবধান!'

'ভয় পাচ্ছ, বুড়ো খোকা?' মুচকি হেসে বলল শ্যানন। 'তা হলে তোমাকে একটু খেলা দেখাই।'

কথা শেষ করেই লাফ দিল ও। খপ্ করে আঁকড়ে ধরল গাছের একটা ডাল, দোল খেয়ে দক্ষ ট্র্যাপিজ খেলোয়াড়ের মত উঠে পড়ল তাতে।

একবার খাড়া, তারপর আবার কুঁজো হয়ে দাঁত খিঁচাল সিংহ। গাছে উঠে আসা মানুষটাকে পছন্দ হচ্ছে না। গরগর করে অসন্তোষ প্রকাশ করল। কিন্তু ওসবের পরোয়া করছে না শ্যানন, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শিকারের দিকে।

'লাঠিটা দাও,' সঙ্গীর উদ্দেশে বলে উঠল ও। 'মজা দেখাচ্ছি ওকে।'

'বুঝে-শুনে এগোও,' নীচ থেকে বলল ডোনোভান। 'সিংহটা ওখানে তামাশা করছে না।'

অস্বস্তি বোধ করছে বৃদ্ধ। এক বছর হলো শ্যাননের সঙ্গে কাজ করছে সে, কিন্তু আজও অভ্যস্ত হতে পারেনি গাছের ডাল

ধরে একটা মানুষকে হিংস্র সিংহের দিকে এগোতে দেখায়। পুরো বছরটাতে গোটা বিশেক সিংহ ধরেছে শ্যানন, মেরেছে আরও কিছু... তারপরেও বুক ধুকপুক করে ডোনোভানের। করবে না-ই বা কেন? বিশালদেহী সিংহের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য যে-রকম বিশালদেহী মানুষ দরকার, সে-রকম নয় মোটেই ওর সঙ্গীটি। অবশ্য দেহ বেশ সুঠাম আর লম্বা... যথেষ্ট শক্তিও ধরে পেশিতে। তবে শ্যাননের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হলো তার ক্ষিপ্রতা। বেড়ালের মত দ্রুততায় গাছ, পাথর আর পাহাড় বেয়ে ধাওয়া করতে পারে সিংহকে। ক্যাট শ্যানন নামে তাই অনেকে ডাকে ওকে। অনেক সিংহ ও সরবরাহ করেছে চিড়িয়াখানা আর সার্কাসে।

লাঠির শেষ প্রান্তে ফাঁস পরিয়ে, দাঁত-খিঁচানো জানোয়ারটার মাত্র সাত ফুট দূরে দাঁড়িয়ে, খুব সাবধানে লাঠিটাকে সামনে বাড়াল শ্যানন। রাগী ভঙ্গিতে থাবা চালাল সিংহ... একবার, দু'বার। দ্বিতীয়বারের থাবা নেমে যেতেই ওটার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল শ্যানন। গজরাতে গজরাতে গাছের গায়ে আঁচড় বসাতে লাগল প্রাণীটা, কিন্তু শ্যানন নির্বিকার। টেনে-হিঁচড়ে ওটাকে নামাতে শুরু করল গাছ থেকে।

মাটিতে পা রেখেই শ্যাননের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পাঁয়তারা কষছিল সিংহ, কিন্তু ওটাকে সে-সুযোগ দিল না ডোনোভান। নিজের ফাঁস ছুঁড়ে জানোয়ারটার পিছনের পা দু'টো বেঁধে ফেলল সে। শ্যানন আরেকটা ফাঁস পরাল ওটার সামনের দুই পায়ে। মুহূর্তের মধ্যে বন্দি হয়ে গেল পাহাড়ি সিংহটা—ওটার দাঁতের ফাঁকে একটা লাঠি ঢুকিয়ে, চোয়াল শক্ত করে বাঁধা হলো র-হাইডের দড়ি দিয়ে।

শ্যানন বড় একটা বস্তার মধ্যে জানোয়ারটাকে ঢুকিয়ে এমনভাবে বস্তার মুখ বাঁধল, যেন ওটার মাথা কেবল বাইরে বেরিয়ে থাকে। এরপর সোজা হয়ে একটা সিগারেট বানাল ও।


boighar.com

ঠোঁটে ঝুলিয়ে আগুন ধরাল, আয়েশ করে এক টান দিয়ে বলল, 'আরেকটা সফল শিকার। কেমন খেল্ দেখালাম, বলো তো, বুড়ো খোকা?'

ঠিক এই সময় খুব কাছ থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের টগবগানি। তার পিছু পিছু বন থেকে বেরিয়ে এল জনাছয়েক রাইডার।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্যাটাদের ধরো, কলিন্স! অ্যাই, কেউ নড়বে না!'

রাইডারদের সবার হাতে উঁচু হলো আগ্নেয়াস্ত্র, কিন্তু শ্যাননের কোনও ভাবান্তর হলো না। একজন থেকে আরেকজন হয়ে তার দৃষ্টি গিয়ে স্থির হলো দীর্ঘদেহী মানুষটার উপর।

লোকটা বেশ লম্বা, সেইসঙ্গে গাঁট্টাগোট্টা আর শক্তিশালী। মোটা ঘাড়, চওড়া চোয়াল। পরিষ্কারভাবে কামানো মুখ এই দাড়ি-গোঁফের দেশে বড় বেমানান। ঠোঁটের কোনায় ঝুলছে এক সূক্ষ্ম সন্তুষ্টির হাসি। কাছে এসে সে বলল, 'শেষমেশ ধরা পড়লে তা হলে, অ্যাঁ?'

'পরিচয় আছে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল শ্যানন শান্ত স্বরে। 'তোমাকে আগে কোনোদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'না দেখলে কী হবে, আমরা ঠিকই পিছু নিয়ে তোমাদের খুঁজে বের করেছি। জিন্দেগিতে আর ঘোড়া চুরি করতে পারবে না।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল লোকটা। 'ফাঁস বের করো, বয়েজ! ওদেরকে ঝুলিয়ে দেব এখানেই।'

'সাবধানে কথা বলো,' বলল ডোনোভান। 'আমরা ঘোড়াচোর নই। এক বছরেরও বেশি হলো আমরা এই পাহাড়ি এলাকার বাইরে যাইনি। তোমরা লোক চিনতে ভুল করেছ।'

'ভুল করি না আমি,' কড়া গলায় বলল দীর্ঘদেহী, 'কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমরা আজ ফাঁসিতে ঝুলবে।'

'এরা হয়তো চুরি করেনি, গরম্যান। মাইল দুই দূরে আমরা

কিন্তু ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছিলাম।' কথাটা বলল কালো চুল-অলা এক দোআঁশলা। শরীরের গড়ন হালকা-পাতলা।

মাথা না ঘুরিয়েই খেঁকিয়ে উঠল গরম্যান, 'চুপ! আমি তোমার উপদেশ চাইনি।'

এ সময় তার চোখে পড়ল মোটা বস্তাটা—পিছনদিকটা ঘুরে আছে তার দিকে, উল্টোপাশে বেরিয়ে আছে সিংহের মাথা। জানোয়ারটাকে দেখতে পেল না, শুধু বুঝতে পারল, ভারী কোনও জিনিস আছে বস্তার ভিতরে। 'এর ভিতরে কী? চোরাই মাল?' জোরে লাথি মারল সে বস্তার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ভেসে এল ক্রুদ্ধ গর্জন।

লাফিয়ে পিছনে সরে এল গরম্যান, পিলে চমকে গেছে, মুখ ফ্যাকাসে। হেসে উঠল কে যেন, ঘুরে অগ্নিদৃষ্টি হানল গরম্যান তার দিকে।

পাকা চুলঅলা রুক্ষ চেহারার এক বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'বস্তায় কী আছে?'

'একটা পাহাড়ি সিংহ,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল শ্যানন। 'সুন্দর, বড়, জ্যান্ত একটা সিংহ। তোমাদের বড় মুখঅলা বন্ধুটির পোষার জন্য চমৎকার একটা প্রাণী।' একটু থেমে হাসল ও গরম্যানের দিকে চেয়ে। 'অবশ্য... ও যদি ভয় না পায় আর কী!'

গরম্যানের মুখ লাল হয়ে গেছে। রেগে গেছে সবার সামনে ভয় পেয়েছে বলে, আর শ্যাননের ওপর তার রাগ ও এই ঘটনার হোতা বলে। আচমকা ঘুসি চালিয়ে বসল সে শ্যাননকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মাঝপথেই সে-ঘুসি ঠেকিয়ে দিল যুবক, একই সঙ্গে বিরাশি শিক্কার আরেকটা ঘুসি বসাল প্রতিপক্ষের পেটে। হুঁক করে একটা শব্দ করল গরম্যান, কুঁজো হয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগল বাতাসের অভাবে। একটু পর মুখ তুলতেই এক পা সামনে এগোল শ্যানন, দ্রুত দুটো আঘাত হানল—প্রথমটা কপালের পাশে, পরেরটা চিবুকে। গরম্যান মাটিতে পড়ে গেল তালগোল

boighar.com

পাকিয়ে।

অচেতনের মত পড়ে রইল সে। শ্যানন পিছিয়ে এল। তাকাল বয়স্ক মানুষটার দিকে। 'সেধে মার খেয়েছে ব্যাটা,' বলল ও ঠাণ্ডা স্বরে। 'আমি অবশ্য মজাই পেয়েছি।' মাটির দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরছে গরম্যানের। 'আমি ব্রেন্ট শ্যানন, সিংহ শিকারী,' বলল শ্যানন, পাশে ইশারা করল। 'আর এ হলো জ্যাকারি ডোনোভান, আমার পার্টনার। ওর কথা তোমরা শুনেছ—এক বছর হলো আমরা এই পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে বেরোইনি।'

'ও বোধহয় সত্যি কথাই বলেছে, কলিন্স,' এবার মন্তব্য করল দোআঁশলা। মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে গাছের পাশে। 'ওই যে, ওর কুকুরগুলো ওখানে বাঁধা। আর গাছের চেহারাও বলছে যে সিংহটাকে ওরা এইমাত্র ধরেছে। বুটের খোঁচায় ছাল উঠে গেছে কয়েক জায়গায়—সবগুলো তাজা।'

'ঠিক আছে, ফার্নান্দো।' বয়স্ক মানুষটার দৃষ্টি ফিরে এল শ্যাননের উপর। 'দুঃখিত, ভুলই করেছি তা হলে। তোমার ব্যাপারে আমি শুনেছি, শ্যানন।'

শুকনোমত, সোনালি চুলের এক কাউহ্যাণ্ড পমেলের ওপর ঝুঁকে আছে। 'সিংহ ধরতে গাছে ওঠো তুমি?' জানতে চাইল সে অবিশ্বাসের সুরে। 'কেউ এক হাজার ডলার দিলেও আমি ওই কাজ করতে রাজি নই!'

গরম্যান উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ঠোঁট ফেটে গেছে, কেটে গেছে চোয়ালের কাছটা। দ্রুত ফুলে উঠছে একটা চোখ। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল শ্যাননের দিকে। 'এর মাশুল দিতে হবে তোমাকে!' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল সে।

নির্বিকার রইল শ্যানন। 'চেষ্টা করবে তুমি... নিঃসন্দেহে,' বলল ও। 'দেখেই বোঝা যায়, গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কোনও পুরুষালি গুণ নেই তোমার মধ্যে।'

'কী বললে?' তেতে উঠল গরম্যান।

'চলে এসো, ট্রেভর,' বলে উঠল বয়স্কজন। 'ঝামেলা করে লাভ নেই। আজ আর চোর ধরা হলো না আমাদের!'

দলটা উল্টো ঘুরে রওনা হলেও পিছনে রয়ে গেল ফার্নান্দো নামের লোকটা। বলল, 'সাবধানে থেকো, শ্যানন। লোকটা জঘন্য... ওই গরম্যান। তোমাকে খুন না করে শান্ত হবে না। মুখ বুজে পরাজয় মেনে নেবার বান্দা নয় ও।'

'ধন্যবাদ,' শ্যাননের ধূসর-সবুজ চোখ দোআঁশলাকে মাপল। 'কী চুরি হয়েছে?'

'গরম্যানের কিছু ঘোড়া। একটা স্ট্যালিয়ন, তিনটে মেয়ার, আর চারটে কোল্ট।' ঘোড়ার মুখ ঘোরাল ফার্নান্দো। 'আসি।'

ঘোড়া ছুটিয়ে সঙ্গীদের পিছু নিল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাজে ফিরল শ্যানন। সিংহটাকে আর ভালভাবে বাঁধাছাঁদার পর ওটাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার ভার ছেড়ে দিল ডোনোভানের উপর।

নিজের জেব্রা ডানের পিঠে চেপে নিম্নভূমির নতুন ক্যানিয়নের উদ্দেশে এবার রওনা দিল ও। আরও সিংহের খোঁজ পাওয়া যায় কি না দেখবে। একজন ডিলার ছ'টা সিংহ চেয়েছে, তার মধ্যে চারটে ইতোমধ্যেই ধরা হয়ে গেছে। ভাগ্য ভাল থাকলে এই সপ্তাহেই হয়তো বাকি দু'টোকে ধরে ফেলবে। সঙ্গে একটা মাত্র হাউণ্ড নিয়ে এগোচ্ছে শ্যানন—প্রাণীটা বিশাল, কুৎসিত এক হিংস্র কুকুর, ওর সেরা দুই লায়ন ডগের একটা, সঙ্কর জাতের। বিগ জেব সাধারণ কুকুরের চেয়ে অনেক বেশি চালু। ওজন একশো বিশ পাউণ্ড, সিংহকে যখন তাড়া করে, দেখার মত দৃশ্য হয় একটা!

পাইনে মোড়া একটা মালভূমিতে উঠে এল শ্যানন, ওপারের গভীর ক্যানিয়নেও জন্মেছে অজস্র গাছ। ক্যানিয়নের দেয়াল এবড়ো-থেবড়ো, ভিতরটা ভাঙা পাথরে ভরা। কানে ভেসে আসছে নীচের এক অদেখা পাহাড়ি ঝর্ণার কুলুকুলু ধ্বনি। অনেক সিংহ

boighar.com

থাকার কথা ওখানে।

ক্যানিয়নে যাবার জন্য ট্রেইল বলতে কিছু নেই। মানুষ, কুকুর আর ঘোড়া... তিন প্রাণীরই খুব কষ্ট হলো পাহাড়ের ধার ঘেঁষে এগোতে। একটু পর চোখে পড়ল প্রায় খাড়া এক ঢাল, তবে সতর্কভাবে হাঁটলে ঘোড়াটাকে নিয়ে ওখান দিয়ে নামা সম্ভব। ঢালে নামতে মাঝেসাঝে পা পিছলে গেল, তবু এগোল ওরা কোনোমতে।

সিংহের গন্ধ পেয়ে দু'বার ডেকে উঠল জেব, কিন্তু মনিবের ধমকে দু'বারই চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হলো। খুশি হয়ে উঠল শ্যানন—প্রচুর চিহ্ন চোখে পড়ছে। এরকম একটা ক্যানিয়নে শিকার খুঁজে পেতে ওর কোনও সময় লাগারই কথা নয়। ঘোড়াকে হাঁটাতে হাঁটাতে একটা সিগারেট পাকাচ্ছিল, হঠাৎ শুনতে পেল কুঠার চালাবার শব্দ।

থমকে গেল শ্যানন।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কুঠার... এখানে? এই বুনো এলাকায় কেউ থাকে না! গত এক বছর থেকে এই এলাকায় আছে ও আর ডোনোভান, ঘোড়াচোরের খোঁজে বেরুনো আজকের দলটা ছাড়া কখনোই কাউকে দেখেনি। তা হলে কুঠার চালাচ্ছে কে?

সন্তর্পণে এগোল শ্যানন। জেবকে ডেকে নিয়ে এল ঘোড়ার পাশে। সামনে যে-ই থাকুক, তাকে দেখার আগে ও নিজের উপস্থিতি ফাঁস করতে রাজি নয়। মনে আছে শ্যাননের, ঘোড়াচোরদের ট্রেইল হারিয়ে গেছে। ওরা ছাড়া আর কে-ই বা এখানে থাকতে পারে?

একটু পরেই ধারণাটা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ক্যানিয়নের প্রবেশপথে, মাটির উপর ফুটে আছে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের ছাপ! চোয়াল শক্ত করে হোলস্টার থেকে তার নিজের কোল্ট পিস্তল বের করে আনল শ্যানন। ঘোড়াচোর সবার শত্রু, গরম্যানকে ওর খুব অপছন্দ হলেও ঘোড়াচোরদের আটকানো ওর

কর্তব্য।

স্বীকার না করে উপায় সেই, লুকানোর জন্য চমৎকার একটা জায়গা বেছেছে ঘোড়াচোর। সহজে এখানে কেউ খোঁজ পাবে না তার। ঘোড়ার ট্র্যাক অনুসরণ করে ডানে বাঁক নিল শ্যানন, এবড়োখেবড়ো জমিন পেরিয়ে খানিক পর পৌঁছুল একটা ফাঁকা জায়গার ধারে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। ক্যানিয়নের অভ্যন্তর ঢাকা পড়ে গেছে ছায়ায়। পাথুরে দেয়ালের কাছে ছোট্ট একটা কেবিনের কালচে অবয়ব চোখে পড়ল—জানালা আর হাট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে কৃত্রিম আলো।

ভিতরে ঝনঝন করছে বাসন-কোসন... ধোয়া হচ্ছে নিঃসন্দেহে। তার পাশাপাশি ভেসে আসছে গান—নারীকণ্ঠের!

বিস্মিত হলো শ্যানন। ঘোড়াকে নিয়ে এগোতে চাইল একটু, কিন্তু প্রাণীটা এক পা বাড়াতেই শুনতে পেল তীক্ষ্ণ এক চিৎকার। পরমুহূর্তে নিভে গেল কেবিনের সব আলো, নেমে এল নীরবতা। ঘোড়াটার কানে ফিসফিসাল শ্যানন, তারপর আবার সন্তর্পণে সামনে এগোল।

হঠাৎ ক্লিক করে একটা হ্যামার টানার শব্দ হলো। তার পিছু পিছু ভেসে এল একটা শীতল মেয়েলি কণ্ঠ। 'আর এক পা-ও সামনে এগিয়ো না, মিস্টার! অবশ্য যদি পেট বরাবর গুলি খেতে চাও, তা হলে পা বাড়াতে পারো!'

'নড়ছি না আমি,' শ্যানন থেমে গেছে। 'কিন্তু এভাবে অতিথিকে অভিবাদন জানানোটা মোটেই ভদ্রলোকের কাজ নয়!'

'অবাঞ্ছিত অতিথি তুমি, কেউ দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসেনি। এ-আচরণই প্রাপ্য তোমার,' বলল মেয়েটি। 'কে তুমি, মিস্টার? কী চাও এখানে?'

'আমার নাম ব্রেন্ট শ্যানন, ম্যাম। ক্যাট শ্যাননও বলে অনেকে। আমি একজন সিংহ শিকারী। আতিথ্যের প্রশ্নে বলব,

boighar.com

দাওয়াত ছাড়াই অনেক জায়গায় যেতে হয় আমাকে। ঘরে তোমার বাবা বা স্বামী কেউ আছে? একটু কথা বলতে চাই।'

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে। ঘোড়াসহ সোজা সামনের দিকে হাঁটো। আমার দৃষ্টিশক্তি কিন্তু বেশ ভাল, কোনও চালাকি করতে যেয়ো না। আর উল্টোপাল্টা কিছু করে যদি গুলি খেতে চাও, তা হলে আলাদা কথা।'

সাবধানে এগোল শ্যানন কেবিনের দিকে। বারো গজের মধ্যে পৌঁছুতেই মেয়েটা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'থামো ওখানে! অস্ত্র ফেলে দাও!'

অধৈর্য হয়ে শ্যানন বলল, 'বেশ, আর এগোব না আমি, কিন্তু পিস্তলও ফেলব না। আলো জ্বেলে এবার তোমার চেহারাটা অন্তত দেখতে দাও!'

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর নড়ল। আলো জ্বলে উঠল কেবিনের ভিতরে। ডাকল, 'ভিতরে এসো!'

কেবিনের অভ্যন্তরে পা রাখল শ্যানন। দরজা থেকে বেশ খানিকটা পিছনে, দোনলা একটা শটগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। লম্বা, হালকা-পাতলা, সুগঠিত শরীর, কালচে লাল চুল, মুখে সামান্য দাগ। পরনে বাকস্কিন শার্ট, কিন্তু সেই শার্ট শরীরের খাঁজ-ভাঁজ ঢেকে রাখতে পারছে না।

শীতল, সতর্ক চোখে শ্যাননকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে মেয়েটা। মোকাসিন বুট পরেছে সিংহ শিকারী। লাল ফ্ল্যানেলের শার্ট রোদের অত্যাচারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, স্যাডলে বসে থাকতে থাকতে মসৃণ হয়ে গেছে কালো জিন্স, মুখ তামাটে, তীক্ষ্ণ একজোড়া ধূসর-সবুজ চোখ। যথেচ্ছ ব্যবহারে কালো হয়ে গেছে মাথার হ্যাট। কুকুরটার উপর চোখ পড়তে থেমে গেল মেয়েটা।

'সিংহ শিকারী?' বলল সে। 'প্রতিদিন যে-হাউণ্ডের পালের ডাক শুনতে পাই, সেগুলো কি তোমার?'

শ্যানন মাথা ঝাঁকাল। 'এই মালভূমিতে আমি সিংহ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। ধরছিও।'

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো মেয়েটির। 'ধরছ? জ্যান্ত? হাবভাবে মনে হচ্ছে, তোমার খুব সাহস... যদিও বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। জ্যান্ত সিংহ কী কাজে লাগে তোমার?'

'বিক্রি করি সার্কাস বা চিড়িয়াখানায়। ওরা তিনশ' থেকে সাতশ' ডলার দেয়—দাম নির্ভর করে আকার আর জাতের উপর। এই কাজ কাউপাঞ্চিঙের চেয়ে ভাল।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'আয় ভাল, স্বীকার করছি। কিন্তু কাউপাঞ্চিং অনেক বেশি নিরাপদ না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওতে সিংহ শিকারের মত উত্তেজনা কোথায়?' হাসল শ্যানন। 'এবার তোমার কথা বলো। এমন একটা জায়গায় তোমার মত মেয়ে কী করছে? আমি তো কল্পনাও করিনি, এখানে কেউ থাকে।'

'আজ পর্যন্ত তুমি ছাড়া এখানে কেউ আসেওনি। আশা করি কথাটা তুমি গোপন রাখবে... রাখবে না? তুমি যদি বাইরে গিয়ে আমার কথা বলো, আমি কিন্তু মস্ত বিপদে পড়ে যাব। গরম্যান ছুটে চলে আসবে।'

'ঘোড়া ফেরত নিতে?' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল শ্যানন।

চোখজোড়া জ্বলে উঠল মেয়েটার। 'ওগুলো ওর না! আমার ঘোড়া! প্রত্যেকটা!' শটগান এক ইঞ্চি নামাল সে। 'গরম্যান শুধু নরমের যম নয়, সে একটা চোর! প্রথমে চুরি করেছে আমার বাবার র‍্যাঞ্চ, তারপর তার ঘোড়াগুলো। ওই স্ট্যালিয়নটা আমার... মেয়ারগুলো, এমনকী সেগুলোর বাচ্চাও!'

'সব খুলে বলো আমাকে,' মাথা থেকে হ্যাট নামাল শ্যানন।

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, বোধহয় বোঝার চেষ্টা করল, ওর কাছে মনের কথা বলা যায় কি না একটু পর সন্তুষ্ট হলো, নামিয়ে নিল শটগান। বলল, 'সাপার

boighar.com

তৈরি করছিলাম। তুমি খাবে? তা হলে একটা চেয়ার টেনে বসো।'

'খেতে বসো!' প্রতিধ্বনি করে উঠল একটা খনখনে স্বর। চমকে উঠে ডানপাশে চোখ ফেরাতেই একটা খাঁচা দেখল শ্যানন। ভিতর থেকে ড্যাব ড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে একটা তোতা।

'ওটা অ্যাপোলো,' বলল মেয়েটা। 'আমার পোষা তোতা... এবং একমাত্র সঙ্গী।'

খেতে খেতে মেয়েটার কাহিনি শুনল শ্যানন। জানা গেল ওর নাম লিলি টমলিন। মণ্টানার নেজ পার্স ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ওর বাবা ব্যবসা করত—তাদের থেকেই পেয়েছিল অপূর্ব এক অ্যাপালুসা স্ট্যালিয়ন আর কয়েকটা ঘোটকী। সেগুলো থেকে ভদ্রলোক গড়ে তোলেন পুরো একটা ঘোড়ার পাল। এলাকায় ট্রেভর গরম্যান উদয় হবার পর থেকে দেখা দিল বিপদ। লিলি যখন লেখাপড়ার জন্য পুবে গিয়েছিল, সে-সময়েই ওর বাবা মারা গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে। ফিরে এসে ও দেখল, র‍্যাঞ্চ বিক্রি হয়ে গেছে; ঘোড়াগুলোও উধাও।

'ওরা বলল, স্ট্যালিয়নটা বাবাকে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিনি আমি,' বলল লিলি। 'গরম্যান আর ওর পার্টনার ম্যাক্স এরিকসন খুঁজে পেয়েছিল বাবার মৃতদেহ। এরপর ওরা ঋণ-আদায়ের আর্জি পেশ করল বাবার এস্টেটের বিপক্ষে, আদালতের হুকুমে তড়িঘড়ি করে বেচে দিল সমস্ত জমিজমা। কাজটায় ওখানকার জাজ ওদেরকে সাহায্য করেছে বলে শুনেছি। ঘটনার কিছুদিন পরেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ওই জাজ, দূরে কোথায় গিয়ে যেন নিজের জন্য নতুন একটা র‍্যাঞ্চ কিনেছে। বিশ্বাস করো, বাবা কখনও কারও কাছে ঋণ করেনি। ওরা নিশ্চয়ই খুন করেছে ওঁকে।'

'সেটা প্রমাণ করা কঠিন হবে,' গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল

শ্যানন। 'তোমার হাতে কোনও প্রমাণ আছে?'

'শুধু ডাক্তারের বক্তব্য। তার মতে, বাবার শরীরে যেসব জখম ছিল, সেগুলো ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে হতে পারে না। তার ধারণা, বাবা মাটিতে পড়ে যাবার পর অত্যাচার চালানো হয়েছিল।'

কাহিনিটা বিশ্বাস করল শ্যানন। গরম্যানকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করাটাই একমাত্র কারণ নয়, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে—গল্পটার কোথায় যেন সত্যের একটা গন্ধ আছে। গভীরভাবে ভাবল ও ব্যাপারটা নিয়ে।

'র‍্যাঞ্চ থেকে তুমি কিছু পেয়েছ?'

'পাঁচশো ডলার আর পুবে ফিরে যাবার একটা টিকেট।' শ্যাননের কাপ ভরে দেয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়েছিল লিলি, ওই অবস্থাতেই চোখজোড়া জ্বলে উঠল রাগে। 'মিস্টার শ্যানন, ওই র‍্যাঞ্চের দাম অন্তত চল্লিশ হাজার ডলার। বাবা প্রস্তাব পেয়েছিল! তারপরেও বিক্রি করতে রাজি হয়নি।'

'তা হলে তুমি ওদের পিছু নিয়ে এখান পর্যন্ত এসেছ?'

'হ্যাঁ। ধোঁকা দেবার জন্য পরিস্থিতিটা মেনে নেয়ার ভান করেছি তখন। পরে পিছু নিয়েছি গরম্যানের। আর কিছু না হোক, অন্তত ঘোড়াগুলো ফিরে পেতে চাই।'

'হুম!' বলে আপন ভাবনায় ডুবে গেল শ্যানন।

খুব বেশি আর কথা হলো না ওদের মধ্যে। খাওয়া শেষে ধন্যবাদ জানাল ও, বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

পুরো দু'ঘণ্টা লেগে গেল গোপন উপত্যকা থেকে বের হতে। হাড়ে হাড়ে টের পেল শ্যানন, ওখানে ঢোকার চেয়ে বের হওয়া কঠিন। বেশ কয়েকবার ভুল করার পর খুঁজে পেল আজকের সিংহ ধরার জায়গাটা, তারপর এগোল ক্যাম্পের ট্রেইল ধরে। ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে মনে পড়ল গরম্যানের কথা—নিষ্ঠুর, কঠিন

boighar.com

চরিত্রের একজন লোক, যা-খুশি-তাই করতে পারায় অভ্যস্ত। আবার সাক্ষাৎ হবে লোকটার সঙ্গে, কোনও সন্দেহ নেই।

ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছুতেই দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল শ্যাননকে, ধোঁয়ার গন্ধ কিংবা আগুনের কোনও আভা দেখতে পাচ্ছে না। ঘোড়ার কানে ফিসফিস করতে করতে ক্যাম্পসাইটে ঢুকল ও... থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক সামনেই একটা গাছ থেকে ঝুলছে মনুষ্যাকৃতির একটা কালচে অবয়ব।

ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হলো শ্যানন, কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মানুষটাকে। হান্টিং নাইফ দিয়ে ফাঁসের দড়ি কেটে নামিয়ে আনল তাকে মাটিতে। ফাঁসের বাঁধন খুলে দ্রুত পরীক্ষা করল নাড়ি। ডোনোভান বেঁচে আছে!

তাড়াতাড়ি আগুন জ্বেলে পানি গরম করল শ্যানন। বুড়ো মানুষটাকে কেবল ফাঁসিই দেয়া হয়নি, গুলিও করা হয়েছে একবার। তবু সে বেঁচে আছে এখনও।

হঠাৎ কেঁপে উঠল বৃদ্ধের চোখের পাতা, ফিসফিসিয়ে সে বলল, 'গরম্যান... ওরা পাঁচজন ছিল! কোনও সুযোগ দেয়নি আমাকে... ফাঁসিতে ঝুলিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'শ্‌শ্‌!' বৃদ্ধের ঠোঁটে আঙুল রাখল শ্যানন। 'যা হবার হয়েছে, জ্যাকারি। সব ঠিক হয়ে যাবে... তুমি কোনও চিন্তা কোরো না।'

'না। আমার সময় শেষ। ওই রশি যতক্ষণ পেরেছি ধরে থেকেছি... জানতাম খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারব না... তবু তোমাকে সব বলবার জন্যই বেঁচে ছিলাম এতক্ষণ।'

শ্যাননের হাত মুঠো করে ধরে রেখেছিল ডোনোভান, হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল সেই বাঁধন। কেঁপে উঠে হাসিখুশি মানুষটা নিথর হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল শ্যানন, চেহারা থমথমে হয়ে গেছে। বোঝার উপায় নেই, কী ঝড় চলছে ওর ভিতরে। নির্বিকার ভঙ্গিতে সারল

পরের কাজগুলো। একটা পোঁটলায় বেঁধে নিল দরকারি জিনিসপত্র। সিংহগুলো রয়েছে ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে, গাছের সঙ্গে শেকল বাঁধা অবস্থায়। সেগুলোর সামনে মাংস ছড়িয়ে, আওতার মধ্যে পানি রেখে, ফিরে এল ও ঘোড়ার কাছে। লাশটা ডোনোভানের ঘোড়ার পিঠে উপুড় করে শোয়াল, ওটার লাগাম ধরে নিজের ঘোড়ায় উঠল। তারপর সেভেন পাইন্সের ট্রেইল ধরল।

ও যখন শহরে পৌছুল, তখন আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। পথের শেষ মাথায় শেরিফের অফিস। অনেকক্ষণ টোকা দেয়ার পর জবাব পাওয়া গেল। দরজা খুলে উঁকি দিল রুক্ষ চেহারার এক লোক, নীল চোখের তারায় রাজ্যের বিরক্তি। বুকের কাছে একটা তামার ব্যাজ। খেঁকিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'সাতসকালে যন্ত্রণা করছ কেন? কী হয়েছে?'

'খুন হয়েছে আমার পার্টনার,' শ্যানন বলল। 'প্রথমে গুলি করা হয়েছে, তারপর ঝোলানো হয়েছে ফাঁসিতে।'

'ফাঁসি?' অপলকে তাকিয়ে রইল শেরিফ, দৃষ্টিতে সহানুভূতির কোনও চিহ্ন নেই। 'কে ফাঁসি দিয়েছে?'

'গরম্যান। সঙ্গে আরও চারজন ছিল।'

শেরিফের চেহারা বদলে গেল নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ডোনোভানের মৃতদেহ নামাল শ্যানন, শুইয়ে দিল সিঁড়ির সামনে। কয়েক মুহূর্ত লাশের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা।

'আমার মনে হয়,' একটু পরে নীরস গলায় বলল সে, 'গরম্যান যদি এ-কাজ করে থাকে, তা হলে তার পিছনে যুক্তি আছে। অ্যাই মিস্টার, কী ঘটেছিল ঠিক ঠিক খুলে বলো আমাকে।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল শ্যানন। 'তুমি শেরিফ না অন্যকিছু?' বলল ও। 'আমি গরম্যানের বিরুদ্ধে খুনের

boighar.com

অভিযোগ আনছি। আমি চাই এক্ষুণি ওকে গ্রেফতার করা হোক।'

'তুমি চাও?' বাঁকা সুরে বলল শেরিফ। চোখে আগুন দেখা দিল। 'কোথাকার কোন্ লাটসাহেব তুমি? গরম্যান যদি এই বুড়োকে ফাঁসি দিয়ে থাকে, তা হলে তার পিছনে নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে। অনেকগুলো ঘোড়া চুরি হয়েছে ওর। আমার মনে হয় এই বুড়ো ঘোড়াচোরদের একজন। জেলে ঢোকার শখ না থাকলে মানে মানে কেটে পড়ো, মিস্টার।'

শেরিফের উপর চোখ রেখে কয়েক পা পিছাল শ্যানন। 'হুঁ। আমাকে জেলে ঢোকাবে? কাজটা তোমার জন্যে খুব কঠিন হবে, শেরিফ। তোমার নামটা যেন কী?'

'এরিকসন।'

'এরিকসন, অ্যাঁ? ম্যাক্স এরিকসন?' শ্যাননের চেহারা বদলে গেছে। আচমকাই পরিষ্কার হতে শুরু করেছে রহস্য। বুঝতে পারছে, কেন এই লোক গরম্যানকে সমর্থন করছে।

সিংহ শিকারীর মুখের ভাব বদলে যেতে দেখল শেরিফ। ভুরু কুঁচকে বলল, 'হ্যাঁ, ম্যাক্স এরিকসন। তো? তাতে হয়েছেটা কী?'

ঘোড়ার দিকে আরও এক পা পিছাল শ্যানন, দৃষ্টি শীতল হয়ে উঠেছে। 'ম্যাক্স এরিকসন... নেজ পার্স অঞ্চলে খুব আলোচনা হচ্ছে এই নাম নিয়ে। তুমি সেই লোক না তো?'

এমনভাবে চমকে উঠল এরিকসন যেন কেউ চড় মেরেছে তাকে। 'কী বলতে চাও?'

শ্যানন হাসল। 'তুমি জানো না,' অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়ল ও, 'তোমাকে আর গরম্যানকে ওখানে খোঁজা হচ্ছে বুড়ো টমলিনকে খুনের দায়ে?'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠতে চাইল এরিকসন, কিন্তু কথাটা গলা দিয়ে বেরুল কোলা ব্যাঙের মত আওয়াজে। মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে তার মুখ। সভয়ে পিছিয়ে গেল সে... আর তার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যানন পড়তে পারল লোকটার মনের কথা। সোজাসাপ্টা

অভিযোগ এনে মস্ত বোকামি করে বসেছে ও। সেধে মাথার উপর টেনে নিয়েছে ভয়ঙ্কর বিপদ। প্রথম সুযোগেই ওকে খুন করবে শেরিফ।

'সময় থাকতে পালাও, স্ট্রেঞ্জার,' হুমকির সুরে বলল লোকটা। 'গরম্যান যদি তোমাকে এখানে দেখে, তার পরিণাম ভাল হবে না। তুমি একজন ঘোড়াচোরের পার্টনার।'

এরিকসনের ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে থানার সামনে থেকে সরে এল শ্যানন। ঘোড়া নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে দেখল পরিস্থিতি। সেভেন পাইন্সে গরম্যানের প্রভাব আছে, তার ওপর ওর দোস্ত ম্যাক্স এরিকসন এখানকার শেরিফ। হালে পানি পাবে না শ্যাননের অভিযোগ, কেউ শুনবে না ওর কথা।

আসলেই কি তা-ই? ভাল মানুষ কি একটিও নেই এ-শহরে? হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল দো-আঁশলা ফার্নান্দো আর গত বিকেলে দেখা বয়স্ক মানুষটির কথা। চেহারা-সুরত এবং আচার-আচরণে সৎ লোক বলে মনে হয়েছে ওদেরকে।

ঘুম থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছে সেভেন পাইন্স। স্যালুনের বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছে এক লোক, শ্যানন থামল তার পাশে। জিজ্ঞেস করল, 'ফার্নান্দো নামের কাউকে চেনো? একজন দো-আঁশলা?'

'নিশ্চয়ই,' সোজা হয়ে দাঁড়াল ঝাড়ুদার। তীক্ষ্ণচোখে দেখল আগন্তুককে। 'খুঁজছ তাকে?'

'হ্যাঁ। আরেকজনকেও চাই—বয়স্ক, পাকা চুল, ভদ্র চেহারা, কিন্তু চোখ বরফের মত ঠাণ্ডা। সেই ধরনের মানুষ, যাকে বেশি ঘাঁটালে পরিণতি খুব খারাপ হতে পারে। তার নাম সম্ভবত কলিন্স।'

'তা হলে কলিন্স। মাইকেল কলিন্স। শহরের পশ্চিমে এম-কে র‍্যাঞ্চের মালিক। আর ফার্নান্দো থাকে শহরের ডানপ্রান্তের একটা

boighar.com

চালাঘরে। সে তোমাকে মাইকেলের কাছে নিয়ে যেতে পারবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল শ্যানন, রওনা হলো ফার্নান্দোর ঠিকানায়। কিছুদূর গিয়ে একবারের জন্য পিছন ফিরে তাকাল। শেরিফ এরিকসন কথা বলছে ঝাড়ুদারের সঙ্গে। মাথা ঘামাল না ও-নিয়ে। ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানা নেই শেরিফের। ঝাড়ুদারের সঙ্গে কথা বলে কিছুই আঁচ করতে পারবে না। সামনে তাকিয়ে লাগামে ঝটকা দিল ও।

কোরালে ঘোড়া দেখে চিনে নেয়া গেল ফার্নান্দোর চালাঘর। একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দরজায় এসে দাঁড়াল দো-আঁশলা। শ্যাননকে দেখে অবাক হলো সে, কিন্তু জ্যাকারি ডোনোভানের ফাঁসি আর এরিকসনের প্রতিক্রিয়ার কথা শুনল খুব মনোযোগ দিয়ে।

'কলিন্সের কাছে যাবার দরকার নেই,' বলল ফার্নান্দো। 'ওই যে... আসছে ও। কলিন্স আর ওর ফোরম্যান জিম মরিস। আজ সকালে ওদের শহরে আসার কথা ছিল।'

ফার্নান্দোর ডাকে দুই রাইডার ঘুরল কেবিনের দিকে। ওদেরকে পুরো ঘটনা আরেকদফা খুলে বলল শ্যানন—লিলি টমলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর মেয়েটির বাসস্থানের তথ্য এড়িয়ে ব্যাখ্যা করল গরম্যানের ঘোড়াগুলো চুরি হবার কারণ; সেইসঙ্গে উল্লেখ করল বুড়ো টমলিনের সন্দেহজনক মৃত্যুর কথাটাও। চুপচাপ শুনে গেল মাইকেল কলিন্স। মরিস থুতু ফেলল একবার, কিন্তু গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করল না।

'গরম্যান এ-রকমই, বস!' শেষ পর্যন্ত বলে উঠল সে। 'ওকে কখনোই সুবিধের লোক বলে মনে হয়নি আমার।'

'দাঁড়াও,' ফোরম্যানকে থামিয়ে দিল কলিন্স। গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল শ্যাননের দিকে। 'এসব তুমি আমাকে বলছ কেন? আমাকে তুমি কী করতে বলো?'

হেসে উঠল ক্যাট শ্যানন, আর সেই হাসির ধরন দেখে খুশি

হলো মরিস—এই মানুষটা স্রেফ গরম্যানের খোঁজ করছে... তার নয়।

'না, কলিন্স, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু আশা করছি না,' শ্যানন বলল। 'শুধু এইটুকুই বলতে চেয়েছি যে, আমি আউট-ল নই। গরম্যান বা এরিকসনের মত ফালতু লোকের জন্য আমি নতুন করে আউট-ল সাজতেও চাই না। তোমরা এখানকার নামি-দামি মানুষ, তাই ঝামেলা শুরুর আগেই বিষয়টা সম্পর্কে তোমাদের জানিয়ে রাখলাম, যাতে ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।'

'তুমি ওর পিছনে লাগতে চাও?'

শ্যানন মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ। এই এলাকায় আমি নতুন, কলিন্স। গরম্যান আমাকে ঘোড়াচোর বলেছে, আইনও আমার বিপক্ষে। ওর পিছনে লেগে বিপদ বাড়াতে চাই না। তারচেয়ে ওরাই আমার মুখোমুখি হোক, শহরের ঠিক মাঝখানে!'

কেবিনের ভিতরে ঢুকল ফার্নান্দো, বেরিয়ে এল একটা স্পেনসার .৫৬ রাইফেল নিয়ে। একলাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ল, পাশে এসে দাঁড়াল শ্যাননের। 'এই লড়াইয়ে আমিও তোমার সঙ্গে আছি, স্ট্রেঞ্জার,' বলল সে শান্ত স্বরে, চোখজোড়া ঠাণ্ডা। 'একজন মানুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ না হলে এভাবে এগিয়ে এসে তার কাহিনি বলতে পারে না। তা ছাড়া, তুমি তো জানোই, বুড়ো ডোনোভানকে প্রথম দেখাতেই আমি খুব পছন্দ করেছিলাম।'

থানার সামনে ওরা যখন পৌঁছুল, তখন সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে গরম্যান। এক চোখ সামান্য খোলা, আরেকটা ফুলে আছে—মারের চিহ্ন মুছে যায়নি এখনও। হাবভাবে মনে হলো এরিকসনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে, যদিও আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না শেরিফকে। বেশ কয়েকজন কাউহ্যাণ্ড ঘোরাঘুরি করছে তার আশপাশে, যেন মনিবকে পাহারা দিচ্ছে প্রভুভক্ত

boighar.com

কুকুর।

শ্যাননের সঙ্গে কলিন্সকে দেখতে পেয়ে ক্রোধ ঘনাল গরম্যানের চোখে। 'তুমি দেখছি আজকাল অদ্ভুত সব লোকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছ, মাইকেল,' বাঁকা গলায় মন্তব্য করল সে।

বয়স্ক র‍্যাঞ্চারের চেহারায় মেঘ জমল। 'কার সঙ্গে আমি ঘোরাফেরা করব, সে-ব্যাপারেও কি তোমার মতামত নিতে হবে, ট্রেভর? অমন কোনও ভাবনা থাকলে ভুলে যাও। জরুরি আরেকটা ব্যাপারে ফয়সালা করতে এসেছি আমরা।'

'তুমি ওই ঘোড়াচোরের পক্ষ নিচ্ছ?' জানতে চাইল গরম্যান।

'আমি কারও পক্ষ নিচ্ছি না। গত রাতে তুমি একজনকে ফাঁসি দিয়েছ। কীসের ভিত্তিতে কাজটা করলে, তা জানতে চাই আমরা। আর যদি অকাট্য প্রমাণ দেখাতে না পারো, খুনের দায়ে বিচার হবে তোমার।'

কুৎসিত হয়ে গেল গরম্যানের চেহারা। 'বুড়ো গাধা কোথাকার! তুমি আমার বিচার করার কে? এরিকসন এখানকার শেরিফ, তুমি নও! তা ছাড়া তোমার পক্ষে আছে মাত্র একজন।'

'তিনজন,' তাকে শুধরে দিল ফার্নান্দো। 'আমি কলিন্সের পক্ষে আছি... শ্যানন আর মরিসও আছে।'

ধক ধক করে জ্বলে উঠল গরম্যানের দু'চোখ। 'আজ পর্যন্ত কোনও দো-আঁশলাকে আমি ভাল কিছু করতে দেখিনি! কড়ায়-গণ্ডায় এর মাশুল দিতে হবে তোমাকে, ফার্নান্দো!'

মাইকেল কলিন্স ঘোড়া থেকে নামল, ঘোড়াটা থাকল তার আর গরম্যানের মাঝখানে। ইতোমধ্যে ভিড় জমাতে শুরু করেছে জনতা। পিস্তলের বাটে হাত রেখে গরম্যানের রাইডারদের উপর সতর্ক চোখ বোলাচ্ছে জিম মরিস।

চুপচাপ সব লক্ষ করছে শ্যানন। গরম্যানের সঙ্গে রয়েছে চারজন আছে, তবে ভিড়ের মাঝেও তার কিছু লোক থাকতে পারে। ওর আর কলিন্সের সঙ্গে রয়েছে কেবল মরিস আর

ফার্নান্দো, তবু তাদের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি অনুভব করল। সঙ্গী হিসেবে এদের চেয়ে ভাল মানুষ আর হয় না। মরিস হাসিখুশি মানুষ, ফার্নান্দো একটু সিরিয়াস। যত বিপদই আসুক, এরা পলিয়ে যাবে না। হঠাৎ এরিকসনকে এগিয়ে আসতে দেখল শ্যানন।

ওদেরকে ঘিরে রেখেছে শহরের অধিবাসীরা, কিন্তু একটা কথাও বলছে না কেউ। পায়ে মৃদু স্পর্শ অনুভব করে নীচের দিকে তাকাতেই বিগ জেবকে দেখতে পেল শ্যানন। কুকুরটা সঙ্গে রয়েছে, এক মুহূর্তের জন্যও ওকে ছেড়ে যায়নি। অদ্ভুত এক উষ্ণতায় ভরে গেল শ্যাননের বুক। যা-ই ঘটুক, পরোয়া করে না আর।'

'গরম্যান!' বাজখাঁই গলায় বলে উঠল ও। 'কাল রাতে তুমি আমার পার্টনারকে ফাঁসি দিয়েছ! আর ফাঁসিটা দিয়েছ কোনও রকম সাক্ষ্যপ্রমাণ বা বিচার ছাড়া—ঘোড়া চুরির মিথ্যে অভিযোগে! ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছিলে তুমি, কলিন্স আর ফার্নান্দো তার সাক্ষ্য দেবে। নিশ্চিত হবার উপায় ছিল না, তারপরেও তুমি বুড়ো মানুষটাকে ফাঁসি দিয়েছ স্রেফ সন্দেহের বশে... শত্রুতা করে! আমি তোমার নামে হত্যার অভিযোগ আনছি!'

চড়া স্বরে বলায় ওর প্রত্যেকটা কথা শুনতে পেল জনতা। গরম্যানের মুখ থমথমে হয়ে উঠল, কিন্তু তাতে দুশ্চিন্তার ছাপও আছে। এদিক-ওদিক চাইল। লোকটাকে থামাচ্ছে না কেন এরিকসন? কীসের জন্য অপেক্ষা করছে?

'তা ছাড়া,' বলে চলল শ্যানন, 'চুরি যাওয়া যে-ঘোড়াগুলোর খোঁজ করছ তুমি, সেগুলো তুমিই চুরি করেছ লিলি টমলিনের কাছ থেকে... মণ্টানায়! ঘোড়াগুলো চুরি করা হয়েছে ওর র‍্যাঞ্চ থেকে—অবৈধভাবে র‍্যাঞ্চ বিক্রি আর ওর বাবার হত্যাকাণ্ডের পর—যে-হত্যাকাণ্ডটি তুমিই সংঘটিত করেছ এরিকসনকে সঙ্গে নিয়ে।'

boighar.com

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল গরম্যান, এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে। এই ধরনের অভিযোগের পরিণাম খুব খারাপ হতে পারে। প্রতিবাদ না করলে বিপদ দেখা দিতে পারে। শ্যানন যে-সব কথা এরিকসনকে বলেছে, সেগুলো যদি সত্যি হয়? সত্যিই যদি মণ্টানাতে তাদের খোঁজা হয় হত্যার দায়ে? যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে সমস্ত গোমর?

শ্যাননকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কলিন্স, ফার্নান্দো, আর মরিসের উপর। ওরাও তার দুশ্চিন্তার কারণ, যেহেতু ওদের জাত সে ভাল করেই চেনে। মাইকেল কলিন্স একজন প্রাক্তন যোদ্ধা—আদর্শবাদী এবং এলাকার সবার শ্রদ্ধাভাজন। মরিস বেপরোয়া টাইপের লোক, ক'দিন আগেই পিস্তলযুদ্ধে খতম করেছে এক রাসলারকে। ফার্নান্দো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ—অত্যন্ত সতর্ক, একবার যদি গুলি ছোঁড়ে, সেটা কখনও ব্যর্থ হয় না।

'মিথ্যে কথা,' আবার চেঁচাল গরম্যান। 'টমলিন আমার কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল। বন্ধক দিয়েছিল র‍্যাঞ্চ। দলিল আছে আমার কাছে!'

'জাল দলিল,' শান্ত গলায় বলল শ্যানন। 'কেসটা আমরা রি-ওপেন করব, গরম্যান। নিশ্চিত থাকো, এবার কোনও ঘুষখোর জাজ থাকবে না তোমার পক্ষে।'

গরম্যানের মনে হলো সে ফাঁদে পড়ে গেছে। দু-দুবার শ্যাননকে মিথ্যুক বলা সত্ত্বেও ড্র করেনি সে, কারণ ওর কথা এখনও শেষ হয়নি। লোকটা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে না গরম্যান, তবে এটুকু বুঝতে পারছে সে কাপুরুষ নয়।

আরও কিছু বলতে চাইছিল শ্যানন, বাধা পেল শেরিফ এরিকসন নাক গলানোয়। 'তোমার অভিযোগের তদন্ত করে এসেছি আমি,' বলে উঠল সে। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, ওটার কোনও ভিত্তি নেই। বরং আমার তো মনে হচ্ছে বুড়োকে তুমিই খুন করেছ।'

তিক্ত হাসি হাসল শ্যানন। 'তোমার কাছ থেকে এমন কথাই আশা করা যায়। আমাকে সন্দেহ করছ কেন, জানতে পারি?'

'ঘটনাস্থলের আশপাশে আর কেউ ছিল না। গ্রহণযোগ্য কোনও অ্যালিবাই-ও নেই তোমার।'

'নিজের পার্টনারকে খুন করবে কেন শ্যানন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল কলিন্স। 'লাভ কী তাতে?'

'চারটা সিংহ ধরেছে ওরা। সিংহের দাম আছে। পুরো টাকাটা শ্যানন একাই ভোগ করতে চায়।'

জোরে হেসে উঠল শ্যানন, এক হাত তুলে মাথার উপরে ঠিকমত বসাল হ্যাটটা। 'এরিকসন,' বলল ও, 'স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছ তুমি, আসল ঘটনা কিছুই জানো না। ডোনোভান শুধুই আমার ক্যাম্পিং আর রাইডিঙের পার্টনার ছিল। টাকা-পয়সার দিক থেকে ও ছিল আমার কর্মচারী, মাসে মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের বেতন দিতাম। সিংহের দামের ভাগ দিতাম না। বিশ্বাস না হলে ওর সঙ্গে আমার লিখিত চুক্তি দেখাতে পারি—পকেটেই আছে ওটা। কর্মচারী হলেও ওর মত আরেকজন মানুষ পাওয়া শক্ত, কারণ কাজকর্মে খুব দক্ষ ছিল ও। ল্যাসো ছোঁড়ায় ওস্তাদ ছিল ডোনোভান, গাছ থেকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁস ছুঁড়ে সিংহকে বেঁধে ফেলতে পারত। বুড়োকে আমি খুব ভালবাসতাম, শেরিফ, আর সেজন্যেই গরম্যানের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনছি। জেলে ঢোকাও ওকে—এক্ষুণি!'

কালো হয়ে গেল এরিকসনের মুখ। 'তুমি আমাকে অর্ডার করছ?'

'শ্যাননের বিরুদ্ধে আর কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ যদি থাকে, সেটা বলে ফেলো, শেরিফ,' বলল কলিন্স। 'মনে রেখ, গরম্যানের সঙ্গে প্যাসিতে আমিও ছিলাম। দেখেছি ওর হাবভাব। চাইছিল কাউকে ফাঁসি দিতে, কিন্তু তার বদলে খেল মার। আমার তো ধারণা, ডোনোভানকে ফাঁসি দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে ও... ভয় দেখাতে

boighar.com

চেয়েছে শ্যাননকে।'

ইতস্তত করতে লাগল এরিকসন, গরম্যানের দিকে তাকাল প্রায় ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে। 'দুঃখিত, ট্রেভর,' বলল সে, 'তোমাকে গ্রেফতার না করে উপায় নেই আমার! কিন্তু কিচ্ছু ভেবো না, খুব শীঘ্রি অভিযোগটা ভুয়া প্রমাণ করে তোমাকে ছেড়ে দেব আমি।'

দাঁত কিড়মিড় করল র‍্যাঞ্চার, কলিন্স আর শ্যাননের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ঝট্ করে। এরিকসন-সহ ঢুকে গেল থানার ভিতর।

শ্যাননের দিকে ফিরল কলিন্স। 'তোমার উচিত কিছু এভিডেন্স জোগাড় করা,' বলল সে। 'নইলে শুধু অভিযোগের উপর ভিত্তি করে কোনও জুরি গরম্যানকে ফাঁসি দেবে না। কাঠগড়াতেই হয়তো দাঁড়াতে হবে না ওকে।'

'হুম!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল শ্যানন।

সন্ধেবেলায় লিলির সঙ্গে আবার দেখা করল শ্যানন। সিংহগুলোকে নিয়ে গেল সঙ্গে। ডোনোভান না থাকায় ওগুলোর দেখাশুনা করার কেউ নেই, সবকিছু শোনার পর স্বেচ্ছায় দায়িত্বটা নিতে রাজি হয়ে গেছে মেয়েটা। কেবিন থেকে একটু দূরে জানোয়ারগুলোকে বেঁধে রেখেছে শ্যানন। তবে উপত্যকায় চার-চারটা সিংহের উপস্থিতি পছন্দ হয়নি অ্যাপোলোর, খাঁচার দাঁড়ে বসে ক্রমাগত অসন্তোষ জানিয়ে চলেছে।

'কী ঘটবে বলে মনে হয় তোমার?' শ্যাননকে কফি পরিবেশন করে জানতে চাইল লিলি। 'বিচার করা যাবে ওদের?'

'এরিকসনের কথা বলতে পারি না, তবে গরম্যানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারব বলে আশা করছি। আজ সারাদিন ও-নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। কেস চালাবার মত বেশ কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছি। গতরাতে গরম্যানকে চারজন রাইডার-সহ

পাহাড়ের দিকে যেতে দেখেছে, এমন একজনের খোঁজ পেয়েছি। ফাঁসের রশিটা পরীক্ষা করেছি, ওটা গরম্যানেরই। লোমের রশি ব্যবহার করে ও, কিন্তু এখানকার প্রায় সবাই ব্যবহার করে র-হাইডের দড়ি। ওটা প্রমাণ করার জন্য অন্তত শ'খানেক লোক পাওয়া যাবে।'

'ঘোড়াচোর,' বলে উঠল অ্যাপোলো। 'ব্যাটা ঘোড়াচোর!'

'চুপ,' তোতাটার দিকে ফিরে ধমকে উঠল লিলি। 'একদম চুপ!'

মাথা তুলে বিগ জেব তাকাল কৌতূহলী দৃষ্টিতে, কিন্তু তোতার কাছ থেকে পেল বিদ্বেষভরা দৃষ্টি। সিংহগুলোর মতই কুকুরটাকেও একদমই পছন্দ হয়নি পাখিটার।

'এলাকার লোকজন গরম্যানকে ভয় পায়, ব্রেন্ট,' লিলি বলল। 'কেউ যদি সাক্ষ্য দিতে রাজি না হয়?'

'হবে।' দৃঢ় গলায় বলল শ্যানন। 'ওকে পছন্দ করে না কেউ। যদি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি, তা হলে ভয় কেটে যাবে সবার। ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য আগ বাড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে আসবে তখন।'

কথা শেষ হতেই কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাপোলো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিলি, মুখ শুকিয়ে গেছে। দরজার কাছ থেকে ভেসে এল খনখনে একটা হাসি।

'চিৎকার কোরো না, মেয়ে। এখন আর চিৎকার করে কোনও লাভ হবে না!' কণ্ঠটা ম্যাক্স এরিকসনের! নিশ্চয়ই শ্যাননের পিছু নিয়ে চলে এসেছে এখানে।

নড়ল না শ্যানন। অসুবিধেজনক একটা অবস্থায় পড়ে গেছে—ওর পিঠ দরজার দিকে, এরিকসনকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘুরে মুখোমুখি হতে অনেক সময় দরকার, এর মাঝে গুলি করে বসতে পারে লোকটা। চেহারা ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করল, লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল আশ্বাসের ভঙ্গিতে। ঝড়ের

boighar.com

বেগে চিন্তা করছে কীভাবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

'এবার তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার!' শোনা গেল গরম্যানের কণ্ঠ। এরিকসনের পিছু পিছু কেবিনে ঢুকেছে সে। কাছে এসে ধাক্কা দিল সে লিলিকে। একপাক ঘুরে ধপাস করে পড়ে গেল মেয়েটা চেয়ারের ওপর।

'বোকা মেয়েমানুষ!' হিসিয়ে উঠল গরম্যান। 'টাকা আর ট্রেনের টিকেট দিয়েছিলাম তোমাকে—ওগুলোর সদ্ব্যবহার না করে মস্ত ভুল করেছ। কী ভেবেছ তুমি, আমার সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়ে পার পেয়ে যাবে? এখন মরবে তুমি... আর তোমার সঙ্গে মরবে এই বেয়াদব সিংহ-শিকারীটা!'

শ্যানন কোনও কথা বলল না। আড়চোখে তাকাল বিগ জেবের দিকে। থাবার ওপর মাথা রেখে, মেঝেতে শুয়ে, গরম্যানকে সতর্কচোখে জরিপ করছে প্রাণীটা। বুঝতে পেরেছে, এই মানুষটা ওদের মিত্র নয়। গরম্যান বা এরিকসন কেউই সম্ভবত লক্ষ করেনি ওকে বা অ্যাপোলোকে।

'কলিন্স জানতে চাইবে গরম্যানকে তুমি ছেড়ে দিলে কেন,' শেরিফের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে বলল শ্যানন।

'ও জানবে কী করে?' এরিকসনের গলায় আত্মতৃপ্তির সুর। 'সকাল হবার আগেই ট্রেভর ফিরে যাবে হাজতে, আর তারপর... আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তুমি যখন সাক্ষ্য দিতে যাবে না, ও আপনাআপনি ছাড়া পেয়ে যাবে। এটুকু নিশ্চয়ই জানো, তুমি না থাকলে ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার কেউ নেই? সেভেন পাইন্সের সবাই আমাদেরকে ভয় পায়। কেউ টুঁ শব্দটিও করবে না। মাইকেল কলিন্সের ব্যবস্থা আমরা পরে করব, দো-আঁশলাটারও।'

'ভাল বুদ্ধি... তবে কাজে লাগাতে পারবে না,' নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল শ্যানন, যদিও ভাল করেই বুঝতে পারছে—ওর সমস্ত জারিজুরি শেষ। বাঁচার কোনও উপায় নেই ওর বা লিলির। এই

উপত্যকার কথা কেউ জানে না, মেরে পুঁতে ফেলা হবে ওদের দু'জনকে, কেউ টেরও পাবে না কী ঘটেছে। নিজের জন্য খারাপ লাগছে না ওর, খারাপ লাগছে লিলির কথা ভেবে। ভাল লেগে গিয়েছিল মেয়েটাকে, এভাবে মারা যাবে... সেটা মানতে পারছে না কিছুতেই।

ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠল শ্যানন। না, অসহায়ের মত মরবে না ও কিছুতেই। একটা কিছু করতে হবে ওকে... এখুনি! মরার আগে দুই বদমাশের একটাকেও যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, মন্দ কী?

'তোমরা দু'জনেই,' শীতল গলায় বলল ও, 'খুব শীঘ্রি ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছ।'

'ঘোড়াচোর!' আচমকা চিৎকার দিয়ে উঠল অ্যাপোলো। 'ব্যাটা ঘোড়াচোর!'

অপ্রত্যাশিত এই আওয়াজে চমকে গেল গরম্যান আর এরিকসন, ইন্সটিঙ্কটের বশে পাঁই করে ঘুরে গেল শব্দের উৎসের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল শ্যাননের দেহে, চেয়ার থেকে ঝাঁপ দিল ও সিংহের মত। ওর ভারী কাঁধ ধাক্কা দিল গরম্যানের পিঠে—স্টোভের পাশে জড়ো করে রাখা লাকড়ির স্তূপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। একপাক ঘুরেই হাতের শটগান উঁচিয়ে গুলি করল এরিকসন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। পরমুহূর্তেই শ্যাননের এক ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল সে উল্টোপাশের দেয়ালের গায়ে।

মুখ খারাপ করে গাল দিয়ে উঠল গরম্যান। আড়চোখে তাকে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে দেখল শ্যানন। শরীর শক্ত করে ফেলল গুলির আঘাত সহ্য করার জন্য। কিন্তু ঠিক তখনই শোনা গেল হিংস্র এক গর্জন, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিগ জেব।

তাড়াহুড়ো করে গুলি ছুঁড়ল গরম্যান, কিন্তু লাগাতে পারল না।

boighar.com

তার বাহু কামড়ে ধরল বিগ জেব, শুরু হলো ধস্তাধস্তি। মেঝের উপর যেন মল্লযুদ্ধে মেতে উঠল মানুষ আর কুকুর। মুচকি হেসে এরিকসনের দিকে নজর ফেরাল শ্যানন। শেরিফ উঠে দাঁড়াতেই মাপা এক লেফট হুক উপহার দিল চোয়ালে। লাটিমের মত পাক খেল এরিকসন, আছড়ে পড়ল মেঝের উপর। কুকুরটার কামড় থেকে কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে ঝাঁপ দিল গরম্যান—দরজা পেরিয়ে ছুট লাগাল পড়িমরি করে। কেবিন থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যেতে চাইছে।

খিস্তি করে উঠল এরিকসন। এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল, হাত বাড়াল কোমরের হোলস্টারের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মত নড়ল শ্যাননের দু'হাত... নিমেষে উঠে এল জোড়া পিস্তল। প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠল দু'জনের অস্ত্র।

শেরিফের গুলি ভোঁতা শব্দে ঢুকে গেল শ্যাননের পাশের দেয়ালে, আর জোড়া বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে পিছনদিকে পড়ে গেল এরিকসন। রক্তে ভেসে যেতে থাকল তার বুক। পরমুহূর্তে কেবিনের বাইরে থেকে ভেসে এল ভয়াবহ এক আর্তনাদ। দৌড়ে বেরিয়ে এল শ্যানন... দেখল, কালো একটা মূর্তি গড়াগড়ি খাচ্ছে শেকলে বাঁধা সিংহগুলোর মাঝে!

চাবুক হাতে লাফিয়ে পড়ল ও জানোয়ারগুলোর মাঝখানে, ভয় দেখিয়ে পিছু হটতে বাধ্য করল। তারপর রক্তাক্ত গরম্যানকে টেনে নিয়ে এল নিরাপদ দূরত্বে। তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল লোকটা, অন্ধকারে ঠিকমত কিছু দেখতেও পায়নি, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হিংস্র সিংহের মাঝখানে।

লিলি উদয় হলো শ্যাননের পিছনে। ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল, 'মরে গেছে নাকি?'

নাড়ি দেখল শ্যানন। 'না। এক্ষুণি পানি নিয়ে এসো। বেঁচে আছে, কিন্তু কামড়ে আর থাবায় ওর অবস্থা সঙ্গীন।'

পাঁজাকোলা করে আহত গরম্যানকে কেবিনের ভিতরে নিয়ে

এল ও. শুইয়ে দিল বিছানায়। জামা খুলে পরীক্ষা করল ক্ষত। বেহুঁশ হয়ে গেছে গরম্যান, গোঙাচ্ছে মৃদু স্বরে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা না হলে মারা যাবে নিঃসন্দেহে।

'আমি বরং ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি,' বলল শ্যানন।

'কারা যেন আসছে, ব্রেন্ট!' ঘোড়ার আওয়াজ শুনে বলে উঠল লিলি

এরিকসনের শটগান কুড়িয়ে নিয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল শ্যানন দেখল, জনাছয়েক রাইডারের সঙ্গে কলিন্স, মরিস, আর ফার্নান্দো এগিয়ে আসছে। হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল ও।

'এরিকসন কোথায়?' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল কলিন্স। 'আর গরম্যান?'

'এরিকসন পটল তুলেছে,' শ্যানন বলল। 'আর গরম্যান... অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে আমার সিংহগুলোর মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হতভাগা। দু'জনেই আছে ভিতরে... না থাকার মতই।'

দরজার দিকে এগিয়ে এল কলিন্স। 'যাক, আপদ বিদেয় হলো' বলল সে তাকাল লিলির দিকে। 'আর আমার ধারণা, তদন্তশেষে এই মেয়েও ফিরে পাবে তার র‍্যাঞ্চ, অবশিষ্ট টাকা আর ঘোড়াগুলো।'

'কিন্তু তোমরা এখানে এলে কীভাবে?' জানতে চাইল শ্যানন।

'সমস্ত কৃতিত্ব ফার্নান্দোর, কলিন্স বলল। 'এরিকসনকে বিশ্বাস করেনি ও, নজর রাখছিল থানার উপর। সন্ধ্যা হতেই চুপিচুপি গরম্যান আর শেরিফকে বেরিয়ে যেতে দেখে। খবর পেয়ে আমরা পিছু নিই ওদের ট্রেইল অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছি। অবশ্য... এখন তো দেখছি, না এলেও কোনও অসুবিধে ছিল না। তোমার আর মিস টমলিনের জন্য ভালই হতো একা থাকতে পারলে।' মুচকি হাসল সে।

গাল লাল হয়ে উঠল লিলির। লজ্জিত ভঙ্গিতে শ্যাননের পাশে


boighar.com

এসে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ, কলিন্স,' বলল শ্যানন। ঘাড় ফিরিয়ে লিলির চোখে চোখ রাখল। 'এই উপত্যকার উপর একটা ক্লেইম করে ফেললে কেমন হয়? আমাদের দু'জনের ভাগ্যই জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।'

'মন্দ বলোনি,' কলিন্স বলল। 'ঘর শুরু করার জন্য জায়গাটা চমৎকার।'

'রাজি আছ তুমি?' লিলিকে জিজ্ঞেস করল শ্যানন।

মুখে কিছু বলল না মেয়েটা, লজ্জাবনত ভঙ্গিতে ঘাড় কাত করল একটু। ব্যস, তাতেই জবাব পেয়ে গেল শ্যানন।

—ইসমাইল আরমান

# রাসলার

ভাঙাচোরা ঢাল বেয়ে সামনের রিজটাতে উঠল বাউণ্টি. হাণ্টার জ্যাক কুল্টার; সামনে বহু মাইল বিস্তৃত দুর্গম ব্যাডল্যাণ্ডসের দিকে তাকাল। এবড়োথেবড়ো, ভাঙাচোরা জমি, ধারালো লাভা স্তর... সবুজের ছোঁয়া নেই কোথাও। এখানে গরুর ট্র্যাক খোঁজা আর খড়ের গাদায় হারিয়ে যাওয়া একটা সুঁই খোঁজা একই কথা। তবু সামনে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল।

আসার সময় আপটন সিটিতে শেরিফের সঙ্গে দেখা করে এসেছে জ্যাক। একজন কর্তব্যপরায়ণ অফিসার এই শেরিফ, অন্যান্যদের মত অসহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন নয়। ফ্রেজিয়ার ভাইদের এদিকে আসা ও গরু রাসলিঙের খবর শেরিফই দিয়েছে জ্যাককে। জানিয়েছে, মোট তিনজন রাসলারের ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রতিবারই রাসলিং করা গরু নিয়ে ব্যাডল্যাণ্ডসে হারিয়ে গেছে ওরা। একেবারে হাওয়ার মত।

শেরিফ ও তার প্যসি বাহিনী প্রতিবারই ধাওয়া করেছে ওদেরকে, কিন্তু ব্যাডল্যাণ্ডসে বেশিদূর যেতে পারেনি। ভয়ঙ্কর জায়গা ওটা, ট্র্যাক ও পানিবিহীন। জমাট লাভাস্তরের মাঝখানে দুয়েকটা প্রস্রবণ থেকে থাকলেও আগে থেকে জানা না থাকলে খুঁজে বের করা দুষ্কর। তাই আউট-ল ও রাসলাররা ছাড়া আর কেউ পারতপক্ষে ওদিকটা মাড়ায় না।

ফ্রেজিয়ার ভাইদের সঙ্গে তৃতীয়জন কে জুটেছে? ওদের সর্বশেষ জুটি ছিল অ্যালান স্টার্ক ও লিওন অ্যাবোটের সঙ্গে।


boighar.com

কিন্তু এ-মুহূর্তে ওকলাহোমা টেরিটোরিতে উইলো ক্রিক বেসিনে ও-দু'জনের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। ঠোঁটের দু'প্রান্তে হাসি প্রসারিত হলো জ্যাকের। ফ্রেজিয়ার ভাতৃদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য আটশো করে মোট ষোলোশো ডলার। তৃতীয় লোকটার জন্য কোনও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়ে থাকলে সেটা হবে বাড়তি পাওনা।

আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে সামনে এগোচ্ছে জ্যাক কুল্টার, আশপাশে কোনও ঝোপঝাড় না থাকায় অ্যামবুশে পড়ার ভয় তেমন করছে না। তবে গভীর খাদ কিংবা নালা পড়লে সেটা এড়িয়ে ঘুরপথে যাচ্ছে।

চলতে চলতে শেরিফের অফিসে হওয়া আলাপচারিতা মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখল জ্যাক। শেরিফ জানিয়েছে, গত রাতেও দুটো র‍্যাঞ্চে রেইড চালিয়েছে রাসলাররা, দেড়শো গরু খেদিয়ে নিয়ে গেছে। একজন র‍্যাঞ্চারের চোদ্দ বছর বয়সী অতি সাহসী এক ছেলে ওদের পিছু নিয়েছিল। ছেলেটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কিন্তু দেড়শো গরুর একটা পাল নিয়ে কোথায় যেতে পারে রাসলাররা? আগে চুরি করা গরুগুলোই বা কোথায় লুকিয়েছে? নিশ্চয়ই এ ব্যাডল্যাণ্ডসেরই কোথাও একটা লুকোনো উপত্যকা রয়েছে। থাকতেই হবে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গনগনে উত্তাপ বিলাচ্ছে ওটা, যেন পুরো পৃথিবীটাকেই কিমা বানিয়ে ফেলার পণ নিয়েছে।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে জ্যাকের। কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে যেন। খিদেও পেয়েছে বেশ। ঘোড়াটার দশাও কাহিল। ফেনা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে আছে।

স্যাডল হর্ন থেকে উত্তপ্ত আধখালি পানির ক্যান্টিনটা নামিয়ে আনল জ্যাক। সঙ্গে আরেকটা বাড়তি ক্যান্টিন আনেনি বলে

আফসোস করল মনে মনে। প্রচণ্ড রোদে ফুটন্ত গরম পানির মত তেতে রয়েছে ক্যান্টিনের পানি।

ক্যান্টিনের কর্ক খুলে প্রথমে নিজে দু'ঢোক পানি খেল জ্যাক, তারপর মাথার হ্যাট খুলে কিছু পানি নিয়ে ব্যাণ্ডানা ভিজিয়ে ঘোড়াটার নাকমুখ মুছল, বাকি পানিটুকু সামনে বাড়িয়ে ধরল। নিমেষে পানিটুকু খেয়ে শেষ করে ফেলল ঘোড়া, আরও পানির জন্য জোরে মাথা নাড়তে লাগল। 'ধীরে, বাছা, ধীরে,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'টিকে থাকতে হলে একটা ওঅটর হোল খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। চল্ এবার যাওয়া যাক।'

ভীষণ বোকা ঠেকছে জ্যাকের নিজেকে। সুনির্দিষ্ট কোনও ট্র্যাক ছাড়া হুট করে এতদূর চলে আসা মোটেই ঠিক হয়নি। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে কেন শেরিফ ও তার প্যসি বাহিনী এতদূর আসার ঝুঁকি নেয়নি। ওকেও ঝুঁকি না নেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল শেরিফ। কিন্তু ফ্রেজিয়ারদের পেছনে প্রায় দু'মাস খাটাখাটি করেছে সে, এখন বাগে পেয়েও হারাতে চায়নি।

আরও ক'মাইল এগোল জ্যাক, তেমন আশাব্যঞ্জক কিছুই চোখে পড়ছে না। লাভাস্তরের যেন আর শেষ নেই। একটু বিশ্রাম দরকার, কিন্তু কোথাও কোনও ছায়া চোখে পড়ছে না। প্রচণ্ড রোদে ঘাম ঝরে গিয়ে প্রায় পানিশূন্য হয়ে গেছে শরীর। ঘোড়াটাও মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে চলতে আপত্তি জানাচ্ছে। অথচ ওদিকে ক্যান্টিনের পানি প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

পানি! এখন টিকে থাকতে হলে পানির দরকার ওর আর ঘোড়াটার। একটা ওঅটরহোল খুঁজে পেতেই হবে ওদেরকে। যে করেই হোক।

আরও কিছুদূর এগোতেই ট্র্যাকটা চোখে পড়ল। একটা খুদে কয়োট? নাকি হরিণের বাচ্চা? তারমানে পানি আছে আশপাশে

boighar.com

কোথাও। থাকতেই হবে।

আশায় বুক বেঁধে সামনে এগোল জ্যাক। অল্প এগোতেই চোখে পড়ল ক্ষীণ স্রোতস্বিনীটা। লাভার ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে স্বচ্ছ পানি, নীচে ছোট্ট একটা গর্তে জমা হচ্ছে। পানির গন্ধ পেয়ে দ্রুত গর্তের দিকে ছুটল ঘোড়াটা, একদমে সবটুকু জমা পানি সাবাড় করে দিল।

ঝর্ণার আশপাশে লালচে ঘাস জন্মেছে। ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে দিয়ে গর্তটা আবার পানিপূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করল জ্যাক। তারপর নিজে আঁজলা ভরে পানি খেয়ে ক্যান্টিনটা ভরল।

সূর্য এখন অস্তাচলে। আর ঘণ্টাখানেক মাত্র বাকি আছে রাত নামতে। দিনের আলোয় পুবদিকে আরও কিছুদূর এগোবার সিদ্ধান্ত নিল জ্যাক। পানি ও সামান্য ঘাস পেয়ে ঘোড়াটাও হারানো শক্তি কিছুটা ফিরে পেয়েছে যেন।

ক'মাইল এগোনোর পর পরিবর্তনটা টের পেল জ্যাক। ভূমির গড়ন বদলে যেতে শুরু করেছে হঠাৎ। কিছু সবুজ ঘাস এবং গাছপালাও চোখে পড়ছে। ব্যাডল্যাণ্ডসের অপর প্রান্তে এসে পড়েছে ওরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাক। সামনে লোকালয় পড়বে তা হলে। রাতে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় মিলবে, নিজের ও ঘোড়াটার জন্য খাবারও জুটবে হয়তো। কাল সকালে আবার ফ্রেজিয়ারদের খোঁজ শুরু করা যাবে।

রাত নামার পরও আরও একঘণ্টা পথ চলল জ্যাক। গরম কেটে গিয়ে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ছে এখন। এসব মরু এলাকার এটাই রীতি। দিনগুলো ভীষণ গরম আর রাতগুলো ঠাণ্ডা।

পানির কোনও অভাব নেই এখানে। সামান্য পর পরই ঝর্ণা কিংবা ক্রিক চোখে পড়ছে। গাছপালাও ক্রমে ঘন হচ্ছে। কিন্তু জনবসতির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না এখনও।

একটা ঝর্ণার ধারে পৌঁছে ঘোড়ার রাশ টানল জ্যাক,

এখানেই ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রথমেই ছোট্ট করে আগুন জ্বেলে কিছু বেকনভাজা ও কফি পেটে দিতে হবে। তারপর পুরো রাত একটানা ঘুম দিতে হবে। পুরো দিনের বিরামহীন খাটুনিতে শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রচুর ঘাস রয়েছে এখানে। ঘোড়াটাকেও অভুক্ত থাকতে হবে না।

স্যাডল থেকে দোল খেয়ে নামতে যাবে, ঠিক তখনই খুদে আলোটা চোখে পড়ল জ্যাকের। স্যাডলে আবার স্থির হয়ে বসল ও। দক্ষিণে বেশ ক'মাইল দূরে জ্বলছে আলোটা, সমতল থেকে বেশ খানিকটা উপরে। একটা ক্যাম্পফায়ার। কে ওখানে? জ্যাক যাদের খুঁজছে, তারাই কী? হতেও পারে।

ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত পাল্টাল জ্যাক, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সামনে চলল। তারার আলোয় পথ চিনে গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলছে ও। কষ্টকর পথ চলা। বেশ কিছুক্ষণ চলার 'পর একটা ট্রেইল খুঁজে পেল। একটা পুরনো ইণ্ডিয়ান ট্রেইল।

ট্রেইলটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড গাঢ় কালো অবয়ব চোখে পড়ছে। একটা মেসা। ওখানেই কি চোরাই গরুগুলো রাখা হয়েছে? আরও কিছুক্ষণ চলার পর মেসার চূড়ায় উঠল জ্যাক। আলোটা যেন হঠাৎ ঝুপ করে একেবারে কাছে চলে এল।

চোখে পড়ল ক্যাম্পফায়ার। ওটার পাশে বসা তিনটে অবয়ব। সামান্য দূরে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে আরেকজনকে। র‍্যাঞ্চারের সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেটাই হবে, ভাবল জ্যাক, যার কথা ওকে বলেছিল শেরিফ। আর ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসা তিনজনের মধ্যে দু'জন ক্রিস ও টম ফ্রেজিয়ার, যাদেরকে ধাওয়া করে এতদূর এসেছে জ্যাক। কিন্তু বাকিজন কে? জানে না ও।

মেসাটার আয়তন তিন-চার বর্গমাইল হবে। সবুজ ঘাসে ভরা

boighar.com

জায়গাটা, শত শত গরু চরছে ওখানে। আপটন ভ্যালির র‍্যাঞ্চারদের কাছ থেকে রাসলিং করা গরু।

ঘোড়াটাকে একটা অ্যাসপেন ঝোপের গোড়ায় বেঁধে হামা দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে সামনে এগোল জ্যাক, ক্যাম্পফায়ারের দশ গজের মধ্যে চলে এল। দেখতে পাচ্ছে জ্যাক এখন ওদের, কথাবার্তার শব্দও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে।

হ্যাঁ, ফ্রেজিয়াররাই। সেজ সিটির শেরিফের অফিসে দেখা পোস্টারের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু লিকলিকে শরীরের লম্বাটে লোকটা কে? চেনা চেনা ঠেকছে কেন ওর চেহারাটা? আরও ভাল করে খেয়াল করতেই চমকে উঠল জ্যাক। লোনি পার্কার! ও এত দক্ষিণে কী করছে?

লোনি পার্কারকে ভাল করেই চেনে জ্যাক। একবার ওয়াইওমিঙের এক বুনো শহরে লিঞ্চিং মবের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল লোনি জ্যাককে। উন্মত্ত লোকজন রাসলার ভেবে বিনা দোষে ফাঁসি দিতে যাচ্ছিল ওকে। মবকে সে কাজে বাধা দিতে গিয়ে মোট তিনজনকে খুন করতে হয়েছিল লোনিকে সে-বার।

জ্যাক জানে, লোকটা আউট-ল, কিন্তু অন্যান্য আউট-লদের মত নীচ স্বভাবের নয় ও। ওর নিজস্ব একটা আদর্শ রয়েছে। কিন্তু এখানে ফ্রেজিয়ারদের সঙ্গে কীভাবে গাঁটছাড়া বাঁধল ও?

একটা পাইন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ছেলেটাকে উদোম গায়ে। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে বেচারা। উনুনে চড়ানো কফিপট থেকে এককাপ কফি ঢেলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল লোনি পার্কার, ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল।

পার্কারের হাতে ধরা কাপ থেকে চুক চুক করে কফি খেল ছেলেটা, তারপর কাতর কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে, মিস্টার। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। একটা কম্বল দেবে আমাকে?'

'শিওর, বয়!' বলল পার্কার কাঁধ ঝাঁকিয়ে, 'আমি এখুনি নিয়ে

আসছি।'

'এত জামাই আদর দিচ্ছ কেন ওকে, পার্কার?' খিক খিক করে হাসল ক্রিস ফ্রেজিয়ার। 'এমনিতেই তো মরতে যাচ্ছে ও।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে ক্রিসের দিকে তাকাল পার্কার।

'ওকে মেরে ফেলতে যাচ্ছি আমরা, লোনি,' নিষ্কম্প কণ্ঠ টম ফ্রেজিয়ারের। 'কাল সকালেই গরুর পাল নিয়ে ট্রেইলে নামতে যাচ্ছি আমরা। ওকে তো আর সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না আমরা। তা ছাড়া ছেড়ে দিলেও তো ফিরে গিয়ে সব বলে দেবে।'

'একটা নিরস্ত্র ছেলেকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে দেব না আমি তোমাদের, টম!' অসম্ভব শীতল শোনাল লোনি পার্কারের কণ্ঠ। রাতটার মতই শীতল।

'তাই নাকি, লোনি?' আবার খিক খিক করে হাসল ক্রিস ফ্রেজিয়ার। 'এত নীতিবান আবার কখন থেকে হলে?'

'তোমাদের মত ব্যাকশুটার কখনোই ছিলাম না আমি, ক্রিস!' ঘৃণা ঝরে পড়ল লোনি পার্কারের কণ্ঠে। 'যাদেরকে মেরেছি, মারার আগে সবসময়ই সমান সুযোগ দিয়েছি।'

'ব্যাকশুটার!' উদ্ধত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ক্রিস ফ্রেজিয়ার। নেশা উবে গেছে ওর, কণ্ঠে একটুও জড়তা নেই। 'কথাটা আবার বলে দেখো দিকি, পার্কার?'

ক্রিসের হাতটা কোমরের কাছে ঝুলছে। টমেরও। টানটান শরীরে দাঁড়িয়ে লোনি পার্কার, যে-কোনও মুহূর্তে অ্যাকশনে যেতে প্রস্তুত। শো-ডাউন অনিবার্য, বুঝতে পারল জ্যাক, আর চুপ করে থাকা চলে না। ব্যাপারটাকে আরও গড়াতে দিলে হয়তো লোনি পার্কারকে খুন করবে ওরা দু'ভাই মিলে। ছেলেটার ভাগ্যেও হয়তো সেটাই ঘটবে।

উঠে দাঁড়াল জ্যাক, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। 'অনেক হয়েছে, বয়েজ,' বলল জ্যাক। 'এবার কোমরের কাছ থেকে হাত


boighar.com

সরিয়ে ফেলো দেখি সবাই।'

জমে গেল আউট-ল তিনজন, ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে আলো-আঁধারির মধ্য দিয়ে এগোতে থাকা দীর্ঘদেহী যুবকের দিকে তাকাল।

ওদের পাঁচ গজ দূরত্বে এসে থমকে দাঁড়াল দীর্ঘদেহী। 'এবার,' বলল ও, 'গানবেল্টগুলো খুলে মাটিতে ফেলে দাও। কোনও দুর্বুদ্ধি থাকলে ঝেড়ে ফেলো মগজ থেকে।'

'জ্যাক কুল্টার!' হঠাৎ জ্যাককে চিনতে পেরে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ক্রিস ফ্রেজিয়ার। 'এতদূর এসে পড়েছ তুমি?'

'না এসে উপায় ছিল না আমার কোনও, ফ্রেণ্ডস,' শ্লেষমাখা কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'উইলো ক্রিক বেসিনে নিরীহ স্কোয়ার্টারদের রক্তে হাত রাঙিয়েও পার পেয়ে যাবে ভেবেছিলে নাকি?'

'কিন্তু এতদূর এসে পড়েছ তুমি...?' ভীতিমিশ্রিত কণ্ঠে বলল টম ফ্রেজিয়ার। বুঝতে পারছে, শক্তপাল্লার হাতে পড়েছে। এতদিন নিজেদের পছন্দমত লড়েছে ওরা, প্রতিপক্ষকে কখনও সমান সুযোগ দেয়নি। এ মুহূর্তে মূর্তিমান যমদূতের মত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাক কুল্টার। পুরো পশ্চিম জুড়ে আউট-লদের আতঙ্ক।

'হ্যাঁ, ফ্রেজিয়ার!' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'দরকার পড়লে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করতাম আমি তোমাদের। এবার ভালয় ভালয় গানবেল্টগুলো খুলে ফেলো দেখি।'

'আমি তোমার নির্দেশ পালন করছি, জ্যাক।' সাবধানে কোমরের দিকে হাত বাড়াল লোনি পার্কার, হুক খুলে পিস্তলসুদ্ধ বেল্টটা মাটিতে ফেলে দিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাকি দু'জনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল জ্যাক।

'কিন্তু আমরা র‍্যাঞ্চারদের হয়ে ভাড়ায় খেটেছি শুধু, কুল্টার,' আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে বলল টম ফ্রেজিয়ার। 'ওরা আমাদের টাকা দিয়েছিল এ-কাজের জন্য।'

সময়ক্ষেপণের কৌশল নিয়েছে টম, বুঝতে পারল জ্যাক, ওর অসতর্কতার সুযোগ খুঁজছে। 'সেটা আদালত বুঝবে,' বলল ও। 'অবশ্য, তোমাদের কপালের লিখন স্পষ্ট পড়তে পারছি আমি। নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, ফাঁসিতে ঝুলে মরতে যাচ্ছ তোমরা। তবে আমার কথামত গানবেল্ট খুলে ফেলে স্যারেণ্ডার করলে আরও ক'টা দিন বেশি বাঁচবে, এই যা।'

বাঁচার কোনও উপায় নেই, স্পষ্ট বুঝতে পারল ফ্রেজিয়াররা। হঠাৎ মরিয়া হয়ে কোমরে হাত চালাল টম ফ্রেজিয়ার, ওর দেখাদেখি ক্রিসের মাঝেও সংক্রমিত হলো সেটা। এবং ওরা জীবনের শেষ ভুলটা করল এখানেই।

বিদ্যুতের চমক খেলে গেল যেন জ্যাকের ডানহাতে। পরপর দু'বার আগুন উগড়াল ওর বিশাল কোল্ট-টার মাজল। ফ্রেজিয়ারদের পিস্তল খাপমুক্ত হবার আগেই দু'জনের গলার পাশে দুটো নিখুঁত ফুটো তৈরি হয়ে গেল—ঠিক কণ্ঠার হাড়ের নীচে।

ফ্রেজিয়ারদের নিষ্প্রাণ দেহ দুটো মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর ফুঁ দিয়ে মাজলের ধোঁয়া সরিয়ে কোল্টটা খাপে পুরল জ্যাক। তারপর পাইন গাছের গুঁড়িটার দিকে হেঁটে গিয়ে ছেলেটার বাঁধন খুলে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে এখনও অনড় দাঁড়িয়ে থাকা লোনি পার্কারের দিকে তাকাল জ্যাক। 'শকুনের হায়াত পেয়েছ দেখছি তুমি, লোনি!' কৌতুক খেলে গেল জ্যাকের ঠোঁটের দু'প্রান্তে! 'আমি তো ভেবেছিলাম হাড়গোড়সুদ্ধ মাটির সঙ্গে মিশে গেছ তুমি এতদিনে।'

'এখনও টিকে আছি, ফ্রেণ্ড,' দাঁত কেলিয়ে হাসল লোনি। 'প্রতিনিয়ত তাড়া খেয়ে ফিরছি।'

'এবার কী করতে যাচ্ছ, লোনি?'

'তুমি যেতে দিলে চলে যাব, জ্যাক।'


boighar.com

'যেতে দেব,' বলল জ্যাক। 'অন্তত তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে... সেজন্য হলেও।'

'ধন্যবাদ, জ্যাক।' অদূরে মেসকিট ঝোপের সঙ্গে বাঁধা নিজের জেব্রা ডানটার দিকে হেঁটে গেল আউট-ল। বাঁধন খুলে দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে চড়ে বসল ও।

'বিদায়, জ্যাক!' ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল লোনি পার্কার।

'বিদায়, লোনি!' প্রত্যুত্তরে বলল জ্যাক। অল্পক্ষণের মধ্যে মিশকালো অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল লোনি পার্কারের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

'ভাল লোক!' ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল ছেলেটা। 'ও সঙ্গে না থাকলে ওরা আমাকে মেরেই ফেলত।'

'হ্যাঁ, ভাল লোক,' মাথা ওপর-নীচ করল জ্যাক। 'আউট-ল হলেও ওর মনটা অত্যন্ত ভাল। পশ্চিমে এ ধরনের লোক প্রচুর দেখতে পাবে তুমি।'

**—মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ**

# সেলুনে শো-ডাউন

সেজ সিটির পথে ছোট্ট শহর গিলা ক্রসিঙে থামল বাউণ্টি হাণ্টার জ্যাক কুল্টার। পশ্চিমের আর সব ক্যাটল টাউনের মতই এই শহর। সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

একটা লিভারি স্টেবল, দুটো সেলুন, কামারশালা, নাপিতের দোকান, একটা হোটেল, গোটা কয়েক স্টোর—এ নিয়ে শহর। শহরের বুক চিরে পুব-পশ্চিমে চলে গেছে একটি মাত্র মেইন স্ট্রিট।

*রিমরক সেলুন*—লেখা একটা সাইনবোর্ডের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল বাউণ্টি হাণ্টার, হিচ রেইলে ঘোড়া বেঁধে ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

সন্ধ্যা নামছে, জমে উঠতে শুরু করেছে সেলুন। একটা টেবিলে পোকার খেলা বেশ জমে উঠেছে। টেবিলটা ঘিরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে আরও ক'জন। দু'তিনটে টেবিলে চুটিয়ে আড্ডা মারছে কাউহ্যাণ্ড গোছের সাত আটজন লোক। বাকি টেবিলগুলো এখনও ফাঁকা।

কোণের দিকে একটা টেবিল বেছে নিল জ্যাক কুল্টার, যাতে পুরো সেলুন ও ফ্রন্টডোর নজরে রাখা যায়। বিপদ মাথায় নিয়ে চলতে হয় ওকে, সাবধানী না হলে অনেক আগেই বুটহিলে জায়গা করে নিত।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এল তরুণী ওয়েইট্রেস, 'কী চাই, মিস্টার?' জানতে চাইল।

'বারবন উইস্কি। খানিকটা লেমন মেশানো।'


boighar.com

ওয়েইট্রেস উইস্কির বোতল ও গ্লাস টেবিলে রেখে যাওয়ার পর গ্লাসে উইস্কি ঢেলে চুমুক দিতে শুরু করল জ্যাক। সব ব্যাপারে উদাসীন মনে হলেও কে কী বলছে কান পেতে শুনছে। পশ্চিমের এসব সেলুনগুলোকে তথ্যের ভাণ্ডার বলা চলে, একটু আড়ি পাতলেই অনেক কিছু জেনে ফেলা যায়।

'হাই, পিট!' একটা লোককে বলতে শুনল জ্যাক। 'নর্থ ফর্কের খবর কিছু জানো?'

'হ্যাঁ, গরম খবর আছে,' বলল পিট নামের লোকটা, 'জ্যাক কুল্টার আউট-ল ডিক ক্যান্ডারের লাশ শেরিফের অফিসে জমা দিয়ে বারোশো ডলার বাউণ্টি সংগ্রহ করেছে।'

'শুনেছি পিস্তলে ডিক ক্যান্ডারের হাত ভয়ানক চালু ছিল।'

'জ্যাক কুল্টারের চেয়ে বেশি চালু কখনোই ছিল না ও।'

'হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল প্রথম জন। 'জ্যাক কুল্টার এ মুহূর্তে সেজ সিটির পথে রয়েছে বলে শুনেছি। ওখানে বিল কোলম্যান থেকে থাকলে ওটা একটা খবর বটে।'

'বিল কোলম্যানের হাত বিদ্যুতের চমকের চেয়েও দ্রুত,' বলল একজন। 'তবে জ্যাকও কিন্তু কম যায় না। এ যাবৎ যে ক'জনই ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, ও কতটুকু চালু তার বর্ণনা দেয়ার জন্য বেঁচে থাকেনি একজনও।'

'ওরা দু'জন মুখোমুখি হলেই কেবল বোঝা যাবে কে কতটুকু চালু।'

উইস্কির দাম মিটিয়ে দিয়ে নীরবে সেলুন ছাড়ল জ্যাক কুল্টার, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে রাস্তার অপর পাশে লিভারি স্টেবলের দিকে চলল। ভাবখানা যেন, সাধারণ একজন ভবঘুরে কাউহ্যাণ্ড, রাতটা কাটিয়েই সকালে আবার ট্রেইলে নামবে, চায় না, ডজন ডজন মানুষ জেনে ফেলুক ওর পরিচয়।

'তোমার বার্নে রাতে থাকার জন্য জায়গা হবে?' বুড়ো

স্টেবলম্যানের কাছে জানতে চাইল জ্যাক।

আকর্ণ হাসল বুড়ো। বলল, 'সাধারণত দু'ডলার চার্জ নেই আমি একরাতের জন্য। কিন্তু তুমি জ্যাক কুল্টার বলে কথা, তোমার কাছ থেকে কিস্‌সু নেব না।'

চমকে উঠল জ্যাক। 'আমার নাম জানলে কীভাবে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল।

'জেনেছি, বন্ধু, জেনেছি,' শয়তানি হাসি বুড়োর ঠোঁটে। 'তোমার মত বিখ্যাত লোকদের উপস্থিতি কখনও চাপা থাকে না। হয়তো এইমাত্র যে-জায়গা ছেড়ে এসেছ, সেখানেও কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।'

কোনও কথা না বলে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে একটা স্টলে বাঁধতে শুরু করল জ্যাক। বাঁধা শেষ হলে মুখ তুলে বলল, 'ঘোড়াটাকে ভালমত দলাই-মলাই করে দানাপানি খেতে দিয়ো। আজ পুরো দিন অনেক ধকল গেছে বেচারার ওপর দিয়ে।'

'কিস্‌সু ভেবো না তুমি,' বলল বুড়ো। 'কীভাবে ঘোড়ার যত্ন নিতে হয় জানি আমি। বলা চলে ঘোড়ার সঙ্গেই বেড়ে উঠেছি।' খানিক থেমে আবার যোগ করল, 'শুনলাম সেজ সিটির দিকে যাচ্ছ। আমার জানামতে বিল কোলম্যান রয়েছে ওখানে। সাবধানে থেকো।'

'লোকটার হাত কি খুবই চালু? আজ এ নিয়ে দু'বার শুনলাম ওর নাম।'

'ভয়ানক চালু। শুনেছি এ পর্যন্ত এগারোটা নচ্ পড়েছে ওর কোল্টে। আরেকজনকে মারতে পারলে এক ডজন পুরো হবে। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে ওর জুড়ি দ্বিতীয়টি নেই।'

'আগ বেড়ে কারও সঙ্গে লাগতে যাই না আমি, ওল্ড টাইমার,' নিরাবেগ কণ্ঠ জ্যাকের। 'তবে বিল কোলম্যান যেচে লাগতে এলে ওকে ফিরিয়েও দেব না।'

'সন্দেহ নেই, যেচে লাগতে যাবে ও, জ্যাক। খ্যাতি

boighar.com

কুড়োনোর জন্য মুখিয়ে আছে লোকটা। তোমার মত বিখ্যাত একজনকে মারতে পারলে পুরো পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে ওর নাম।'

লোকালয়ে এলে বরাবরই যেমনটি হয়, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে রাত কাটাল জ্যাক কুল্টার। ওর মত গানহ্যাণ্ডদের শত্রুর সংখ্যা অগুনতি, একচোখ খোলা রেখেই ঘুমোতে হয় সব সময়। অসময়ে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম আর কোনোদিনও ভাঙবে না।

সকাল আটটার দিকে স্টেবলম্যানের প্রথম ডাকেই সাড়া দিল জ্যাক, বার্নের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। 'কী ব্যাপার, ওল্ড টাইমার?' জানতে চাইল ও। বুড়োটাকে পছন্দ করে ফেলেছে শুরু থেকেই।

'ব্যাপার গুরুতর,' উত্তেজিত কণ্ঠ বুড়োর। 'তর সয়নি বিল কোলম্যানের, এখানে এসে পড়েছে তোমার খোঁজে। রিমরক সেলুনে রয়েছে ও এ মুহূর্তে। বলছে, তোমার পিস্তল খাপমুক্ত হবার আগেই নাকি খুন করে ফেলবে তোমাকে।'

একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল জ্যাকের শিরদাঁড়া বেয়ে, ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল, 'এরই মধ্যে আমার আসার খবর জেনে ফেলেছে এখানকার সবাই?'

'খবর কখনও চাপা থাকে না, জ্যাক,' বলল বুড়ো, 'আমার পরামর্শ হলো, ঘোড়ায় চড়ে কষে ছুট লাগাও। স্টেট লাইন না পেরিয়ে থামবে না। পিস্তলে ভয়ানক চালু লোকটার হাত।'

ম্লান হাসল জ্যাক। জানে, পৃথিবীর কোনও ঘোড়াই এ-মুহূর্তে ওকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। তবু ওর জন্য বুড়োটার উৎকণ্ঠা দেখে মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। 'আমি এ-মুহূর্তে সেলুন ছাড়া আর কোথাও যাচ্ছি না, ওল্ড টাইমার, বলল ও। 'বিল কোলম্যানের বড় বাড় বেড়েছে। ওকে

এখুনি থামানো না গেলে আরও অনেকের সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

'জানি, তোমাকে থামানোর সাধ্য নেই কারও,' হতাশা ভরা কণ্ঠ বুড়োর। 'চলো তা হলে, আমিও যাচ্ছি—তোমার সঙ্গে।'

সাধারণত সকালের এ সময়টাতে গিলা ক্রসিঙের রাস্তাঘাট ফাঁকাই থাকে। কিন্তু আজকের দৃশ্য ভিন্ন। উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে সকাল থেকেই লোকজন জমতে শুরু করেছে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিচু স্বরে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে নিজেদের মধ্যে। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে যেন পুরো শহর। এমনিতে উত্তেজনাকর তেমন কিছু প্রায় ঘটে না বললেই চলে এখানে। বছরদুয়েক আগে এখান দিয়ে বড় একটা ক্যাটল ড্রাইভ চলে গিয়েছিল। ওটাও একটা স্মরণীয় ঘটনা এখানকার লোকজনের কাছে।

মাথা নিচু করে সেলুনের দিকে এগুচ্ছে জ্যাক কুল্টার, পিছু পিছু চলেছে বুড়ো স্টেবলম্যান। জ্যাকের নির্বিকার চেহারা দেখে ওর মনের ভেতর যে তুমুল আলোড়ন চলছে তা বোঝার উপায় নেই। একটা শীতল ভাব জেগে রয়েছে পুরো শরীরে। প্রত্যেকবার মানুষ খুন করার আগে যেমনটি ঘটে।

সেলুনের পোর্চেও জমে আছে লোকজন। জ্যাক পোর্চে উঠতেই সরে জায়গা করে দিল ওরা ওকে। ফ্রন্ট ডোরের নবে হাত দেয়ার আগে কোটের প্রান্ত হাত দিয়ে ছুঁয়ে সিক্সগানের হাতল ওটার সঙ্গে জড়িয়ে নেই—এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। তারপর ভিতরে ঢুকল।

দরজায় এক পলকের জন্য থেমে পুরো সেলুনে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতি যাচাই করে নিল জ্যাক কুল্টার। পুরো সেলুনটা লোকে লোকারণ্য। ডান কোণের দিকে ভিড় একটু বেশি। জ্যাক বুঝে নিয়েছে বিল কোলম্যান ওখানেই রয়েছে। প্রসন্ন চেহারায় ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে বারকিপার। বোঝা যায়, এ-সুযোগে চুটিয়ে ব্যবসা

boighar.com

করে নিচ্ছে। হয়তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, এ-ধরনের ঘটনা যেন হরহামেশাই ঘটে এখানে।

হাঁটতে হাঁটতেই হাতমোজা খুলল জ্যাক, সোজা স্টোভের দিকে চলল। স্টোভের পাশে দুটো টেবিলে বসা লোকজন তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ল ওকে আসতে দেখে। দু'তিনটে চেয়ার উল্টে পড়ল স-ডাস্টের উপর। কোট খুলে একটা টেবিলে রেখে আগুনের দিকে দু'হাতের তালু মেলে ধরল জ্যাক। ঠাণ্ডায় আড়ষ্টপ্রায় আঙুলগুলো সেঁকে নিতে চায় প্রথমে। বুড়ো স্টেবলম্যান এক বোতল উইস্কি ও একটা গ্লাস রেখে গেল টেবিলের উপর, 'শুভ কামনা রইল তোমার জন্য, ইয়াং ম্যান।' ফিসফিসিয়ে বলল।

'ধন্যবাদ তোমাকে, বুড়ো খোকা।' জবাবে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল জ্যাক, গ্লাসে উইস্কি ঢেলে একঢোক খেল। খাঁটি জিনিস, ঝাঁঝ দেখেই বোঝা যায়।

ও ঢোকার সময় মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল সেলুনে, থেমে গেছে ওটা এখন। এ মুহূর্তে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। আরেক ঢোক উইস্কি খেল জ্যাক, বাঁ হাতের পিঠে মুখ মুছে ধীরে ধীরে ডান কোনার দিকে ফিরল।

মোট চারজন লোক একটা টেবিল ঘিরে বসে মদ খাচ্ছে। বাকিরা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। লাইন অভ ফায়ারের মধ্যে থেকে বেঘোরে জান খোয়াতে চায় না। কম বয়সী লোকটাই বিল কোলম্যান, ধারণা করল জ্যাক। শুনেছে লোকটার বয়স কম, কিন্তু ওর বয়স এত অল্প, ধারণাই করতে পারেনি। এখনও বিশের কোঠা পেরোয়নি ও। ছিপছিপে গড়ন কোলম্যানের, রহাইডের মত লিকলিকে শরীর। ওর দু'চোখের র‍্যাটলস্নেকের দৃষ্টি যে-কোনও দুর্বলচিত্ত লোকের বুকের রক্ত হিম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

চেয়ারে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে বসে আছে বিল

কোলম্যান। হাতে দায়সারাভাবে ধরা উইস্কির গ্লাসে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে। ভাবখানা যেন কোনও তাড়া নেই ওর। বাঁ কোমরে ক্রস করে বাঁধা হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁট বহু ব্যবহারে মসৃণ।

'আমার ধারণা তুমি জ্যাক কুল্টার,' কোলম্যানই প্রথম কথা বলল।

'হ্যাঁ,' আমি জ্যাক কুল্টার,' জবাবে বলল জ্যাক। 'শুনলাম আমাকে খুঁজছ তুমি।'

'হ্যাঁ, ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল কোলম্যান। 'আমার তো ধারণা ছিল, যতই সাহসী হও, আমার নাম শুনলে লেজ তুলে পালাবে।'

'একটা ইঁদুরের ভয়ে?' অবজ্ঞাভরা হাসি জ্যাকের ঠোঁটে, 'প্যান্ট ভেজানোর বয়স পেরোবার আগেই কোমরে ওই খেলনাটা না ঝোলালেও পারতে। তা হলে আরও ক'টা দিন বেঁচে থাকতে হয়তো।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে লোকজন, যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। শো-ডাউন অনিবার্য, জানে ওরা, পশ্চিমের সেরা দু'জন গানফাইটারের একজনের রক্তমাখা দেহ অল্পক্ষণের মধ্যেই লুটিয়ে পড়বে সেলুনের ফ্লোরে স-ডাস্টের উপর। এ-ধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটে না, যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করেও অনেকের ভাগ্যে জোটে না দেখার।

কোলম্যানের সঙ্গের লোক তিনজনের মধ্যে চিকনমুখো লম্বাটে লোকটাকে চেনা চেনা মনে হলো জ্যাকের। হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। পশ্চিমের প্রায় সব জায়গাতেই গিয়েছে সে, অজস্র লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাকি দু'জনকে কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উইস্কির গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে বিল কোলম্যানের দিকে তাকাল জ্যাক। 'ঘটনাটা এভাবে ঘটা ঠিক হচ্ছে না, কোলম্যান,' বলল ও! 'সবাই জানে এর শুরু

boighar.com

কীভাবে... এবং চাইলে এখনও থামাতে পারো তুমি সেটা।'

'ও চালাকি করছে, বিল,' বলল ওর সঙ্গে বসা লম্বামুখো লোকটা। 'তোমার মনকে দুর্বল করে দিতে চাইছে।'

ভাবলেশহীন চোখে সরাসরি লম্বামুখোর চোখের দিকে তাকাল জ্যাক, তাকিয়েই রইল। বিব্রতভাবে চোখ নামাল লম্বামুখো।

'তোমার সঙ্গে ওই আগাছাগুলো নিয়ে এসেছ কেন, কোলম্যান?' ঘৃণাভরা কণ্ঠ জ্যাকের। 'তোমাকে ব্যাক করতে?'

'ওরা যাতে অন্যের ফাইটে নাক না গলায় সেটা দেখার দায়িত্ব আমার,' বারের দিক থেকে বলে উঠল বুড়ো স্টেবলম্যান। ওর হাতে শোভা পাচ্ছে বারকিপের পুরনো হকেন বাফেলো গানটা।

'ভয় পেয়ো না, কুল্টার,' উঠে দাঁড়াল কোলম্যান। 'ওরা নাক গলাবে না এতে। স্রেফ মজা দেখতে আমার সঙ্গে এসেছে সেজ সিটি থেকে।'

উঠে দাঁড়াল বাকিরাও, লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

'তুমি একটা উন্মত্ত লংহর্ন ষাঁড়ের মত আচরণ করছ, কোলম্যান,' আরেক ঢোক উইস্কি খেল জ্যাক। 'লোকজন চাইছে নাতিপুতির কাছে গল্প করতে পারা যায় এমন কিছু ঘটুক তোমার আমার মাঝে। ইচ্ছে করলে এখনও থামাতে পারো তুমি সেটা।'

'তুমি গানবেল্ট খুলে রেখে এখান থেকে চলে গেলেই কেবল ওটা এড়ানো যাবে, কুল্টার,' বিকারহীন কণ্ঠ কোলম্যানের। 'আর কোনোভাবেই নয়।'

'অন্যভাবেও পারা যায় সেটা, কোলম্যান।'

'কীভাবে?'

'ফ্রাঙ্ক মার্কহ্যামের নাম শুনেছ কখনও?'

'হ্যাঁ, গানফাইটার ছিল লোকটা, বছরখানেক আগে রেড

ব্লাফে ক্যাম্প বেলের হাতে ড্রয়ে খুন হয়েছে।'

'মার্কহ্যাম খুন হবার মাসতিনেক আগে বার্নিতে ছিলাম আমি। সেও অবস্থান করছিল তখন সেখানে। খুনখারাবি দারুণ পছন্দ করে এমন কিছু বদলোক একে অপরের বিরুদ্ধে বলে উত্ত্যক্ত করে তুলল আমাদের দু'জনকেই। পরে ওদের জ্বালায় টিকতে না পেরে একটা সেলুনে মার্কহ্যামের মুখোমুখি হলাম আমি। লোকটা গানফাইটার হলেও ওর মাথায় ঘিলু ছিল, তোমার মত গোবরে ঠাসা ছিল না। সেদিন আমরা দু'জন কথাবার্তার মাধ্যমে একটা সমঝোতায় পৌঁছে নিশ্চিত রক্তারক্তি এড়াতে পেরেছিলাম। দুর্মুখরা হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল যার যার ঘরে।'

'ও ঠিকই বলেছে,' বলল সৎ নাগরিকদের একজন। 'সঙ্গত কোনও কারণ ছাড়া খুনোখুনির কী দরকার?'

'ওসব ফালতু প্যাঁচাল বাদ দাও,' একগুঁয়ে কণ্ঠ বিল কোলম্যানের। 'তা ছাড়া আমি ফ্রাঙ্ক মার্কহ্যাম নই, মিষ্টি কথায় অন্তত আমাকে ভোলাতে পারবে না।'

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করল জ্যাক। 'মরতে যখন চাইছ...'

আরেক ঢোক উইস্কি খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল জ্যাক, ধীরে ধীরে বিল কোলম্যানের দিকে ফিরল। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে এমন লোকের মুখোমুখি আগেও হয়েছে সে। বলা বাহুল্য, ওদের কেউই বেঁচে থাকেনি শেষ পর্যন্ত।

হঠাৎ সচল হলো বিল কোলম্যানের বাঁ হাত। জ্যাক কুল্টারের ডান হাতেও বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। পরমুহূর্তে লোকজন বিস্ফারিত চোখে কোলম্যানের হৃৎপিণ্ড বরাবর শার্টের একটা লাল বৃত্ত আবিষ্কার করল। বৃত্তটা ক্রমে আরও বড় হচ্ছে। হাতে ধরা পিস্তলটা সবে সোজা করতে শুরু করেছিল কোলম্যান। ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে ফ্লোরের স-ডাস্ট উড়িয়ে নিল।

boighar.com

এখনও নীলাভ ধোঁয়া উঠছে জ্যাক কুল্টারের কোমরের কাছ থেকে। সিক্সগানের নল মুখের কাছে এনে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া সরিয়ে খাপে পুরল ওটা আবার। লোকজন প্রশংসা ও শ্রদ্ধামাখা চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কোলম্যানের সঙ্গী তিনজন হতবুদ্ধি চেহারায় দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতগুলো কোমর থেকে দূরে সরানো।

টেবিলের কোনায় ঠেস দিয়ে এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে বিল কোলম্যান। ওর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটতে শুরু করেছে যেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বিস্ময়ের জায়গা নিল ব্যথার অভিব্যক্তি। দৃষ্টি ফিকে হয়ে আসছে, দেহটা হালকা হয়ে বাতাসে ভাসছে যেন।

'তু... তুমিই জিতলে শেষ পর্যন্ত, কুল্টার!' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল কোলম্যান।

'দুঃখিত বন্ধু,' সহানুভূতি ভরা কণ্ঠ জ্যাকের 'আমাকে দোষ দিয়ো না। শো-ডাউনটা ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমি। শেষ পর্যন্ত শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে... '

জ্যাকের শেষ কথাগুলো কানে গেল না বিল কোলম্যানের। ততক্ষণে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়েছে ওর নিষ্প্রাণ দেহ।

—মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

# আউট-লর পিছে

সেজ সিটিতে পৌঁছে সোজা শেরিফের অফিসের দিকে গেল বাউণ্টি হাণ্টার জ্যাক কুল্টার। উদ্দেশ্য, শেরিফের কাছে রক্ষিত ওয়ানটেড পোস্টারগুলোয় একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া। হাতে জরুরি কোনও কাজ না থাকায় ডেস্কের উপর সবুট পা জোড়া তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে সিগার ফুঁকছিল শেরিফ, কঠিন চেহারার দীর্ঘদেহী যুবককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরক্ত চেহারায় পা নামাল।

'কী চাই, মিস্টার?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ।

'তোমার ওয়ানটেড পোস্টারগুলোয় একটু চোখ বুলিয়ে নিতে এসেছিলাম,' জবাবে বলল জ্যাক কুল্টার, শেরিফের আমন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে একটা চেয়ার টেনে বসল।

'তোমার পরিচয়?' সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল শেরিফ।

'সবাই আমাকে জ্যাক কুল্টার বলে ডাকে।'

'জ্যাক কুল্টার?' চেয়ারে খানিকটা নড়েচড়ে বসল শেরিফ, মুখে পাক্কা সমঝদারের হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। 'বাউণ্টি হাণ্টার?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি, ডিক ক্যান্ডারকে মেরেছ তুমি। টেলিগ্রাফ লাইনের কল্যাণে গিলা ক্রসিঙের সেলুনে শো-ডাউনের খবরও অজানা নেই কারও।'

'ওখানে বিল কোলম্যান যেচে লাগতে এসেছিল আমার সঙ্গে। শুধুই আত্মরক্ষার খাতিরে...'

'ওটা শুনেছি আমি,' হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল শেরিফ, ড্রয়ার হাতড়ে একতোড়া ওয়ানটেড পোস্টার বের করে জ্যাকের


boighar.com

দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এই নাও তোমার ওয়ানটেড পোস্টার।'

একের পর এক পোস্টারগুলোয় চোখ বুলিয়ে চলল জ্যাক। তেমন আশাব্যঞ্জক কিছু চোখে পড়ছে না। প্রায় পঞ্চাশজন আউট-ল। বেশির ভাগ ছিঁচকে চোর, রাসলার, ট্রেন কিংবা ব্যাঙ্ক ডাকাত। ক'জন খুনিও আছে অবশ্য। পুরস্কারের অঙ্ক একশো থেকে পাঁচশো ডলারের মধ্যে।

নাহ! হতাশ হলো জ্যাক। ডিক ক্যাল্ডার কিংবা বিল কোলম্যানের মত একজনও চোখে পড়ছে না। হঠাৎ একটা পোস্টারের উপর চোখ আটকে গেল ওর। বিশালদেহী এক লোক। কঠোর চেহারা। ওরা বাঁ কপাল থেকে থুতনির নীচ পর্যন্ত একটা গভীর কাটা দাগ। বয়স ছেচল্লিশ।

মনে রাখার মত একটা চেহারা। যে-কেউই একবার দেখলে জীবনে আর কখনও ভুলবে না। ওয়ানটেড লোকের চেহারা, আচার-আচরণ, বয়স, এসব মনে রাখা বাউণ্টি হাণ্টারের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ভুল লোককে খুন করে বাউণ্টি হাণ্টার নিজেই ফেঁসেছে, এমন নজিরও বিরল নয়।

দুর্বৃত্তটার নাম অ্যালান স্টার্ক, পোস্টারে উল্লেখ আছে। ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা সে, ওজন দুশো পাউণ্ডের মত। বহু খুন, ডাকাতি, রাসলিং—এসব অপরাধে খোঁজা হচ্ছে ওকে। পুরস্কারের অঙ্ক দেড় হাজার ডলার। বাকি পোস্টারগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে মুখ তুলে শেরিফের দিকে তাকাল জ্যাক।

'অ্যালান স্টার্কের সর্বশেষ খবর কী জানো, সব শেরিফ?'

'শুনেছি ওকলাহোমা টেরিটোরিতে লিওন অ্যাবোটের সঙ্গে রয়েছে ও এ-মুহূর্তে। উইলো ক্রিকের কাছে।'

'সেখানে ফ্রেজিয়ার ভাইরাও জুটেছে ওদের সঙ্গে, তাই না শেরিফ?'

'হ্যাঁ, ওরকমই শুনেছি,' দাঁত কেলিয়ে হাসল শেরিফ। 'এ চারজনকে মারতে পারলে রাতারাতি বড়লোক বনে যাবে তুমি,

কুল্টার। স্টার্ক এবং অ্যাবোটের দাম দেড় হাজার করে-/ আর ফ্রেজিয়ার ভাইদের প্রত্যেকের জন্য আটশো করে ষোলোশো। অবশ্য পুরস্কারের টাকাটা সংগ্রহ করার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে।'

'ও বিষয়ে ভেবো না, শেরিফ,' যেন শেরিফকে আশ্বস্ত করছে এভাবে বলল জ্যাক। 'নিজের যত্ন নেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমি সবসময়।'

ফ্রেজিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়ের পোস্টারটায় কোনও ছবি নেই, তবে খুঁটিনাটি সব বর্ণনা দেয়া আছে। ওদের একজন বাঁ হাতের দুটো আঙুল হারিয়েছে, ডান চোখের নীচে কাটা দাগ আছে। বাকিজনের ভাঙা নাক, ডান কানের অর্ধেকটা নেই। স্টার্কদের সাথে জোটার আগে এণ্ডারসন গ্যাঙের সঙ্গে ছিল ওরা দু'জন। খুন, ডাকাতি, রাহাজানি এসব অপরাধে খোঁজা হচ্ছে ওদের।

লিওন অ্যাবোটের পোস্টারটায় ছবি রয়েছে। অ্যালান স্টার্কের মতই বিশালদেহী সে। চওড়া কাঁধ, নাকের নীচে বসানো বিশাল একজোড়া গোঁফ। ওর বয়স একচল্লিশ, লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন একশো আশি পাউণ্ড। ঘোড়া চুরি, স্টেজ ডাকাতি এবং দু'জন ইউ.এস. মার্শালকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত ও।

ওয়ানটেড পোস্টারগুলো শেরিফকে ফিরিয়ে দিল জ্যাক, গভীর ভাবনায় ডুবে আছে।

'চারজনের বিপক্ষে একজন, কুল্টার,' যেন উপদেশ খয়রাত করছে এভাবে বলল শেরিফ, 'তার উপর সব ক'জনই দুর্ধর্ষ গানম্যান। শুনেছি ওখানে নেস্টর এবং স্কোয়ার্টারদের উচ্ছেদ করার কাজে বড় আউটফিটগুলোর মালিকদের হয়ে ভাড়ায় খাটছে ওরা। একটু সাবধানে থেকো, কুল্টার। একজন ভাল বাউন্টি হান্টারকে হারাতে দেখতে মোটেই ভাল লাগবে না আমাদের।'

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, শেরিফ,' বলল জ্যাক।


boighar.com

প্রায় নিভে যাওয়া ক্যাম্পফায়ারটার চারপাশে পাথরগুলো এখনও গরম রয়েছে। একটা ক্ষীণ ধোঁয়ার ট্র্যাক উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিনের ক্যান, খাবারের উচ্ছিষ্ট। গতরাতে এখানেই ক্যাম্প করেছিল আউট-লরা। তিন সপ্তা ধরে ট্রেইল করছে জ্যাক ওদের। কিন্তু অ্যামবুশের সুবিধে করতে পারেনি। চারজন দুর্ধর্ষ আউট-লর বিরুদ্ধে একজন। সম্মুখ লড়াইয়ে পেরে ওঠার প্রশ্নই আসে না।

উইলো ক্রিকে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে অ্যালান স্টার্ক এবং তার স্যাঙ্গাৎ-রা। ওখানে স্থানীয় আইনের ভয় নেই ওদের। যে-র‍্যাঞ্চাররা ওদেরকে ভাড়া করেছে, টাউন মার্শাল এবং কাউণ্টি শেরিফ তাদের হাতের মুঠোয়।

সরাসরি উইলো ক্রিকে যায়নি জ্যাক। ওখানে আইনের সাহায্যের আশা করা বৃথা। তা ছাড়া কেউ চিনে ফেললে সমূহ বিপদ। নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে স্টার্কদের সতর্ক করে দিতে চায় না, তাই পরিত্যক্ত একটা উপত্যকায় ঘন ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা একটা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে সে। উইলো ক্রিকের কাছেই জায়গাটা।

সামনে একটা অ্যারোয়া ধরে এগিয়েছে ট্রেইলটা। অ্যারোয়াটার মাঝখান দিয়ে এগোল জ্যাক, সাবধানে। আউট-লরা দক্ষিণে চলেছে। নদীর দিকে। ওখানে আরও ক'টা হোমস্টিডে হামলা চালাবে আজও। নির্বিচারে ঘরবাড়ি পোড়াবে, লুটপাট করবে, বাধা এলেই হত্যাযজ্ঞ চালাবে। গত ক'সপ্তা ধরে ওই একই কাজ করে আসছে ওরা। প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে খুব সামান্যই।

অ্যারোয়া ধরে আউট-লদের অনুসরণ করে দক্ষিণে এগুলো জ্যাক। চলতে চলতে ঘোড়ার ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। মোট ছ'টা ট্র্যাক! অ্যালান স্টার্ক, লিওন অ্যাবোট এবং ফ্রেজিয়ার ব্রাদার্স। বাকি দুটো ঘোড়া কাদের? র‍্যাঞ্চারদের, ভাবল জ্যাক,

যারা আউট-লদের ভাড়া করেছে নেস্টরদের উচ্ছেদ করার কাজে। বোধহয় রাতে এসে জুটেছে ওদের সঙ্গে।

অ্যারোয়াটার অপর প্রান্ত একটা চওড়া ঘেসো উপত্যকার সঙ্গে মিশেছে। ভ্যালীর দু'পাশে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি। আউট-লরা সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে নদীর দিকে। জ্যাকও অনুসরণ করছে ওদের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঝোপঝাড়গুলোর মধ্য দিয়ে।

হঠাৎ দূরে গুলির ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল জ্যাক। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল শব্দটা। দিনের প্রথম রেইডটা শুরু করেছে ওরা, ভাবল জ্যাক, ঘোড়ার পেটে জোরে স্পার দাবিয়ে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে সামনে এগুলো দ্রুত। আরও গুলির শব্দ হচ্ছে। নেস্টররা বোধহয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। জানা কথা, বেশিক্ষণ টিকবে না ওরা। আগের রেইডগুলোর মতই একই পরিণতির দিকে গড়াবে এটাও।

একটা রিজের মাথায় উঠে সামনের দিকে তাকাল জ্যাক। হঠাৎ একেবারে কাছে চলে এসেছে গুলির শব্দ। সবক'টা ঘর জ্বলছে। বার্ন, কোরাল, বাঙ্কহাউজ, মূলঘর—সব। উঠানময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মানুষের লাশ, গরু ও ঘোড়ার মরদেহ। বুনো উল্লাসে চেঁচাচ্ছে আউট-লরা, বিক্ষিপ্তভাবে গুলি ছুঁড়ছে।

নিষ্ফল আক্রোশে দু'হাতের তালু মুষ্টিবদ্ধ করল জ্যাক, দাঁতে দাঁত পিষে সামনের ধ্বংসযজ্ঞের দিকে তাকাল। জানে, এ-মুহূর্তে করার কিছুই নেই ওর। সামনের খোলা জায়গাটা পেরোবার চেষ্টা হবে আত্মহত্যার শামিল।

নেস্টর এবং র‍্যাঞ্চারদের লড়াইয়ে জ্যাকের সহানুভূতি বরাবরই নেস্টরদের দিকে। বুনো পশ্চিমে নেস্টর-র‍্যাঞ্চার বিরোধ নতুন কিছু নয়। নেস্টররা ভাল, উর্বর জমিগুলোর দখল নেয়, ভাল পানির উৎস আগলে রাখে। মাংসের টান পড়লে র‍্যাঞ্চারদের

boighar.com

গরুও মেরে খায় ওরা।

র‍্যাঞ্চারদের ধারণা, ওরা ভূমির উন্নতি সাধন করেছে, ইণ্ডিয়ান, রাসলার, প্রেয়ারি ফায়ারের বিরুদ্ধে লড়েছে—এ-ভূমির পুরোটারই কর্তৃত্ব ওদের। অথচ নেস্টররা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে, লাঙল চষে ভাল ঘাস নষ্ট করবে, রাসলিং করবে—এসব মোটেই সহজভাবে মেনে নেয় না র‍্যাঞ্চাররা। ফলে সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। অথচ বর্তমান সরকারি আইন নেস্টরদেরই পক্ষে।

নিরাপদে, প্রায় বিনা বাধায় রেইড সেরে দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোল দুর্বৃত্তরা, সঙ্গে র‍্যাঞ্চার দু'জন। মূল ট্রেইল ছেড়ে ওদের সমান্তরালে এগিয়ে চলল জ্যাকও। যদিও ঝোপঝাড় মাড়িয়ে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর সামনে একটা সংকীর্ণ উপত্যকা পড়ল। আগেরটার মতই। ভ্যালির শেষপ্রান্তে ক্রিকের পাড়ে পুরনো লগ কেবিনটা। বোধহয় একটা পরিত্যক্ত র‍্যাঞ্চহাউজ। আশপাশে কোরাল, বার্ন এবং অন্যান্য স্যাকগুলো সদ্য তৈরি।

অস্বাভাবিক নীরবতা। কোথাও কোনও নড়াচড়া কিংবা সাড়াশব্দ নেই। রেইডারদের আগমন টের পেয়ে পালিয়েছে ফারমাররা? বোধহয় সাবধানে সামনে এগোচ্ছে তস্কররা, একটা ঘন অ্যাসপেন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল জ্যাক। ওরা আরও ক'গজ এগোতেই এল পাল্টা আক্রমণ। ফার্মহাউজের দিক থেকে এক পশলা গুলি ছুটে এল। তড়িঘড়ি করে আশপাশের ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা লুকাল তস্কররা। ওদের একটা ঘোড়া পড়ে গেছে। র‍্যাঞ্চারদের একজন পায়ে গুলি খেয়েছে।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে পাল্টা-আক্রমণ চালাল দুর্বৃত্তরা। ফারমাররাও সমানে গুলি ছুঁড়ছে। প্রাণপণে লড়ছে ওরা। বোধহয় দূরে ধোঁয়া দেখে আগে থেকেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল।

তবুও শেষরক্ষা হলো না। ক্রল করে দালানটার পেছন দিকে

চলে এসেছে দু'জন তস্কর। ক্রিকের পাড়ে খড়ের গাদাভর্তি একটা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে। খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে ওয়্যাগনটাকে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল ওরা। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল কাঠের দেয়ালে।

পুরো দালানে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের লেলিহান শিখা। অ্যামবুশে থেকে অপেক্ষা করছে তস্কররা। অবশেষে মরিয়া হয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জ্বলন্ত ফার্মহাউজ থেকে বেরিয়ে এল নেস্টররা। অ্যামবুশে থেকে সব ক'টাকেই গেঁথে ফেলল তস্কররা। তারপর বাদবাকি স্যাকগুলোয় আগুন দিল।

দ্বিতীয় হোমস্টিডের রেইড শেষ করে আবার ট্রেইলে নামল দুর্বৃত্তরা। ক্লান্ত বিধ্বস্ত দেহ, তিনজন আহত। র‍্যাঞ্চারদের একজনের পায়ে গুলি লেগেছে। অ্যালান স্টার্ক এবং ফ্রেজিয়ার ভাইদের একজনও সামান্য চোট পেয়েছে। একটা ঘোড়া কম থাকায় র‍্যাঞ্চার দু'জন একই ঘোড়ায় চেপেছে।

পথে এক জায়গায় থেমে গোল হয়ে বসে শলা-পরামর্শ করল ছ'জন। পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করছে। *সার্কেল কে*-র জমি এটা। র‍্যাঞ্চটার চারপাশে ক্রিক এবং নদীর পাড়ে গজিয়ে ওঠা নেস্টরদের উচ্ছেদ করতে আরও ক'দিন সময় লেগে যাবে।

রাত নামার আগে আরও তিনটে ফার্ম রেইড করল তস্কররা। প্রায় বিনা বাধায়। কিন্তু পাল্টা হামলার সুবিধে করতে পারল না জ্যাক। সন্ধের দিকে সর্বশেষ ফার্মহাউজটার উঠনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল বাউন্টি হান্টার।

উঠানে ঘোড়া এবং গরুর মরদেহের পাশাপাশি পড়ে রয়েছে তিনটে লাশ। দু'জন বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং একজন বাইশ-তেইশ বছরের তরুণ। হোমস্টেডার, তার স্ত্রী এবং ছেলে, ধারণা করল জ্যাক। মাটির সঙ্গে কয়লা হয়ে মিশে যাওয়া স্যাকগুলো থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

উঠানের শেষ প্রান্তে আরও দুটো লাশ দেখে ওদিকে এগোল

boighar.com

জ্যাক। র‍্যাঞ্চার-দু'জনের লাশ। নেস্টররা মরার আগে গেঁথে ফেলতে পেরেছিল এ-দুটোকে। ওরাই আউট-লদের ভাড়া করেছে নেস্টরদের উচ্ছেদ করার কাজে। এখন নিজেরা লাশ হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছে।

তবুও ক্ষান্ত দেবে না দুর্বৃত্তরা, জানে জ্যাক। রক্তের নেশায় পেয়ে বসেছে ওদের, পুরো এলাকা নেস্টরমুক্ত না করে থামবে না। যে করেই হোক ঠেকাতে হবে ওদের, ভাবল জ্যাক। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হলেও। ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে যাবে, ঠিক তখুনি একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে স্যাডলে জমে গেল জ্যাক।

'যেখানে আছ ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে থাকো,' নির্দেশ দিল কেউ একজন। 'হাত দুটো কোমর থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে কণ্ঠস্বরটার উৎসের দিকে তাকাল জ্যাক।

আঠারো-উনিশ বছর বয়সী এক তরুণ। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। ওর হাতে ধরা কারবাইনের নল সোজা জ্যাকের বুকের দিকে তাক করা।

'কে তুমি?' উদ্ধত কণ্ঠে জানতে চাইল ছেলেটা।

'ওরা আমাকে জ্যাক কুল্টার বলে ডাকে।' বলল জ্যাক।

'জ্যাক কুল্টার?' চোখ কপালে তুলল ছেলেটা। 'বাউন্টি হান্টার? তুমি এখানে কী করছ?'

'ওদের পিছু নিয়েছি।'

'তুমি একা?' রাইফেল নামিয়ে সামনে এগোল ছেলেটা।

'হ্যাঁ,' সামনে পড়ে থাকা লাশ তিনটের দিকে তাকাল জ্যাক। 'ওরা?'

'আমার মা, বাবা এবং বড় ভাই,' উদাস দৃষ্টিতে দূর-দিগন্তের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'ওদেরকে কোনও সুযোগই দেয়া হয়নি। আমি আগে থেকে বাইরে ছিলাম বলে বেঁচে গেছি।'

সামনে এগিয়ে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল জ্যাক। 'দুঃখ করে

কী লাভ, বয়,’ সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, ‘কপালের লিখন কেউই খণ্ডাতে পারে না।’ জবাবে কিছুই বলল না ছেলেটা, দু’হাতে মুখ ঢাকল কেবল।

বিধ্বস্ত ফার্মহাউজ থেকে সামান্য দূরে ক্রিকের পাড়ে রাতের জন্য ক্যাম্প করল দু’জন। এক ফাঁকে চারপাশটা একবার স্কাউট করে এল জ্যাক। একটা টিলার উপর উঠে মাইল দুয়েক দূরে আউট-লদের ক্যাম্পফায়ার দেখতে পেল।

ক্যাম্পে ফিরে এসে সাপার সেরে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তরুণের দিকে তাকাল জ্যাক। ‘প্রতিশোধ নিতে চাও জনি?’ জানতে চাইল।

‘চাই।’ অপার্থিব শোনাল জনির কণ্ঠ। ‘দরকার পড়লে দুনিয়ার আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করব ওদের।’

‘সেজন্য,’ বলল জ্যাক, ‘মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তোমাকে। পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। হুট করে কিছু করে বসে নিজের জান খোয়ানোর কোনও মানে নেই।’

কোনও কথা বলল না জনি। উঁচু চোয়াল জোড়া শক্ত হয়ে আছে ওর, ক্যাম্পফায়ারের আগুনে জ্বলছে চোখদুটো।

‘দুঃখ কোরো না, বয়,’ নরম কণ্ঠে বলল জ্যাক, ‘মনটাকে শক্ত করতে শেখো। তোমার চেয়েও কম বয়সে মা-বাবাকে হারিয়েছিলাম আমি।’

‘আমি আর পারছি না, মি. কুল্টার, আর পারছি না...’ দু’হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠল জনি।

ওকে কাঁদতে দিল জ্যাক। কেঁদেকেটে মনটা একটু হালকা হোক। এরপরও আরও অনেকক্ষণ জেগে রইল দু’জন, যার যার মনের কথা শোনাল একে অপরকে। জনি বলল সুদূর মিজৌরি থেকে একবুক স্বপ্ন নিয়ে পশ্চিমে আসার কথা, হোমস্টিড গড়া এবং র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে বিরোধের কথা। জ্যাক তার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ

boighar.com

জীবনের কাহিনি শোনাল। রাত দুটোর দিকে বালি দিয়ে ক্যাম্পফায়ার নিভিয়ে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনে। কাল আবার খুব ভোরে যাত্রা শুরু করতে হবে।

সকালে ক্যাম্প গুটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ভোরের আলো ফোটার আগে। সূর্য ওঠার পর ওদের পরিত্যক্ত ক্যাম্পসাইটে পৌঁছল জ্যাক এবং জনি। অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে চারপাশটা জরিপ করে দেখল জ্যাক।

মনে হচ্ছে কিছুটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তস্কররা। গতদিনের স্মৃতি মোটেই সুখকর ছিল না ওদের জন্য। সঙ্গী র‍্যাঞ্চারদু'জনকে হারিয়েছে ওরা। নিজেরাও কমবেশি আহত হয়েছে। গত ক'সপ্তার মধ্যে গতকালই কেবল কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ওরা, দ্রুত কাজ সেরে চলে যেতে চাইবে।

সূর্য যতই উপরে উঠছে, আবহাওয়া ততই গরম হয়ে উঠছে। কোট খুলে স্যাডলের পেছনে বাঁধা বেডরোলে ঢুকিয়ে রাখল জ্যাক। দুর্বৃত্তদের ট্র্যাক ধরে সোজা দক্ষিণে এগোচ্ছে ওরা। ভূমির গড়ন বদলে যাচ্ছে ক্রমে। ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের মাঝখানে ঘেসো উপত্যকা ছেড়ে ভাঙাচোরা ভূমিতে পৌঁছল ওরা।

হঠাৎ দূরে ভোঁতা গুলির শব্দ শুনে ঘোড়ার রাশ টানল জ্যাক। জনির ঘোড়াটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে জ্যাকেরটার পেছনে। কান খাড়া করে শুনছে জ্যাক কোন্‌দিক থেকে আসছে গুলির শব্দ। দক্ষিণ-পুব দিক থেকে। ঘোড়ার মুখ ওদিকে ফেরাল জ্যাক, জনিকে হাত ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলল।

গুলির শব্দ ক্রমে বাড়ছে। নেস্টররা বোধহয় কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। প্রায় প্রত্যেক রেইডের ক্ষেত্রেই যেমনটি ঘটে। একটা অ্যারোয়ার মাঝখান দিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছে জ্যাক এবং জনি। অ্যারোয়াটার শেষ প্রান্তে উন্মুক্ত আরেকটি উপত্যকা। ওখানেই হোমস্টিডটা অবস্থিত।

আউট-লরা তাদের কাজ প্রায় গুটিয়ে এনেছে, একটা টিলার মাথায় উঠে দেখতে পেল জ্যাক এবং জনি। বার্ন এবং কোরালে যথারীতি আগুন জ্বলছে। উঠনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গরু ও ঘোড়ার মৃতদেহ। ফার্মহাউজটার চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে আউট-লরা, সমানে গুলি চালাচ্ছে বাড়ির দিকে। ওদিক থেকেও পাল্টা গুলি আসছে।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে সামনে ভূমির গড়ন পর্যবেক্ষণ করল জ্যাক। ভ্যালির দক্ষিণপ্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে ঘন চ্যাপারাল ঝোপের বিস্তার। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে আরেকটা অ্যারোয়া। মাইলখানেক দক্ষিণে আরেকটা ফার্মহাউজ। ওখানে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। গুলির শব্দ শুনে এবং ধোঁয়া দেখে কী ঘটছে বুঝে ফেলেছে নেস্টররা। এখন প্রতিরোধ গড়ে তোলা কিংবা কেটে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'চমৎকার জায়গা,' চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে মন্তব্য করল জ্যাক। গভীর ভাবনায় ডুবে ছিল জনি, জ্যাকের কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'কী যেন বলছিলে, জ্যাক?'

'বলছিলাম, অ্যামবুশ পাতার জন্য চমৎকার একটা জায়গা পেয়ে গেছি,' দূরবীনটা জনির দিকে বাড়িয়ে দিল জ্যাক। 'সামনে অ্যারোয়াটার মাঝামাঝি স্থানে। ঝড়ে উপড়ানো পাইন গাছটার পেছনে।'

চোখে দূরবীন লাগিয়ে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করল জনি, 'হ্যাঁ, জায়গাটা চমৎকারই বটে।' দূরবীন জ্যাককে ফিরিয়ে দিল জনি।

'চলে যাওয়া যাক তা হলে,' বলল জ্যাক। হোমস্টিডটার পশ্চিমে পাহাড়গুলোর আড়াল দিয়ে দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল দু'জন।

অ্যারোয়াটার পাড়ে পাইনের গুঁড়ির পেছনে উপুড় হয়ে বসে জ্যাক এবং জনি অপেক্ষা করছে। ঘোড়া দুটোকে শ-তিনেক গজ দূরে ঝোপের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে

boighar.com

আছে ওরা, কিন্তু দুর্বৃত্তদের আসার নাম নেই। বোধহয় সহজে হাল ছেড়ে দিচ্ছে না ফারমাররা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। 'আসছে ওরা।' ফিসফিসিয়ে বলল জনি।

'হ্যাঁ, আসছে!' চাপা কণ্ঠ জ্যাকের। 'সাবধান! নড়াচড়া কোরো না।'

দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেছে দুর্বৃত্তরা, পেছনে ধুলোর পাহাড় উড়িয়ে। সামনে স্টার্ক এবং অ্যাবোট, পেছনে ফ্রেজিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়। পরিশ্রান্ত দেহ ওদের, ঘামে জবজবে হয়ে আছে পরনের পোশাক।

'হল্ট!' হাতে কক্ করা পিস্তল বাগিয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। গোলাগুলি শুরু করার আগে ওদেরকে শেষ সুযোগ দিতে চায়। সুযোগ না দিয়ে কাউকে খুন করেনি সে এ-পর্যন্ত। জনিও গাছের গুঁড়ির ওপর রাইফেলের নল রেখে অপেক্ষা করছে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘোড়ার রাশ টানল দুর্বৃত্তরা। ফ্রেজিয়ারদের ঘোড়া দুটো সামনেরগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি হজম করতে এক মুহূর্ত মাত্র লাগল দুর্বত্তদের। তারপর সবাই একযোগে কোমরে হাত চালাল।

আউট-লদের দিকে ঝটপট ক'টা গুলি পাঠিয়ে দিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল জ্যাক। ক'টা গুলি ওর মাথার উপর শিস তুলল। ঠিক এক মুহূর্ত আগেও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান দিয়ে চলে গেল গুলিগুলো। গাছের গুঁড়ির আড়ালে থেকে সমানে গুলি চালাচ্ছে জনিও।

দুটো ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ফ্রেজিয়াররা পালাচ্ছে। সাবধানে গুঁড়িটার উপর মাথা তুলল জ্যাক। অ্যারোয়ার তলায় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে অ্যালান স্টার্ক। আকাশ দেখছে। হৃৎপিণ্ড বরাবর শার্টে লাল মানচিত্র তৈরি হয়েছে। ওর ঘোড়াটা দশ পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে, মনিবের বেহাল দশা দেখে অবাক হয়েছে যেন।

আরেকটা ঘোড়া মরে পড়ে আছে। ওটার পেছনে নড়াচড়া দেখে ঝুপ করে বসে পড়ল জ্যাক। পরমুহূর্তে এল গুলি। লিওন অ্যাবোট, ভাবল জ্যাক, ঘোড়াটার মৃতদেহের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে।

'কী খবর, জ্যাক?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল জনি।

'ওদের একজন মারা পড়েছে,' জবাবে বলল জ্যাক, 'দু'জন পিঠটান দিয়েছে। একজন মরা ঘোড়ার পেছনে আশ্রয় নিয়েছে।'

'পালিয়ে যাওয়া দু'জন যদি আবার পেছন থেকে ফিরে আসে?'

'আসবে না,' বলল জ্যাক, 'ওদের সম্পর্কে যদ্দূর জানি, স্টেটলাইন না পেরিয়ে আর থামবে না।'

আবার গুলি শব্দ হলো। জ্যাকের মাথার উপর গাছের গুঁড়িটায় গুলি বিঁধে ছালবাকল ছড়াল ওর মুখে। গুলি করল জনিও। মৃত ঘোড়াটার মাংসে বিঁধে ভোঁতা শব্দ তুলল গুলিটা।

'লিওন অ্যাবোট!' চেঁচিয়ে বলল জ্যাক। 'এখনও সময় আছে। উঠে দাঁড়িয়ে সারেণ্ডার করলে আরও ক'টা দিন বাঁচবে।'

'কে তুমি?' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে জানতে চাইল দুর্বৃত্ত। 'কোনও ল-ম্যান?'

'না,' জবাবে বলল জ্যাক, 'জ্যাক কুল্টার। বাউণ্টি হাণ্টার।'

অখণ্ড নীরবতা নামল হঠাৎ। আরও ক'মিনিট কেটে গেল। লিওন অ্যাবোটের মধ্যে ধরা দেওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ক্রল করে গাছের গুঁড়ির প্রান্তের দিকে এগুলো জ্যাক। শেষপ্রান্তে এসে থামল।

মরা ঘোড়াটার আড়ালে জবুথবু হয়ে পড়ে রয়েছে দুর্বৃত্ত। বাঁ কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ে বাঁ পাশটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। জ্যাকের পিস্তল কক্ করার ধাতব শব্দে চমকে উঠল আউট-ল। একটা গড়ান দিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ড্র করল।

পাঁজরে তপ্ত সীসার ছ্যাঁকা অনুভব করল জ্যাক। ওর হাতের

boighar.com

পিস্তল পরপর দু'বার আগুন উগরাল। লিওন অ্যাবোটের প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে আধ ইঞ্চি ব্যবধানে দুটো ফুটো তৈরি হয়ে গেল।

মৃত ঘোড়াটার পেটে পিঠ ঠেকিয়ে জবুথবু ভঙ্গিতে বসে লিওন অ্যাবোট। ও যে এখনও টিকে রয়েছে সেটাই আশ্চর্য ঠেকল জ্যাকের কাছে।

'পার পাবে না তুমি, জ্যাক কুল্টার,' যেন পাতাল থেকে ভেসে আসছে দুর্বৃত্তের কণ্ঠস্বর। 'ফ্রেজিয়াররা তোমাকে ছাড়বে না।'

'তাতে তোমার তো কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না,' টাকরায় চুক চুক শব্দ তুলল জ্যাক। 'ফ্রেজিয়ারদের উপর ভরসা করে থাকলে মরেও শান্তি পাবে না। ওদের যদ্দূর জানি, পারতপক্ষে আর কখনও আমার ট্রেইল মাড়াবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও কথা বলল না দুর্বৃত্ত। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ছলকে রক্ত বেরোচ্ছে পেটের ফুটো দুটো থেকে। অনেকক্ষণ পর আবার মুখ খুলল আউট-ল। 'ওহাইওতে এক প্ল্যানটেশন ওউনারের পুত্র ছিলাম আমি। সেখানে এক বদমাশ ল-অফিসারকে খুন করে আউট-ল বনে গেলাম। তারপর থেকে ছোটার মধ্যে ছিলাম। পুরোটা জীবন...'

'ওখানে আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে তোমার?' জানতে চাইল জ্যাক।

'আছে। পারলে ওদের কাছে আমার খবরটা পৌঁছে দিয়ো, কুল্টার।'

'দেব।'

যেন জ্যাকের কথায় আশ্বস্ত হয়েছে এভাবে চোখ বুজল আউট-ল। 'ওহাইও...' বিড় বিড় করে বলল, 'সুন্দর দেশ ওটা...সবুজ...!' ঘোড়ার পেটের ওপর নেতিয়ে পড়ল লিওন অ্যাবোটের মাথাটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক।

'জনি,' বলল ও, 'আমাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে এসো। আমি দেখি অ্যালান স্টার্কের ঘোড়াটা ধরতে পারি কি না। একটা ঘোড়া কম থাকায় লাশদুটো একই ঘোড়ায় চাপাতে হবে।'

'উইলো ক্রিকে নিয়ে যাবে?' জানতে জনি।

'না,' বলল জ্যাক, 'ও জায়গাটা আমাদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। পুরস্কারের টাকাটা সংগ্রহের জন্য আরও অনেকদূর যেতে হবে আমাদের।'

—মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ


boighar.com

# খুনে শয়তান

ডেভিসটাউন।

ন্যাড়া রিজটার ওপর দিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছে এক নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী। কালো স্ট্যালিয়নটার পিঠে রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে সে লাগাম মুঠোয় ধরে। ভাবলেশহীন চেহারা। মাথায় চওড়া কার্নিসের হ্যাট। মানুষটার ঊর্ধ্বাঙ্গের একটা পঞ্চো প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। পঞ্চোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো পেশিবহুল হাত। দেখলেই বোঝা যায়, হাতাহাতি লড়াইয়ে এ-লোক যে-কোনও পশ্চিমা মুষ্টিযোদ্ধাকে হারাতে পারে। কোমরে বাঁধা গানবেল্টে ঝুলছে দুটো .৩৫৭ বোরের রিভলবার, বহু ব্যবহারে মসৃণ ওগুলোর বাঁট। যে-কোনও মুহূর্তে প্রভুর হাতে উঠে আসার অপেক্ষায় আছে লেদার হোলস্টারে।

সারি সারি কতগুলো ঘরের শেষ মাথায় এসে ঘোড়া থেকে নামল আগন্তুক। ক্লে সেলুনের ভিতর থেকে হৈ চৈ-এর শব্দ ভেসে আসছে। কুকুরের মত বাজখাঁই একটা গলাও শুনতে পেল আগন্তুক।

'আমি তোমার কপাল ফুটো করতে যাচ্ছি, বুড়ো!' প্রচ্ছন্ন হুমকি দিল কণ্ঠটা। এখনও সময় আছে, 'নীলউট্‌পল ফার্গো কোন্‌ মুল্লুকে আছে, জানিয়ে দাও আমাকে।'

সেলুনের ভিতর হঠাৎ নীরবতা নেমে এল। গুঞ্জন, হৈ চৈ থামিয়ে সকলে বোধহয় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে দুঃসাহসী হুমকিবাজকে। চলার পথে থেমে দাঁড়াল আগন্তুক। এগিয়ে গিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে কান পাতল সেলুনের সুইংডোরে।

'তুমি বলবে, না ট্রিগার টানব আমি?' আবার বলল কণ্ঠটা, 'আমার আদালতে নীলউট্‌পল ফার্গো একজন ওয়ান্টেড!' অপরপক্ষ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবত গোঁয়ারের মত পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে কোনও গোলগাল তরমুজ।

খিকখিক হাসির শব্দ হলো। 'আমি মার্টিন লুথার,' বলল কণ্ঠটা। 'এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নই, বুঝলে? নীলকে পরে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করব আমি, মাঝখান থেকে প্রাণ হারাবে একটা গোলগাল বুড়ো হাবড়া।' জিভ দিয়ে করা চুকচুক শব্দ হলো। 'কী, একটা গরম সীসা চাই-ই বুঝি তোমার?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কেউ। পিস্তল কক্ করার শব্দ হলো। পরক্ষণেই বিকট চড়াৎ শব্দে চোয়াল ভাঙল কারও। হুড়পাড় করে সেলুনের মেঝেতে পড়ে গেল।

'মুখ খোলো! নোংরা কয়োট কোথাকার!' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল মার্টিন লুথার। 'আমি কখনও মিথ্যে হুমকি দিই না।'

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল কেউ। সম্ভবত হাপরের মত ওঠানামা করছে তার বুক, দৃষ্টি ঝাপসা। 'তুমি একটা জানোয়ার, মার্টিন।' বলল একটা কণ্ঠ। 'নীলউট্‌পলের মত নির্বিবাদী একজন মানুষের সঙ্গে লাগতে এলে ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবে না।'

আতঙ্কিত হবার ভান করল মার্টিন, বিস্ফারিত চোখে একবার নজর বুলিয়ে নিল সেলুনের নিষ্প্রাণ মানুষগুলোর ওপর। 'তাই বুঝি, টমবার?' গলার স্বরে কৌতুক।

'ঈশ্বর পাপীকে ক্ষমা করে না,' চোয়াল ভাঙার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল উচ্চারণগুলো। 'তুমিও রেহাই পাবে না, মার্টিন।'

সামান্যতম বদলাল না এতে খুনে শয়তানটা। কৌতুক করে বাঁ হাতে চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'উঁ... উঁ... উঁ... আমি আর বাঁচব না... গড! আমাকে খুন করবে... আমি বাঁচব না... উঁ... উঁ... উঁ...'

প্রাক্তন বারটেণ্ডারের মতিগতি কিছু বুঝল বর্তমান বারটেণ্ডার।

boighar.com

চোয়াল ডলতে ডলতে কলে পড়া ইঁদুরের মত তাকিয়ে থাকল সামনের পয়েন্ট ফোর ফাইভের উদ্যত মৃত্যুর দিকে। তলপেটে শিরশিরে অনুভূতি।

'শোনো, বুড়ো হাবড়া,' পরক্ষণে আবার কঠিন হয়ে গেল মার্টিনের কণ্ঠ। 'নীলউট্পল ফার্গোর মত একজন বেজন্মাকে খুন করলে কোনও পাপই হবে না আমার। কী দরকার ছিল, অমন হুট করে এই ডেভিসটাউন থেকে আমাকে উৎখাত করার!'

'তুমি একজন চোর ছিলে, এটা ভুলে যাচ্ছ, মার্টিন?'

'চোর? ধ্যাৎ!' নাক দিয়ে বিজাতীয় একটা শব্দ করল মার্টিন লুথার। 'কী এমন চুরি করেছিলাম, অ্যাঁ? সেলুনের দু'একটা দামি মদ, মাঝে মধ্যে কিছু নগদ টাকাকড়ি। এর জন্যে এত বড় শাস্তি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল আহত টমবার। 'কোনও ব্যবসায়ী তার নিজের ব্যবসায় লোকসান চায় না।'

বদমেজাজী মার্টিন বুনো দৃষ্টি নিয়ে তাকাল বুড়ো বারটেণ্ডারের দিকে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আবার আমি ফিরে এসেছি ডেভিসটাউনে। এবারে সেই ভুলের খেসারত দিতে হবে সেলুন-মালিক নীলউট্পল ফার্গোকে। সূর্য ডোবার আগেই এ-শহরের সবচেয়ে উঁচু কটনউড গাছটায় ঝোলাব ওকে আমি।'

'কিন্তু এসব করে তুমি পার পাবে না,' কম্পিত গলায় শাসাল তাকে টমবার।

'আরে আরে, ধমকাও নাকি!' বিদ্রূপে ঠোঁট বেঁকে গেল মার্টিনের। 'কে রুখবে আমাকে, অ্যাঁ? তোমাদের ওই শেরিফ? আমি এসেছি শুনে সে নিজের অফিসে বসে ঘামছে।'

সুইংডোরের এপাশে নিঃশব্দে হাসল অপেক্ষমাণ আগন্তুক। উঁকি দিল আধো-অন্ধকার সেলুনের ভেতরে। চোখ সয়ে আসতেই দেখা মিলল শিকারের।

'এ-মুহূর্তে গোটা পশ্চিমের সেরা পিস্তলবাজ আমি,'

কোনোরকম রাখঢাক না করেই নিজেকে জাহির করল মার্টিন লুথার। 'এদিকে তোমরা জেটি এডসনের নাম শুনেছ না? হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত গানফাইটার; গত মাসে তার সঙ্গেই শো-ডাউন হয়েছিল আমার টেক্সাসে। ব্যাটার চওড়া কাঁধে জুতসই একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি, লেজ গুটিয়ে কেটে পড়েছে সে পশ্চিম ছেড়ে। হাহ্ হা!'

হঠাৎ গুঞ্জন শুরু হলো সেলুনের ভিতর। জেটি এডসন সম্পর্কে দুর্বৃত্তটা যা বলছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পশ্চিমের সেরা গানফাইটারদের মধ্যেও সেরা জেটি এডসন। কঠিন মানুষ। ভবঘুরে। আজ পর্যন্ত কেউ তার বিরুদ্ধে শো-ডাউনে দাঁড়িয়ে টিকতে পারেনি, পরপারের টিকিট কেটেছে। সেই লোক সম্বন্ধে কথাটা কতটুকু সত্য?

'নীল আমাকে ভাগিয়ে দেয়ার পর সোজা টেক্সাসে চলে যাই আমি,' নিজের কলুষিত ইতিহাস বুক ফুলিয়ে উগড়াল মার্টিন লুথার। 'ওখানে গিয়ে ভিড়ে যাই খুনে মার্শাল পিট ক্যামেরনের দলে। একমাস আগে নিক্সনউডে যে-ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়, তার মাস্টার প্ল্যান ছিল,' নিজের বুকে আঙুল ঠুকল সে, 'এই আমার। পিট আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ব্যাঙ্ক লুটের সময়ই পটল তোলে টাউন মার্শালের গুলিতে। পরে ব্যাটা ল-ম্যানের শরীরে আধ ডজন বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে পালাই আমি। সঙ্গে নিয়ে আসি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। হাহ্, হা! তোমাদের নীলউট্পল ফার্গোর চেয়ে কোনও অংশে কম নয় আমার সম্পদ, কী বলো?'

একমুহূর্ত কথা না বলে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসল নিরীহ বারটেণ্ডার। তারপর জানাল, 'তোমার কুকীর্তির কথা আমরা আগে থেকেই জানি, মার্টিন। তুমি যে আসবে সেটাও জানি। আর তাই নীল ও তার পরিবারকে এমন জায়গায় লুকিয়েছি, তোমার বা... বাবারও ক্ষমতা হবে না ওর খোঁজ পাওয়া।'

হাতের ফোর ফাইভটা তুলে টমবারের কপালে ঠেকাল

boighar.com

মার্টিন। 'মনে হচ্ছে বড় ভালবেসে ফেলেছ তোমরা নীলউট্পলকে,' শীতল কণ্ঠে বলল।

'হ্যাঁ,' ঢোক গিলল বুড়ো টমবার। 'কেননা ডেভিসটাউনের জন্যে অনেক করেছে নীল, আমরা শহরবাসী ওর কাছে ঋণী।'

'সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, বুড়ো! গর্জে উঠল মার্টিন বুনো ষাঁড়ের মত।

হতবাক টমবার হঠাৎ উপলব্ধি করল ট্রিগারে চাপ দিতে পারে সে যে-কোনও মুহূর্তে। আতঙ্কে কাঁপতে লাগল সে।

'দাঁড়াও, মার্টিন!'

সেলুনের দরজার দিক থেকে একটা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই থেমে গেল মার্টিন লুথার। ঘুরে তাকিয়ে চমকে উঠল একটু, কিন্তু চেহারায় প্রকাশ হতে দিল না তা। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'চিনতে পারছ, মার্টিন?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল আগন্তুকের গলায়, সেলুনের সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে সে, দাঁড়িয়ে আছে পা ঈষৎ ফাঁক করে। 'তোমার প্রিয় সেই জেটি এডসন আমি।'

আচমকা আবার গুঞ্জন শুরু হলো সেলুনের ভিতর। চাপা ফিসফাস খিস্তি শোনা গেল শহরবাসীর মুখে। আশু লড়াইয়ের একটা জমজমাট ঘটনা দেখার আশায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সবাই। 'এই একটা মাস কোথায় ছিলে, মার্টিন?' আবার বলল এডসন। 'অনেক খুঁজেছি তোমাকে, পাইনি।'

কষ্টেসৃষ্টে একটু হাসল মার্টিন লুথার, সভয়ে হাতের পিস্তলটা তাক করল ভয়ঙ্কর পিস্তলবাজের মাথা লক্ষ্য করে। 'আমাকে কী দরকার তোমার?'

'নির্বোধ ষাঁড়ের মত কথা বোলো না,' বলল এডসন। 'তুমি জানো কেন শিকারী হাউণ্ডের মত তোমার পিছু নিয়েছি আমি।'

শিরশিরে একটা অনুভূতি জাগল মার্টিনের শিরদাঁড়ায়, পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। 'না, আমি জানি না।'

'সেক্ষেত্রে মিছে বলার অপরাধে মরতে হবে তোমাকে।'

'আমি... আমি কী করেছি তোমার?'

'নিক্সনউডে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সময় ল-ম্যান বিগ চ্যাপলিনকে খুন করেছ তুমি গুলি করে।'

কুঁচকে গেল মার্টিনের ভ্রূ, হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়ে গেল। কাঁপা গলায় জানতে চাইল, 'তাতে কী?'

'বিগ চ্যাপলিন আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন ছিল। ওর মৃত্যুতে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি, খুনিকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেব। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে জানতে পারলাম তুমিই...'

কথাটা শেষ করতে পারল না এডসন, হঠাৎ ট্রিগার টানল মার্টিন লুথার। কিন্তু তার আগেই বাঁ পাশে সরে গেছে পশ্চিমের সেরা পিস্তলবাজ জেটি এডসন, নিমেষে খালি করে ফেলেছে .৩৫৭ বোরের বহু ব্যবহৃত ম্যাগাজিনটা। সব ক'টা বুলেট গিয়ে বিঁধেছে মার্টিনের নিষ্ঠুর হৃদয়ের চারপাশে। কোনোরকম প্রতিবাদ না করেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে খুনে শয়তানটা।

সম্মিলিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার শব্দ উঠল সেলুনের ভিতর। অনেকেই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করল কয়েকবার, বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, তাকিয়ে আছে জেটি এডসনের দিকে।

কাউন্টারের ও-ধার থেকে বেরিয়ে এল টমবার। মৃত মার্টিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ব্যাটা আস্ত একটা শয়তান; খুনে!' ঘুরে তাকাল এডসনের দিকে। 'তুমি না এলে ঝামেলা বাধিয়ে দিত গোটা শহরে।'

'কী ঘটেছিল?' হোলস্টারে পিস্তল ভরে আবছা ধারণাটাকে স্পষ্ট করতে চাইল এডসন।

'আজ থেকে পাঁচ বছর আগে চুরির অপরাধে ডেভিসটাউন থেকে ওকে খেদিয়ে দেয় সেলুন-মালিক নীলউট্পল ফার্গো।' বলল টমবার, গাল চুলকাল। 'ব্যাটা তখন এই সেলুনের বারটেণ্ডার ছিল। দু'একবার সাবধান করার পরও যখন চৌর্যবৃত্তি

boighar.com

থামল না ওর, তখনই ওকে শহর থেকে উৎখাত করল নীল। এ ব্যাপারে অবশ্য আইন ওর পক্ষে ছিল। প্রাক্তন ল-ম্যান স্টুয়ার্ট লি-র উপস্থিতিতেই ঘটেছে ঘটনাটা। পাঁচটা বসন্ত বাইরে কাটিয়ে ব্যাটা আজ হঠাৎ এসেছিল প্রতিশোধ নিতে। ভ্যাগ্যিস তুমি ছিলে!'

সেলুনের ভিড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ একজন বলল, 'হাই, এডসন! টেক্সাসে ওই মৃত লোকটার সঙ্গে সত্যি শো-ডাউন হয়েছিল তোমার?' রক্তাক্ত মার্টিনকে দেখাল।

আকর্ণ হাসল এডসন। চওড়া শরীরে জড়িয়ে থাকা পঞ্চোটা খুলে ফেলল টান দিয়ে। 'দেখো তো, কাঁধে কোথাও বুলেটের ক্ষত আছে নাকি?'

ডেভিসটাউনের শহরবাসী দেখল, বুলেটের ক্ষত কেন, একটা পিঁপড়ের কামড়ের চিহ্নও নেই পশ্চিমের সেরা পিস্তলবাজ জেটি এডসনের শরীরের কোথাও।

—তন্ময় আচার্য

www.boighar.com